শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশঃ

(সানুবাদঃ)

শ্রীমদ্ রাঘব-পণ্ডিত-গোস্বামি-বিরচিতঃ
শ্রীউত্তমদাস-কৃতানুবাদেন সহিতঃ

শ্রীধাম নবদ্বীপ-হরিবোল কুটীর-নিবাসিনা
শ্রীহরিদাস দাসেন প্রকাশিতঃ

৪৬২ শ্রীচৈতন্যাব্দঃ ।

। মূল্যং সার্দ্ধংরূপ্যকম্

বিজ্ঞপ্তি

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রচুরতর কৃপায় শ্রীগোবর্দ্ধনবিলাসী শ্রীপাদ রাঘবপণ্ডিতগোস্বামি-বিরচিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১৬২) ইঁহার সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়—

শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘবগোস্বামী গোবর্দ্ধন-কৃতস্থিতিঃ।
ভক্তিরত্ন-প্রকাশাখ্য গ্রন্থো যেন প্রকাশিতঃ।

ভক্তমালে তৃতীয়ে ও ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার বহুশঃ উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্রীরাঘবের সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বনযাত্রা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে ইঁহার মহিমাবর্ণন-প্রসঙ্গে—(৫।২২—২৮)

দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরম বৈষ্ণব, ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁর॥
দীনহীনে অনুগ্রহ সীমা দেখাইলা।
ভক্তিরত্নপ্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥
যাঁহার সর্বস্ব শ্রীপর্বত গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধনে বাস, সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে রহে দাসগোস্বামির সঙ্গে॥
কভু কভু একযোগে আসি বৃন্দাবনে।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে॥

রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিত সদা গায়।
না ধরে ধৈরয নেত্রজলে ভাসি যায়॥
ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাহি ভক্ষণেতে।
প্রবল বৈরাগ্য চেষ্টা কে পারে বুঝিতে?

শ্রীশ্রীগিরিরাজতটদেশে অদ্যাপি 'রাঘবের গোফা' বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার ভজন-নিষ্ঠা ও কঠোর বৈরাগ্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

শ্রীপাদকৃত অন্যান্য গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য গ্রন্থে ছয়টি প্রকাশ (অধ্যায়) আছে—প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটি শ্লোকে শ্রীগোস্বামিপাদ প্রবন্ধটিকে রত্ন, মাণিক্য ইত্যাদির সহিত 'রূপক' করিয়া 'ভক্তিরত্নপ্রকাশ' নামের সার্থকতা দেখাইয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে—ক্রমদীপিকার প্রথম আট শ্লোকে মঙ্গলাচরণ ও বর্ণয়িতব্য বিষয়াদির সন্নিবেশ, সর্বোপাসনা-নিরসনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের সমাদর ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—বিভিন্ন দেবতা তীর্থ ও সৎকর্মাদির নশ্বরত্ব প্রতিপাদন পূর্বক ব্রহ্ম-উপাসনার নিষ্ফলত্ব দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ অধ্যাত্মবাদিগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে আরোপিত প্রাকৃতত্ব, ভৌতিকত্ব ও সগুণত্বাদির আক্ষেপ-সমাধান এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা কর্তৃক জাবালি মুনিকে শ্রীকৃষ্ণরতি-বিষয়ক উপদেশ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া নানোপাসনা বর্জন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে—শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব, নিত্য ও দিব্য বৃন্দাবন—ধামের অপ্রাকৃতত্ব কালাদ্যগোচরত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব, বেদ-গোচরত্ব, পরাৎপরত্ব, নিত্যকিশোরত্ব ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে—শ্রীনন্দনন্দনের নিত্য বৃন্দাবনবিলাসিত্ব, জন্মলীলা, অবতারকারণ, কেশাবতারত্বখণ্ডন, বাল্যাদি লীলাহেতুপ্রদর্শন, অসুরবধাদি, ধাম-প্রসঙ্গ প্রবাস-তত্ত্ব, দৃশ্যাদৃশ্যত্ব ইত্যাদি বিচার করিয়াছেন। পঞ্চমাধ্যায়ে—

স্থানে অবতারাদির প্রসঙ্গ, অবতারির লক্ষণ-নিরূপণ, বাসুদেবাদির স্বরূপ-নির্ধারণ, রাধাতত্ত্ব, দুর্গাতত্ত্ব, শক্তিত্রয়-বিবৃতি, নিরীহ শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব, অবতার-স্বরূপ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ে—ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন—সাধনী, জ্ঞানযুক্তা ও প্রেমলক্ষণাভেদে ভক্তিত্রয়, ইহাদের নববিধা ভক্তিতে বিভাগ ও বিবৃতি, সৎসঙ্গপ্রভাব, সাধু নির্ণয় ভাগবত ধর্মে অচ্যুতি ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই সারাৎসার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই ছয় অধ্যায়ে ক্রমশ (১) হীরা (শ্রীকৃষ্ণভজনোদ্দেশ) (২) মুক্তা (নানোপাসন বর্জন): ( ) সুনীলরত্ন (শ্রীকৃষ্ণপূর্ণতমত্ব নিরূপণ) (৪) মাণিক্য (বৃন্দাবনে নিত্য প্রকাশ) (৫) মরকতরত্ন (শ্রীনন্দকিশোর স্বরূপ,) (৬) চিন্তামণি (ভক্তিবিরচন) ইত্যাদি বর্ণনা-প্রসঙ্গে উচ্চতর সোপানের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভক্তিপথে চলিতে যত বিরুদ্ধবাদ আসিতে পারে, তাহারই নিরসন-পূর্বক বিশুদ্ধভজন-নির্দেশই এই গ্রন্থের তাৎপর্য।

পরিশেষে এই গ্রন্থ-সঙ্কলন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। বহরমপুর হইতে একখানা পুঁথি পাইয়াছিলাম, তাহাতে বহু ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইয়াছে, আর একখানা খণ্ডিত পুঁথি—৮ পাতা মাত্র—সিউড়ী রতন লাইব্রেরীতে (নং ১২৪৯) পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমখানার সাহায্যেই ইহার সঙ্কলন হইল। এই গ্রন্থমধ্যে যে সব প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য, শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবন, গোলোকসংহিতা, গোরক্ষ-সংহিতা ও আদিযামল প্রভৃতির নামও অশ্রুতচর। অতএব কোনও ক্রমেই পাঠ মিলাইতে না পারায় অনুবাদে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে; প্রকরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থলে স্থলে যথামতি অনুবাদ করিতে হইয়াছে; পরমপূজ্য পাঠকগণের শ্রীচরণে এই নিবেদন

তাঁহারা প্রকাশকের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি, ভ্রমপ্রমাদাদি ক্ষমা করিয়া গ্রন্থশোধন পূর্ব্বক পাঠ করুন।

প্রসিদ্ধ বনবিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সময়ে ১৬৬১ শাকে তত্রত্য উত্তমদাস-নামক জনৈক কবি এই গ্রন্থের চতুর্থ বস্ত্র পর্য্যন্ত পয়ারে যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশঃ

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

প্রথমঃ প্রকাশঃ।

কলাত্রমোয়ালবকাভমূর্ত্তিঃ
কলক্কণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ।
শ্রিতো হৃদি ব্যাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
শ্রিয়েঽস্তু গোপীজন-বল্লভো বঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

হরি-গিরি-পাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
'ভক্তিরত্ন' অনুবাদ কহে দাস হরিদাস ॥

(১) যিনি "জ্ঞানস্বরূপ হইলেও নিজেতে অধ্যস্ত মায়াগুণস্বীকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ থাকিলেও যাঁহার স্বরূপানুসন্ধানের প্রচ্যুতি ঘটে না, অথবা (কল্ বন্ধনে) বন্ধনাত্মক সংসার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মায়ালেশরূপ জলতত্ত্ব-স্বরূপে মূর্ত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অথবা সকল গোপালমন্ত্রের বীজরূপে কামবীজাত্মক মূর্ত্তিধারী যিনি—অব্যক্ত মধুর শব্দায়মান বংশীস্বরে সকলের সুখদানকারী, হৃৎপদ্মে চিন্তনীয় (অথবা সর্ব্বপ্রাণির অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত)—সেই গোপীজনবল্লভ ত্রৈলোক্য মোহন করিতে করিতে তোমাদের সর্ব্বসুখ-সম্পত্তি দান করুন।

গুরুচরণ-সরোরুহ-দ্বয়োত্থান্
মহিতরজঃকনকান্ প্রণম্য মূর্দ্ধ্না ।
গদিতমিহ বিবিচ্য নারদাদ্যৈ
র্যজনবিধিং কথয়ামি শার্ঙ্গপাণেঃ ॥ ২ ॥

ক্ষিতিসুর-নৃপ-বিট্-তুরীয়জানাং
মুনি-বনবাসি-গৃহস্থ-বর্ণিনাঞ্চ ।
জপ-হুত-যজনাদিভি র্মনূনাং
ফলতি হি কশ্চন কস্যচিৎ কথঞ্চিৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়-জন্মভেষু ।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং দ্রাগেব গোপালক-মন্ত্র এষঃ ॥ ৪ ॥

নূনমচ্যুত-কটাক্ষপাতনে কারণং ভবতি ভক্তিরঞ্জসা ।
তচ্চতুষ্টয়-ফলাপ্তয়ে ততো ভক্তিমানধিকৃতো গুরৌ হরৌ ॥ ৫ ॥

---

(২) শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-কমলোত্থ মহনীয় (পূজাস্পদ) রজঃকণ-সমূহকে মস্তকে ধারণ-বন্দনাদি করিয়া নারদ-গৌতমাদি মুনিবরগণ-কর্তৃক কথিত শ্রীকৃষ্ণের পূজাহোমাদি যাবতীয় বিধান বলিতেছি। (৩) শ্রীগোপালমন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্র রাশ্যাদিক্রমে শোধিত হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণসমূহের এবং গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি বা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমের ও স্ত্রীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাগ্যবশতঃ যৎসামান্যরূপে ফলদ হইয়া থাকে। (৪) কিন্তু এই দশাক্ষর গোপালমন্ত্র সর্ব্ববর্ণে, সর্ব্বাশ্রমে, স্ত্রীতে এবং নানানাম ও নানানক্ষত্রযুক্ত ব্যক্তিগণেও শীঘ্রই অভিবাঞ্ছিত ফলদান করেন। (৫) যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তির পক্ষে ভক্তিই একমাত্র নিশ্চিত কারণ, তখন ধর্ম্মাদি চতুর্বর্গফল প্রাপ্তির জন্য হরি ও

স্নাতো নির্মলধৌত-সূক্ষ্মবসনো ধৌতাঙ্ঘ্রি-পাণ্যাননঃ
স্বাচান্তঃ সপবিত্র-মুদ্রিতকরঃ শ্বেতোর্দ্ধপুণ্ড্রোজ্জ্বলঃ।
প্রাচীদিগ্‌বদনো নিবধ্য সুদৃঢ়ং পদ্মাসনং স্বস্তিকং
বাসীনঃ স্বগুরূন্ গণাধিপমথো বন্দেত বদ্ধাঞ্জলিঃ ॥ ৬ ॥

অথাস্ত্রমন্ত্রেণ বিশোধ্য পাণী
ত্রিতাল-দিগ্‌বন্ধ-হুতাশশালান্ ।
বিধায় ভূতাত্মকমেতদঙ্গং
বিশোধয়েচ্ছুদ্ধমতিঃ ক্রমেণ ॥ ৭ ॥

ইড়া বক্ত্রে ধূম্রং সতত-গতিবীজং সলবকং
স্মরেৎ পূর্বং মন্ত্রী সকলভুবনোচ্ছোষণকরম্ ।

গুরুতে অভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন ভক্তিমান্ পুরুষই দীক্ষালাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। (৬) এক্ষণে পূজার ক্রম বলিতেছেন—স্বগৃহোক্ত (আগমোক্ত) বিধি অনুসারে স্নান করিয়া নির্ম্মল শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বসন পরিধানপূর্ব্বক, করচরণমুখাদি প্রক্ষালন করত আচমন করিবে, হস্তদ্বয়ে পবিত্র (কুশাঙ্গুরীয়) ও ললাটে শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (হরিমন্দির) ধারণান্তে পূর্ব্বমুখী হইয়া পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিবে; তৎপরে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া স্বগুরুগণের ও গণাধিপতির বন্দনা করিতে হইবে। (৭) অনন্তর অস্ত্রমন্ত্রে (অস্ত্রায় ফট্) গন্ধপুষ্পদ্বারা হস্তদ্বয় শোধন করিয়া (করন্যাস) ঊর্দ্ধোর্দ্ধক্রমে তালত্রয় দিবে এবং ছোটিকাদ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। ঐ অস্ত্রমন্ত্রেই যজ্ঞশালা (জলদ্বারা নিজেকে) বেষ্টন করিবে—এইভাবে পঞ্চভূতাত্মক এই শরীরকে বিশোধন (দেবতাত্মক) করিয়া বিশুদ্ধমতি হইবে। (৮) ভূতশুদ্ধি-প্রকার :—প্রথমতঃ মন্ত্রানুষ্ঠাতা

স্বকং দেহং তেন প্রতত-বপুষাপূর্য্য সকলং
বিশোষ্য [ব্যামুঞ্চেৎ পবনমথ মার্গেণ খমণেঃ] ॥ ৮

ইত্যাদীনি সন্তি তত্রৈব [ক্রমদীপিকায়াং (১।৮)] জ্ঞাতব্যং, কিমেতৎ-সংগ্রহেণ। অহো সত্যমেতদুক্তং, কিন্তু তান্যেব সন্তি, তজ্‌জ্ঞাতারো ন সন্তি। কেচিৎ শুষ্কতার্কিকা ন্যায়বাদিনঃ। কেচিৎ সন্দিগ্ধমনসঃ। কেচিৎ কর্ম্মমার্গিণঃ। কেচিদ্ বৌদ্ধপথা-বেশিনঃ। কেচিন্নানাদেব-পরায়ণাঃ। যস্য যে, তে তস্য গুণবাদিনঃ। কেচিৎ সর্ব্বদেব-মাহাত্ম্য-সাম্যং বিস্তারয়ন্তি; তদেব "প্রাচীনান্যপি তানি তানি বহুশঃ শাস্ত্রাণি বেদ্যানি চ প্রায়স্তত্র সমস্তদেব-সমতাং

বামনাসাপুটে ধূম্রবর্ণ ও পাঞ্চভৌতিক দেহশোষক (যম্) এই বায়ুবীজ স্মরণ করিবে (বামনাসায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া ১৬ বার জপ করিবে); তৎপরে নিজের সকল শরীর সেই বিস্তীর্ণ বীজময় বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া (দেহস্থ বায়ুকে বাহিরের বায়ুর সহিত ঐক্য ভাবনা করিয়া) ৬৪ বার ঐ বীজ কুম্ভকাবলম্বনে জপ করত [সূর্য্যমার্গে দক্ষিণ নাসাপুটে রেচনদ্বারা (বায়ুবীজ ৩২ বার জপ করিতে করিতে) বায়ুত্যাগ করিবে] ।"

(৯) এই বাক্যনিচয় ক্রমদীপিকা হইতে জ্ঞাতব্য। কিন্তু ইহাদিগের সংগ্রহ করিবার কি উদ্দেশ্য ?

উত্তর। অহো ! সত্যই বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থে বহু সাধন-সঙ্কেত-নির্দ্দেশক বচনাবলি আছে বটে, কিন্তু তাহাদের খবর রাখে কে ? কেহ কেহ ন্যায়বাদী শুষ্কতার্কিক, কেহ কেহ সন্দিগ্ধমনাঃ (*sceptic*), কেহ কেহ কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ, কেহ কেহ বা বৌদ্ধমার্গাবলম্বী, কেহ কেহ বা বহু দেবদেবীর আরাধনা-পরায়ণ; এইভাবে যাহারা যে পথের পথিক,

বর্ণয়ন্তি তে সূরয়ঃ। সর্বাত্মা পরমেশ্বরোঽখিলপরঃ কৃষ্ণো ন তৈর্জ্ঞায়তে। তত্তেভ্যোঽতিসুদুর্লভং সমনয়ং ক্ষীরাব্ধিপীযূষবৎ॥"

এবং তেষু তেষ্বপি শাস্ত্রাদিষ্বপান্তি তত্ত্বস্য সর্বেশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তত্ত্ববিশেষঃ কৈশ্চিদপি ন জ্ঞায়তে। কথমেবং? তস্যৈবেশ্বরস্য মায়য়াচ্ছন্না স্তে নানাত্বং পশ্যন্তি তদিতি নানাশাস্ত্রানুসারেণ।

যথা—শ্রুত্বা তচ্ছ্রুতিশাস্ত্রতন্ত্রনিগমান্ দৃষ্ট্বা পুরাণাদিকান্
তৎ সংশ্রিত্য সতাং মতঞ্চ সতত্বং খ্যাতং নিগূঢ়ং পরম্।
লীলাবিগ্রহধারিণোঽপি পরমানন্দস্য কৃষ্ণস্য চ
ব্রহ্মাদেরপি দুর্লভং কিল যশঃ সংকীর্ত্ত্যতে তত্ত্বতঃ। ৯

তাহারা সেই মার্গেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, আবার কেহ কেহ সমান ভাবে সকল দেবতার মাহাত্ম্যপ্রচারে প্রয়াসী। সুতরাং বলিতেছি যে— "বহু বহু শাস্ত্র জ্ঞাতব্যও আছে, তাহাতে পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ সমস্ত দেবতার সাম্যবাদ প্রচার করেন; কিন্তু সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বাতিশায়ী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা জানেন না। সুতরাং ক্ষীরসমুদ্রোদ্ভূত অমৃতের ন্যায় বহু শাস্ত্র-মন্থনক্রমে আবিষ্কৃত তাঁহাদের সুদুর্লভ এই গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করিতেছি।" ঐসকল শাস্ত্রনিবন্ধে নিগূঢ়রূপে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ববিশেষ বর্ণিত হইলেও কেহই জানিতে পারে না; কেন জানিতে পারিনা, তাহা বলিতেছি— সেই পরমেশ্বরের মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারা নানাশাস্ত্রে নানাত্ব (পৃথকৃত্ব) দর্শন করেন। সুতরাং বহু বহু শাস্ত্র, তন্ত্র ও নিগমাদি শ্রবণ এবং বহু বহু পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া—সজ্জনদিগের মত (যুক্তি) সমাশ্রয়পূর্ব্বক লীলাবিগ্রহধারী পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের পরমনিগূঢ়, সতত

অথ কৈশ্চিদপি তর্কবাদিভিঃ পুরাণোদিতং নাদ্রিয়তে।
তত্রাহ—বৃহন্নারদীয়ে প্রথমাধ্যায়ে—

পুরাণেম্বর্থবাদস্তু যে বদন্তি নরাধমাঃ।
তৈ র্বর্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ ॥
সমস্তকর্ম্ম-নির্ম্মুল-সাধনানি নরাধমঃ।
পুরাণেম্বর্থবাদেন মৃতো নরকমশ্নুতে ॥
যাবদ্ ব্রহ্মা সৃজ্যতে তজ্জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং।
তাবৎ স পচ্যতে পাপী নরকাগ্নিষু সন্ততং ॥

যথা পুরাণানি সমস্তানি বেদাঙ্গানি তস্মাদ্বেদানামনাদরেণ এবং ভবত্যেব, নান্যথা এব। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

বিখ্যাত অথচ ব্রহ্মাদিরও দুর্জ্ঞেয় যশঃ (লীলাদি) যত্নসহকারে কীর্ত্তন করিতেছি।

[১০] কোনও কোনও তর্কবাদিগণ পুরাণবচনের সমাদর করেনা। এই বিষয়ে বৃহন্নারদীয়ের প্রথমাধ্যায়ে বলা হইয়াছে—'যে নরাধমগণ পুরাণসমূহে অর্থবাদ (সামান্য স্তুতিবাক্যমাত্র) জ্ঞান করে, তাহাদিগ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্যরাশিও সকল কর্ম্মের নির্মূল সাধন করিয়া থাকে (ফলদায়ক হয় না); যতদিন যাবৎ ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গমাত্ম-জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত), সেই পাপী নরকাগ্নিরাশিতে নিরন্তর পুড়িতে থাকে। পুরাণ সমুদায় বেদাঙ্গই বটে, সুতরাং বেদের অনাদরে, তাহাদের নরকপাতই অবশ্যম্ভাবী। বৃহন্নারদীয়ে উক্ত আছে "ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস বেদশাস্ত্র বিভাগ করিয়া পুরাণ-সমূহে নিখিল

বেদব্যাসস্তু ধর্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রবিভাগকৃৎ।
প্রোক্তবান্ সর্ব্বধর্ম্মাণি পুরাণেষু মহীপতে॥

তদেবং শ্রুতিস্মৃত্যাদিসমস্ত-ধর্ম্মশাস্ত্র-সমুদ্দিষ্টং শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনমিতি বিধেয়ং। ১০।

অতঃ সর্ব্বোপাসনমপাস্য সর্ব্বোপাস্য-শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দশরণং কর্ত্তব্যমিতি শ্রেয়ঃ। যথা—শ্রীভাগবতে পরীক্ষিতং প্রতি শুক উবাচ—তস্মাদ্ গোবিন্দ-মাহাত্ম্যমানন্দরসসুন্দরং।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ॥*

তথা—কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভাবেন চাচ্যুতং।
ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা লভন্তে পদমব্যয়ম্॥*

তস্মাদ্ ভারত! সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥ (ভা ২।১।৫)

ধর্ম্মাচরণের উপদেশ করিয়াছেন। অতএব বেদ-স্মৃতিপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সমুদ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনই বিধেয়॥

(১১) সকল দেবদেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া সকলের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম-শরণই কর্ত্তব্য—ইহাই শ্রেয়ঃ (আত্যন্তিক মঙ্গলনিদান)। ভাগবতে (?) শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—আনন্দরস সুন্দর গোবিন্দ-মাহাত্ম্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে জীব কৃতার্থই হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই

---

*ন দৃশ্যতেঽয়ং শ্লোকঃ মুদ্রিত সংস্করণে।

তথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—পরমার্থমশেষস্য জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং।
শরণ্যং শরণং গচ্ছন্ গোবিন্দং নাবসীদতি ॥

তথা ব্রাহ্মে—কল্পবৃক্ষং সমাশ্রিত্য ফলানি স্বেচ্ছয়া যথা।
গৃহ্ণাতি পুরুষো রাজন্ তথা কৃষ্ণান্মনোরথান্ ॥

তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫। ৬১)—
ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ১১

তথা একং শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জং ভজনীয়মিতি। যথা—অথর্ব্বোপনিষদি গোপালতাপন্যাং (পূর্ব্ব ২০।২১)

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যে নু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥

ভজনা করেন, তাঁহারা অব্যয় পদ (ধাম) লাভ করেন। অতএব হে পরীক্ষিত! অভয় (নিবৃত্তি)-প্রার্থী সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিকেই শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—পরমার্থভূত, নিখিল জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী শরণ্য শ্রীগোবিন্দের শরণাগত জন কখনও অবসন্ন হয় না। ব্রহ্মপুরাণে—মানব কল্পবৃক্ষ-সমাশ্রিত হইয়া যেইরূপ স্বেচ্ছায় বিবিধ ফল লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন করিলেও নিখিল বাঞ্ছা-পূর্ত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মসংহিতায়—অন্যান্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই বিশ্বস্তচিত্তে ভজন কর, শ্রদ্ধানুযায়ী সিদ্ধিলাভও অনিবার্য্য ॥

[১১] একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মই ভজনীয়। যথা গোপালতাপনীতে—'এক (মুখ্য স্বয়ং ভগবান্) প্রকৃতি-কালের নিয়ামক ও সর্ব্বগ (বিভু)

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি বিপ্রা
স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

ইতি জ্ঞাত্বা বিলম্বো ন কর্ত্তব্যঃ। যথা শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে (২৯) চতুর্বিংশতিগুরু-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ উবাচ—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

তথা [ভাগ ৭।৬।১] দৈত্যবালকান্ প্রতি প্রহ্লাদবচনং—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভো মানুষো দেহ স্তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥

শ্রীকৃষ্ণই স্তবনীয়, তিনি এক হইয়াও (একত্ব ত্যাগ না করিয়াই) নারায়ণাদি বহুরূপে নিত্য প্রকাশিত হয়েন ; যে সব ধীর (পণ্ডিত) ব্যক্তি যোগপীঠস্থ ইঁহাকে ভজন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখপ্রাপ্তি ঘটে, অন্যের পক্ষে তাহা কিন্তু সম্পূর্ণ অসম্ভব। নিত্য (বস্তু, ব্যক্তি) গণেরও নিত্যতাবিধায়ক সচৈতন্য প্রাণিনিচয়েরও চৈতন্যসম্পাদক [অথবা নিত্য চেতন বিরিঞ্চি প্রভৃতি বহু জীবগণের উপাসনীয়] যে নিত্য চেতন এক (সারাৎসার তত্ত্ব) বস্তু, তিনি সর্ব্বকামনা পূরণ করেন। যোগপীঠস্থ তাঁহাকে নিত্য ভজন করিলেই ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণও শাশ্বত (অক্ষয়) সিদ্ধি (মুক্তি) লাভ করেন। এই তত্ত্ব জানিয়া আর ভজনবিষয়ে বিলম্ব

যথা [ভাগ ১০।৩।২৭] দেবকীস্তুতিঃ—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥

মৃত্যুরিতি সদসৎকর্ম্মণা যমবশোভূত্বা তত্তৎকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনর্জ্জায়ত ইতি গর্ভবাসযাতনা প্রাপ্যত ইতি মৃত্যুঃ । এতদেব শ্রীকৃষ্ণ-

---

(ঔদাসীন্য) করা অনুচিত। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—(১১।৯।২৯) বহু বহু জন্ম পরে অনিত্য হইলেও পুরুষার্থসাধক একবারমাত্র এই মানবীয় দেহ দৈবক্রমে লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত্যু-পরম্পরা প্রাপ্তি না ঘটে, তাবৎকাল শীঘ্র শীঘ্র (কালব্যাজ না করিয়া) নিঃশ্রেয়স (পরম নিবৃত্তি) লাভের জন্য সচেষ্ট হইবে ; যেহেতু বিষয়-রস সর্ব্বত্র (পশু প্রভৃতি যোনিতেও) পাওয়া যায়ই। (৭।৬।১) দৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—প্রাজ্ঞব্যক্তি কুমারকাল হইতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন, যেহেতু মানুষ দেহ দুর্লভ এবং অনিশ্চিত হইলেও পরমপুরুষার্থসাধক। (১০।৩।২৭) দেবকী-স্তুতি—হে আদ্য (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)! এই মর্ত্ত্য (মরণধর্ম্মা) জীব মৃত্যুরূপ বিষধর সর্পের ভয়ে পলায়ন করত সকল লোকে গমন করিয়াও কোথাও অভয় পায় নাই ; কিন্তু কোনও অনির্ব্বাচ্য ভাগ্যে (যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবলে) তোমার পাদাব্জ (চরণরূপ ধন্বন্তরি) প্রাপ্তি করিয়া নির্ভয়ে শয়ন করিতেছে (নির্বৃত হইয়াছে)। যেহেতু তোমার ঐ চরণাব্জ-প্রভাবে (বা ঐ মর্ত্ত্য ধর্ম্মার নিকট হইতে) মৃত্যু পলায়ন করিয়াছে। এস্থলে

চরণ-পরায়ণানাং নৈবং, এতদ্ ভৌতিকং শরীরং ত্যক্ত্বা নিত্যসিদ্ধ-দেহং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণদাসা ভবন্তীত্যমুত্র ইতি ॥ ১২

তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণভজনং কর্ত্তব্যমিতি নান্যৎ, যথা—ভাগ ৩।৯।১৫

যন্নামাবতার-গুণকর্ম-বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্ম-শমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥

যথা বিষ্ণুপুরাণে যম উবাচ—
অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতায় সন্নিযুক্তঃ।
হরি-গুরু-বিমুখান্ প্রশাসা মর্ত্যান্ হরিচরণ-প্রপন্নান্নমস্করোমি ॥
তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনং কর্ত্তব্যমিতি নান্যৎ। তথা ভা ১০।১৪।৫৮

মৃত্যু শব্দে এই বুঝায়—সদসংকর্ম্ম-নিবন্ধন যমবশীভূত হইয়া তত্তৎকর্ম্মফল ভোগ করত পুনঃপুনঃ জন্মধারণ (গর্ভবাস-যাতনাদি ভোগই) মৃত্যু। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিতদের কিন্তু এইরূপ মৃত্যু নাই—তাঁহারা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যসিদ্ধ দেহপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব লাভ করেন।

[১৩] সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনই কর্ত্তব্য, অন্য কর্ম্ম অকর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা (ভাগ ৩।৯।১৫) যাঁহারা প্রাণত্যাগকালেও বিবশ হইয়াও যাঁহার অবতার (দেবকীনন্দন), গুণ (সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসলাদি), কর্ম্ম (গোবর্দ্ধন-ধারণাদি) প্রভৃতির উদ্বোধক নামাবলি কেবলমাত্র উচ্চারণই করেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎই বহুজন্মের পাপপুঞ্জ পরিহার করত যে নিরস্তাবরণ (সচ্চিদানন্দঘন) সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন, সেই অজ

সমাশ্রিতা যে পদপল্লব-প্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধি র্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥

তেষাং পরং পদং ভবতি যদিতি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-পরমানন্দরসে পরিপূর্ণো ভূত্বা তিষ্ঠতি জন্মমৃত্যুবর্জিতঃ। যথা শ্রীভগবদ্গীতাসূপ-নিষৎসু অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—[৯।৩১] 'কৌন্তেয় প্রতি-জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহং। তথা কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে শ্রীভগবানুবাচ—'ন চ্যবন্তে হি মদ্ভক্তা মহতঃ প্রলয়াদপি। অহো হচ্যুতোহখিলে

(পুরাণ) পুরুষোত্তমকেই শরণ করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণে যম বলিয়াছেন—দেবগণার্চিত বিধাতা আমাকে 'যম' আখ্যা দান করিয়া লোকহিতের জন্য সন্নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি হরিগুরুবিমুখ ব্যক্তিগণকে শাসন করিয়া হরিচরণ-প্রপন্ন সাধুদিগকে নমস্কার করি। অতএব হরিচরণ ভজনই একান্তভাবে করণীয়। (ভাগ ১০।১৪।৫৮) যাহারা মহাজনদের আশ্রয়স্বরূপ, মনোহরকীর্তিমণ্ডিত শ্রীহরির পরমসুখদ পদপল্লবরূপ প্লবের (ভেলার) আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভবসাগর বৎসপদমাত্র মনে হয়, তাঁহারা পরমপদ (নিত্য বৃন্দাবনাদি ধাম) লাভ করেন; নিখিল বিপদের আকর এই জগতে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-রসে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন—তাহাতে আর জন্ম মৃত্যু হয় না—ইহাই তাৎপর্য্য। গীতায় (৯।৩১) শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! আমার ভক্তের প্রকৃষ্টরূপে নাশ নাই, ইহা তুমি ঢক্কাবাদ্যে জগৎসমক্ষে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘোষণা কর।" এই কথা স্মরণ করিয়া করিয়াই আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি। কাশীখণ্ডে ধ্রুব

লোকে ভগবান্ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥' তথা দশমে [২।৩৩] ব্রহ্মস্তুতিঃ—

'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো ॥'

শ্রীভাগবতে (?) ভগবন্তং প্রত্যুদ্ধব উবাচ—

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥

ইত্যেবং শ্রীভগবদ্ভক্তানাং নাপদ ইতি জ্ঞাপনীয়ং। ততঃ সর্বানন্যান্ বিহায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণারবিন্দভজনমেব শ্রেয়ঃ অনন্যভাবেনেতি।

চরিত্রেও ভগবান বলিতেছেন—মহাপ্রলয়েও আমার ভক্তগণের নিত্যধাম হইতে চ্যুতি ঘটে না বলিয়াই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান্‌কে "অচ্যুত" বলিয়া থাকে। (ভাগ ১০।২।৩৩) ব্রহ্মস্তুতি—হে মাধব! ত্বদীয় ভক্তগণ জ্ঞানিদের ন্যায় কখনও (জ্ঞানাভাবে, পাতকাপাতে বা স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগেও) মার্গভ্রষ্ট হয়েন না; প্রত্যুত তাঁহারা তোমাতেই নিশ্চল প্রেম লাভ করিয়া থাকেন এবং হে প্রভো! তোমার আশ্রয়ে রক্ষিত (বর্দ্ধিত) হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের অধিপতিদের মস্তককে সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠারোহণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—হে গোবিন্দ! আমার ভক্তের প্রণাশ নাই—এই তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া করিয়াই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। অতএব জানান হইল যে ভগবৎভক্তের কোনও আপদ নাই। অতএব অনন্তভাবে অন্ত সর্ব্বকর্ম্ম,

এতৎ শ্রীহরিপাদপদ্মভজনোদ্দেশোজ্জ্বলং নির্ম্মলং
বজ্রং রত্নমিদং সমস্ততনুভৃদ্ধৃদ্ধান্ত-বিধ্বংসনং ।
জ্ঞাত্বানেন কুরুষ সাদরতয়া কর্ণাবতংসং সুধী
র্ধীরস্যাপি নিবেদনং শৃণু মম শ্রীরাঘবস্যাসকৃৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণভজনোদ্দেশো নাম প্রথমং রত্নম্ ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ ।

"অথ প্রবক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-নিষেবনং ।
সমস্তশাস্ত্র-বিজ্ঞপ্তং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্ ॥"

অথ ইত্যাকর্ণ্য কেচিদ্ বদন্তি—অহো ! এবং নানাদেবতাঃ সন্তি, নানাতীর্থানি সন্তি, নানাসৎকর্ম্মাদীনি সন্তি, অথ সর্ব্বেষামুত্তমং

সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বদেবারাধনা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণকমলভজনই পরম শ্রেয়ঃ। হে সুধীজন ! সর্ব্ব জীবের হৃদয়ের নিখিল অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশন শ্রীহরিপাদপদ্মভজনোদ্দেশ-নামক উজ্জ্বল, নির্ম্মল বজ্র (হীরা) রত্নরূপে এই প্রবন্ধরত্নকে জানিয়া আদরসহকারে (ইহাকে) কর্ণভূষণ করুন—ইহাই রাঘব পণ্ডিত নামক আমার পুনঃ পুনঃ নিবেদন ॥

ইতি প্রথম রত্ন । ১ ॥

ব্রহ্মোপাসনমস্তি, এতেষামেকোপাসনেন শ্রেয়ো ভবতি, কিমনেন ? তত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ-পরায়ণা বদন্তি—স্বর্গভোগিনো দেবা যদেব তৎ শ্রূয়তাং, তে সর্বে নশ্বরাঃ, কিন্তেষামুপাসনেন ? যথা—

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ভাঃ (১১।১০।২৬)

তথা শ্রীগীতায়াং শ্রীভগবানুবাচ (৯।২০-২১)

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি

অতো দেবসেবনেন কিং ? তথা ব্রহ্মাদীনামপ্যেবং, কিমন্যেষাং ? যথা শ্রীভাগ (১১।১০।৩০) শ্রীভগবানুবাচ—

এক্ষণে সর্বোত্তমোত্তম সর্বশাস্ত্রবিহিত *কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার কথাই বলিতেছি। এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন—[প্রশ্ন]—'অহো! বিবিধ দেবতা আছেন, বিবিধ তীর্থ আছে, বহুবিধ সৎকর্ম্মাদিও ত আছে, সর্বোত্তম ব্রহ্মোপাসনাও ত আছে—ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটীর উপাসনা করিলেই ত শ্রেয়োলাভ হয়, তখন তোমার শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রয়োজনীয়তা কি ? **উত্তর**ঃ এবিষয়ে কাষ্ণ´গণ বলেন—স্বর্গভোগী দেবগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর—তাঁহারা সকলেই নশ্বর, অতএব তাঁহাদের উপাসনার কি লাভ ? প্রমাণঃ [শ্রীভাগ ১১।১০।২৬] পুণ্যক্ষয়কালযাবৎ স্বর্গভোগ হয়, পুণ্যক্ষয়ে আবার কালচালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধঃপাত হইয়া থাকে।' গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞবিধানে (ইন্দ্রাদিদেবগণ আমারই রূপ—

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাং।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধ-পরায়ুষঃ॥

এবং নানাতীর্থানি—যথা শ্রীভাগ (১২।৩।৪৮) শুক উবাচ—

বিদ্যাতপঃ প্রাণ-নিরোধমৈত্রী-তীর্থাভিষেক-ব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

তথা—কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিম্বা তীর্থাভিষেচনৈঃ ?
কৃষ্ণভক্তি-বিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ?

ইহা না জানিয়াও বাস্তবিকভাবে ঐ ঐ রূপে অবস্থিত) আমারই অর্চনা করত যজ্ঞশেষ সোমপান করিয়া স্বর্গাদি-প্রাপ্তিবিরোধি কল্মষনাশে স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যলভ্য দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ দিব্যভোগ লাভ করেন। সেই স্বর্গপ্রার্থী ব্যক্তিগণ প্রার্থিত স্বর্গলোকের বিশাল ভোগৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া স্বর্গপ্রাপক পুণ্যের ক্ষয়ে পুনর্বার মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া ব্রাহ্মণাদি জন্মলাভ করেন।" অতএব দেবসেবায় কোনও ফল নাই। সুতরাং ব্রহ্মাদি সম্বন্ধেও যখন এই যুক্তিই প্রযোজ্য—অন্য দেবদেবীর সম্বন্ধে তখন আর কি বলিতে হইবে? প্রমাণঃ [ভাগ ১১।১০।৩০] লোকসমূহ, কল্পজীবী লোকপালগণ, এমন কি দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মাও আমার ভয়ে ভীত হয়।

নানাতীর্থোপাসনা সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন [ভাগ ১২।৩।৪৮] ভগবান্ অনন্ত হৃদয়মন্দিরে বাস করিলে অন্তরাত্মা যেরূপ শুদ্ধিলাভ করে বিদ্যা (দেবতোপাসনা), তপঃ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থসেবা, ব্রত, দান এবং জপ প্রভৃতিদ্বারাও তদ্রূপসাধন হয় না।' এবং 'বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রচর্চা তীর্থনিষেবণ তপশ্চর্য্যা ও যাগাদি কৃষ্ণভক্তিহীন জনের কোনই ফলদান

অথ নানাধর্ম্মকথা যথা—[শ্রীভাগ ১১।১৪।২২]

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥

তথা শুকঃ* উবাচ (১০।৪৭।২৪)

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

তথা—(১।২।৮) ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেব-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবনং বিনা ন কিমপি ; যথা ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে নশ্বরাঃ, নশ্বরোপাসনেন নশ্বরো ভবতীতি তদুদ্দেশেন তপস্যয়া বা

করেনা।' নানাধর্ম্মকথা সম্বন্ধে [ভাগ ১১।১৪।২২]—'সত্য ও দয়াসংযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা [জ্ঞান]—মদ্ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে পবিত্র করিতে পারেনা।' [ভাগ ১০।৪৭।২৪] 'বিষ্ণু বৈষ্ণবকে দান, একাদশ্যাদি ব্রতাচরণ, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগাদি তপস্যা, বৈষ্ণব হোম, বিষ্ণুমন্ত্রজপ, গোপালতাপন্যাদি পাঠ, ইন্দ্রিয়সংযম এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন [ভক্ত্যঙ্গযাজন] দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই একমাত্র সাধিত হয়।' [১।২।৮] 'ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক সুসম্পাদিত হইলেও যে ধর্ম্ম হরিকথায় রতি জন্মায় না, তাহাতে কেবল শ্রমই মাত্র সার হয়।' অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা ব্যতীত সকল সাধনই অকিঞ্চিৎকর। দেখনা কেন, ব্রহ্মাদি

---

*উদ্ধব উবাচেত্যেব পাঠঃ।

কিং ? স্বয়ং নশ্বরা যে, তে কিং শাশ্বতত্বং দাস্যন্তি ? নানাধর্ম-কর্মণা বা কিং ? কর্মবন্ধায় কল্পতে যথা শ্রীভাগ (১০।৫১।৫৫) মুচুকুন্দ-স্তুতি :-

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো !
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে ! বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ?

তথৈব ব্রহ্মোপাসনেন কিং ? ব্রহ্মাপি শূন্যং, শূন্যোপাসনেন শূন্যত্বং প্রাপ্নোতি। যথা শ্রুতিঃ—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশীতি শূন্যোপাসনেন কিং ? নিত্যাক্ষয়-পরানন্দসুখ-স্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-চরণারবিন্দ-প্রেমামৃত-মধুপানেন বঞ্চিতঃ স্যাৎ ।১

সকলেই নশ্বর, নশ্বরের উপাসনা করিলে নশ্বরই হইতে হয়, সুতরাং নশ্বর বস্তুর ভোগকামনায় তপস্যা করিয়া কি লাভ ? যাহারা স্বয়ং নশ্বর [বিনাশশীল], তাহারা কি শাশ্বতত্ব [নিত্যতা] দান করিবে ? বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানেই বা কি হয় ? তাহাতে কেবল কর্ম্মবন্ধনই বাড়ে ; যথা [ভাগ ১০।৫১।৫৫] মুচুকুন্দস্তুতি—'হে প্রভো ! নিষ্কিঞ্চনগণেরই প্রার্থনীয়তম তোমার পাদসেবনব্যতিরেকে অন্য বর আমি প্রার্থনা করিনা ; হে হরে ! ভক্তিপ্রদ তোমাকে আরাধনা করিয়া কোন্ বিবেকী লোক স্ববন্ধননিদান বর যাচ্ঞা করিবে ? তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনাও নিষ্ফল, ব্রহ্ম ত শূন্য [অপাণিপাদ, অচক্ষুঃ, অকর্ণ, নিরীহ, নির্গুণ, নীরূপ ইত্যাদি] সুতরাং শূন্য-আরাধনায় শূন্যত্ব (নির্বিকল্প সমাধিতে ত্রিপুটীলয়) হয়, যেহেতু বেদে আছে—যাহার যেরূপ ভাবনা, সিদ্ধিও তদ্রূপ হয় ; তাহাতে নিত্য-অক্ষয় -পরানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণারবিন্দ-প্রেমামৃতমধু পানে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

অথ মুমুক্ষুণোক্তং—নৈতত্তদা কিং ? যদি দেহাদেমুক্তির্ভবতি, তদা কিং ন ভূতং ? তৎপ্রত্যুত্তরমেব যথা—সোঽহমিতিজ্ঞান-নিশ্চয়েন নির্বাণমুক্তি র্ভবতি, তেন কিং ? মুক্তিঃ কিমিতি যথা—শ্রীভাগবতে ? 'ভক্তি র্ভগবতঃ সেবা মুক্তিস্তৎপদলঙ্ঘনং। স মূঢ়ঃ সেবকাদন্যো মুক্তিং নির্বাণমিচ্ছতি ?' তথা বাল্মীকীয়ে শ্রীরামচন্দ্রং প্রতি হনুমতোক্তং—ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥ তথা ভাবার্থ-দীপিকায়াং ব্রহ্মোবাচ—ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিঃ সাধ্যা, যথা শ্রীভাগ (?) চতুর্ষু পুরুষার্থেষু গূঢ়োঽয়ং ভক্তি-

---

এক্ষণে মুমুক্ষুদের আপত্তি—তোমাদের সিদ্ধান্ত মানিতে পারি না; দেহবন্ধন মুক্ত হইলে কি ই না হইল ? ইহার উত্তর এই—'সোঽহম্' (ব্রহ্মই আমি) এই জ্ঞান নিশ্চয় হইলে যদি নির্বাণমুক্তি হয়, তাহাতে সাধকের কি হইল ? মুক্তির স্বরূপ কি ? ভাগবত বলিয়াছেন—ভগবৎসেবাকে ভক্তি এবং ভক্তিমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকে মুক্তি বলে; যে নির্ব্বাণ-মুক্তি ইচ্ছা করে, সে সেবক নহে, তাহাকে মূঢ়ই বলিতে হয়। বাল্মীকি-রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমান্ বলিতেছেন—"ভববন্ধন-নাশিনী মুক্তির জন্য স্পৃহা করিনা—যাহাতে তুমি প্রভু আমি দাস—এই সম্বন্ধ বিলোপ-সাধন হয়।" ভাবার্থ-দীপিকায় ব্রহ্মা বলিতেছেন—"তোমার কথারূপ অমৃত-সমুদ্রে বিহারশীল মহানন্দময় সুকৃতি ভক্তগণ কেহ কেহ চতুর্বর্গকেও তৃণবৎ মনে করেন।" অতএব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই সাধ্যা; যথা ভাগ —"পুরুষার্থচতুষ্টয় মধ্যে 'ভক্তি' নামক পুরুষার্থ নিগূঢ়, দ্বিজগণ ও

সংজ্ঞকঃ। দ্বিজা এব হি জানন্তি মুনয়ো নারদাদয়ঃ ॥ তথা মুক্তে র্ভক্তি গরীয়সী ; যথা শ্রীভাগ (৩।২৫।৩২) অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধে গরীয়সী। জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ইতি তত্র মুক্তে র্ভক্তিঃ সুদুর্লভা, যথা শ্রীভাগ (৫।৬।১৮) রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ কিন্তু সাধবোঽপি মুক্তিং ন বাঞ্ছন্তি —যথা (ভাগ ১১।২০।৩৪) ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ২ ॥

নারদাদি মুনিগণই কেবল ভক্তিতত্ত্বজ্ঞাতা। এবং মুক্তি হইতে ভক্তিই গরীয়সী, (ভাগ ৩।২৫।৩২) 'অহৈতুকী ভাগবতী ভক্তি মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা ; যেমন জঠরানল ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ করে, তদ্রূপ এই ভক্তিও শীঘ্রই লিঙ্গকোশকে দগ্ধ করিয়া থাকে।' আবার মুক্তি হইতে ভক্তি সুদুর্লভা, (ভাগ ৫।৬।১৮) 'হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের এবং যদুদের পতি (পালক), গুরু (হিতোপদেষ্টা), দৈব (উপাস্য), প্রিয় (সুহৃদ্), কুলের নিয়ন্তা এবং কখনও দৌত্যাদি কার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। তোমাদের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ হইলেও যাঁহারা নিয়ত ভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তিনি প্রায়শঃই মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তিদান করিতে চাহেন না। অপর পক্ষে সাধকগণও মুক্তি বাঞ্ছা করেন না—(ভাগ ১১।২০।৩৪) 'একান্ত ভক্তগণ মৎকর্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যও বাঞ্ছাই করেন না, অন্যবস্তুত গ্রহণই করেন না।' ॥ ২ ॥

অত্রাত্র কেচিদাধ্যাত্মিকা বদন্তি—অহো! কৃষ্ণং যদ্বদসি, স এব শরীরী রূপবান্ পরিচ্ছিন্নাবয়ব শ্চাক্ষুষ্যঃ, অতঃ স এব ভৌতিকঃ, ভৌতিকত্বাৎ স্থূলঃ, স্থূলত্বান্নশ্বরঃ, নশ্বরোপাসনেন কিমিতি? একং কৃষ্ণ এব উপাসনীয় ইতি যদুক্তং তদত্যন্তাসম্ভাবনীয়োপদেশঃ, এব বেদান্তশাস্ত্রৈরনভিধেয়ঃ, যথা বাশিষ্ঠ রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রং প্রতি বশিষ্ঠেনোক্তং—যদিদং দৃশ্যতে সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং। তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি। তথা শ্রীভাগ (১১।৭।৭) উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবান্ বাসুদেব উবাচ—যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ং॥ অতএব সর্বং মায়াময়মিতি মত্বা নিত্যং নিরাকারং নিরঞ্জনং নির্লেপঞ্চ ব্রহ্মোপাস্যমিতি, তথৈবোক্তং বাশিষ্ঠে

এবিষয়ে অধ্যাত্মবাদী কেহ কেহ আপত্তি করেন—'অহো'! যে কৃষ্ণের কথা বলিতেছ, সে ত শরীরী রূপবান্, সসীম, অবয়বযুক্ত চক্ষুগোচর; কাজেই তাহাকে ভৌতিকই ত বলিতে হয়, ভৌতিক বস্তুই স্থূল, অতএব নশ্বর, তবে নশ্বর কৃষ্ণের উপাসনায় কি লাভ? অতএব তুমি যে বলিয়াছ 'একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য'—ইহা অসম্ভাবনীয় উপদেশ, এই কৃষ্ণোপাসনা বেদান্তশাস্ত্রে অভিধেয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। প্রমাণ—যোগবাশিষ্ঠে শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—'এই দৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ সুষুপ্তির স্বপ্নবৎ কল্পক্ষয়ে বিনষ্ট হইবে।' (ভাগ ১১।৭।৭) উদ্ধবকে বাসুদেব বলিয়াছেন—"মন, বাক্য, চক্ষু ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা এই জগতে যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, তৎসমুদয়ই মনোময় (কাল্পনিক) মায়াবিজৃম্ভিত ও নশ্বর বলিয়াই জানিবে।"

বশিষ্ঠেন—আস্তেঽনস্তমিতো ভাস্বান্ যো দেবো হি নিরাময়ঃ।
সর্বদা সর্বকৃৎ সর্বঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ॥ তথা শ্রুতের্বাক্যবৃত্তৌ—'অন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ। আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং স্বাত্মানং প্রপদ্যসে? তথাষ্টাবক্র-সংহিতায়াং—অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ। এতাবন্তমহং কালং হা মোহেন বিড়ম্বিতঃ॥ তত্র কার্ষ্ণা বদন্তি—য এব রূপগুণবর্জিতঃ অচল-স্ত্বকর্ত্তা কায়মনোবাক্যৈরগ্রাহ্যঃ স এব ন কিঞ্চিৎ; তত্র ব্রহ্মজ্ঞানী বদতি—এবং নেতি। যথা শ্রুতৌ—(শ্বেতাশ্বতরে) অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্॥ তত্র ভাগবতা

অতএব সকল বস্তুই মায়াময় জানিয়া নিত্য, নিরাকার, নিরঞ্জন নির্লেপ ব্রহ্মকেই উপাসনা করা কর্তব্য। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে—'সদা সর্বত্র সমানভাবে উদিত, পরম তেজোময়, নিরাময়, সর্বকৃৎ, সর্ব (পূর্ণ) মহেশ্বর পরমাত্মা সর্বদা বিরাজমান আছেন।' এবং শ্রুতির বাক্যবৃত্তিতে আছে—'অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী, চৈতন্যময়, আনন্দস্বরূপ ও সত্য (নির্বিকার) হইয়া কেন আত্মপ্রপন্ন (আত্মস্থ) হইতেছ না?' অষ্টাবক্র-সংহিতায়ও কথিত আছে "অহো! এই বোধ (ব্রহ্মজ্ঞান) নিরঞ্জন (গতক্লেশ), শান্ত ও প্রকৃতির অতীত। হা! এই সুদীর্ঘকাল আমি মোহেই অতিবাহিত করিলাম!!'

এই সম্বন্ধে কার্ষ্ণগণের উত্তর বলিতেছি—যিনি নীরূপ, নির্গুণ, অচল, অকর্ত্তা, কায়মনোবাক্যের অগোচর—তিনি অকিঞ্চিৎকরই। তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে—না, এতাদৃশ নহে; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে

বদন্তি—অহো ! বৈচিত্র্যং ! সোঽস্তীতি পণ্ডিতা বদন্তি, তস্য বেত্তা নাস্তীত্যপি বদন্তি চ। অতএব অস্তি নাস্তীতি সন্দেহঃ, যত্র সন্দেহঃ তস্যান্বেষণেন কিমিতি। ততো ব্রহ্মবাদী বদতি—অহো ! অস্তিনাস্তীতি সন্দেহো জ্ঞানরহিতানাং, অস্তীতি নিঃসন্দেহঃ, তৎ শ্রূয়তাং, যথা শ্রুতৌ—ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি চ বিজ্ঞানং। সততং মন্থয়িতব্যং মন্থনভূতে প্রকাশতে আত্মা। দৃশ্যশ্চ—রাহুরদৃশ্যোঽপি যথা শশিবিম্বস্থঃ প্রকাশতে জগতি। তথা সর্বগতোঽপি আত্মা বুদ্ধিস্থো দৃশ্যতামেতি ॥ কর্ত্তা চ—সবিতরি

আছে—'ব্রহ্মের করচরণ না থাকিলেও গ্রহণ গমন করেন, চক্ষু কর্ণ না থাকিলেও দর্শন শ্রবণ করেন; তিনি বিশ্ববেত্তা; কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলিয়া কথিত হয়েন।' এই সম্বন্ধে ভাগবতগণ বলেন—'অহো ! কি বিচিত্র কথা ! পণ্ডিতগণ তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অথচ তাঁহার জ্ঞাতা নাই—এ কথাও বলেন !! অতএব 'আছে, কি নাই'—এই বিষয়েই সন্দেহ। যাহার বিষয়ে সন্দেহ, তাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফল নাই। তখন ব্রহ্মবাদী বলিতেছে—'অহো ! আছে কি নাই'—এ সন্দেহ জ্ঞানহীন ব্যক্তিদেরই হয়, কিন্তু জ্ঞানবান্‌গণ 'আছে' বলিয়া সন্দেহ রাহিত্যেরই প্রকাশ করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি বলেন—'দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত যেমন নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করে, দুগ্ধ মন্থন করিলে যেরূপ ঘৃত প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সর্বদাই জ্ঞান-মন্থন (তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার) করিতে করিতেই আত্মা প্রকাশিত হয়। এই আত্মা দৃশ্যও হয়—প্রমাণ—স্বয়ং রাহু অদৃশ্য হইলেও যেমন চন্দ্রবিম্বের সংস্পর্শে আসিয়া জগতে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও

উদিতে যদ্বৎ করোতি কর্ম্মাণি জীবলোকোঽয়ং। ন চ তানি করোতি রবি র্ন কারয়তি তদ্বদাত্মা’॥ তথা হস্তামলকভাষ্যে—‘নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদি-প্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ। রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥’ তৎপ্রাপ্তাবুপায়ো যথা শ্রুতৌ চিৎপ্রকাশে—‘অগমন্মে মনোঽন্যত্র সাংপ্রতঞ্চ স্থিরীকৃতং। এবং যো বেত্তি ধীবৃত্তিং সোঽহমিত্যাব-ধারয়েৎ॥ এবমাত্মা জ্ঞানদৃষ্ট্যা দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ বাশিষ্ঠে—মৃগৈ র্যথা মৃগাণাঞ্চ গজানাঞ্চ গজৈ র্যথা। পক্ষিণাং পক্ষিভি র্যদ্বৎ জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে॥ ইতি, তদেবং জ্ঞানেন জ্ঞায়তে,

---

বুদ্ধিস্থ হইলেই দৃষ্টিগোচর হয়।’ ব্রহ্মা কর্ত্তাও হইতে পারে; প্রমাণ—‘সূর্য্যের উদয়ে যেমন এই জীবলোক সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সূর্য্য স্বয়ং কর্ম্মলিপ্ত হয় না; তদ্রূপ আত্মার সন্নিধানে জীবের কর্তৃত্ব, প্রযোজক কর্ত্তা হইলেও আত্মা স্বয়ং কর্ম্ম করে না।’ হস্তামলক ভাষ্যে—যাহা মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তিকারণ, যাহা অন্য পদার্থ হইতে সংস্রবহীন, উপাধি-শূন্য ও আকাশতুল্য (নির্লেপ), যাহা সূর্য্যালোকাদি চেষ্টার একমাত্র কারণ, আমি সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ—আত্মা।

এই আত্মদর্শনের উপায় যথা—চিৎপ্রকাশে—‘আমার মন অন্যত্র (বিষয়াদিতে) বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সংপ্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে; এইভাবে যিনি বুদ্ধিবৃত্তিকে জানিতে পারিয়াছেন—তিনিই ‘সোঽহম্’ এই তত্ত্বা-বধারণা করিতে পারেন।’ এইরূপে আত্মা জ্ঞাননেত্রের দৃশ্য ও প্রাপ্য হইতে পারে; যোগবাশিষ্ঠে—‘মৃগগণকর্তৃক মৃগগণের, গজগণকর্তৃক হস্তি-সমূহের, পক্ষিগণকর্তৃক পক্ষিগণের যেরূপ দর্শন ও প্রাপ্তি হইতে

অজ্ঞানানাং ন কিমপি। অথৈতৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্যচরণ-পরায়ণা বদন্তি—ভবতা যদুক্তং তৎ কিং? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য-চরণ-বৈভবং যে ন জানন্তি, ত এব এবং বদন্তি। তেঽতিক্ষুদ্রাঃ, ক্ষুদ্রমতয়ঃ সূক্ষ্মং ন পশ্যন্তি। তত্র—'হে কৃষ্ণচরণাম্ভোজ-মকরন্দ-মধুব্রতাঃ। ন ভবন্তি পরং ক্ষুব্ধাস্তে নানাপথগামিনঃ॥' যথা শ্রীভাগ (১০।২।২৮) ব্রহ্মাদিস্তুতিঃ—'ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ। ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥' অতঃ সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক এব জ্ঞানিভির্জ্ঞায়তে। যথা—'কৃষ্ণস্যোপরি কশ্চিদ্বা তুল্যো ভিন্নো

যথেষ্ট সুযোগ আছে, তদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় (ব্রহ্মতত্ত্ব)ও গ্রহণ হইতে পারে। এবেই বলিতে হয় যে জ্ঞান-সাধনেই জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্তি হয়, অজ্ঞান ব্যক্তি কিছুই পায় না।' এই সব কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণ বলিতেছেন—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অগ্রাহ্য; শ্রীকৃষ্ণচরণ-বৈভব যাহারা অপরিজ্ঞাত, তাহাদের মুখেই এই ভাষা শোভা পায়। তাহারা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রবুদ্ধিগণ সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। তাই বলি—'যাহারা শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল-মধু-আস্বাদক, তাঁহারা কিন্তু নানাপথাবলম্বনে ক্ষুব্ধ হয়েন না।' প্রমাণ—(ভাগ ১০।২।২৮) দেবস্তুতি—"হে ভগবন্! এই কার্যারূপ সংসার-বৃক্ষের তোমা হইতেই জন্ম হয়, তুমিই ইহার লয়স্থান ও পালনকর্তা। তোমার মায়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি হইলেই লোক তোমাকে নানারূপ দেখে, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তোমাকেই সর্বত্র একরূপেই দেখিয়া থাকেন।' অতএব জ্ঞানিগণ জানেন যে সর্বোপরি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই বিরাজমান আছেন। অতএব—কৃষ্ণতত্ত্বের উপরে,

হন্তি যো বদেৎ। স তস্য মায়য়াচ্ছন্নো নালপেত্তং কদাচন।'
ইত্যেবং যৎকিঞ্চিৎ সর্বং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বৈভবমিতি মন্তব্যং ॥ ৩ ॥

অথ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভৌতিকং প্রাকৃতং সগুণং স্থূলং দেহমিতি যদজ্ঞানাদুক্তং, তদিতি শ্রূয়তাং। যথা সম্মোহনতন্ত্রে প্রথম পটলে নারদং প্রতি সনক উবাচ—

'তদানন্দময়ী রাধা তদানন্দময়ো হরিঃ।
ন ভৌতিকো দেহবন্ধ স্তয়োরানন্দরূপয়োঃ ॥'

যথা শ্রীভাগ (১০।১৪।২) বৎসহরণে ব্রহ্মস্তুতি ঃ—

'অস্যাপি দেব! বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি। নেশে মহিত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥'

তৎসদৃশ বা তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছু আছে যে বলিতে পারে, সেই বিষ্ণু-মায়ামুগ্ধ তাহার সহিত কখনও আলাপাদি করিবে না। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৈভব বলিয়াই মনে করিবে" ॥ ৩

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দেহ ভৌতিক, প্রাকৃত, সগুণ এবং স্থূল বলিয়া অজ্ঞান বশতঃ যে **আক্ষেপ** উঠিয়াছিল—তাহার **সমাধান** বলিতেছেন—(সম্মোহন তন্ত্রে নারদের প্রতি সনকের উক্তি)—'প্রেমানন্দময়ী রাধা ও প্রেমানন্দময় হরি, আনন্দস্বরূপ এই যুগলের **ভৌতিক** দেহ-বন্ধন নাই।' (ভাগ ১০।১৪।২) বৎসহরণলীলায় ব্রহ্মার বাক্য—'হে দেব! মদীয় নয়ন-গোচর, মৎপ্রতি কৃপাপরায়ণ, এবং স্বেচ্ছাময় (ভক্ত-ইচ্ছায় প্রকটশীল) তোমার শুদ্ধসত্ত্বাত্মক (অভৌতিক) এই দেহের (অবতারের) মহিমাও কেহই (আমি ব্রহ্মাও) জানিতে পারে না;

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্য বিগ্রহং ভৌতিকং যো বদতি, তত্রাহ বৃহদ্বামনপুরাণে 'যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধানতঃ॥ মুখং তস্যাবলোক্যাথ সচেলো জলমাবিশেৎ। পশ্যেৎ সূর্য্যং স্পৃশেদ্বারি ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধ্যতি॥ স্থূলত্বং যদুক্তং তদিতি যথা মহাকৌর্ম্মে—'অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ। অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ সবর্ণশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥' তথা শ্রীভাগ (২।১০।৩৫) শুকোক্তিঃ—'অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে। উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ॥' অতঃ স্থূলরূপং যত্তদ্ভগবন্মায়য়া সৃষ্টং, এতয়োঃ পরং

যখন এইরূপেই এতাদৃশ মহিমা, তখন অন্তর্মনাঃ হইলেও কি কেহ তোমার আত্মানন্দাস্বাদময় সাক্ষাৎস্বরূপের (গুণাতীত অবতারিত্বের) বিন্দুমাত্রও ধারণা করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণদেহকে যে ভৌতিক বলে, তাহার সম্বন্ধে বৃহদ্বামন পুরাণ এই ব্যবস্থা দিতেছেন—'যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের বিগ্রহকে ভৌতিক বলিয়া জানে, তাহাকে বৈদিক বা স্মার্ত্ত বিধির বহিষ্কার্য্য বলিয়া মনে করিবে। তাহার মুখ দেখিলে সবস্ত্র জলে প্রবেশ, সূর্য্যদর্শন, জলস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন করিয়া তবে শুদ্ধিলাভ করিবে।' স্থূলত্ব-সম্বন্ধে পরিহার—(মহাকৌর্ম্মে) 'অস্থূল ও অনণু (বৃহত্তম) হইয়াও সর্বথা স্থূল ও অণু, নীরূপ হইয়াও সরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। (তাৎপর্য্য এই যে ভগবত্তত্ত্বে সর্ববিরোধের সমাহার হয়।) (ভাগ ২।১০।৩৫) শ্রীশুকদেবের বাক্য—'ভগবানে আরোপিত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপদ্বয় তোমাকে বলিলাম, তদুভয়ই মায়াকল্পিত বলিয়া পণ্ডিতেরা (শুদ্ধভক্তেরা) বস্তুতঃ স্বীকার করেন না।' অতএব স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ যাহা, তাহা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ, যথা গোবিন্দ-বৃন্দাবনে ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে বলরামপ্রশ্নে—'পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। শব্দব্রহ্মময়ঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ। আদ্যন্তরহিতঃ সূক্ষ্ম-স্থূলাতীতঃ পরাৎপরঃ' ॥ ৪ ॥

অথ পরংব্রহ্মোপাসনমিতি যদুক্তং তদ্ ব্রহ্ম যদুৎ শ্রূয়তাং—যথা বরাহ-সংহিতায়াং শ্রীভগবান্ বরাহ উবাচ—(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য যথারূপং) "ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ-করাঙ্ঘ্রিতলশোভিতং। নখেন্দু-কিরণশ্রেণীপূর্ণ-ব্রহ্মৈক-কারণং ॥ কেচিদ্ বদন্তি তদ্‌রশ্মি ব্রহ্মা-চিদ্‌রূপমব্যয়ং। তদংশাংশং মহাবিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥" তথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—দ্বাদশাধিকশতপটলে শ্রীবাসুদেবং প্রতি

ভগবানের মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই স্থূলসূক্ষ্মরূপের অতীত (মায়াতীত) শ্রীকৃষ্ণের রূপ। গোবিন্দবৃন্দাবনে উক্ত হইয়াছে—[বলরামের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন]—'পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, শব্দ ব্রহ্মময় সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রকৃতি ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, স্থূলসূক্ষ্মাতীত ও পরাৎপর বস্তু ॥ ৪ ॥

'ব্রহ্মোপাসনাই সর্বোত্তম'—এই বলিয়া যে **আক্ষেপ** উঠিয়াছিল, তাহার **সমাধান** বলা হইতেছে। তোমাদের ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা শুন ত; বরাহ-সংহিতায় শ্রীবরাহদেব বলিতেছেন—[শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে] 'যাঁহার করচরণতল ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মাদি-চিহ্নে অঙ্কিত, তাঁহার নখচন্দ্রকিরণমালায় পূর্ণ (সমুদ্ভাসিত) ব্রহ্মের তিনি মুখ্য নিদান। কেহ কেহ ঐ চিন্ময় অব্যয় রশ্মিকেই 'ব্রহ্ম' বলেন, আর তাঁহার অংশাংশকে মনীষিগণ মহাবিষ্ণু বলেন। শ্রীকৃষ্ণযামলেও উক্ত হইয়াছে—জগতের উজ্জ্বলতাকারী, জ্যোতির্ময় 'ব্রহ্ম' নামে প্রসিদ্ধ বস্তুকে পণ্ডিতগণ কৃষ্ণা-

ত্রিপুরোবাচ—"সূচনাসূত্রমিত্যাহুঃ কৃষ্ণানুভবসূচকং। জ্যোতির্বৃন্দাত্মকং খ্যাতং ব্রহ্মেতি জগদুজ্জ্বলং॥ তদ্‌ব্রহ্ম কৃষ্ণকিরণং যতো ভাতি চরাচরং। 'যস্য ভাসা ভাতি বিশ্বং' যথার্থং শ্রুতয়ো জগুঃ॥" অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জলাভেঽপি সর্বং প্রাপ্তং, কশ্চিদবশেষোঽস্তি নৈবং। যথা—'বৃক্ষলাভে ন বৃক্ষস্য কিঞ্চিদ্‌ভবতি দুর্লভং। কৃষ্ণপাদাব্জলাভেঽপি দুর্লভং নাস্তি কিঞ্চন॥' যথা—চতুর্থ স্কন্ধে (৯।১০) ধ্রুবোক্তিঃ—'যো নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥' অতো যদি শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দং প্রাপ্তং, তদা সর্বং প্রাপ্তমেব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং বিনাঽন্যত্র সিদ্ধির্যথা শ্রীভাগ

নুভব-সূচক সূচনাসূত্র বলেন। অতএব কৃষ্ণকিরণই ব্রহ্ম, তাহাদ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। শ্রুতিগণ যথার্থই গাহিয়াছেন যে 'যাঁহার আলোকে বিশ্ব আলোকিত হয়, তিনিই পরতত্ত্ব।' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভেই সর্ববস্তু লভ্য হয়, কিছুই অলভ্য থাকে না; যেমন 'বৃক্ষ লাভ হইলে বৃক্ষের কোনও অংশই (পত্র, পুষ্প বা ফলাদি) দুর্লভ থাকে না। (ভাগ ৪।৯।১০) 'হে নাথ! তোমার পাদপদ্ম ধ্যান বা তদীয় ভক্তজনকাহিনী শ্রবণে জীবের যে নির্বৃতি (পরম আনন্দ) লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মানন্দেও হয় না; তখন মহাকালের অসিদ্বারা কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত (অর্থাৎ স্বর্গাপবর্গভোক্তা) জীবদের যে ঐ আনন্দলাভ হয় না—তাহা কি বলিতে হইবে?' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইলেই সকল বস্তু প্রাপ্তই হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-বিচ্যুত

(১।৫।১২) 'নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনমিত্যাদি'। তথা ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যোপাসনীয়ং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মং যথা—ব্রহ্মবাদী মুনিঃ কশ্চিজ্জাবালিরিতি বিশ্রুতঃ। সোঽধ্যাত্ম-নিরতো যোগী বিচরন্ পৃথিবীমিমাং॥ অপশ্যত্তাপসীং কাঞ্চিচ্চরন্তীং দারুণং তপঃ। তারুণ্য-বয়সা যুক্তাং রূপেণাতিমনোহরাং॥ চন্দ্রাংশুসদৃশাভাসাং সর্বাবয়ব-শোভনাং। কৃত্বা কটিতটে চৈব কৃষ্ণাজিন-সুকোমলাং॥ জ্ঞানমুদ্রাঞ্চ বিভ্রাণামনিমিষায়তেক্ষণাং। ত্যক্তাহারবিহারাঞ্চ মুনি র্নিশ্চলতাং

হইয়া অন্যপ্রকার সিদ্ধির কি অবস্থা হয়, তাহা (ভাগ ১।৫।১২) বর্ণিত হইতেছে—'সর্বোপাধিনির্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রীকৃষ্ণভাবশূন্য হইলে শোভা পায় না (ফলপ্রদ হয় না)। ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা-নামিকা তপসীর আখ্যানে শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজন-প্রসঙ্গ আছে—"জাবালি নামে বিখ্যাত জনৈক ব্রহ্মবাদী মুনি অধ্যাত্মচর্চায় নিরত থাকিয়া চিত্তসংযম করত এই পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে একদা দেখিলেন যে এক তাপসী দারুন তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, তিনি বয়সে তরুণ, দেহে অতি মনোরম কান্তি ধারণ করিয়াছেন। জ্যোৎস্নাজালের ন্যায় কিরণমালা তাঁহার অঙ্গে বিরাজমান, সকল অঙ্গই সর্বশোভা-মণ্ডিত। অথচ তাঁহার কটিতটে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, তাহাতেও তাঁহাকে সুকোমলাই দেখাইতেছে; জ্ঞানমুদ্রা* ধারণে নির্নিমেষ নয়নে আছেন; আহার বিহার কিছুই নাই,

---

* তর্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি।
বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ।
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী।

স্থিতাং॥ জিজ্ঞাসুস্তাং মুনিবরস্তস্থৌ তত্র শতং সমাঃ। ততস্ত্বেবং সমুত্থায় মুনিনা প্রার্থিতা চ সা॥ অতোঽহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তপসঃ কারণং তব। যদি যোগ্যং ভবেত্তর্হি কৃপয়া বক্তুমর্হসি॥ অথাব্রবীচ্ছনৈর্বালা তপসা তীব্রকর্শিতা। ব্রহ্মবিদ্যাহমতুলা যা যোগীন্দ্রৈর্বিমৃগ্যতে। জিতেন্দ্রিয়া জিতাহারা কাময়া দুশ্চরং তপঃ॥ চরামাহং বনে ঘোরে ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমম্। ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তধীঃ॥ তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা। ইদানীমতিনির্বিণ্ণা দেহস্যাস্য বিসর্জনং। কর্তুং গচ্ছামি পুণ্যায়াং বাপিকায়ামিহৈব তু॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা মুনিরত্যন্ত বিস্মিতঃ। পতিত্বা চরণে তস্যাঃ কৃষ্ণোপাসা-বিধিং শুভং॥

মৌনী ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবাদী মুনি তথায় শতবর্ষ অবস্থান করিলেন। অনন্তর সমুত্থান করিলে একদিন মুনি তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন 'যে—তোমার তপস্যার কারণ জানিতে চাই। যদি যোগ্য হয় তবে কৃপাপূর্বক বল।' তখন তপশ্চর্যায় শরীর কৃশ হইয়াছিল বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমি অতুলনীয় **ব্রহ্মবিদ্যা**, আমাকে যোগীন্দ্রগণ অনুসন্ধান করেন; আমি ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম করত দুশ্চর তপস্যা কামনায় পুরুষোত্তমের ধ্যান করিতে করিতে ঘোর বনে ভ্রমণ করিয়া থাকি; আমি ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ, জ্ঞান বিজ্ঞানাদিতে আমি পরিতৃপ্ত, তথাপি কৃষ্ণরতি ব্যতীত নিজেকে শূন্যই মনে করিতেছি। এক্ষণে মহানির্বেদগ্রস্ত হইয়া এই দেহত্যাগ করিবার জন্য এই পুণ্য সরোবরে যাইতেছি।' তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে মুনি সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহার চরণে

পপ্রচ্ছ পরমপ্রীত স্ত্যক্তাধ্যাত্ম-বিবেচনং। তয়োক্তং মন্ত্রমাদায় জগাম মানসং সরঃ॥ স এবং বহুদেহেষু সমুপাস্য জগৎপতিং। নবকল্পান্তরে জাতা গোকুলে দিব্যরূপিণী॥” অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবনং বিনা ব্রহ্মোপাসনং কিমিতি। তথা শ্রীভাগ (১০।২।৩২) ব্রহ্মাদিস্তুতিঃ—‘যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥’ তথা (ভাগ ১০।১৪।৪)—‘শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো! ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥’ অতঃ সর্বং বিহায় শ্রীরাধাকান্তচরণ-সেবনং কর্ত্তব্যং, নান্যৎ শাশ্বতমিতি শেষঃ॥ ৫

ধরিয়া শ্রীব্রহ্মোপাসনার শুভ বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন—পরমপ্রীতমনে অধ্যাত্মচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করত মানস-সরোবরে গমন করিলেন। তিনি বহু জন্মপাত করিয়া জগৎপতির উপাসনান্তে তৎপরবর্ত্তী নূতন কল্পে গোকুলে দিব্যরূপিণী গোপী হইয়া জন্মলাভ করিয়াছেন।” অতএব শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা ব্যতীত ব্রহ্ম-উপাসনা অতিতুচ্ছ।

শ্রীভাগ (১০।২।৩২) বলিতেছেন—হে পদ্মপলাশলোচন! যে সকল লোক ‘বিমুক্ত হইয়াছি’ বলিয়া অভিমান করে, তাহারা তোমাতে ভক্তিশূন্য বলিয়া অশুদ্ধমতি, তাহারা বহুকষ্টে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও ভগবদ্ভক্তির অনাদর করত অধঃপতিত হয়।’ (১০।১৪।৪) ‘ব্রহ্মার বাক্য—‘হে বিভো! যে সকল সাধক সর্ববিধ

অথাত্র মুমুক্ষবো বদন্তি—'শ্রীকৃষ্ণ এব ব্রহ্ম পরঃ পূর্ণানন্দস্বরূপঃ, নিত্যো নিত্যপ্রকাশঃ লীলাবিগ্রহঃ' ইতি যদুক্তং তস্য কিংরূপং, কিংপ্রমাণং কিম্বা গুণঃ, কিমস্য প্রভাবঃ, কিম্বা স্থানং তদুচ্যতাং। ততঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণ-পরায়ণা বদন্তি—অহো! অজ্ঞানাদেবং বদথ, অস্যানন্তমহিম্নো রূপগুণাদীন্ বক্তুং কে সমর্থাঃ? যথা শ্রীভাগ (১০।১৪।৭) ব্রহ্মস্তুতিঃ—"গুণাত্মন স্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥" তথা একাদশস্কন্ধে (৪।২) 'যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ। রজাংসি ভূমে র্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ॥" তথা (১০।১৪।৩৮) "জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।

কল্যাণময় ভক্তিমার্গ পরিহার করিয়া কেবলমাত্র শুষ্কজ্ঞানলাভের আশায় ক্লেশ করে, তুষাবঘাতী জনের ন্যায় তাহাদিগের ফলতঃ কিছুই হয় না, পরিশ্রমমাত্রই সার হয়।' অতএব [অন্যধ্যান, অন্যজ্ঞান, অন্যদেবপূজা] সর্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধাকান্ত-চরণসেবাই কর্ত্তব্য, অন্য কিছুই নিত্য নহে॥ ৫

এস্থলে আবার মুমুক্ষুদের আপত্তি—'তুমি যে বলিয়াছ শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, পূর্ণানন্দস্বরূপ, নিত্য, নিত্য প্রকাশ ও লীলাবিগ্রহ'—এক্ষণে তোমার শ্রীকৃষ্ণের রূপ, প্রমাণ, গুণ, প্রভাব ও লীলাস্থান ইত্যাদি কি কি —তাহা বল দেখি। ইহার উত্তরে ভক্তগণ বলেন—'অহো! তোমাদের এই আপত্তি অজ্ঞানহেতুই উঠিয়াছে! সেই অনন্ত—মহিমান্বিত ভূমা-পুরুষের রূপগুণাদি কেই বা বলিতে পারে? (১০।১৪।৭) ব্রহ্মা

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং ॥" তত্র ব্রহ্মৈবং, তত্রান্যে কে বরাকাঃ? তস্মিন্নহমপি কিং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রঃ? তদেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণাব্জ-গুণপ্রবাহং বক্তুং যথা দ্রুচিনবিদ্রুতবুদ্ধিশক্তিঃ তস্মিন্নমাভিলাষিতা মতিরল্পকস্য বালো যথা বিধুমভীপ্সতি খেলনার্থং ॥" তদেব, যদবধি মমাবগমতা, তদিতি শাস্ত্রানুসারেণোচ্যতে—তত্রাদৌ অথর্বোপনিষদি গোপালতাপনীয়ে ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৮ ॥ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে ; কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥ নিষ্কলায় বিমোহায়

বলিতেছেন—ভূমির রেণুকণা, আকাশের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদিও বরং গণনা করিতে পারা যায়, কিন্তু জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ ও নিখিল-কল্যাণগুণস্বরূপ তোমার গুণাবলি কীর্ত্তন করিতে কেহ পারে কি? (১১।৪।২) যে ব্যক্তি অনন্তদেবের অনন্ত গুণাবলির সংখ্যা করিতে চাহে, সেই মন্দবুদ্ধি; কেহ কালক্রমে কখনও বা পৃথিবীর ধূলিকণা সমূহ গণনা করিতে পারে, কিন্তু সর্বশক্তিনিধান ভগবানের অনন্তগুণ সমূহের সংখ্যা কোনও ক্রমেই হইতে পারে না। (১০।১৪।৩৮) ব্রহ্মা বলিতেছেন—"যাহারা বলে যে কৃষ্ণতত্ত্ব জানি, তাহারা জানুক, কিন্তু আমি অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না; আমি কেবল এইমাত্র বলি যে 'হে প্রভো! তোমার অনন্ত বৈভব—আমার কায়মনোবাক্যের অগোচর।" যখন ব্রহ্মাই এবিষয়ে অপারক, তখন ক্ষুদ্র জীবের কথা কি বলিতে হয়? সুতরাং এবিষয়ে আমিও কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নহি? নিশ্চয়ই ভাই,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণপদ্মের গুণাবলি বর্ণনা করিতে যখন

শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪৭॥ তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩৩) ব্রহ্মস্তুতিঃ—"অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণ-পুরুষং নবযৌবনঞ্চ। বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" তথা শ্রীভাগে (১।৫।২২)—'ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি নিরূপিতো যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥" অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণভজনমপি কর্ত্তব্যমিতি ন্যায়ঃ।

ব্রহ্মার বুদ্ধির বিষয়ীভূত নয়, তখন সেই বিষয়ে অভিলাষ করিলে বলিতে হইবে যে আমার মতিমন্দ বালকের চন্দ্রসহিত খেলা করিবার অভিপ্রায়ের ন্যায় দুর্লভ বস্তুর প্রয়াস করিতেছে!! অতএব আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে শাস্ত্রাবলম্বনে বলিতেছি—(গোপালতাপনী)। বিশ্বরূপ, বিশ্বস্থিতিলয়কর্ত্তা বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব (জীবপ্রধান-শক্তিদ্বারে জগতের আত্মা) গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ, পরমানন্দঘন গোপীনাথ গোবিন্দকে নমস্কার। নিষ্কল (পদকধারী), অজ্ঞাননিবর্ত্তক, পরদার-গমনেও শুদ্ধ, (লীলাশ্রবণকারীদের) চিত্তমালিন্যদূরকারী, (অসমোর্দ্ধ) অদ্বিতীয় ও মহান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার! (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৩) যিনি অদ্বিতীয় (সজাতীয়বিজাতীয়ভেদ-রহিত, অথচ স্বগতভেদযুক্ত), যাঁহার আশ্রয়ে কখনও চ্যুতি (বিনাশ) নাই, অনাদি, অনন্তস্বরূপ, আদিপুরুষ পুরুষোত্তম, অথচ নিত্যযৌবন, বেদের অগোচর হইয়াও যিনি নিজভক্তি-সুলভ সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। (ভাগ ১।৫।২২) উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণানুবর্ণন করিলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে তপস্যা,

দৃষ্ট্বা শ্রুত্বাবগম্যাথ পুরাণাদৌ তু সর্বতঃ।
পরমানন্দসন্দোহ-কৃষ্ণপাদাম্বুজং ভজ॥

শ্রীমৎকৃষ্ণপাদারবিন্দযুগলে ভক্তি র্বিধেয়া সদা
নানোপাসনবর্জনাভিধমিদং রত্নং পরং মৌক্তিকম্।
কণ্ঠস্যাভরণং কুরুষ্ব সততং হ্যন্যাভিলাষং ত্যজ
সারং শ্রীকবিরাজ-রাঘব বচঃ সানন্দমাকর্ণয় ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রকাশরত্নে নানোপাসন-বর্জনং
নাম দ্বিতীয় রত্নম্ ॥ ২ ॥

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানাদির অব্যভিচারী (নিত্য) ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনই একান্ত কর্ত্তব্য। তাই বলি—পুরাণাদিতে সর্বত্র দেখিয়া, শুনিয়া ও জানিয়া পরমানন্দ রাশিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণপাদকমলেরই ভজনা কর! শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-যুগলে ভক্তিই সর্বদা অভিধেয়, ইহাতে প্রকাশিত নানা বেদ-ধর্ম্মাদির উপাসনা বর্জন নামক মৌক্তিক রত্ন কণ্ঠাভরণ কর, সর্বদা অন্যাভিলাষ ত্যাগ কর; শ্রীরাঘব পণ্ডিতের অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য আনন্দিতমনে শ্রবণ কর।

ইতি দ্বিতীয় রত্ন॥ ॥

তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ।

অথ পূর্ণং সর্বপরং বন্দে কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহং।
নিত্যবৃন্দাবনাসীনং রাধিকা-প্রাণবল্লভম্ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভাবকা বদন্তি—অহো! যচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য গুণানুবাদং শ্রোতুং প্রশ্নং কৃতবন্তো ভবন্তঃ; তদেব সর্বোপরি নিত্যানন্দময় পরমাত্ম-স্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য লীলাবিগ্রহস্য রূপগুণ-প্রকাশং নানা-শাস্ত্রানুসারেণাহং নিরূপয়ামি। তদেব সাবধানং শ্রূয়তাং, সম্যগ্ ব্রহ্মাদিভি র্ন জ্ঞায়তে যদ্, যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্ ॥ (৫।৩৪) পন্থাস্তু কোটিশতবৎসর-সংপ্রগম্যো বায়ো-রথাপি মনসো মুনি-পুঙ্গবানাং। সোহপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্য-তত্ত্বে গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ পরং—'কৃষ্ণো যঃ

এই প্রকাশে পূর্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, নিত্যবৃন্দাবনবাস্তব্য, শ্রীরাধিকাপ্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বর্ণিত হইবে। শ্রীভক্ত ভাবুকগণ বলেন 'অহো! (পূর্বপ্রকাশে) আপনারা যে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে প্রশ্ন করিয়াছেন—সেই সর্বাতিশায়ী নিত্যানন্দময় পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিগ্রহের রূপগুণাদি বিষয়ে নানাশাস্ত্রাবলম্বনে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। এই তত্ত্ব ব্রহ্মাদিও সম্যক্ জানিতে পারেন না, আপনারা সাবধানে শ্রবণ করুন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১) শ্রীকৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং অনাদি অথচ সকলের

কথ্যতে বেদৈঃ পূর্ণঃ সর্বেশ্বরঃ পুমান্। স এব নিখিলাধারো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

নির্গুণো যথা বিষ্ণুপুরাণে—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥ যথা পাদ্মে—যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ। প্রাকৃতৈর্হেয়-সংযুক্তৈর্গুণৈর্হেয়ত্বমুচ্যতে॥ অতঃ প্রাকৃতগুণৈর্বর্জিতঃ, লীলয়া সগুণঃ। শ্রীভাগবতে (১০।২৯।১৪) রাসে—'অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ' ইত্যাদি। অথ শ্রীভাগ (১০।১৪।২৯) 'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং

আদি, তিনি গোবিন্দ এবং সর্বকারণের কারণ ; (৫।২৯) মহাবদান্য বায়ু এবং মুনিবরগণের মন শত কোটী সংবৎসর ব্যাপিয়া নিরন্তর ঊর্দ্ধ্ববেগে চলিয়াও যাঁহার চরণকমলের অগ্রভাগেই থাকে (অর্থাৎ তাঁহার স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না, সেই অবিচিন্ত্য-তত্ত্ব আদিপুরুষ গোবিন্দকেই ভজনা করি। বেদে যে পূর্ণ সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি নিখিলাধার, নির্গুণত্ব ও প্রকৃতির অগম্য।

যথা বিষ্ণুপুরাণে প্রাকৃত গুণ সত্ত্বাদি ঈশ্বর কৃষ্ণে থাকে না, সর্বসত্ত্ব (গুণ বা জীব) হইতে অতিশুদ্ধ, আদিপুরুষ তিনি প্রসন্ন হউন। পদ্মপুরাণে—শাস্ত্রসমূহ যাহাকে নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই জগদীশ্বর। প্রাকৃত হেয় (অনুপাদেয়) গুণ দ্বারাই হেয়ত্ব বলা হয়। অতএব তিনি প্রাকৃত গুণ-বর্জিত, লীলাবিনোদে তিনি সগুণ (নিখিল কল্যাণ-গুণমণ্ডিত)। শ্রীভাগবতে (১০।২৯।১৪) তিনি অব্যয় (জন্মাদিবিকার-রহিত), অপ্রমেয় (অবিজ্ঞেয়-তত্ত্ব)। নির্গুণ (প্রাকৃত

ভগবন্মাহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥' বিষ্ণুপুরাণে (৬।৫) ভগবান্ যথা—"জ্ঞানভক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥" ১

অথ যত্র ভৌতিকদেহ স্তত্র মায়া, যত্র মায়া তত্র গুণাঃ, যত্র গুণা স্তত্র প্রলয়ো ধ্রুব এব, এবং ভৌতিকদেহে দেহদেহিভেদো বর্ত্ততে; অতঃ স এব নশ্বরঃ। ঈশ্বরস্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য ন ভৌতিকো দেহঃ। যথা সম্মোহনতন্ত্রে সনক উবাচ—"তদানন্দময়ী রাধা তদানন্দময়ো হরিঃ। ন ভৌতিকো দেহবন্ধ স্তয়োরানন্দরূপয়োঃ।" তথৈবেশ্বরস্য দেহদেহিভেদো নাস্তি, যথা

গুণরহিত। অথচ গুণাত্মা (স্বরূপভূত-কল্যাণগুণময় বা গুণনিয়ন্তা)। "(১।১৭।২২) যদিও ভগবানের মাহাত্ম্য অপরিচ্ছন্ন, দুরধিগম্য ;] তথাপি হে ভগবন্! হে দেব! তোমারই পাদপদ্ম-যুগলের প্রসাদ-লেশে অনুগৃহীত জনই কেবল তোমার মহিমা-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন ; তদ্ব্যতীত অন্য কোনও লোক (মহাশ্রেষ্ঠ হইলেও) চিরকাল ধরিয়াও শাস্ত্রযোগাদি মার্গে বিচার করিলেও তাহা জানিতে পারে না !!' বিষ্ণুপুরাণে—প্রাকৃত হেয়গুণবিহীন হইলে নিখিল জ্ঞান, ভক্তি, বল,, ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতির নিধানই ভগবচ্ছব্দবাচ্য হয়। ১

যেস্থলে ভৌতিক দেহ, সেই স্থলে মায়া, মায়া থাকিলেই সেস্থলে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ও থাকে এবং গুণের ধ্বংশ নিশ্চিতই। ভৌতিক দেহেই দেহদেহিভেদ বিদ্যমান থাকাতে তাহা নশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভৌতিক দেহ নহে ; সম্মোহনতন্ত্রে সনক বলিয়াছেন—'প্রেমানন্দময়ী শ্রীরাধা ও প্রেমানন্দময় শ্রীহরি, তাঁহারা আনন্দস্বরূপ বলিয়া ভৌতিক

কৌর্মে—'দেহদেহি-বিভেদস্তু নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ। অতো লীলাময়ো দেহঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।' তথা আদিযামলে—'সর্বেষাং নশ্বরো দেহো দেহদেহি-বিভেদতঃ। সর্বাত্মকানন্দময়ে প্রলয়ঃ কিমু জায়তে'॥ তথা—"সৃষ্টিং স্থিতিঞ্চ প্রলয়ং যঃ করোতি স ঈশ্বরঃ। তস্মিন্ সর্বানি লীয়ন্তে স কুত্র পরিলীয়তে?" অথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য দেহো নিত্যো ন ভৌতিকঃ, তস্মিন্ দেহদেহিভেদো নাস্তি, তৎ কিমিতি তদত্র শ্রূয়তাং। 'উদয়তে বহি যোঽসৌ স্থূলসূক্ষ্মপরঃ পুমান্। লীলয়া সতনুর্ভাতি নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ॥" অহো! যদ্যেবং তদা কথং প্রকৃতি-সঙ্গঃ? নতু ভবেদেব, দ্বয়োরেকত্বাদেক এব, যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে ঊনবিংশাধিকশত-পটলে

দেহবন্ধন নাই।' ঈশ্বরতত্ত্বে দেহদেহিভেদ যে হয় না, তৎসম্বন্ধে কূর্ম-পুরাণ—'ঈশ্বরে কখনও দেহদেহিভেদ হইতে পারে না; অতএব পরমাত্মা কৃষ্ণের কেবল লীলাময় বিগ্রহই।' আদিযামলে—সকল জীবেরই দেহদেহিভেদবশতঃ নশ্বর দেহ হয়, কিন্তু সর্বাত্মক আনন্দময় ভগবত্তত্ত্বে প্রলয় (নশ্বরত্ব) কখনও হইতে পারে কি? এবং 'সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় যিনি করেন—তিনিই ঈশ্বর, প্রলয়ে সর্ববস্তু তাঁহাতেই লীন, তিনি আবার কোথায় লীন হইতে যাবেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্য, ভৌতিক নহে; তাঁহাতে দেহদেহিভেদও হইতে পারে না, কেন তাহা শ্রবণ কর—স্থূলসূক্ষ্মাতীত যে পুরুষ বাহিরে (ব্রহ্মাণ্ডে) আবির্ভূত হয়েন, সেই নিত্যানন্দ সনাতন (নিত্য) হইয়াও লীলাবিনোদের জন্য দেহধারীর ন্যায় আত্মপ্রকাশ করেন। প্রশ্ন যদি তাহাই হয়, তবে তাহার 'প্রকৃতি-সঙ্গ ব্যাপারটা কিরূপ? উত্তর, না কথাটা এইরূপ

স্ত্রীরূপমাশ্রিত্য শ্রীভগবতা বাসুদেবেন দিব্যবৃন্দাবনে রাধয়া শ্রীকৃষ্ণো দৃষ্টঃ অভেদেন। 'অন্যোন্যাশ্লেষিতাঙ্গৌ তৌ রাধা-কৃষ্ণৌ দদর্শ সা। রাধাং স্ফুরদ্রসাং কৃষ্ণ-সর্বাঙ্গস্বাঙ্গগোপিতাং॥ চুম্বন্তীং কৃষ্ণচন্দ্রস্যাধর-দিব্যসুধাশ্রয়াং। কৃষ্ণো রাধাঙ্গরাগেণ কুঙ্কুমীকৃত-বিগ্রহঃ॥' ইত্যাদি—তদিতি বিষ্ণুধর্মোত্তরে—'সচ্চিদানন্দসান্দ্র-ত্বাদ্দ্বয়োরেবাবিশেষতঃ। ঔপচারিক এবাত্র ভেদোঽয়ং দেহয়োর্দ্বয়োঃ।' এবং রাধাঙ্গস্যাঙ্গবৎ; তদা কথং দ্বিধারূপঃ? তথা নারদপঞ্চরাত্রে—'স্বয়ং হি বহবো ভূত্বা রমণার্থং মহারসঃ। তয়াভিন্নয়া রেমে প্রিয়য়া চৈকরূপয়া॥' প্রিয়য়া রাধয়া সহ। তথা গোবিন্দবৃন্দাবনে—অর্দ্ধাঙ্গাৎ রাধা সমুৎপন্না ইতি। অগ্রে বক্ষ্যামি, তত্র ব্যক্তীভবিষ্যতি। ২

নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই একই (অভিন্ন), শ্রীকৃষ্ণযামলে উক্ত হইয়াছে—স্ত্রীবিগ্রহধারী বাসুদেব দিব্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত অভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছেন, যথা—তিনি দেখিলেন যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর আলিঙ্গিতবপু হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে রসময়ী শ্রীরাধার সর্বাঙ্গ গুপ্ত হইয়াছে এবং তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের দিব্য অমৃতভাণ্ডার অধর চুম্বন করিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার অঙ্গরাগে কুঙ্কুমবর্ণ ধারণ করিয়াছেন।' ইত্যাদি—উভয়ই সমভাবে সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া উভয়ের যে ভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল ঔপচারিক (গৌণ) মাত্র। তবে শ্রীরাধা (প্রকৃতি) শ্রীকৃষ্ণের দেহজ দেহবৎ [শক্তি-শক্তিমানে তত্ত্বতঃ অভিন্ন. শক্তি শক্তিমানেরই আত্মভূত (অঙ্গ-বিশেষ)।* এক্ষণে আপত্তি—যদি

---

* কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যং (শাঙ্কর-ভাষ্যম্)

অথ কৈশ্চিদুক্তং—যদি স্বপ্রকাশো লীলারসময়ঃ পরমাত্ম-স্বরূপ স্তস্মিন্ কথং শ্যামবর্ণত্বং সর্বত্র প্রসিদ্ধং? যথা শ্রুতৌ—রূপং ন বেদ্যং ন চ বিন্দুনাদ ইত্যাদি তদাহ শ্যামত্বং বিধত্তে যৎ সর্ববর্ণোঽত্র লীয়তে। নিত্যং চ প্রভবত্যেব কালোঽস্মিন্নেব বিদ্যতে ॥ ৩

অথ কৈশ্চিদুক্তং—নিত্যত্বং কথমুক্তং? মহাপ্রলয়েঽপি সর্বং নশ্যত্যেব, যথা 'ন কেপি স্থাতারঃ সুরমিহিরপ্রাদ্যুত্রণং' ইতি বেদান্ত-প্রমাণং তৎপ্রত্যুত্তরমাহ—ভূর্লোকাদূর্ধ্বতঃ স্থানং লক্ষ-যোজন-মানতঃ। সূর্যাস্যেব সুধাংশোশ্চ তদূর্ধ্বং লক্ষযোজনং ॥

পুরুষ ও প্রকৃতি একই হন, তবে দুই প্রকাশ কেন? ইহার উত্তর—নারদপঞ্চরাত্রে বলিতেছেন—মহারস (রসরাজ) স্বয়ং (আত্মতৃপ্ত) হইয়াও রমণ করিবার জন্য বহুমূর্তি হইয়াছেন এবং একরূপ (অভিন্নমূর্তি) প্রিয়া মহারসময়ী শ্রীরাধাকে রমণ করিয়াছেন †। গোবিন্দবৃন্দাবনেও আছে—শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ হইতে শ্রীরাধা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এ কথা অগ্রে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে। ২।

এস্থলে কাহারও **আপত্তি** এই যদি তিনি স্বপ্রকাশ, লীলারসময় ও পরমাত্মা-স্বরূপই হয়েন, তবে কেন তাঁহার শ্যামবর্ণ সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে? যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে 'তাঁহার রূপও বেদ্য (জ্ঞাত) নহে, এবং নাদ ও বিন্দু সকলের অগোচর'। [বর্ণধ্বন্যাত্মক রবই কর্ণেন্দ্রিয়-গোচর, কিন্তু পরমেশ্বর-স্বরূপ নাদ ও তাহা হইতে উদ্ভূত বিন্দু প্রত্যক্ষগোচর হয়

---

† স একাকী ন রমতে, অথ দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ, স হ এতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ বাহ্যং কিঞ্চন ন বেদ, ন চান্তরম্॥ ইতি—বৃহদারণ্যকে

তদ্বশাৎ কালনিয়মো ন তত্র হি চকাশতি। যত্র দিব্যবৃন্দাবনং, তত্র চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ প্রকাশো নাস্তি; যত্র কালো নাস্তি, তত্র কথং প্রলয়ঃ? যতঃ কালনিয়মাৎ প্রলয়ঃ; যথা গোলোকসংহিতায়াং—"পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিৎ স ভূর্লোক ইতি স্মৃতঃ। আসূর্য্যন্তু ভুবর্লোক আধ্রুবং স্বর্গ উচ্যতে॥ মহর্লোকঃ ক্ষিতেরূর্দ্ধমেক-কোটিপ্রমাণতঃ। কোটিদ্বয়েন বিখ্যাতো জনো লোকস্তু যোজনে॥ চতুঃকোটি প্রমাণস্তু তপোলোকস্তু ভূতলাৎ। উপরিষ্টাত্ততঃ সত্যং কোটিরষ্টৌ প্রমাণতঃ॥ সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠঃ কোটিরষ্ট প্রমাণতঃ। তস্যোপরিষ্টাৎ কৌমার উমালোকস্ততঃ পরঃ॥ শিবলোকস্ততুপরি গোলোকস্তদুপরি স্মৃতঃ। জ্যোতির্ময়ং

না। বিশেষ জিজ্ঞাসায় অলঙ্কারকৌস্তুভ দ্বিতীয় কিরণ দ্রষ্টব্য।]
তদুত্তরে বলিতেছেন '(শ্যৈ গতৌ+মক্) শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণে প্রসিদ্ধির এই কারণ যে তাঁহাতে সর্ববর্ণ নিত্য লয় প্রাপ্ত এবং তাঁহা হইতে নিত্য উৎপন্নও হইতেছে, তিনি সর্ববর্ণের সমাহার-ক্ষেত্র, তাঁহাতে প্রাকৃত কৃষ্ণবর্ণ নাই, কালেরও অধিকার নাই। ৩।

আপত্তি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্ব কেন বলিয়াছ? যেহেতু মহাপ্রলয়েও ত সর্ববস্তুর নাশ হইবেই। বেদান্ত প্রমাণ দিতেছে—'মহাপ্রলয়ে ত সুমেরু [দেবতা-পর্বতাদি] কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না।' তাহার উত্তর ভূলোকের ঊর্দ্ধে লক্ষযোজন-পরিমিত স্থান সূর্য্যমণ্ডলের এবং তদূর্দ্ধে লক্ষযোজন চন্দ্রমণ্ডলের অধিকৃত—এই চন্দ্রসূর্য্যের গতিবিধি দ্বারাই কালনিয়ম হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে দিব্য বৃন্দাবন অবস্থিত, সেখানে (প্রাকৃত) চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ নাই, সুতরাং কাল-নিয়মও

তত্র ব্রহ্ম তত্র বৃন্দাবনং মহৎ॥ তত্রৈব রাধিকা দেবী সর্বশক্তি-নমস্কৃতা। তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বদেব-শিরোমণিঃ"॥ তত্র শ্রীভগবান্ যথা—আয়তিং নিয়তিঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥ অতএব ভগবতঃ কথং প্রলয়ঃ? তচ্চ শ্রীভগবদঙ্গজ্যোতিষা সর্বমুদ্দীপিতং, তস্মিন্ কথং কালঃ? অথ বাদিনো বদন্তি—যদি চন্দ্রসূর্য্যগতিবশাৎ ন কালনিয়মোঽভূৎ, তৎ কিং নিমেষাদিভিঃ কালো মন্তব্যঃ, তেন প্রলয়-মহাপ্রলয়াদি বিধাতব্যঃ। যথা নিমেষাদিরয়ং কালঃ তদেব, 'অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা। তাস্তু ত্রিংশৎ ক্ষণস্তে তু মুহূর্ত্তো দ্বাদশাস্ত্রিয়ামিতি।' তত্র বিতস্থা

নাই। যেখানে কাল-নিয়মই নাই—সেখানে আবার প্রলয় কি? গোলোক-সংহিতায় উক্ত আছে—চরণ-সঞ্চারণোপযোগী যে সকলস্থান—তাহাকেই ভূর্লোক বলা হয়। তদুপরি সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্গলোক। কোটিযোজন-পরিমিত মহর্লোক পৃথিবীর উর্দ্ধে অবস্থিত, জনলোক দুই কোটি যোজন, তপোলোক ৪ কোটি, তদুপরি সত্যলোক ৮ কোটি, তদুপরি বৈকুণ্ঠ ৮ কোটি, তদুপরি উমালোক, তদূর্দ্ধে শিবলোক, সর্বোপরি গোলোক বিদ্যমান। তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ও মহামহীয়ান্ বৃন্দাবন বিরাজিত। তাহাতেই সর্বশক্তি-নিষেবিতা দেবী রাধিকা এবং সর্বদেবশিরোমণি ভগবান্ কৃষ্ণ বিরাজমান্। জীবগণের প্রভাব ও ভাগ্য, উৎপত্তি ও প্রলয় এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে যিনি জানেন, তিনিই ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য হন। অতএব ভগবানের প্রলয় কি প্রকারে সম্ভব হয়? পূর্ব্বোক্ত ধামাদি সকল বস্তুই শ্রীভগবানের

ভাগবতা বদন্তি—উদীরিতার্থোঽপি ভবন্তি ন জ্ঞায়তে। তদেব—যত্র চ ন ভৌতিকো দেহঃ, তত্র কথং নিমেষো বর্ত্ততে ? নিমেষাদিরিতি বায়োঃ স্বভাবঃ, অতএব ভৌতিকে দেহে নিমেষাদিঃ ; যথা—পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশ এব চ। বায়ু র্যথা গোরক্ষসংহিতায়াং যোগবাশিষ্ঠে চ—প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। তত্র কূর্ম্মবায়োর্নিমেষোন্মেষাদি গুণঃ। তথা তত্রৈব—'নাগো গৃহ্লাতি চৈতন্যং কূর্ম্মশ্চৈব নিমীলতি। বাশিষ্ঠে—'নিমীলনাদি কূর্ম্মস্য ক্ষুত্তৃষ্ণা

অঙ্গজ্যোতিতে আলোকিত হয়, তবে আর ঐ ধামে কালপ্রভাব কি প্রকারে থাকিতে পারে ? এক্ষণে আবার বাদিপক্ষ আপত্তি করিতেছে—যদি তত্রত্য ধামে চন্দ্রসূর্য্যের গতিবিধি বশতঃ কালনিয়ম নাই থাকে, তবে কি নিমেষাদি দ্বারা কাল-বিভাগ সূচিত হয় ? যদি তাহাই হয়, তবে ত প্রলয়, মহাপ্রলয়াদিরও সম্ভাবনা বলিতে হইবে ? নিমেষাদি যে কালই, তৎসম্বন্ধে অমরকোষ উদ্ধার করিতেছি—'অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ, দ্বাদশক্ষণে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিন'। তদুত্তরে ভাগবতগণ হাস্য করিয়া বলিতেছেন—'যথার্থ কথা বলিলেও আপনারা ধরিতে পারেন নাই ; যে ধামে কোনও ভৌতিক দেহের প্রচার নাই, সেইস্থলে নিমেষের প্রসঙ্গ আসিবে কেন ? নিমেষাদি হইতেছে বায়ুর স্বভাব—উহা প্রাকৃত দেহেই সম্ভব। পঞ্চভূত—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ; বায়ু পঞ্চবিধ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহারা ক্রমে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়াখ্যাবিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে কূর্ম্মবায়ুর নিমেষ ও উন্মেষাদিগুণ। প্রমাণ—নাগবায়ু চেতনা দেয় (অন্যত্র—উদ্গার করায়) এবং

কৃকরস্য চ'। ইত্যেবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে কালো নাস্তীতি। যথা— গোবিন্দবৃন্দাবনে বলরামং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—'প্রেমানন্দময়ঃ শুদ্ধঃ সর্বদা নবযৌবনঃ। কালঃ কালস্বরূপোঽহং কালাত্মা কাল-গোচরঃ॥ সমস্তকালরহিতঃ সর্বকারণকারণং। চিৎস্বরূপো জ্ঞান-রূপোঽদ্বিতীয়ঃ সমদৃক্ পরঃ॥ এবংরূপং সদৈবাহং তিষ্ঠাম্যত্রৈব সর্বদা॥" অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নিত্যঃ মহারসময়ঃ সমস্তকালরহিত ইতি জ্ঞাতব্যং। তিষ্ঠাম্যত্রৈবেতি বৃন্দাবন ইত্যুক্তং। ৪।

অথ যথা শ্রীভগবান্ তথা বৃন্দাবনমেব—যথা পদ্মপুরাণে নির্ব্বাণখণ্ডে রহস্যাধ্যায়ে শ্রীভগবানুবাচ—'মাং নিত্যং মধুরং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ॥

কূর্মবায়ুর নিমেষাদি ক্রিয়া। যোগবাশিষ্ঠে—নিমীলনাদি কূর্মের এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা কৃকরের গুণ। অতএব দেখা গেল যে শ্রীকৃষ্ণে কালকৃত প্রভাব নাই। গোবিন্দবৃন্দাবনে উক্ত হইয়াছে—[বলরামকে শ্রীভগবান্] 'আমি প্রেমানন্দময়, শুদ্ধ, নবযৌবন, [বশীকারিদের মধ্যে] কালস্বরূপ (লোকক্ষয়কৃৎ) কালাত্মা (শব্দব্রহ্ম) এবং কালগোচর (যথা সময়ে দর্শনদানকারী) হইলেও কিন্তু সমস্ত (প্রাকৃত) কালরহিত, সর্বকারণের কারণ, চিৎস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অদ্বিতীয় ও সমদৃষ্টি-সম্পন্ন; এইরূপে আমি নিত্যকালই এই ধামেই বিরাজমান আছি। অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, মহারসময় ও সমস্ত কালাতীত, ইহাই জ্ঞাতব্য। 'এই স্থানেই' শব্দে বৃন্দাবনই বোদ্ধব্য॥ ৪॥

শ্রীভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধেও সেই কথা—(অর্থাৎ নিত্য, অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দময়, সর্বগ, অনন্ত, বিভু

তদত্র বৃন্দাবনং যথা—'বৃন্দাবনং চ দ্বিবিধং নিত্যং দিব্যমিতীরিতং। নিত্যং ভুবি তথা দিব্যং সর্বোপরি বিরাজতে॥' তদেব নিত্য-বৃন্দাবনং যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে ত্রয়োদশাধিকশত-পটলে—'নিত্যা বেদৈঃ প্রগীয়ন্তে সিদ্ধিদাঃ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ। নিত্যবৃন্দাবনং স্থানং পূর্ণাতিপূর্ণমুচ্যতে॥ লীলাঃ পূর্ণাতিপূর্ণাশ্চ তুরীয়াস্তত্র কীর্তিতাঃ। দিব্যবৃন্দাবনং যথা—'যেন বিলাসয়ত্যেব শ্রীকৃষ্ণং দিব্যনায়কং। দিব্যং চ যদ্ যথা দেব্যা রাধায়া অঙ্গসৌভগং॥ ক্রীড়নায় পরেশস্য দিব্যং তেনৈব কথ্যতে। তুরীয়াদিত্রয়ং স্থানং দিব্যবৃন্দাবনং বরং। পূর্ণাতিপূর্ণপূর্ণং যৎস্বরূপং রাধিকাপতেঃ। যস্যাংশাংশাষ্ট প্রনির্ণিতা লীলাস্তেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ দিব্যবৃন্দাবনে

ইত্যাদি যথা পদ্মপুরাণে—'আমাকে, মথুরাকে ও বৃন্দাবনকে নিত্য বলিয়াই জানিবে. আমার এই অবতার নিত্যই, ইহাতে সংশয় করিও না।' **বৃন্দাবনের তত্ত্ব** এই—বৃন্দাবন দ্বিবিধ, নিত্য ও দিব্য। নিত্য বৃন্দাবন—ভূলোকে এবং দিব্য বৃন্দাবন সর্ব্বোপরিতন লোকে। **নিত্যবৃন্দাবন** সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণযামলের উক্তি—নিত্য ও সিদ্ধিপ্রদ লীলাস্থানের কথা সিদ্ধিলাভেচ্ছু বেদগণ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ?—নিত্য বৃন্দাবনস্থানকে পূর্ণাতি-পূর্ণ বলা হয়, তাহাতে তুরীয় পূর্ণাতিপূর্ণ লীলাবলিই সংঘটিত হইয়া থাকে। **দিব্যবৃন্দাবন** যথা—"যে ধাম দিব্যনায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্পাদন করায় এবং যাহা দিব্যলোকে অবস্থিত—তাহাই দিব্যবৃন্দাবন। দেবী (দ্যোতমানা, কৃষ্ণক্রীড়াবসতিনগরী) শ্রীরাধার অঙ্গ-সুষমা যেরূপ পরেশ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সামগ্রী, তদ্রূপ ঐ ধামও তাঁহার ক্রীড়ানিকেতন। সেই তুরীয় ও আদি (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) লোকে স্থানত্রয় (দ্বারকা, মথুরা ও

কৃষ্ণঃ শ্রীরাধাবল্লভস্তথা। গোপীজনবল্লভস্তু নিত্যবৃন্দাবনে সদা॥ বৃন্দাবনমিতি শ্রীভগবদঙ্গবিশেষঃ। অতস্তদেব কালাদি-রহিতং। অথ যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্তদঙ্গজ্যোতিষা বৃন্দাবনাদি সমস্তং প্রদীপ্তং। যথা গোলোকসংহিতায়াং বলভদ্রং প্রতি শ্রীভগবানাহ—'একোঽনেকস্বরূপোঽহং সর্বশক্তিময়ঃ পুমান্। মদ্দেহান্নির্গতং জ্যোতিঃ সর্বভূতময়ং পরং'॥ তথৈব গোবিন্দবৃন্দাবনে বলরাম-প্রশ্নে—'অত্যন্ত সূর্য্যচন্দ্রাদিপ্রকাশসদৃশং ভব। তবস্থ্যাদনখাজ্জ্যোতিঃ কিমিদং তদ্বদস্ব মে॥' শ্রীভগবানুবাচ—জ্যোতি র্ব্রহ্মময়ং তেজো মৎশরীরাদ্ বিনির্গতং। মমানেন ন ভেদোঽস্তি ব্রহ্মজ্যোতিরহং পরং॥ পৃথিব্যাপোবহ্নিরূপে র্বায়ুরূপে স্তথৈব চ। আকাশরূপে

বৃন্দাবন) বিরাজমান হইলেও দিব্য বৃন্দাবনই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই বৃন্দাবনেই শ্রীরাধাবল্লভের পূর্ণাতিপূর্ণ স্বরূপ-বিকাশ। এই রাধাবল্লভের অংশাংশ কর্ত্তৃক সমাহিত লীলাবলি অন্যান্য (দ্বারকা ও মথুরাদি) ধামে প্রকটিত হয়।* দিব্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধাবল্লভ কৃষ্ণ এবং নিত্য বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ সর্বদা বিরাজমান। বৃন্দাবন শ্রীভগবানের অঙ্গবিশেষই, অতএব তাহাতে কালাদি-প্রভাব নাই। পক্ষান্তরে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেদীপ্যমান, সেই বৃন্দাবনাদি ধামনিচয় তাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। গোলোকসংহিতায় বলভদ্রকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমি

---

* এস্থলে 'অংশ' শব্দে রসামৃতোক্ত পূর্ণপূর্ণতরত্বাদি বোদ্ধব্য—লীলা প্রকটনের তারতম্যানুসারে এই শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া থাকিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

সদা পশ্য জলভাণ্ডে যথা রবিঃ। দুর্লভং দুর্গমং জ্যোতি দুর্দ্দর্শং সর্বগং শুচি॥ সুখদং মোক্ষদং মহ্যং পাদাঙ্গুষ্ঠাদ্ বিনির্গতং। এতদ্ধ্যাত্বা যোগিনোঽপি যান্তি নির্বাণমুত্তমং॥ তথাথর্বোপনিষদি গোপালতাপনীয়ে (উ ৫৫) ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—চিৎস্বরূপং পরং জ্যোতিঃ স্বরূপং রূপবর্জ্জিতং। হৃদা মাং সংস্মরন্ ব্রহ্মন্ মৎপদং যাতি নিশ্চিতং॥ অথ বরাহ-সংহিতায়াং শ্রীবরাহ

আমি এক হইয়াও অনেকস্বরূপে বিরাজমান আছি, যেহেতু আমি সর্বশক্তিময় পুরুষোত্তম; আমার দেহবিনির্গত পরম জ্যোতিঃ সর্বজীবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। গোবিন্দবৃন্দাবনেও [বলরাম প্রশ্ন করিলেন] সূর্য্যচন্দ্রাদির প্রকাশতুল্য অথচ অন্যপ্রকার জ্যোতিঃ তোমার দেহ, চরণ ও নখ হইতে বিনিসৃত হইতেছে—তাহা কি আমাকে বল! শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন—আমার দেহ হইতে ব্রহ্মময় জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে। ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ ও আমি স্বরূপতঃ অভিন্ন, আমি পরম-ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ; অনন্ত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশরূপে সর্বত্র সর্বথা পৃথক্‌রূপেই যেন প্রকাশমান সেই নিত্য তেজ আমারই। সকল জীবের অন্তরে ও বাহিরে সদাকাল আকাশবৎ (নির্লিপ্ত) জলাশয়ে সূর্য্যবৎ (প্রতিবিম্বিত) ঐ জ্যোতিঃকে মুহুর্মুহু দর্শন কর। এই জ্যোতিঃ—দুর্লভ, দুর্গম, দুর্দর্শ, সর্বগ (বিভু), শুচি (পবিত্র); সুখদ ও মোক্ষদ—যেহেতু আমারই পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। এই ধ্যানে যোগিগণও উত্তম নির্বাণ (অপবর্গ বা নিবৃত্তি) লাভ করেন। গোপালতাপনীতেও ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—চিন্ময়, প্রাকৃতরূপবর্জিত, পরমজ্যোতিঃস্বরূপ আমাকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া মানব আমার ধামে গমন করিতে

উবাচ—"তচ্ছ্যামদেহ-কিরণাঃ পরানন্দরসামৃতাঃ। তদংশুকোটি-কোট্যংশাজ্জীবন্তি কিরণাত্মিকাঃ॥" ইত্যেবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য-পাদনখজ্যোতিষা সমুজ্জ্বলং বৃন্দাবনাদি সমস্তস্থলমিতি মন্তব্যং। তত্র কালাদিপ্রবেশো নৈব, যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বপ্রকাশো নিত্যকিশোরঃ সমস্তকালাদি-রহিতঃ; তথাহি গোবিন্দবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি বলরাম উবাচ—'রাধাকান্ত জগন্নাথ শ্রীমদ্ গোকুল-নাগর! শ্যামসুন্দর গোপীশ গোকুলানন্দচন্দ্রমঃ!! বৃন্দাবন-সুখানন্দ পীতবাসঃপ্রিয় প্রভো! পাদাম্বুজ-নখজ্যোতির্ব্যাপ্তলোকত্রয় প্রভো!! শব্দব্রহ্মময়ী-বংশীপ্রিয় পদ্মদলেক্ষণ! প্রেমভক্তি-পুষ্পময়ী-বনমালা-প্রিয়োত্তম!! গোবিন্দ গোপার্ত্তিঘ্ন গোপতে

পারে বা চরণসান্নিধ্য লাভ করে। বরাহসংহিতায় শ্রীবরাহদেব বলিয়াছেন—'সেই শ্যামদেহের কিরণমালা পরানন্দরসামৃত-স্বরূপ। সেই কিরণেরই কোটি কোটি ভাগের একভাগ পাইয়া তেজোজীবন [জড়জগৎ ব্রহ্মাণ্ড] জীবিত থাকে।' ইহাতে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার দেহ-চরণ-নখরাদির কান্তিতে বৃন্দাবনাদি সমস্ত স্থান সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। যে স্থলে স্বপ্রকাশ নিত্যকিশোর, সমস্তকালাদি-রহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমুদ্ভাসিত আছেন, তাহাতে আর কালাদি প্রবেশ হইতে পারে না। শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাধাকান্ত! জগন্নাথ, গোকুল-নাগর, হে শ্যামসুন্দর, গোপীনাথ! গোকুলচন্দ্রমা, বৃন্দাবনসুখানন্দ! পীতবাস! তোমার চরণকমলের নখজ্যোতিতে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত, হে প্রভো! তুমি শব্দব্রহ্মময় বংশীবাদন-তৎপর। হে পদ্ম-পলাশ-লোচন! প্রেমভক্তি

গোগণার্চিত! যত্ত্বয়া কথিতং তত্ত্বমাত্মনস্তু সমাসতঃ॥ কিংস্বরূপো ঽসি ভগবন্ কিমীহঃ কিংস্বরূপকঃ। বিস্তরেণ পুনস্তস্মৈ শ্রোতু মিচ্ছামি তদ্বদ॥' শ্রীভগবানুবাচ—'অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। শব্দব্রহ্মময়ং সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥ আদ্যন্তরহিতঃ সূক্ষ্মস্থূলাতীতঃ পরাৎপরঃ। স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বয়ংকর্ত্তা স্বয়ংহর্ত্তা স্বয়ংপ্রভুঃ॥ কটাক্ষমাত্র-ব্রহ্মাণ্ড-কোটিসৃষ্টিবিনাশকৃৎ। সদা-শিবমহাবিষ্ণু-রুদ্রব্রহ্মাদিকারকঃ॥ নরাকৃতি নিত্যরূপী বংশীবাদ্য-প্রিয়ঃ সদা। ইন্দ্রনীলমণিশ্যাম স্ত্রিভঙ্গো মধুরাকৃতিঃ॥ পূর্ণেন্দু-কোটিসদৃশো নানালাবণ্যবারিধিঃ॥ পুণ্ডরীকদলাকারনয়নঃ

পুষ্পময় বনমালাই তোমার মহাপ্রিয়! হে গোবিন্দ! হে গোগণের (পৃথিবী সমূহের) আর্ত্তিনাশন! গোপতি (হৃষীকেশ) গোগণার্চিত (সর্বেন্দ্রিয়ারাধ্য)! তুমি সংক্ষেপে যে আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছ—তাহাই বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ভগবন্! তোমার স্বরূপ, লীলা ও স্বভাব—ইত্যাদি পুনরায় বর্ণনা কর।' শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি আত্মা, পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্ম-ময়, স্বয়ং প্রকৃতি ও ঈশ্বর, অনাদি, অনন্ত, স্থূলসূক্ষ্মেরও অতীত, পরাৎপরতত্ত্ব। আমি স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) স্বয়ং কর্ত্তা, হর্ত্তা ও প্রভু। কটাক্ষমাত্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে পারি। আমি সদাশিব, মহাবিষ্ণু ও ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সৃষ্টি করিয়া থাকি; আমি নরাকৃতি (দ্বিভুজ) নিত্যরূপী ও নিত্য বংশীবাদ্যপ্রিয়। আমি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ত্রিভঙ্গ ও মধুরাকৃতি; কোটি পূর্ণ (রাকা) চন্দ্র-সদৃশ, নানাবিধ লাবণ্যের সাগর। পদ্মপলাশবৎ আকর্ণবিস্তারি-

প্রেমসাগরঃ। জিতকামধনুর্দিব্যভ্রূলতালালিত্যোৎসবঃ। ত্রিভঙ্গ-ললিতশ্রীমত্তির্য্যগ্ গ্রীবাতিসুন্দরঃ। শব্দব্রহ্মময়ী-বংশীবাদনোৎসব-সাগরঃ। বনমালী পীতবাসাঃ সুকুঞ্চিত-শিরোরুহঃ। বর্হিবর্হকৃতো-ত্তংসঃ পারিজাতাবতংসকঃ॥ প্রেমানন্দময়ঃ শুদ্ধঃ সর্বদা নব-যৌবনঃ। কালঃ কালস্বরূপোঽহং কালাত্মা কালগোচরঃ॥ সমস্তকালরহিতঃ সর্বকারণকারণং। চিৎস্বরূপো জ্ঞানরূপোঽ-দ্বিতীয়ঃ সমদৃক্ পরঃ। এবংরূপং সদৈবাহং তিষ্ঠাম্যত্রৈব সর্বদা॥" তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩৩)" অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনাঢ্যং। বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ৫॥

নয়ন, প্রেমসাগর, কামধনুর্বিজয়ী দিব্য (ক্রীড়া-পরায়ণ) ভ্রূলতার ললিত (মনোজ্ঞ) উৎসব-সম্পাদক,, ত্রিভঙ্গ অথচ পরমসুন্দর শোভা-সম্পত্তিযুক্ত বক্রগ্রীবায় অতিসুন্দর শব্দব্রহ্মময় বেণুনাদে উৎসবপরম্পরা সৃষ্টিকারী। আমি বনমালী, পীতবসন, কুঞ্চিত-কেশকলাপী। আমার ময়ূরপুচ্ছভূষিত শিরোভূষণ এবং পারিজাত কুসুমে রচিত কর্ণাভরণ। আমি সর্বদা প্রেমানন্দময়, শুদ্ধ ও নবযৌবনসম্পন্ন। আমি কাল, কালস্বরূপ, কালাত্মা ও কালগোচর, অথচ সমস্ত কাল-রহিত এবং সর্বকারণকারণ। চিৎস্বরূপ, জ্ঞানময়, অদ্বিতীয় ও সমদৃষ্টি-সম্পন্ন—এইরূপেই আমি সদাকাল এই বৃন্দাবনেই অবস্থান করি। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫।৩৩) 'যিনি অদ্বিতীয়, স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত, অনাদি অনন্ত-স্বরূপ; আদিভূত পুরাণ-পুরুষোত্তম, অথচ নিত্যযৌবন, বেদের অগোচর অথচ ভক্তিগোচর সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।৫।

অথ সর্বেশ্বরত্বং, শ্রীভগবন্নিরূপণং যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং শ্রীভগবন্তমালোক্য ব্রহ্মা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং প্রাপ, তদনু শ্রীভগবন্তং স্তৌতি যথা শ্রীভগবতঃ সমুদ্ভূয় ব্রহ্মা সর্বত্রান্ধকারং দৃষ্ট্বা ভগবন্তং স্তৌতি—ততো ব্রহ্মাণং প্রতি অষ্টাদশাক্ষরমদাৎ। (৫.২৬-২৯) "অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ং। শ্বেতদ্বীপ-পতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরং॥ প্রকৃত্যা গুণ-রূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতং। সহস্রদল-সম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্ক-বৃংহিতে॥ ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে। সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্॥ শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে। বিলাসিনীগণাবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতং॥ অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ী মূর্তিমতী গতিঃ। স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের **সর্বেশ্বরত্ব** প্রতিপাদিত হইতেছে ; ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীভগবত্তত্ত্বনিরূপণ করা হইয়াছে—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের দর্শনলাভান্তে তৎসকাশে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রাপ্তি করিলেন, তৎপরে তিনি শ্রীভগবানের স্তব করিয়াছেন যথা—শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া সর্বত্র অন্ধকার দেখিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তৎপরে ভগবান তাঁহাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিয়াছেন। ব্রহ্মা বহুকাল যাবৎ শ্বেতদ্বীপপতি অব্যয়, পরাৎপর, গোলোকস্থ গোবিন্দাখ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। গোলোকের বহিঃস্থিতা মূর্তিমতী সত্ত্বাদিগুণময়ী ভূমিবিশিষ্ট সেই গোলোকে সহস্রদলযুক্ত কোটি কিঞ্জল্কে পরিশোভিত কর্ণিকারূপ মহাসনে—চিদানন্দময় জ্যোতি-রূপ ও নিত্যস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ উপবিষ্ট হইয়া বদন-কমলে শব্দব্রহ্মময়

স্বয়ম্ভুবঃ ॥ গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ। সংস্কৃতশ্চাদি-গুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥ ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধি র্বিজ্ঞাততত্ত্ব-সাগরঃ। তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবং ॥ চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু" ইত্যাদি। তথা নারদপঞ্চরাত্রে নারদানন্ত-সংবাদে ভক্তিরহস্যে—চিদানন্দস্বরূপাঞ্চ নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং। সুধা তোয়ং লতা কল্পলতা চিন্তামণিস্থলী ॥ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রিয়া লক্ষ্মী রন্ধ্রং বেণুঃ পুমান্ হরিঃ ॥ কথা গানং গতির্নাট্যং পরিখা ক্ষীরসাগরঃ। তল্লোকবাসিনং দেবং বৃন্দাবনপুরন্দরং ॥

বেণু বাদন করিতেছেন। তিনি নিজ বিলাসিনী (প্রেয়সী) বৃন্দে পরিবেষ্টিত এবং আবরণস্থ পরিকরগণ কর্তৃক নিরন্তর স্তুত হইতেছেন। তৎপরে বেণুনাদে প্রকটিত বেদমাতা গায়ত্রী উক্তমন্ত্ররূপে স্ফুরিত হইয়া ব্রহ্মার [অষ্টকর্ণদ্বারে] মুখকমলে প্রবেশ করিলেন। আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট গায়ত্রী মন্ত্রলাভে সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা গায়ত্রীমন্ত্রে প্রবুদ্ধ হইয়া সর্বতত্ত্ববিৎ হইলেন এবং বেদ-রহস্যপূর্ণ এই স্তোত্রদ্বারা কেশবের স্তুতি করিলেন—যিনি লক্ষলক্ষ-কল্প-বৃক্ষ সমাবৃত চিন্তামণি-মণ্ডিত মন্দিরাবলিতে অনন্ত ব্রজলক্ষ্মীগণ কর্তৃক সেব্যমান হইতেছেন' ইত্যাদি। নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—(ঐ ধাম) চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ (প্রাকৃতগুণমুক্ত) ও প্রকৃতির অতীত। তত্রত্য জলই অমৃত, প্রতি লতাই কল্পলতা, প্রতি স্থলই চিন্তামণি, জ্যোতিমাত্রেই ব্রহ্ম, লক্ষ্মীই প্রিয়া, বেণুই অস্ত্র, হরিই একমাত্র পুরুষ, কথাই গান, গমনই নৃত্য, পরিখামাত্রই ক্ষীরসমুদ্র ; সেই লোকেই বৃন্দাবনপুরন্দর ক্রীড়াবিনোদী হইয়া বিরাজমান আছেন, তিনি

দিব্যাতিদিব্যং শ্রীদেহং কালমায়াগোচরং। দ্বিভুজং মেঘশ্যামাঙ্গং কিশোরং বনমালিনং॥ দিব্যাভরণ-ভূষাঙ্গং গোপকন্যাসমাবৃতং। দয়িতং প্রেমভক্তানামদ্বৈতং ব্রহ্মবাদিনাং॥ মীন-কূর্মাদয়ো যস্য অংশাংশাঃ সর্বদেবতাঃ। যস্য স্মরণমাত্রেণ নরো নারীভবত্যপি। পৌরাণিকা যজন্ত্যেবং বৈতানৈ ব্র্হ্মবাদিনঃ। ভক্তিতন্ত্রবিধানেন ত্রিকাণ্ডৈরেব সাধবঃ॥" তথা সম্মোহনতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে নারদং প্রতি সনক উবাচ—"ধ্যায়েৎ কৃষ্ণং চ সুশ্যামং পূর্ণানন্দ-কলেবরং। কোটিসূর্যপ্রভঞ্চৈব যোগিনামপি দুর্লভং॥ সর্ব-সৌন্দর্য নিলয়ং রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহং। পূর্ণানন্দস্বরূপং তং ন তু ভূতময়ং কি তং॥ যাদৃশী বেশভূষা চ মনসঃ প্রীতিদায়িনী। তাদৃশী চ হরে র্জ্ঞেয়া ভক্তানুগ্রাহকো হরিঃ॥" ৬॥

দিব্যাতিদিব্য পরম সুন্দর বিগ্রহযুক্ত, কালমায়াতীত, দ্বিভুজ, মেঘশ্যামাঙ্গ, কিশোর ও বনমালী। দিব্য আভরণে ও ভূষায় তিনি ভূষিত গোপীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছেন; তিনি প্রেমিক ভক্তের নিকট দয়িতরূপে ও ব্রহ্মবাদিগণের নিকট অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন, মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারগণ তাঁহারই অংশাংশ। তাঁহার স্মরণমাত্রেই নর নারীত্ব প্রাপ্ত হয়; ব্রহ্মবাদি-পৌরাণিকগণ যজ্ঞবিধানে এবং সাধুগণ ভক্তিরহস্যমূলক ত্রিকাণ্ড (বেদ) বিধিতে তাঁহাকে অর্চনা করেন। সম্মোহনতন্ত্রে নারদকে সনক বলিতেছেন—সুশ্যামল পূর্ণানন্দময় কৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। তাঁহার কান্তি কোটিসূর্য্যসম, তিনি যোগিগণের দুর্লভ, সর্বসৌন্দর্য্যের আধার, শ্রীরাধা কর্তৃক আলিঙ্গিত-বিগ্রহ, পূর্ণানন্দ স্বরূপ, কদাচ ভৌতিক নহে; যাদৃশ বেশভূষা সাধকের মনঃপ্রীতিকর, শ্রীহরিও তাহাই অঙ্গীকার করেন, যেহেতু তিনি ভক্তানুগ্রহতৎপর॥ ৬

অথ শ্রুতিভিরবলোকিতো যথা বৃহদ্বামনপুরাণে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রুতয়ঃ উচুঃ। যথা—প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তেঽব্যক্তে ব্যক্তিং গতে পুরা। শ্লিষ্টে ব্রহ্মণি চিন্মাত্রে কালমায়াতিগেঽক্ষরে। ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠ-সংজ্ঞকঃ॥ নির্গুণোঽনাদ্যনন্তশ্চ বর্ত্ততে কেবলেঽক্ষরে। অক্ষরং পরং ব্রহ্ম বেদানাং স্থানমুত্তমং॥ তল্লোকবাসি-তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎপরঃ। চিরং স্তুত্বা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা॥ শ্রুতীঃ প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভোঃ প্রাজ্ঞা বরং যন্মনসীপ্সিতং। শ্রুতয়ঃ উচুঃ—নারায়ণাদিরূপাণি জ্ঞাতান্যস্মাভিরচ্যুত। সগুণং ব্রহ্ম সর্বেদং বস্তুবুদ্ধি র্ন তেষু নঃ॥"

এক্ষণে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বৃহদ্বামনে উক্ত আছে—শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বেদোক্তি। প্রাচীনকালে প্রাকৃত-প্রলয়াবসরে প্রকৃতি-গর্ভে সমস্ত লোক বিলীন হইয়া একমাত্র চিন্ময় কালমায়াতীত অক্ষর ব্রহ্ম মিলিত হইলে তখন নির্গুণ, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মানন্দময় ও ব্যাপক বৈকুণ্ঠ লোকই সেই অক্ষর বস্তুতে বর্ত্তমান থাকে; সেই অক্ষর পরমব্রহ্ম বেদসমূহের (আশ্রয়) স্থান, সেই লোকে বাস করিয়া বেদগণ পরাৎপর ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। বহুকাল স্তব করিলে পর তুষ্ট হইয়া ভগবান্ পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে প্রাজ্ঞগণ! আমি তোমাদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়াছি—তোমাদের অভিবাঞ্ছিত বর যাচ্ঞা কর।' তখন শ্রুতিগণ বলিলেন—'হে অচ্যুত! আমরা নারায়ণাদি-স্বরূপ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত আছি; এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সগুণ ব্রহ্মরূপ, ইঁহাদিগকে আমরা বস্তুবুদ্ধি করি না! আমরা যাহাকে

ব্রহ্মেতি প্রোচ্যতেঽস্মাভি র্যদ্রূপং নির্গুণং পরং। বাঙ্‌মনো-গোচরাতীতং ততো ন জ্ঞায়তে হি তৎ॥ আনন্দমাত্রমিতি যদ্বদন্তীহ পুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ॥ শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস স্বং লোকং প্রকৃতেঃ পরং। কেবলা-নুভবানন্দমাত্রমক্ষরমব্যয়ং॥ যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈ দ্রু মৈঃ। মনোরম-নিকুঞ্জাঢ্যং সর্বর্ত্তু সুখসংযুতং॥ যত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুনির্ঝর-দরীযুতঃ। রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণসঙ্কুলঃ॥ যত্র নির্ঝর-পানীয়া কালিন্দী সরিতাম্বরা। রত্নবদ্ধোভয়তটী হংস-পদ্মাদিসঙ্কুলা॥ নানারাসরসোন্মত্তং যত্র গোপী-কদম্বকং।

পরম 'ব্রহ্ম' বলি তাহা নির্গুণ-স্বরূপ, বাক্য মনের অগোচর—এই জন্য আমরা তৎসম্বন্ধে জানি না। কিন্তু পুরাবিদ্‌গণ উহাকে আনন্দ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদি আমাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই রূপটিই দেখাও।' এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃতির অতীত স্বধাম দেখাইলেন—তাহা অদ্বিতীয় বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, অক্ষর ও অব্যয়, তাহাতে বাঞ্ছাপূরক বৃক্ষগণ শোভিত 'বৃন্দাবন' নামে বন বিরাজমান—মনোরম নিকুঞ্জাবলিতে ঐ বন পরিপূর্ণ—সর্বদা সর্বঋতুর সুখসম্পত্তি তথায় চিরবিরাজমান – তাহাতে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিদ্যমান—তাহাতে অত্যুত্তম নির্ঝর ও গুহারাজি আছে; উহা রত্নধাতু-মণ্ডিত, সর্বসৌন্দর্য্যময় ও সুন্দর সুন্দর পক্ষিগণ-ব্যাপ্ত। সেই ধামে ঝরণার জলে পরিপূর্ণা নদীশ্রেষ্ঠা কালিন্দী শোভা করিতেছে—উহার তটদ্বয় রত্নে নিবদ্ধ, হংসাদি জলচর পক্ষিগণ এবং পদ্মাদি পুষ্পে ঐ কালিন্দী সুশোভিতা। ঐ বৃন্দাবনে গোপীগণ বিবিধ রাসরসে

তৎকদম্বক-মধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুতঃ ॥ দর্শয়িত্বেতি চ প্রাহ ব্রূত কিং করবাণি বঃ। দৃষ্টো মদীয়লোকোঽয়ং যতো নাস্তি পরং বরং ॥' অতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোপরি কোঽপি নাস্তি। ৭

সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যথা—শ্রীকৃষ্ণযামলে পঞ্চাশীতি পটলে শ্রীভগবন্তং বাসুদেবং প্রতি রুক্মিণ্যুবাচ—'ত্বদৃতে নাস্তি যৎ কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং। সর্বেষামাত্মভূতোঽসি পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ স ত্বং কিং ধ্যায়সি শ্রীমান্ কামিনাং সর্বকামদঃ। কিম্বা জপসি তত্ত্বেন এতত্ত্বং বক্তুমর্হসি। নিশম্য বাচং কমলেক্ষণায়া যদূত্তমো যৎপ্রিয়কৃৎ প্রিয়ায়াঃ। তামঙ্কমারোপ্য সুখং চ সাদরং মুহুর্মুহুঃ প্রাহ মুদা মুদান্বিতং ॥ শ্রীভগবান্ বাসুদেব উবাচ—সারাৎসারতরং কান্তে! ধন্যা পৃচ্ছসি

উন্মত্ত ও উহার মণ্ডলমধ্যে নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। এইরূপ দর্শন করাইয়া ভগবান্ শ্রুতিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্বিতীয় মদীয় লোক এই ত দর্শন করিতেছ—এক্ষণে তোমাদের আর কি সুখবিধান করিব—বল।" অতএব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উপরে অন্য কোনও বস্তু নাই ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ-**সর্বাতিশায়িত্ব** সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণযামল বলিতেছে—[শ্রীবাসুদেবকে রুক্মিণী] "হে প্রভো! তোমার সত্তা-ব্যতিরেকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের অস্তিত্বই নাই, তুমি সকলের আত্মস্বরূপ বলিয়া তোমাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। সেই শ্রীমান্ কামিদের সর্বকামপূরক তুমি কি ধ্যান কর, কি জপ কর—তাহা আমাদিগকে যথার্থই বল।" পদ্মনয়না রুক্মিণীর এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রেয়সীর প্রীতিকারী যদুমণি

সাম্প্রতং। রহস্যানাং রহস্যন্তু তথাপি বর্ণয়ামি তে॥ ত্বং মে প্রাণেশ্বরী কান্তা যতঃ পরমশোভনা। অতো বক্তুমেতৎ স্যাত্ত্বয়ি নাস্যাপি মে রতঃ॥ প্রেমারামং ললিতবপুষং যৎ-কলাক্রান্তমেতৎ, যং বেদান্তে বিচিন্ত্য মুনয়ো নারদাদ্যা মুনীন্দ্রাঃ। প্রাহুঃ সত্যং পরমপুরুষং রাধিকা-প্রাণ-রূপং তং গোপীনাং নয়ন কুমুদ-প্রেক্ষণীয়েন্দুমীড়ে॥ ত...উদিত প্রো...স্য বিশ্বাত্মমাত্মং যদ্ভাগাদঃ সকল জগতাং কারণং ধীমতিস্ম॥ জ্যোতির্যস্য প্রথমবপুষো বিশ্বমূর্ত্তি বৈরাজং, ব্রহ্মাণ্ডানাং নিচয়রচনা রোম-কূপেষু যস্য। আবৃত্যাস্তে ক্বচিদ্বিরমলপ্রজ্ঞয়া দুর্বিগাহ্যা সা রাধা যং প্রণয়বিষয়ং সেবতে তং স্মরামি॥ ব্রহ্মাণ্ডানাং প্রচয়রচনা কুক্ষিকীব মূর্দ্ধ্নি যৎ শংকালাবয়বরহিতং দিব্য-বৃন্দাবনাখ্যং। স্থানং সংস্থাবরণললিতং যত্তুরীয়াৎ পরং তৎ,

---

তাঁহাকে ক্রোড়ে সুখে বসাইয়া সাদরানন্দে মুহুর্মুহু বলিলেন—'হে কান্তে! এক্ষণে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ—তাহা সারাৎসারতর মহা-রহস্যমূলক হইলেও তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী সুশোভনা কান্তা, সুতরাং এই রহস্য কথা তোমাকে বলিব, তোমার নিকটে আমার গোপনীয় ত কিছুই নাই। যাঁহার (মুরলীর অব্যক্ত মধুর নিনাদে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত, যিনি প্রেমারাম ও সুন্দর বিগ্রহ; নারদাদি মুনীন্দ্রগণ বেদাদি-দর্শনে মৌনাবলম্বী হইয়া যাঁহাকে সত্য ও পরমপুরুষ বলিয়া বিনিশ্চয় করিয়াছেন,—যিনি রাধিকার প্রাণবল্লভ গোপীগণের নয়নকুমুদের প্রেক্ষণীয় (দ্রষ্টব্য) সেই গোকুলচন্দ্রমাকে বাঞ্ছা করি।.........যাঁহার প্রথম দেহ সংকর্ষণের জ্যোতিঃস্বরূপে বিশ্বমূর্ত্তি

প্রেমানন্দ-প্রথিতমনিশং ধীমহি ধ্যানহর্ম্যং ॥ বংশী যস্য প্রিয়সহ-চরী চিত্রসঙ্গা সদৈষা কৃষ্ণস্যার্থে যদুদভবনা নাদ উচ্চৈঃস্বরো যৎ। শব্দা বর্ণাঃ শ্রুতয় উদিতা বোধয়ন্তী স্ম বিশ্বং, বিশ্বানন্দং তমহমনিশং প্রেমধাম প্রপদ্যে ॥ যস্য ক্রীড়াকলিতবপুষঃ স্থানসং-স্থান-সংস্থা ধ্যানাশক্ত্যাবয়বসহিতা নাস্ত্যদিচ্ছাময়েষু। আত্মানন্দ-প্রথিতজগতাং নাককং নাস্তমীশং, তং গোপীনাং নয়ন-কুমুদ-প্রেক্ষ-ণীয়েন্দুমীহে ॥ ইত্যেবং রাধাপ্রেমানন্দময়ং পরিপূর্ণ-প্রেমস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমহং চিন্তয়ে ॥ ৮

বিরাট্‌পুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহার রোমকূপসমূহে ব্রহ্মাণ্ডাবলির রচনা হইয়াছে—যিনি কিরণজালে আবৃত হইয়া আছেন—চরবিগমা শ্রীরাধা বিমল বুদ্ধিবলে যাঁহাকে প্রণয়াস্পদরূপে সেবা করেন—সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ করি। ব্রহ্মাণ্ডাবলির রচনায় কুক্কুটী-মস্তকস্থ ঝুঁটার ন্যায় বিদ্যমান যে নিঃশঙ্ক কালাবয়বরহিত দিব্যবৃন্দাবন-নামক স্থান আছে, তাহা আকৃতিতে ও বেষ্টনাদিতে পরম সুন্দর, তুর্য্যাতীত, প্রেমানন্দ-তুন্দিল ; এই ধামেরই আমি আনন্দিতমনে দিবানিশি ধ্যান করি। যথানে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান নিমিত্ত প্রিয়সহচরীরূপা চিত্রসঙ্গা এই বংশী হইতে উত্থিত উচ্চস্বরযুক্ত নাদ, শব্দ, বর্ণ, শ্রুতি প্রভৃতি উদিত হইয়া বিশ্ববাসিকে নিখিলানন্দবার্ত্তা জানাইয়া থাকে—দিবানিশি আমি সেই প্রেমধামেরই প্রপন্ন হইতেছি। যে লীলাবিনোদী ভগবানের বাসস্থান, লীলাস্থলী ও পার্ষদগণকে ধ্যানাশক্ত ব্যক্তিগণ নিত্য বিদ্যমান বলিয়া দেখিলেও অন্যবিধ বাসনাযুক্ত লোকগণ শূন্য বলিয়াই মনে করে—আত্মানন্দে প্রসিদ্ধ সেই জগদীশ্বর, স্বর্গানন্দবিধায়ক ও অনন্ত

পরং—যথা পদ্মপুরাণে নির্বাণখণ্ডে নারদং প্রতি সনৎকুমারেণ যৎ কথিতং তদ্ব্যাসঃ অম্বরীষং রাজানং প্রত্যাহ—'অতিগোপ্যং ত্বয়া পৃষ্টং যন্ময়া ন শুকং প্রতি। গদিতং স্বসুতং কিন্তু ত্বাং বক্ষ্যামি হরিপ্রিয়ং॥ ময়া পুরা তপশ্চীর্ণং বহুবর্ষসহস্রকং। ফল-মূলদলজল-বাতাহার-নিষেবিণা॥ ততো মামাহ ভগবান্ স্বাধ্যায়-নিরতং হরিঃ। কস্মিন্নর্থে চিকীর্ষা তে বিবিৎসা বা মহামতে॥ প্রসন্নোঽস্মি বৃণু মুনে বরং ত্বং বরদর্ষভাৎ॥ মদ্দর্শনান্তঃ সংসার ইতি সত্যং ব্রবীমি তে॥ অতোঽহমব্রুবং কৃষ্ণ! পুলকোৎফুল্ল বিগ্রহঃ। ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন! যত্তৎ সত্য

গোপীনাথকেই ধ্যান করি। অতএব রাধাপ্রেমানন্দময় পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই আমি চিন্তা করিতেছি। ৮

পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ নির্বাণখণ্ডে নারদকে সনৎকুমার যাহা বলিয়াছেন—তাহাই ব্যাস রাজা অম্বরীষকে বলিতেছেন—তুমি অতি গোপনীয় কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি এ রহস্য নিজ পুত্র শুককেও বলি নাই; কিন্তু হরিপ্রিয় তোমাকে আমি বলিতেছি। আমি পুরাকালে বহুসহস্রবৎসর ফল-মূল-পত্র-জল-বায়ু আহার করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছিলাম। ভগবান্ হরি তখন আমাকে জপ-নিরত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহামতে! তোমার কি করিতে বা জানিতে ইচ্ছা আছে, বল দেখি। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব হে মুনে! বরদরাজ আমা হইতে বর প্রার্থনা কর। আমি সত্যই বলিতেছি যে আমার দর্শন হইলেই সংসারে পার হয়।' তখন আমি পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে বলিলাম—হে কৃষ্ণ! আমি এই নয়নেই

পরং ব্রহ্ম জগদ্‌যোনিং জগদ্‌গতিং। বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষু নাথ! মে হস্তু তৎ॥' শ্রীভগবানুবাচ—মামেকে প্রাকৃতং প্রাহু পুরুষঞ্চ তথেতরে। ধর্মমেকে বরঞ্চৈকে মোক্ষমেকেহকুতোভয়ং শূন্যমেকেহভাবমেকে পরমাণুমথাপরে। দৈবমেকে দেবমেকে গ্রহমেকে মনঃ পরে। বুদ্ধিমেকে কালমেকে শিবমেকে সা শিবং॥ অপরে বেদশিরসি স্থিতমেকং সনাতনং। সদ্ভাববিক্রিয় হীনঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ সর্বকালে বঞ্চিতাঃ॥ কোহপি বেদ পুমান্ লোকে মদনুগ্রহভাজনং পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং॥ বেদব্যাস উবাচ- ততোহপশ্যমহং ভূপ! ততঃ কালাম্বুদপ্রভং। গোপকন্যাবৃ গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ॥ কদম্বমূলমাসীনং পীতবাসসমদ্ভুতং

তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। উপনিষদে যিনি পরম সত্য, জগ যোনি, জগদ্‌গতি পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন—হে নাথ! সে পরতত্ত্বই আমার নয়নগোচর হউক্। শ্রীভগবান্ বলিলেন—কে কেহ আমাকে প্রাকৃত, কেহ বা পুরুষ বলে। এইভাবে নিজ নিজ মত কেহ বর, (শ্রেষ্ঠ) কেহ মোক্ষ, অভয়, শূন্য, অভাব, পরমাণু, দৈব, দে গ্রহ, মন, বুদ্ধি, কাল, শিব, সদাশিব বলিয়া বিভিন্ন লোক বলি থাকে। কেহ বা আবার উপনিষদুক্ত মুখ্য, সনাতন, ভাববিকারশূ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া আমাকে বর্ণনা করে। এইরূপে আমা মায়ায় মোহিতবুদ্ধি হইয়া বঞ্চিত হয়। কিন্তু আমার অনুগৃহীত কোন (বিরলপ্রচার) ভক্তই আমার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারে। আমি তোমাকে বেদগোপিত মদীয় স্বরূপ দেখাইতেছি—দর্শন কর।' বেদব্যা

বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লব-মণ্ডিতং॥ কোকিল-ভ্রমরারাবং মনোহরমনোহরং। বালমিতি যথা—'কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি। কৈশোরমাপঞ্চদশ যৌবনন্তু ততঃপরম্॥' বাল্যং যৌবনং বার্দ্ধকামিতি বয়োঽবস্থাত্রয়ং। অতঃ কৈশোরাবধি বাল্যং; এবং বালেঽপ্যুক্তে কিশোরবয় ইতি বোদ্ধব্যং। কিমভিপ্রায়স্তদাহ গোপকন্যাবৃতমিতি পদেন কৈশোরবয়ঃ সূচিতমিতি। তথা বাল্যে গোপকন্যাবৃতত্বেন উজ্জ্বলরস ইত্যযোগ্যত্বাৎ, তথা শ্রীকৃষ্ণযামলে ঊনবিংশাধিকশতপটলে দ্বারকানাথঃ শ্রীবাসুদেবোঽপি রাধাকৃষ্ণং দ্রষ্টুং শ্রীত্রিপুরা-সহায়েন সত্রিপুরো দিব্য

বলিলেন—তৎপরে আমি নীলজলদাভ, গোপীগণ-বেষ্টিত, গোপবালকগণ সহিত হাস্যপর গোপকিশোরকে দেখিলাম। তিনি কদম্বমূলে সমাসীন, পরিধানে পীতবসনও অদ্ভুত। দেখিলাম নবপল্লব-ভূষিত শ্রীবৃন্দাবন, তাহাতে কোকিল ও ভ্রমরসমূহ গুঞ্জণ করিতেছে, যাহাতে সকলের মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মনমোহিত হইতেছে। বালশব্দের বিষয় বলিতেছেন—পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমারকাল, দশ বৎসর যাবৎ পৌগণ্ড, পনর পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবনকাল। বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—এই তিনটাই বয়সের অবস্থা। অতএব কৈশোরকাল যাবৎ 'বাল্য' ধরা যায়, তাহা হইলে 'বালক' বলিতে কিশোর বয়সেরই সূচনা হইতেছে। বাল্যকালে গোপ-কন্যা-বেষ্টনে থাকায় উজ্জ্বলরস সূচিত হইলেও কিন্তু 'বালক' শব্দের যথাশ্রুত অর্থ ধরিলে রসাভাস হইবে। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণযামলের কথা বিবরিত হইতেছে—দ্বারকানাথ বাসুদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শনাশায় শ্রীত্রিপুরাসুন্দরীর সাহায্যে তাঁহাকে লইয়াই

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণান্তিকং বিবেশ। শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া রাধাকুণ্ডে স্নাত্বা স্ত্রীরূপোভূত্বা শ্যামা ইতি নাম ধৃত্বা পরিপূর্ণং প্রেমময়ং রাধাকৃষ্ণং সা শ্যামা দদর্শ। তদ্ যথা—'মধুপ্রিয়া নাম সখী রাধাকৃষ্ণাতিবল্লভা। সা শ্যামাঞ্চ করে ধৃত্বা রাধায়াঃ সম্মুখেঽনয়ৎ। সা পশ্যদ্ রাধিকাং কৃষ্ণবক্ষঃস্থল-সমাশ্রিতাং। অনৌপম্য-রূপলীলাপ্রত্যঙ্গরভসোজ্জ্বলাং॥ অন্যোন্যশ্লেষিতাঙ্গৌ তৌ রাধা কৃষ্ণৌ দদর্শ সা। রাধাং স্ফুরদ্রসাং কৃষ্ণ-সর্বাঙ্গস্বাঙ্গগোপিতাং। চুম্বন্তীং কৃষ্ণচন্দ্রস্যাধর দিব্য-সুধাশ্রয়াং। কৃষ্ণো রাধাঙ্গরাগেণ কুঙ্কুমীকৃতবিগ্রহঃ॥ উভয়োরন্তরঙ্গঞ্চ আস্বাদ্যাস্বাদনে রসৈঃ। অন্যোন্যভাব-সম্ভারৈরন্যোন্যাশ্লিষ্টচেতসোঃ॥" ইত্যেবং নিত্যানন্দস্বরূপো

দিব্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া স্ত্রীদেহ লাভ করত 'শ্যামা' নাম ধারণ করিলেন এবং পরিপূর্ণ প্রেমময় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। সেই কাহিনী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয়া 'মধুপ্রিয়া' নামিকা সখী সেই শ্যামার হস্তে ধরিয়া শ্রীরাধার সম্মুখে লইয়া গেলেন। তিনি তখন দেখিলেন—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলে বিরাজিতা নিরুপম রূপলীলার অবধি এবং প্রতি অঙ্গ প্রেমানন্দে উজ্জ্বল। তিনি দেখিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গে রসময়ী রাধার নিজাঙ্গ গোপিত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধররূপ দিব্য সুধা ভাণ্ডার চুম্বন করিতেছেন, কৃষ্ণও শ্রীরাধার অঙ্গরাগে কুঙ্কুমবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছেন। পরস্পর আলিঙ্গিত-চিত্ত যুগলকিশোরের অন্তঃকরণ (স্বরূপ) অন্যত্র দুর্লভ ভাবসামগ্রীতে

নিত্যবিগ্রহঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ইতি মন্তব্যং। যথা বরাহ-সংহিতায়াং পৃথিবীং প্রতি শ্রীভগবান্ বরাহ উবাচ—'তদংশুকোটিকোট্যংশা স্তস্য কন্দর্প-বিগ্রহাঃ। জগন্মোহং প্রকুর্বন্তি তদণ্ডান্তর-সংস্থিতাঃ॥ তৎপ্রকাশকোটিকোটিকোটিকোট্যংশচন্দ্রমাঃ। তচ্ছ্যামদেহ-কিরণাঃ পরানন্দ-রসামৃতাঃ॥ পরাত্মনিত্যচিদ্রূপা নির্গুণস্যৈক কারণং। তদংশুকোটিকোটাংশা জীবন্তি কিরণাত্মিকাঃ॥ [তদংশু-পঙ্কজশ্রীমন্মথচন্দ্রমণিপ্রভং]। তদংশুপূর্ণব্রহ্মৈব কারণং বেদ-দুর্গমং॥ তদঙ্গসৌরভানন্তকোট্যংশা বিশ্বমোহনাঃ। তৎ-স্পর্শ-পুষ্পগন্ধাদি-নানাসৌরভসম্ভবং॥ তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা। তৎকলাকোটিকোটাংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রি-

এবং পরস্পরের আস্বাদ্য আস্বাদক রসের সঞ্চারে অতিমনোজ্ঞ হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যানন্দস্বরূপ ও নিত্যবিগ্রহ—এই মনে করিতে হইবে। বরাহ-সংহিতায় শ্রীবরাহদেব পৃথিবীকে বলিয়াছেন—উঁহার কিরণের কোটি কোটি ভাগে কন্দর্পবিগ্রহসমূহ ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থ হইয়া জগৎ মোহিত করে—তাঁহার প্রকাশের কোটি কোটি কোটি অংশে চন্দ্রমা—সেই শ্যামাঙ্গের কিরণাবলি পরানন্দরস-সুধাময়, পরমাত্মস্বরূপ নিত্য ও চিন্ময় এবং নির্গুণ ব্রহ্মের আদি কারণ। ঐ কিরণেরই কোটি কোটি ভাগ প্রাপ্ত হইয়া কিরণময় (গ্রহ নক্ষত্রাদি) জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবস্থান করে। তাঁহার কিরণময় ব্রহ্মই বেদদুর্গম্য জগৎকারণ, তাঁহার অঙ্গসৌরভের অনন্তকোটিভাগেই বিশ্বমোহন হইয়া থাকে। তাঁহার স্পর্শলাভেই পুষ্পগন্ধাদি বিবিধ সৌরভরাশি পাইয়া থাকে। তাঁহার প্রিয়া প্রকৃতি সর্বশ্রেষ্ঠা রাধিকাই

গুণাত্মিকাঃ। তস্য চাঙ্ঘ্রিরজঃস্পর্শাৎ কোটি বিষ্ণুঃ প্রজায়তে॥" তত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণস্যাবরণস্বরূপো বিষ্ণুর্যথা—বরাহ-সংহিতায়াং রাধাকৃষ্ণস্য সপ্তমাবরণমাহ—'তদ্বাহ্যে তু প্রবালাদিপ্রাচীরৈঃ সুমনোহরৈঃ। পুষ্পোদ্যানঞ্চ নানাভৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমুজ্জ্বলৈঃ॥ শুক্লং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং পশ্চিমে দ্বারপালকং। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-কিরীটাদি-বিভূষিতং॥ রক্তং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরং। কিরীটকুণ্ডলোদ্দীপ্তং দ্বারপালকমুত্তরে॥ গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্রাম্বুজায়ুধম্। কিরীটকুণ্ডলাদ্যৈশ্চ শোভিতং বনমালিনম্॥ পূর্বদ্বারে দ্বারপালং গৌরং বিষ্ণুং প্রকীর্ত্তিতং। কৃষ্ণবর্ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রাদিভূষিতম্। দক্ষিণদ্বারপালঞ্চ শ্রীবিষ্ণুং কৃষ্ণ-বর্ণকং॥' অথ দুর্গাদ্যায়াস্তদেব শ্রূয়তাং—নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিং

তাঁহার বল্লভা। এই শ্রীরাধার কলার কোটি কোটি অংশে দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা দেবীগণ উদ্ভূত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃস্পর্শ পাইয়া কোটি বিষ্ণু আবির্ভূত হন।" শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবরণদেবতা মধ্যে বিষ্ণুর গণনা-সম্পর্কে বরাহ-সংহিতা বচন—(সপ্তমাবরণ) তাহার (ষষ্ঠ আবরণের) বাহিরে নানাবর্ণ ও সমুজ্জ্বল চতুর্দিকে অতিমনোহর প্রবালাদি-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত পুষ্পোদ্যান আছে—তাহার পশ্চিম দিকে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দ্বারপালক; তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও কিরীটাদি-ভূষিত। উত্তর দিকে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাধারী কিরীটকুণ্ডলদীপ্ত দ্বারপাল। পূর্বদ্বারে গৌরবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কিরীট-কুণ্ডলাদি-শোভিত বনমালী দ্বারপাল। দক্ষিণদ্বারে কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রাদি-ধারী দ্বারপাল বিষ্ণু আছেন। এক্ষণে দুর্গাদির আবরণত্ব-সম্বন্ধে

বিজয়োবাচ—অতো দুর্গা মম মতা প্রকৃতিঃ পরমাত্মনঃ। প্রেমকৌতুকজোৎকণ্ঠারক্তাঙ্গী ব্যক্ততাং গতা॥ শ্রীকৃষ্ণযামলে দ্বাদশাধিকশতপটলে শ্রীবাসুদেবং প্রতি শ্রীভগবতী ত্রিপুরোবাচ— 'রাধারস-প্রবচনৈঃ কৃষ্ণস্যাপি তথাবিধৈঃ। প্রণয়াতিরসাবিষ্টৌ রাধাকৃষ্ণৌ নিরন্তরৌ। উভয়োরেব সম্পত্তিঃ পশ্যতামেব যদ্ভবেৎ। প্রেমানুভূতিবিভবো মহানন্দপ্রিয়ম্বদঃ॥ ততোঽন্যন্ন চ জানামি ক্বচিদ্ বস্তুস্তি কিঞ্চন। অতো দাসীত্বমনয়োঃ স্বীকৃত্যাহং সদানুগা। এতজ্জগৎকারণমপ্যনাদি ব্রহ্ম প্রযত্নং পরিতোঽস্যবৈহি। বেদৈ-রশেষৈরুপদিষ্টমেতৎ কৃষ্ণস্য দাস্যং রহসি প্রশস্যম্॥ ত্রৈলোক্য-নাথাদিনৃণাং যথাবত্তে মাং প্রপদ্যাভিমতং প্রযান্তী"ত্যাদি।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিকে বিজয়া বলিয়াছেন—"দুর্গাকে পরমাত্মা আমার প্রকৃতি বলিয়াই জানিবে। প্রেমকৌতুকজা উৎকণ্ঠাবশতঃ তিনি রক্তবর্ণা হইয়া ব্যক্ত হইয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণযামলে শ্রীবাসুদেবকে ত্রিপুরা বলিয়াছেন— শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের রসচাতুর্য্যময় বাক্যবিন্যাসে নিরন্তর প্রণয়রসাবিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমানুভব এবং মহানন্দকর প্রিয়ভাষণাদি উভয়ের যে সম্পত্তি আছে—তাহা যুগলদর্শনকারি (সখীদেরই) প্রাপ্য। ইহা ছাড়া অন্যত্র কোনও বস্তু আছে বলিয়া জানিনা। অতএব আমি যুগলকিশোরের দাসীত্ব অঙ্গীকার করত সদাকাল অনুবর্ত্তিনীহইয়া আছি। ইনিই জগৎকারণ ও অনাদি ব্রহ্ম, সর্বতোভাবে ইহারই জন্য প্রযত্ন কর। নিখিল বেদ ইহারই ভজনতত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকে—শ্রীকৃষ্ণদাস্যই বৈকুণ্ঠনাথ হইতে সামান্য মানব পর্য্যন্ত সকলেরই তত্ত্বতঃ প্রশংসনীয়। তাহারা সকলে আমার সাহায্যে সর্বসম্মত শ্রীকৃষ্ণদাস্যই প্রাপ্ত হয়।"

একো নিত্যকিশোর এবমনিশং বৃন্দাবনাভ্যন্তরে
রাধাশ্লেষপরায়ণো নবঘনশ্যামঃ সবংশীমুখঃ।
নিত্যঞ্চ দ্বিভুজস্তদঙ্ঘ্রি্ভজনং রত্নং সুনীলাভিধং
ভালোর্দ্ধং কুরু ভূষণং সুবিনয়ং মদ্রাঘবেনোদিতম্॥ ৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে শ্রীকৃষ্ণপরমপূর্ণত্বনিরূপণং নাম তৃতীয়রত্নম্॥ ৩॥

এইভাবে একমাত্র নিত্যকিশোর নবঘনশ্যাম বংশীবদন দ্বি শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনমধ্যে শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন করত বিরাজমান আছে শ্রীরাঘবপণ্ডিত কর্তৃক বিনয়াতিরেকে উক্ত এই তাঁহার পাদপদ্ম-ভজন সুনীলরত্নকে ললাটের ঊর্দ্ধভাগের ভূষণ কর। ৯॥

ইতি তৃতীয় রত্ন। ৩॥

চতুর্থঃ প্রকাশঃ।

তদত্র নিত্যো নিরন্তর-স্বপ্রকাশো নিত্যবিভবঃ পরিপূর্ণানন্দ-ময়ঃ সমস্তকালাতীত ইত্যাদি।

অথ প্রবক্ষ্যে সর্বেশং শ্রীকৃষ্ণং নন্দনন্দনং।
পরমানন্দসন্দোহং বৃন্দাবন-বিনোদিনম্॥

অথ পরিপূর্ণানন্দো নিত্যপ্রকাশঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যদীরিত-মেব জ্ঞাতং, শ্রীমন্নন্দনন্দনঃ ক এষ ইতি সন্দেহঃ। যথাদি-যামলে—"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরং। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥" সর্বদা দ্বিভুজঃ সোঽপি ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ।' ইত্যেবং, যদুবংশসম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ ক ইত্যাচাত্যং।

তস্মিন্ ভাগবতা বদন্তি—যঃ পূর্ণঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স

ইহাই স্থির হইল যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, স্বপ্রকাশ, নিত্যবৈভব, পরিপূর্ণানন্দময় ও সমস্তকালাতীত ইত্যাদি।

এক্ষণে সর্বেশ্বর, পরমানন্দ-কন্দলময়, বৃন্দাবন-বিনোদী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। **আপত্তি**—পরিপূর্ণানন্দ নিত্য-প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ—এই বাক্য আমরা জানিলাম; কিন্তু এই শ্রীমন্নন্দনন্দন ক, এই বিষয়েই সন্দেহ, কেননা আদিযামলে আছে,—'যদুবংশীয় কৃষ্ণ অন্য, যিনি পূর্ণ তিনি এই (যদুবংশীয় কৃষ্ণ হইতেও) পরতর, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করত অন্যত্র যান না।' তিনি সর্বদাই দ্বিভুজ, কদাচ চতুর্ভুজ নহেন ইত্যাদি।' এক্ষণে যদুবংশ্য কৃষ্ণ কে?

এব নন্দনন্দন ইত্যসন্দেহঃ। যথা শ্রীভাগ (১০।১।২৩) ব্রহ্মা
বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্‌ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে ত
প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥' তথা রাসে (১০।২৯।১৪) নৃ
নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ! অব্যয়স্যাপ্রমে
নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥' তথা (১০।৩৩।৩৬) 'অনুগ্রহায় ভক্তা
মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রু
তৎপরো ভবেদিতি। অতো যঃ পূর্ণঃ পূর্ণতমঃ স
নন্দকিশোর ইত্যসন্দেহঃ। যথা—শ্রীভাগ (১।৩।২৮) 'এতে চাং
কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।' তথা ব্রহ্মসংহি

তাহাই বল ত। **উত্তরে** ভাগবৎগণ বলেন—যিনি পূর্ণ ও প্র
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তিনিই শ্রীমন্নন্দনন্দন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রমাণ (ভা
১০।১।২৩) ব্রহ্মাদি-দেবস্তুতিতে—"স্বয়ং ভগবান্ পরম পুরুষরত্ন বসু
গৃহে আবির্ভূত হইবেন, অতএব তাঁহার প্রীতিবিধানজন্য দে
গোপীদেহে গোকুলে আবির্ভূত হউন" ইত্যাদি। (১০।২৯।১৪) রা
আছে—'হে রাজন্! অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ ও গুণনিধান হই
ভগবানের আবির্ভাব কেবলমাত্র মানবগণের মঙ্গলের জন্যই। (১০
ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া তিনি মনুষ্য-দেহে অবতার করি
এবম্বিধ লীলা প্রকট করেন, যাহার শ্রবণে মানব হরিপরায়ণ হই
পারে। অতএব যিনি পূর্ণ পূর্ণতম, তিনিই শ্রীনন্দকিশোর—ই
নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইল। (ভাগ ১।৩।২৮) মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতা
ভগবানের অংশ বা কলাপ্রভৃতি, কিন্তু সর্বশক্তিমত্তাহেতু শ্রী
স্বয়ং (অনন্যাপেক্ষ) ভগবান্। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৩৯) যে পরম

(৫।৩৯) 'কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি।' তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে দ্বিতীয়াধ্যায়ে নারদং প্রতি ব্রহ্মোবাচ—'শৃণু পুত্র! প্রবক্ষ্যামি চরিতং পরমাদ্ভুতং। যোগেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ভক্তানুগ্রহকারিণঃ॥ সতাং নিঃশ্রেয়সার্থায় দুষ্টানাং নিগ্রহায় চ। ব্যক্তির্ভগবতস্তস্য নিত্যস্য পরমাত্মনঃ॥ বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং দেবক্যাং স জনিষ্যতি॥' ১

অথৈতৎ শ্রুত্বা বাদিনো বদন্তি—অহো মহদাশ্চর্য্যং য এব নিত্যবৃন্দাবনস্থঃ স্বপ্রকাশো নিত্যানন্দো নিত্যপূর্ণো নিরীহস্তস্য জন্ম ইতি কিং? তত্র ভাগবতা বদন্তি—স্বপ্রকাশস্য জন্মাবতারাসম্ভব ইতি যদুক্তং তৎ সত্যং, কিন্তু লৌকিকব্যবহারত্বাৎ

শ্রীরামাদিমূর্ত্তিতে কলাদিনিয়মে শক্তি প্রকটন করেন, অথচ অবতার-কালে স্বয়ংই প্রকটিত হয়েন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারদকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'হে পুত্র! শুন—ভক্তানুগ্রহকারী যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরমাদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন করিব। সেই ভগবান্ নিত্য (অজ) পরমাত্মা হইলেও কিন্তু সাধুগণের পরম-মঙ্গল বিধান এবং দুষ্টগণের নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ধরার বুকে প্রকট হয়েন। তিনি বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন।' ১

এই কথা শুনিয়া বাদিগণ আপত্তি করিতেছে—অহো! মহা আশ্চর্য্য কথা! যিনি নাকি নিত্যবৃন্দাবনস্থ, স্বপ্রকাশ, নিত্যানন্দ, নিত্যপূর্ণ ও নিরীহ—তাঁহারও আবার জন্ম!! এ কিরূপ কথা? তদুত্তরে ভক্তগণ বলেন—'স্বপ্রকাশ বস্তুর জন্ম অবতারাদি অসম্ভব, এই কথা যাহা বলিতেছ, তাহা সত্যই; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারের

জন্ম বাচ্যং, ন তু সত্যং, স্বপ্রকাশত্বাৎ ; যথা—শ্রীভাগ (১০।৪৬।৩৮-৪০) নন্দং যশোদাঞ্চ প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং—'ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ। নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব বা॥ ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু। ক্রীড়ার্থং সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥ সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্। ক্রীড়ন্নতীতো-ঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥' ২

অথাবতার-কারণমুচ্যতে যথা—বৃহদ্বামনপুরাণে বৃন্দাবনরজো মাহাত্ম্যে তদেব শ্রুতি-প্রার্থিতমবধার্য্য তাসাং স্তুতিবশোভূত্বা সদয় স্তাভ্যঃ সন্দর্শনং দদৌ, তৎ শ্রুতয় উচুঃ—'কন্দর্পকোটি

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলা হয় যে ভগবানেরও জন্ম হয়—স্বপ্রকাশ বস্তুর জন্ম সত্য নহে। প্রমাণ (ভাগ ১০।৪৬) শ্রীনন্দযশোদাকে উদ্ধব বলিলেন—'তাঁহার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় বা দ্বেষ্য কেহই নাই। তাঁহার (প্রাকৃত) দেহ বা জন্মও নাই ; তাঁহার কোনও কর্ম নাই ; তথাপি (জন্মকর্মাদি-রহিত হইলেও) স্বীয় লীলাবিনোদজন্য সাধুদের পরিত্রাণ করিবার মানসে এই জগতে তিনি দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য যোনিতে আবির্ভূত হয়েন। অজ ও নির্গুণ হইয়াও কেবল ক্রীড়ার নিমিত্ত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অঙ্গীকার করত ক্রীড়াতীত হইয়াও সান্নিধ্যে আসিয়া গুণগণদ্বারা বিশ্বের সৃজন, পালন ও বিনাশ করেন॥ ২

এক্ষণে **অবতার-কারণ** বলা হইতেছে। বৃহদ্বামনপুরাণে বৃন্দাবনীয় রজোমাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রস্তাবে শ্রুতি-প্রার্থনা অবগত হইয়া তাঁহাদের

লাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য-সংশয়ঃ। যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥ শ্রীভগবানুবাচ—'দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু যাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে। কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ। পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে॥ জারধর্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোঽধিকং। ময়ি সংপ্রাপ্য সর্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ॥' এবং শ্রুতীনামভিমত-সিদ্ধার্থং বৃন্দাবনে স্বপ্রকাশ স্তদত্র প্রমাণমধিগম্যতাং—শ্রীভাগ

স্তুতিবশে দয়াবিতরণে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রুতিগণ বলিতেছেন—'হে কৃষ্ণ! কন্দর্পকোটিলাবণ্যবিজয়ী তোমাকে দর্শন করিয়া কামিনীভাবে বিভাবিতমতি হইয়া আমরা কামমোহিত হইয়াছি—ইহাতে সন্দেহ নাই, গোকুলের গোপীরা যেমন তোমাকে 'রমণ'-বুদ্ধিতে কামতত্ত্বে ভজন করে, আমরাও তোমাকে সেইরূপে পাইতে ইচ্ছা করি।' শ্রীভগবান্ বলিলেন—'তোমাদের মনোরথটি সুন্দর হইলেও কিন্তু দুর্লভ ও দুর্ঘট, আমার অনুমোদনে তাহাও সত্যই হইবে; সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ আগামী ব্রহ্মার সারস্বত কল্পে তোমরা ব্রজ-গোপী হইবে; পৃথিবীতে ভারতবর্ষে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে আমি তোমাদের প্রেয়ান্ হইব এবং আমাতে তোমরা জারধর্মে সর্বথা অধিকতর সুস্নেহাদি সম্যক্ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।' এইভাবে দেখা গেল যে শ্রুতিদিগের বাঞ্ছিত-পূর্ত্তির জন্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ

(১০।৩২।১৩) 'তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।' তদেব শ্রুতয়ো গোপ্যো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং প্রাপুঃ। তত্র গোপ্যো যথা—অঙ্গজা নিত্যাঃ শ্রুতিরূপা মুনিরূপা দেবকন্যা ইতি পঞ্চধা ; অতঃ স এব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বপ্রকাশো, নতু গর্ভবাসঃ। তত্র বাদিনো বদন্তি—যদি গর্ভসম্ভবো নৈব, তদা কথং 'বসুদেব-গৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ॥' ইতি শ্রীভাগ (১০।১।২৩), 'বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং দেবক্যাং স জনিষ্যতীতি' ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পাঠঃ, অতঃ সন্দেহঃ। তদত্র শ্রূয়তাং—স্বায়ম্ভুবমনৌ পৃশ্নি-সুতপা-দম্পতীভ্যাং তপসা

প্রকট হইয়াছেন—এ বিষয়ে প্রমাণ, শুন—(ভাগ ১০।৩২।১৩) ক্রীড়া-বিশেষ-সমুৎসুক প্রিয়তমের দর্শন-জনিত আনন্দে গোপীদের সমস্ত মনোবেদনা দূরীভূত হইল ; শ্রুতিগণ যেমন শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়া সেই দর্শনজ আনন্দে পূর্ণহৃদয় হইয়া নিখিল বাসনা চরিতার্থ করিয়াছেন—তদ্রূপ গোপীগণও মনোরথের অবধি প্রাপ্তি করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে শ্রুতিগণও গোপী হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি করিয়াছেন। গোপীগণ পঞ্চ প্রকার, যথা—(১) অঙ্গজা, (২) নিত্যা, (৩) শ্রুতিচরী, (৪) ঋষিচরী ও (৫) দেবী। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বপ্রকাশ ; পরন্তু গর্ভসম্ভূত নহে। এবিষয়ে বাদিগণের আপত্তি তুলিতেছেন—যদি শ্রীকৃষ্ণ গর্ভসম্ভূত নাই হইবেন, তবে কেন (ভাগ ১০।১।২৩) বলিতেছেন—'স্বয়ং ভগবান্ পরম পুরুষোত্তম বসুদেবগৃহে জন্মধারণ করিবেন, হে দেবীগণ! তোমরা তাঁহার প্রীতিবিধানজন্য গোকুলে জন্মগ্রহণ কর।' এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—'বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে তিনি জন্মলাভ

শ্রীভগবানারাধিতঃ, পুত্রার্থে বরো যাচিতঃ শ্রীভগবতা চৈবং স্বীকৃতং, ততস্তদ্বরসিদ্ধয়ে স্বাংশবিশেষো রূপং দর্শিতং, যথা— শ্রীভাগ (১০।৩।৯) 'তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্'ইত্যাদি, তথা পিতরৌ এবং রূপং দর্শয়িত্বা শ্রীভগবানুবাচ— (১০।৩।৪৪) 'এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্তলিঙ্গেন জায়তে॥' ইতি, তদেব স্বাংশ-বিশেষো রূপং দর্শিতং, নতু স্বরূপমেব ইতি জ্ঞাতব্যং। যথা "সর্বদা দ্বিভুজঃ সোঽপি ন কদাচিচ্চতুর্ভুজ' ইতি যামল-প্রমাণং। অতএব শ্রীভাগ (১০।৯০।৪৮) 'জয়তি জননিবাসো

করিবেন।' ইত্যাদি উক্তিতে সন্দেহ হইতেছে! ইহার **সমাধান** শুন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি ও সুতপা নামক দম্পতী তপশ্চর্য্যায় শ্রীভগবান্‌কে আরাধনা করত পুত্রবর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ স্বীকার করিয়াছেন—এবং এই বর যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহাও দেখাইবার জন্য আবির্ভাব-সময়ে শ্রীবসুদেব-দেবকীকে স্বাংশ বিষ্ণুর রূপ দেখাইয়াছেন, যথা (ভাগ ১০।৩।৯) 'বসুদেব দেখিলেন যে সেই বালকটি অদ্ভুত, পদ্মপলাশনয়ন, চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ইত্যাদি। অতঃপর মাতাপিতাকে এই রূপ দেখাইয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—(১০।৩।৪৪) 'আমার প্রাক্তন জন্ম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আমি তোমাদিগকে চতুর্ভুজাদিরূপে দর্শন দিলাম; তাহা না হইলে সম্পূর্ণ মনুষ্যচিহ্নে আমাকে দেখিয়াও ধরিতে পারিবে না।' সুতরাং এই সময়ে স্বাংশ বিষ্ণুর রূপই প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপ নহে; যেহেতু যামল-প্রমাণে জানা যাইতেছে যে এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দ্বিভুজ

দেবকীজন্মবাদো' ; জন্মবাদমাত্রং, নতু শ্রীভগবতো জন্ম ইত্যেব জ্ঞাতব্যং ॥ ৩

অথ কেচিদ্ বাদিনো বদন্তি—বিষ্ণুপুরাণে 'ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ শ্রীভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু র্ব্রহ্মণে স্বকেশৌ দত্তবান্, তৌ রামকৃষ্ণৌ বভূবতুঃ' ইতি, 'এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে! উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে। অবতীর্য্য ভুবো ভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥' ইত্যত্রাপি সন্দেহঃ। তত্র কার্ষ্ণা বদন্তি—এতদেব সামান্যবচনং, বিশেষোঽত্র শ্রূয়তাং, এবং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নোক্তং, যতঃ স এব সর্ববীজস্বরূপঃ, স্বপ্রকাশ স্তস্যাংশাঃ সর্বে, স

কখনও চতুর্ভুজ নহে। (ভাগ ১০।৯০।৪৮)' জীবগণের আশ্রয় বা অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান যিনি দেবকীতে (যশোদাতে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কথা প্রচলিত,' [বাস্তবিকপক্ষে অজের জন্ম নাই] সুতরাং 'জন্ম'-শব্দ লৌকিক লীলানুকরণে আবির্ভাবেরই সূচক, শ্রীভগবানের প্রাকৃত জন্ম হইতে পারে না—ইহাই বোদ্ধব্য। ৩

এস্থলে কেহ কেহ **পূর্বপক্ষ** উত্থাপন করে—বিষ্ণুপুরাণে আছে—'ব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাকে নিজ কেশদ্বয় দিয়াছিলেন—এই কেশদ্বয়ই রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' এবং "হে মহামুনে! দেবগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ভগবান্ পরমেশ্বর নিজের শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটিত করিলেন। আবার দেবগণকে বলিলেন—'এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার ভার ও ক্লেশ দূর করিবে।' এই বচনেও সন্দেহ। এক্ষণে কার্ষ্ণগণ **উত্তর** দিতেছেন—

কস্যাংশঃ ? অত এতয়োরেবং, তদংশৌ বিষ্ণু-বলভদ্রৌ ভবিষ্যত ইত্যুক্তৌ যথা মৎকেশৌ ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ। এতেনৈতদ্ ব্যক্তীকৃতং—যথা স্থিতিকারকো বিষ্ণুঃ অসুরাদীন্ হত্বা পৃথিবীভারহরণং কৃতবান্, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নৈষ প্রভাবঃ; যথা—শ্রীভাগ (১০।৩৮।২২) 'ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা' ইত্যাদি। যতঃ স এব কৃষ্ণচন্দ্রো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ, কেবলপরমানন্দস্বরূপঃ; তত্র মৎকেশৌ দ্বিবচনাদ্ বিষ্ণুর্বলভদ্রশ্চ, বলরামো যথা শ্রীভাগ (১০।২।১৩) 'রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ।' বল ইতি নাশক-স্বভাবাত্তমোগুণঃ। যথা গোবিন্দবৃন্দাবনে ভগবন্তং প্রতি

এই বচনদ্বয় সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে—ইহার বিশেষ বিবরণ শুন—ঐ বচন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে উক্ত নহে; যেহেতু তিনি সকলের বীজস্বরূপ স্বপ্রকাশ, সকলেই তাঁহার অংশ, তিনি আবার অংশ হইবেন কাহার? অতএব পূর্ব বচনদ্বয় যথাশ্রুতরূপে ব্যাখ্যাতব্য নহে; তবে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে সেই পুরুষোত্তমের অংশ-স্বরূপ বিষ্ণুবলভদ্র জন্মলাভ করিবেন—ইঁহারা দুইজন আমার কেশস্বরূপ অর্থাৎ শিরোধার্য্যভূত—ইঁহারাই অক্লেশে পৃথিবীর ভারহরণ করিবেন। তাহা হইলে এই বুঝা গেল যে স্থিতিকারী বিষ্ণু অসুরাদি হত্যা করিয়া পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এবম্বিধ প্রভাব (শক্তি) নহে; শ্রীভাগ (১০।৩৮।২২) 'শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয় বা সুহৃত্তম নাই, অপ্রিয়, দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য নাই।' যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই নির্গুণ ও প্রকৃতির অগোচর, কেবল পরমানন্দ-স্বরূপ। অতত্রব ঐ বচনে উক্ত 'মৎকেশৌ'

বলরাম উবাচ—'অহং তমোগুণময়শ্চাদিতস্তব মায়য়া। ন জানে তব তত্ত্বং হি কীদৃশং চ জগৎপ্রভো!' অতএব বলোচ্ছ্রয়ণা-দনন্তাংশঃ, বলভদ্রস্তু দুষ্টনিগ্রহার্থমবতীর্ণঃ, অতো দ্বৌ কেশৌ দত্তৌ, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বপ্রকাশঃ পরমপুরুষঃ, যথা শ্রীভাগ (১০।১।২৩) ব্রহ্মোবাচ—'বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পর' ইত্যাদি। বসুদেব গৃহে ইত্যোপচারত্বাৎ পুরা প্রোক্তং। তত্র ভগবতা ক্ষীরোদশায়িনা শিরোরুহ-ব্যাজেন ইতি সূচিতং

অর্থে—বিষ্ণু ও বলভদ্রকে বুঝিতে হইবে। বলরাম-সম্বন্ধে ভাগ (১০।২।১৩) 'তিনি লোকসকলের প্রীতি-উৎপাদন করিবেন বলিয়া 'রাম' নামে এবং প্রভুত বলশালী হইবেন বলিয়া 'বলভদ্র' নামে অভিহিত হইবেন।' 'বল'-শব্দের প্রয়োগে নাশক-স্বভাব তমোগুণেরই ইঙ্গিত আছে, গোবিন্দবৃন্দাবনে ভগবান্‌কে শ্রীবলরাম বলিয়াছেন—'হে জগৎপ্রভো! আমি তোমার মায়ায় আচ্ছন্ন তমোগুণসম্পন্ন হইয়া তোমার তত্ত্ব যে কীদৃশ, তাহা জানি না।' এই জন্য প্রভূত বলবান্ বলিয়া তাঁহার অংশেই অনন্তদেবের প্রকাশ; বলভদ্র ত দুষ্ট নিগ্রহের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং 'বিষ্ণু-বলভদ্র'-স্বরূপ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে দুইটি কেশ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্রকাশ পরম পুরুষ—যেহেতু (ভাগ ১০।১।২৩) 'বসুদেবগৃহে সর্বাবতারী পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইবেন। 'বসুদেবগৃহে' বলার তাৎপর্য্যে জীববৎ পিতৃ-ঔরসে জন্ম নিরসন করা হইল। সুতরাং লৌকিক জন্মানুকরণ বলিয়া উপচারমাত্রই মনে করিতে হইবে। পূর্বোক্ত বচনে ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী কেশচ্ছলে এই সূচনা করিলেন

পৃথিব্যাং পরমপুরুষঃ মম শিরোমণিস্বরূপঃ দিব্যবৃন্দাবনেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বপ্রকাশো ভবিষ্যতীতি। তদংশৌ বিষ্ণু-বলরামৌ জাতৌ; যথোক্তং শ্রীভাগ (১০।৩৩।২৬) 'অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।' কিন্তু স ভগবানেক এব, যথা গোবিন্দবৃন্দাবনে—'স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বয়ংকর্ত্তা স্বয়ংহর্ত্তা স্বয়ংপ্রভুঃ।' অতঃ অংশেন কথমবতীর্ণঃ অপি কার্য্যার্থেন যথা শ্রীভাগ (১০।৩৩) 'সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।' অতো বিষ্ণুবলরাম-স্বরূপাংশেন ইতি। অথাংশেনৈকবচনং দ্বৌ কথমুক্তৌ? তদেবং—অংশে প্রোক্তে একো দ্বৌ বহব ইতি মন্তব্যং। অংশজাতি-স্বভাবত্বাৎ; তথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—'এবং চতুষষ্টিভাগৈরবতারাঃ পরাত্মনঃ।' ৪

যে পৃথিবীতে আমার শিরোমণি-স্বরূপ পরমপুরুষ দিব্য বৃন্দাবনেশ্বর স্বপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইবেন এবং তাঁহার অংশভূত বিষ্ণুবলরামও আবির্ভূত হইবেন। (ভাগ ১০।৩৩।২৬) বলা হইয়াছে যে ভগবান্ অংশের (বলদেব ও বিষ্ণুর) সহিত জগৎপালনাদি করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পরম ভগবান্ একই (মুখ্য), গোবিন্দবৃন্দাবনে উক্ত আছে—তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) স্বয়ং (নিরপেক্ষ) কর্ত্তা স্বয়ংহর্ত্তা ও স্বয়ংপ্রভু। যদি বল তিনি অংশ-সহিত অবতীর্ণ হইলেন কেন? তাহার উত্তর—বিলুপ্তধর্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন ও বর্ত্তমান ধর্মের বিঘ্ননাশন এবং অধর্মের প্রশমন করিবার জন্যই তাঁহার অবতার। অতএব 'শ্রীবিষ্ণুবলরাম-স্বরূপ অংশদ্বয় সহিত' বলা হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—'অংশেন' এই পদের একবচন দুই ব্যক্তির বোধক হয় কিরূপে?

কেনচিদুক্তং—যদি জন্ম উপচারস্থাৎ, তদা কথং বাল্যাদিলীলা প্রকটিতা? তদেব ভক্তানুরোধেন, যথা দেবকীবসুদেব-নন্দ-যশোদাদীনামনুগ্রহায় বাৎসল্যপ্রেমামৃত-পানার্থং। পরঞ্চ সম্মোহন-তন্ত্রে—"মুনিঃ শুচিশ্রবা নাম সুবর্চা নাম চাপরঃ। কুশধ্বজস্য ব্রহ্মর্ষেঃ পুত্রৌ তৌ বেদপারগৌ। ঊর্দ্ধপাদৌ তপো ঘোরং চেরতু স্ত্র্যক্ষরং মনুং। ওঁ হংস ইতি কুর্ব্বৈবং জপন্তৌ যতমানসৌ॥ ধ্যায়ন্তৌ গোকুলে কৃষ্ণং বালকং দশমাসিকং। কন্দর্পসমরূপেণ তারুণ্যতরুণেন চ॥ পশ্যন্তী ব্রজবিম্বোষ্ঠী গোতয়স্তু-মনাবৃতং। তৌ কল্পান্তে তনুং ত্যক্ত্বা লব্ধবন্তৌ জনিং ব্রজে॥ সুধীর নাম্নো গোপস্য সুতে পরমশোভনে। যয়ো ইস্তে চ দৃশ্যেতে শারিকাশুকবাদিনী॥" এবং ভক্তভাবানুরোধেন বাল্যরূপং

উত্তর—অংশ শব্দে জাতি-স্বভাবে এক বা বহু বুঝাইতে পারে; শ্রীকৃষ্ণযামলেও আছে—'পরমাত্মা ভগবানের ৬৪ ভাগেও অবতার হইয়া থাকেন।' ৪

কাহারও আপত্তি—লৌকিকব্যবহারে জন্ম সিদ্ধ হইলে তবে কেন ভগবান্ বাল্যাদিলীলা প্রকট করেন? উত্তর—ভক্তানুরোধে; যেমন শ্রীদেবকী-বসুদেব ও শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতির প্রতি অনুগ্রহ-বিস্তার এবং বাৎসল্য-প্রেমামৃতপান করিতে বাল্যলীলাবিস্তার করিয়াছেন। অধিকন্তু সম্মোহনতন্ত্রে—"ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের শুচিশ্রবাঃ ও সুবর্চা নামে বেদপারগ দুই পুত্র ঊর্দ্ধপাদে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা 'ওঁ হংসঃ' এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র যতচিত্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তাঁহাদের ধ্যানের বিষয় হইল—গোকুলবাসী দশমাসিক

দর্শিতং—যমলার্জ্জুনয়োর্মোক্ষণার্থং স্বসেবক-নারদ-বচন-প্রতিপালনায়। যথা শ্রীভাগ (১০।১০।২৪-২৫) 'ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ। জগাম শনকৈস্তত্র যত্র তৌ যমলার্জ্জুনৌ॥ দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমে ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা॥' অতঃ সেবকানুরোধেন বাল্যকৌমারপৌগণ্ডাদিবয়সা পরিক্রীড়মানঃ। অন্যচ্চ—নন্দযশোদয়োর্বাৎসল্যভাব-পূরণার্থং। যথা—'অহো ভাগ্যবতী দেবী যশোদা নন্দগেহিনী' ইত্যাদি কারণেন বাল্যং, নন্দস্তু সর্ব্বেষাং

বালকৃষ্ণ, কন্দর্পসমান-রূপে ও নবযৌবনে যিনি স্বদর্শনাগতা ব্রজদেবীগণের নিত্য মোহ সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা দুইজন কল্পক্ষয়ে দেহত্যাগ করত ব্রজে জন্মিয়া সুধীরনামক গোপের পরমসুন্দরী কন্যা হইয়াছিলেন। এই দুইজনের হাতেই নামগুণাদিপাঠক শুকশারী দেখা যাইত।" এইরূপে ভক্তভাবানুরোধেই শ্রীহরি বাল্যরূপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মোচন ও নিজসেবক নারদমুনির বাক্য সত্য রাখিবার জন্য শ্রীহরি ধীরে ধীরে যমলার্জ্জুনদ্বয়ের নিকট গিয়াছেন; যেহেতু দেবর্ষি আমার প্রিয়তম এবং এই যমলার্জ্জুনদ্বয়ও কুবের-পুত্র—অতএব সেই মহাত্মা নারদ ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,—এই কুবের-পুত্রদ্বয়কে সেইরূপে কৃপা করিয়া বৃক্ষযোনি হইতে উদ্ধার করিব। অতএব বলিতে হইবে যে সেবকের অনুরোধেই ভগবান্ বাল্য-কৌমার-পৌগণ্ডাদি বয়স আবিষ্কার করত লীলা করেন। আর এক কথা—শ্রীনন্দযশোদার বাৎসল্যভাবমূর্ত্তির জন্যও বাল্যলীলা, উক্তও হইয়াছে—'অহো! নন্দগৃহিণী দেবী যশোদা কি ভাগ্যবতী!"

ব্রজবাসিনাং নায়কঃ শ্রেষ্ঠশ্চ। তস্য প্রিয়তনয়ো ভূত্বা গোরক্ষণাদিকং কৃতং। কিং তস্য কিঙ্করা ন সন্তি? তদা কথমেবং কৃতং? তদেব—'ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেদিতি' (১০।৩৩।৩৬) এতৎকারণমিতি মন্তব্যং। ৫

অথ কেনচিদুক্তং—অয়ে! যদি শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বপ্রকাশঃ সর্বাত্মা নিরীহঃ 'ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা' (১০।৩৮।২২) ইত্যাদি, তদা কথং পূতনা-শকট-তৃণাবর্ত্তাঘ-বকাদীন্ জঘান? কিমেতৎ? অথ এতৎ কারণং মত্তঃ শ্রূয়তাং, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ নিরীহঃ পরমরসময়ঃ, কেষাঞ্চিদ্ বধায় সঙ্গত ইতি নৈব; যথা শ্রীভাগ (১০।২৯।১৫) শ্রীশুক উবাচ—'কামং ক্রোধং ভয়ং

নন্দমহারাজ সকল ব্রজবাসির নায়ক ও শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় পুত্র-স্বরূপে গোরক্ষাদিও করিয়াছেন—নন্দমহারাজের কি ভৃত্যাদি ছিল না? তবে কেন স্বয়ং গোচারণাদি করিলেন? তাহাতেই বলি—(ভাগ ১০।৩৩।৩৬)"তিনি এতাদৃশী ক্রীড়া প্রকট করেন, যাহার শ্রবণে লোক কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে।" ৫

আবার এক প্রতিপক্ষ প্রশ্ন—করিতেছেন—'অয়ে! যদি তোমাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রকাশ, সর্বাত্মা, নিরীহই হয়েন, 'তাঁহার প্রিয় বা সুহৃত্তম, অপ্রিয়, দ্বেষ্য, বা উপেক্ষ্য 'কেহই না থাকে'—তবে কেন তিনি পূতনা-শকট-তৃণাবর্ত্ত-অঘ-বকাদিকে বধ করিলেন? ইহার কারণ (উত্তর) বলিতেছি, শুন; শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সর্বত্র সমদর্শন, নিরীহ ও পরমরসময়, তিনি যে কাহারও বধের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, এ

স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥' আগত্য যেন এতাদৃগ্‌ভাবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্পৃষ্টস্তমেবাত্মসাৎকরোতীতি। নতু কেষাঞ্চিন্মারণায় সমুদ্যতঃ স এব। অসুর-বধায় সুসজ্জঃ স এব, তদংশো বিষ্ণুঃ পৃথিবী-পালনায়? প্রত্যুত্তরং—অহো! এতৎ সত্যং, কিন্তু ত্বরিত-মাগত্য বিষোদে কালীয়ফণিদমনং কৃতং কথমিতি? তত্রাহ—স্বাংশো বিষ্ণুস্তস্য সেবকঃ গরুড়ঃ, কালীয়স্তু নিরন্তরং গরুড়স্য ভয়াদ্ গরুড়ময়ং সমস্তং দদর্শ; ততো গরুড়ো বৈষ্ণবঃ, তদেব শ্রীভাগ—"শ্রীমৎপঙ্কজতার্ক্ষ্যফাল্গুনশুকপ্রহ্লাদভীষ্মোদ্ধবব্যাসাক্রূর পরাশর-ধ্রুবমুখান্ বন্দে মুকুন্দ-প্রিয়ান্। যৈস্তীর্থৈরিব পাবিতং ত্রিভুবনং রত্নৈরিবালঙ্কৃতং সদ্বৈদ্যৈরিব রক্ষিতং সুখকরৈশ্চন্দ্রৈ

কথা ঠিক নহে; যেহেতু (শ্রীভাগ ১০।২৯।১৫) শুকদেব বলিতেছেন—যাঁহারা নিত্য যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেও সর্বচিত্তাকর্ষক ও সর্বদুঃখনাশন শ্রীহরিতে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহার্দ বিধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েন।' এই সব ভাবের যে কোনও একটি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ভাবককে আত্মসাৎ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও মারিতে কখনও সমুদ্যত নহেন। এক্ষণে প্রশ্ন তিনিই অসুরবধ করিতে সুসজ্জিত হইলেন, আবার তাঁহার অংশ বিষ্ণু পৃথিবী পালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—এই কি তবে সত্য কথা? প্রত্যুত্তর—অহো! এই কথাই সত্য; আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে কেন তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া বিষাক্ত জলে কালিয়নাগকে দমন করিয়াছিলেন? তাহার উত্তর শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ

রিবাপ্যায়িতমিতি ॥" অতো গরুড়ো বিষ্ণুরথঃ, বৈষ্ণবঃ ; বৈষ্ণবো বিষ্ণুঃ যথা—'বৈষ্ণবাল্লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা মাং লভতে নরঃ। তস্মাদ্ বৈ বৈষ্ণবো বিষ্ণু'রিত্যাদি। বিষ্ণুরপি শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাংশঃ, তন্ময়ত্বাৎ কালীয়ায়ানুগ্রহঃ কৃতঃ, তেনাভয়ং দদৌ স, ন তং নিহতবানিতি। অতএব বাল্যলীলয়া সৎকৃতং তৎপরোপকারায়। যথা নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ' ইত্যাদি (ভাগ ১০।২৯।১৪); পরন্তু ভক্তপ্রেমবশোভূত্বা তদনুরোধেন চ। যথা শ্রীভাগ (১০।৯।১৩-১৪) 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং

বিষ্ণু, তাঁহার সেবক—গরুড়, কালীয় নিরন্তর গরুড়ের ভয়ে সর্বত্র গরুড়ময় দেখিত। গরুড় ছিলেন বৈষ্ণব, কেননা,—'নাভিপদ্মজ (ব্রহ্মা) গরুড়, অর্জ্জুন, শুক, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, উদ্ধব, ব্যাস, অক্রুর, পরাশর, ধ্রুব প্রভৃতি মুকুন্দপ্রিয় ভক্তবর্গকে বন্দনা করি—যাঁহারা ত্রিভুবনকে তীর্থের ন্যায় পবিত্র, রত্নের তুল্য অলঙ্কৃত, সদ্বৈদ্যের ন্যায় রক্ষিত এবং সুখকর চন্দ্রের ন্যায় আপ্যায়িতও করিয়াছেন।' অতএব বিষ্ণুবাহন গরুড় বৈষ্ণব, আবার বিষ্ণু-বৈষ্ণবে অভেদতত্ত্ব, যেহেতু উক্ত আছে—'বৈষ্ণবের নিকট ভক্তি লভ্য এবং ভক্তিবলে মানুষ আমাকে পায়, অতএব বৈষ্ণবই বিষ্ণু' ইত্যাদি; বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, কালীয় (ভয়ে গরুড়ের চিন্তা করিতে করিতে) গরুড়ময় হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে অনুগ্রহই করা হইয়াছে; তাহাকে একেবারে বিনাশ করা হয় নাই। অতএব বাল্যলীলায় অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মই পরোপকার জন্য সাধিত হইয়াছে। (ভাগ ১০।২৯।১৪) হে রাজন্! ভগবানের আবির্ভাব হয় কেবল মানবগণের পরম মঙ্গলেরই জন্য,

নাপি চাপরং। পূর্ব্বাপরং বহির্যস্য জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥" এবং ভক্তভক্তিবশেন বন্ধনমপি স্বীকৃতং। তদেব শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানুবাচ—'নিত্যমুক্তোঽস্মি বদ্ধোঽহং ভক্তস্য স্নেহরজ্জুভিঃ॥ অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥' অতএব চ বাল্যলীলয়া যৎ যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং মায়য়া বিহিতং। শ্রীভগবতা বালারূপং যৎ প্রকটিতং তৎ সর্ব্বং মায়িকং, ন স্বভাবেন; যতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য কৈশোর-বয়ঃ স্বভাবঃ,

---

আবার কখনও ভক্তপ্রেমবশবর্ত্তী হইয়া ভক্তানুরোধেও অবতার হইয়া থাকে। (ভাগ ১০।৯।১৩-১৪) যাঁহার অন্তর-বাহির নাই, পূর্বাপর নাই অথচ যিনি জগতের পূর্ব ও অপর, বাহির ও অন্তর; অধিক কি, যিনিই জগৎ—কারুণ্যবশতঃ মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর ভগবান্‌কে পুত্র মনে করিয়া গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছেন!!' ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে তিনি ভক্তের ভক্তিবশে বন্ধনও স্বীকার করিয়াছেন! শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'আমি ত নিত্যমুক্ত, কিন্তু ভক্তের স্নেহ-রজ্জুতে বদ্ধও হইয়া থাকি। আমি অজিত হইয়াও ভক্তগণের নিকট পরাজিত, অবশ্য হইয়াও তাহাদের বাধ্য হইয়া থাকি।' অতএব বাল্যলীলায় যাহা যাহা করিয়াছেন—তাহা তাহাই মায়া (কৃপা)-বলে বিহিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌কর্ত্তৃক প্রকটিত বালরূপ সবই মায়িক, স্বভাব-(ধীরললিতত্ব) প্রযুক্ত নহে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সেই স্বভাব প্রকটিত হয়, কৈশোরবয়স ব্যতীত অন্যান্য বয়স

কৈশোর-বয়ঃ বিনা যদ্‌যদ্‌রূপং তদেব মায়িকমিতি বেদাদিসর্ব-শাস্ত্র সম্মতং। কেচিদ্ বাল্যরূপং স্বভাবং মত্বা তদেব প্রশংসন্তি; বাল্যরূপং প্রশংসন্তি শ্রীকৃষ্ণস্য কচিৎ কচিৎ॥ তদেব সম্মোহন তন্ত্রে—'সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ। তেষাং মধ্যে হ্যবতারাণাং বালত্বমতিদুর্লভং।' তদন্য শাস্ত্রান্তরে কৈশোর-স্বভাবঃ—'বাল্যং মায়াময়ং রূপং সর্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্ বৃন্দাবনান্তঃস্থং কৈশোরং চ সুদুর্লভং॥' তথা রুদ্রযামলে—'কুচকলস-পিবন্তং মায়িনং কৃষ্ণমীডে।' তথৈব শ্রীভাগ (১০।১৩।১৫) বৎসহরণে—'অম্ভোজন্মজনি স্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্। নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং

মায়িক বলিয়াই বেদাদি-সর্বশাস্ত্রসম্মত। কেহ কেহ আবার বাল্য বয়সকেই স্বভাব মনে করিয়া প্রশংসা করেন—'কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপের প্রশংসা করা হয়।' সম্মোহনতন্ত্রে—'শ্রীকৃষ্ণের মহা ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময় সহস্র সহস্র অবতার আছে,—তাহার মধ্যে অবতারদের বাল্যভাব অতিদুর্লভ।' অন্যশাস্ত্রে কিন্তু কৈশোর-স্বভাবেরই প্রশংসা শুনা যায়—'সর্বশাস্ত্রে বাল্যরূপ মায়াময় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব বৃন্দাবনস্থিত কৈশোরবয়স সুদুর্লভই বটে।' রুদ্রযামলে—'কুচ-কলসপায়ী মায়ী কৃষ্ণকে স্তব করি।' ভাগ (১০।১৩।১৫) বৎসহরণে 'হে পরীক্ষিত! যে ব্রহ্মা ইতঃপূর্ব্বে আকাশে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর মোচনলীলা-দর্শনে বিস্ময়াম্বিত হইয়াছেন—তিনিই ভগবানের নাভিকমলজাত সর্ব্বজ্ঞস্বভাব প্রাপ্তি করিলেও কিন্তু মায়ানাট্যে অবতীর্ণ

প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্।' অতো বাল্যবয়ো মায়াময়ং ; সর্বোপরি কৈশোরবয়ঃ স্বভাবঃ। ৬

তথা—কৃষ্ণচন্দ্রবিহারস্য স্থানং বহুতরং স্মৃতং। তত্রৈব গোকুলং বৃন্দাবনং পরমদুর্লভং॥ সর্বেষামুপরি স্থানং বৃন্দাবনমিতীরিতম্। যত্র কৈশোররূপেণ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং হরিঃ॥ গোকুলে বাল্যভাবস্তু বৃন্দারণ্যে কিশোরকঃ। নানারূপধরোঽন্যত্র সর্বশাস্ত্রমতং যথা॥ সর্বস্মাদ্ গোকুলং শ্রেষ্ঠং তস্মাদ্ বৃন্দাবনং বরম্। বৃন্দাবনাৎ পরং স্থানং ন কৃষ্ণস্য প্রিয়ং ক্বচিৎ॥ বৃন্দাবনে চ কৈশোররূপঃ স্বাভাবিকঃ স্মৃতঃ। গোগোপগোপীবংশীভি র্যত্র ক্রীড়তি সর্বদা॥ তথা বরাহসংহিতায়াং—'বৃন্দাবনবিহারেষু কৃষ্ণঃ কৈশোরবিগ্রহঃ। অন্যারণ্যেষু স্থানেষু বাল্যপৌগণ্ডযৌবনঃ।'

বালকরূপী শ্রীভগবানের অন্যবিধ মনোজ্ঞ মহিমাদর্শনের লোভে অবসরক্রমে সমাগত হইয়া সেই স্থান হইতে সেই মায়াকল্পিত বৎসগুলিকে ও পুলিনস্থ মায়াকল্পিত বালকগণকে অন্যত্র স্থাপন করত স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন।' অতএব বাল্যবয়স: মায়া বিজৃম্ভিত, সর্বোপরি কৈশোর বয়সের (ধীরললিত-নায়কোচিত) স্বভাব বিরাজমান ॥৬

[এক্ষণে **ধাম-প্রসঙ্গ** অবতারিত হইতেছে] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিহারস্থল বহুতর আছে ; তন্মধ্যে গোকুল ও বৃন্দাবনই পরমদুর্লভ, সর্বোপরিধাম শ্রীবৃন্দাবনকেই বলা হয়, যেহেতু তাহাতে স্বপ্রকাশ স্বয়ং হরি কৈশোর রূপে বিরাজিত আছেন , গোকুলে বাল্যভাব এবং বৃন্দাবনে কিশোরভাব, অন্যত্র নানারূপে বিহার করেন—ইহাই সর্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। সকল ধাম হইতে গোকুল শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও আবার বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠতর।

তথা সম্মোহনতন্ত্রে—'দেহেষু যৌবনং রম্যং কৈশোরং তত্র দুর্লভং। কিশোরং যত্নতঃ কৃষ্ণং ধ্যায়েদানন্দবিগ্রহং॥' তথা বরাহসংহিতায়াং—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপনিরূপণে 'ব্রজেন্দ্রনিয়তৈশ্বর্য্যো ব্রজপ্রাণৈকবল্লভঃ। যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরবয়ঃ স্বাকৃতিবিগ্রহঃ।' তথা বিষ্ণুযামলে—'শ্যাম এব পরং রূপং বনং বৃন্দাবনন্তথা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥' তথা বৃহদ্বামনপুরাণে পরোক্ষে শ্রীভগবন্তং সংস্তুত্য শ্রুতয় ঊচুঃ—'আনন্দমাত্রমিতি যদ্বদন্তীহ পুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ॥' ততঃ শ্রুত্যাভিমতমবধার্য্য স্বরূপং দর্শয়তি—তথা

শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর কোথাও এমন স্থান নাই যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তর। শ্রীবৃন্দাবনে কৈশোররূপ স্বাভাবিক—তাহাতেও তিনি সর্ব্বদা গো-গোপ-গোপী-বংশী প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বরাহসংহিতায় আছে—বৃন্দাবন-বিহারকালে কৃষ্ণের কৈশোরবয়সই গ্রাহ্য এবং অন্যান্য বনে বা স্থানে বিহারকালে বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবনের আবিষ্কার হয়। সম্মোহন তন্ত্রেও—'দেহের বিবিধ বয়ঃকালের মধ্যে যৌবন রমণীয়, কিশোরকাল দুর্লভ; অতএব আনন্দময় কিশোর কৃষ্ণকেই যত্নপূর্ব্বক ধ্যান করিবে।' বরাহসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-নিরূপণ প্রস্তাবে—'ব্রজেন্দ্র নন্দবাবার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের একমাত্র ভোক্তা, ব্রজবাসির প্রাণবল্লভ, যৌবনোদ্ভিক্ত-কিশোর, স্বরূপবিগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণ)। বিষ্ণুযামলে—সর্ব্বরূপের মধ্যে শ্যামরূপও সর্ব্ববনের মধ্যে বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ। কিশোর বয়সই ধ্যেয় এবং আদ্য (শৃঙ্গার) রসই উৎকৃষ্ট। বৃহদ্বামনপুরাণে পরোক্ষে শ্রীভগবানের স্তব করিয়া শ্রুতিগণ বলিলেন—'যদি বরই

নানারাসরসোন্মত্তো যত্র গোপীকদম্বকং। তৎকদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুতঃ॥ দর্শয়িত্বেতি চ প্রাহ ব্রূত কিং করবাণি বঃ। দৃষ্টো মদীয়ো লোকোঽয়ং যতো নাস্তি পরং পদং॥' ততো বরাহসংহিতায়াং—'সর্বদেবস্য মন্ত্রাণাং বিষ্ণুমন্ত্রস্তু জীবনং। শ্রীবিষ্ণোঃ সর্বমন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রস্তু কারণং॥ সর্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং কৈশোরমন্ত্রহেতুকং। কৈশোরং সর্বমন্ত্রাণাং হেতুশ্চূড়ামণি র্মনুঃ॥' অতো বৃন্দাবনং নিত্যং, শ্রীকৃষ্ণঃ কৈশোরবিগ্রহো নিত্য ইতি জ্ঞাপনীয়ং। অথৈতৎ সর্বং নিত্যমিত্যসন্দেহঃ, কৈশোরবিগ্রহো নিত্যমিতি কিমভিপ্রায় ইতি তদাহ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ পরিপূর্ণানন্দরসময়ো লীলয়া রূপবান্ সপ্রকৃতিরিতি—

দিতে হয়, তবে পুরাবিদ্‌গণ যাহাকে আনন্দমাত্র বলিয়া থাকেন, সেই স্বরূপই আমাদিগকে দেখাও'; তখন শ্রুতিগণের বাঞ্ছনীয় বস্তু অবগত হইয়া শ্রীভগবান্ স্বরূপ দেখাইলেন —"গোপীমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নানাবিধ রাসরসোন্মত্ত, কিশোর-স্বরূপ অচ্যুত স্বস্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন—'এক্ষণে বল আমি আর কি করিব, তোমরা আমার এই ধাম দর্শন করিয়াছ—ইহার উপরে আর কোনও উৎকৃষ্টতর স্থান নাই।" অনন্তর বরাহ-সংহিতায় "বিষ্ণুমন্ত্র—সর্ব্বদেবতার মন্ত্রাবলির জীবন, কৃষ্ণমন্ত্র বিষ্ণুর সর্ব্বমন্ত্রের কারণ; সকল কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে কৈশোর কৃষ্ণমন্ত্রই মহাহেতু, অতএব কৈশোরগোপাল মন্ত্রই সর্ব্ববিধমন্ত্রের হেতু ও মন্ত্রচূড়ামণি॥" অতএব শ্রীবৃন্দাবন নিত্য, এবং তত্রত্য কিশোরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও নিত্য—ইহাই জানিতে হইবে।

শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যতা-সম্বন্ধে কখনও সংশয় নাই, কিন্তু

আদিরসবিস্তারণায়, যথা নারদপঞ্চরাত্রে—তয়াতিরসয়া রেমে প্রিয়য়া চৈকরূপয়েতি। আদিরসঃ প্রধানমেব। আদিরসোপভোগে বাল্যবয়ো ন সম্ভাব্যং, যৌবনে তু রসাধিকক্ষণপ্রমাণেন রসস্য ন্যূনত্বং, অতঃ কৈশোরবয় ইতি পূর্ণমুজ্জ্বলরসে প্রশস্তং। যতঃ ক্ষণে ক্ষণে রসস্য বর্দ্ধিষ্ণুতা ভবতি; অত আদিরসে কৈশোরবয়ঃ পূর্ণরসময়ং বর্দ্ধমানমিতি জ্ঞাতব্যং। ৭

অথ কেনচিদুক্তং—অহো! যদি বৃন্দাবনে নিত্যকিশোরবয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ স্তদা কথমন্যত্র মথুরাদিষু গতবান্ স্থিতির্বৈভবশ্চ প্রকটিতঃ? 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতী'তি

কিশোরবিগ্রহ নিত্য কি অভিপ্রায়ে তাহা বলিতে হইবে। তাহা হইল এই—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ আনন্দরসময় হইয়াও লীলায় রূপবান্ এবং প্রকৃতিসম্বযুক্ত হইয়াছেন—কেবল আদি (শৃঙ্গার) রসবিস্তার করিবার জন্য। নারদপঞ্চরাত্রে—সমানরূপা মহারসময়ী সেই প্রিয়া (রাধার) সহিত রমণ (আনন্দ) করিতে লাগিলেন। আদিরসই সর্ব্বপ্রধান। আদিরসাস্বাদনে বাল্যকাল সম্ভাবনীয় নহে; (অল্পকাল স্থায়ী) যৌবনে কিন্তু রসপরিপুষ্টি হইতে অধিক্ষণ না পাওয়ায় রসের ন্যূনতা হয়; অতএব কৈশোরবয়সই পূর্ণ ও উজ্জ্বল রসে প্রশস্ত। যেহেতু ইহাতে ক্ষণে ক্ষণে রসের বর্দ্ধিষ্ণুতা হয়; সুতরাং আদিরসে কিশোরবয়সই পূর্ণরসময় ও বর্দ্ধমান বলিয়া জানিবে। ৭

এক্ষণে কাহারও আপত্তি এই—'যদি বৃন্দাবনে নিত্যকিশোরবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণই হয়েন, কি প্রকারে তিনি মথুরাদি অন্যস্থলে গমন, অবস্থান ও বৈভব প্রকটিত করিলেন? যামলবচনে পাওয়া যায় যে 'শ্রীকৃষ্ণ

যামল-প্রমাণং। তদত্র সন্দেহঃ। তত্র ভাগবতা বদন্তি—অহো বৃন্দাবনে কৈশোর-বয়সা শ্রীকৃষ্ণো নিত্যমস্তীতি সত্যং, নাত্র সন্দেহঃ। তদিতি—বৃন্দাবনাদ্‌যদি গতো ভগবান্‌ মুকুন্দো গুঞ্জা-প্রবাল-শিখিশিখণ্ড-কিশোর-নীপাঃ। বংশীরবব্রজবধূজন-ধেনুসংঘা এষাং ন কোঽপ্যনুগতো বদ কোঽত্র হেতুঃ? অতএব শ্রীরাধাকান্তঃ অংশেনান্যত্র গতবান্‌, স্বরূপেণ বৃন্দাবনেঽবস্থিতঃ। অথ কেচিদ্‌ বদন্তি—"অথৈতৈর্বেশভূষাভি র্ন গতবান্‌, তেন কিং স এব গতবান্‌? যথা সম্মোহনতন্ত্রে—'ধ্যানস্য সংস্থিতি র্নাস্তি হরেরিচ্ছানুরূপতঃ" তত্র প্রত্যুত্তরং—তদেব বৃন্দাবনাস্তর্বিনান্যত্র বোদ্ধব্যং, বৃন্দাবনেঽপ্যেতৈর্বেশভূষাদিভি স্তিষ্ঠন্নিত্যসন্দেহঃ। কিন্তু

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।' এই স্থানেই সন্দেহ। তাহার উত্তরে ভাগবতগণ বলেন—'অহো! বৃন্দাবনে কৈশোর-বয়সান্বিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। দেখনা কেন?—ভগবান্‌ মুকুন্দ যদি বৃন্দাবন-ত্যাগই করিয়া থাকেন, তবে গুঞ্জা, প্রবাল, ময়ূরপিঞ্ছ, কিশোর কদম্ব, বংশীরব, ব্রজবধূগণ ও ধেনুবৃন্দের একটিও তাঁহার অনুগমন করিল না কেন? অতএব শ্রীরাধাকান্ত অংশে অন্যত্র গিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ বৃন্দাবনেই অবস্থিত। ইহাতেও কেহ কেহ বলে—তিনি ব্রজের বেশভূষাদি-সহিত না গিয়া স্বয়ং গিয়াছেন কি? সম্মোহনতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে 'হরি ইচ্ছাময় বলিয়া তাঁহার ধ্যানের কোনও নিয়মিত স্থান নাই।' এক্ষণে সমাধান এই—ঐ বচনটি কিন্তু বৃন্দাবন ব্যতীত অন্যস্থলেই বুঝিবে। বৃন্দাবনে তিনি ঐ সকল বেশভূষাদি ধারণ করিয়া নিত্য অবস্থান করিতেছেন

যে যদ্রূপং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তি, তেষু তদ্রূপং দর্শয়তি, যথা ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু শ্রীভগবানুবাচ (৪।১১) 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি'। তত্র—স্বপ্রকাশঃ বংশী-ময়ূরপুচ্ছ-গুঞ্জা-পীতাংশুকাদিভি ভূষিত এব যৈ যৈ বৃন্দাবন-চন্দ্র আরাধ্য দৃষ্টঃ, তৈস্তৈরেতৈর্বেশভূষাদিভিরেব। যথা নারদ-পঞ্চরাত্রে—বিজয়ং প্রতি দুর্গোবাচ—'কোটিচন্দ্রমুখং কোটিমন্মথা-দ্ভুতবিগ্রহং। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং শ্যামং পরমসুন্দরং॥ বৃন্দাবন-মহাহেমমণি-মন্দিরমধ্যগং। বংশীবিনোদিনং গোপসুন্দরী-প্রাণ-নায়কং। নানারসসুধোদগারপ্রেমরঙ্গ-তরঙ্গিণং॥ গূঢ়মর্মরসানন্দ-মহাম্ভোধিমহাবিধুং। রাধিকাহৃদয়াকৃতরস-লাম্পট্যবিভ্রমং॥

—ইহাতে সন্দেহ নাই। অপরদিকে যাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণের ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে তিনি তদ্রূপেই দর্শন দিয়া থাকেন। (গীতা ৪।১১) যাহারা যেভাবে আমার প্রপন্ন হয়, আমিও তাহাদিগকে সেই ভাবে ভজন করি। স্বপ্রকাশ, বংশী-ময়ূরপুচ্ছ-গুঞ্জা-পীতবসন প্রভৃতি ভূষিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে যাঁহারা আরাধনা করিয়া দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সব বেশভূষাদি-মণ্ডিত ইষ্টদেবকেই দেখিয়াছেন। যথা নারদপঞ্চরাত্রে—[বিজয়ার প্রতি দুর্গা] যাঁহার মুখ কোটিচন্দ্র হইতেও সুন্দর, যাঁহার বিগ্রহ কোটি মন্মথ হইতেও চমকপ্রদ, যাঁহার তেজ কোটি সূর্য্যবৎ দেদীপ্যমান—সেই পরমসুন্দর শ্যামসুন্দরকে ভাবনা করিবে। তিনি বৃন্দাবনে হেমমণিময় মন্দির মধ্যবর্ত্তী, বংশীবিনোদী, গোপীগণের প্রাণবল্লভ, নানারসামৃতবর্ষি প্রেমরঙ্গে নিত্য তরঙ্গায়িত, গূঢ় মর্ম্ম (শৃঙ্গার) রসানন্দের মহাসমুদ্রের মহাচন্দ্র, রাধা-

সুধা-তরঙ্গিণীলীলালোহিতাম্বুজলোচনং। দ্বিভুজং কৌস্তুভানন্দিবন-মালাবিভূষিতং॥ পীতাম্বর-মহারত্নহারাভরণভূষিতং। রত্নকুণ্ডলভা-দীপ্যন্নাসাগ্রমণিমৌক্তিকং॥ বিম্বমাণিক্যবন্ধুক-সুন্দরদ্বিজ-সুন্দরং। চতুঃসম-মহাগন্ধ-মোহিতানেকমানসং॥ বর্হাপীড়মহাকান্ত-রসপ্রেম-মুখাম্বুজং॥ কন্দর্পলোককন্দর্পং রমণী-প্রেমবল্লভং। কিঙ্কিণী-স্বনমঞ্জীর-মণিলিপ্ত-পদাম্বুজং॥ ভাবয়েদাত্মভাবেন পরমাত্মান-মচ্যুতং। কৃষ্ণমন্ত্র-জপেনৈব কৃষ্ণপ্রেম লভেন্নরঃ। ৮

অথ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পূর্ব্বজন্মনি নন্দযশোদয়োস্তপোবশোভূত্বা

হৃদয়াভিপ্রেত রসলাম্পট্য তিনি সতত বিভ্রমযুক্ত, অমৃতপ্রবাহিণীলীলা-বিনোদে তাঁহার লোচন-কমল রক্তবর্ণ, দ্বিভুজ, কৌস্তুভসমন্বিত বনমালায় বিভূষিত, পীতবসন, মহারত্নহার ও আভরণাদি দ্বারা তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত, রত্নময় কুণ্ডলের প্রভায় নাসাগ্রবর্ত্তী মণিমুক্তা দীপ্ততর হইতেছে; বিম্বফল, মাণিক্য ও বন্ধুক (বান্ধুলী) পুষ্প হইতেও সুন্দর দন্তপংক্তিতে পরম রমণীয় তিনি স্বীয় অঙ্গনিঃসৃত চতুঃসমের (চন্দন, অগুরু, কস্তুরিকা ও কুঙ্কুমাদির একত্র মিলন) মহাসুগন্ধে বহুব্যক্তির চিত্ত মোহিত করিতেছেন—ময়ূরপুচ্ছ ধারণে মহাকমনীয় ও রসপ্রেমপূর্ণ মুখকমল তাঁহার—মন্মথমন্মথরাজ তিনি রমণীগণের রতিনায়ক। কিঙ্কিনীশব্দে মুখরিত মঞ্জীর (নূপুর) মণিতে উদ্দীপ্ত চরণকমল তাঁহার—এইরূপে পরমাত্মা (পরমবল্লভ) অচ্যুতকে নিজভাবে নিত্য ভাবনা করিবে। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়াই মানব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ করিতে পারে॥৮

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে—নন্দযশোদার পূর্ব্বজন্মে তপোবশীভূত ভগবান্

শ্রীভগবান্ আবির্বভূব, তদা ভগবন্তং (স) দদর্শ; যথা 'ততো বসুর্হৃষ্টমনা দৃষ্ট্বা তং পীতবাসসং। মহামরকতশ্যামং শিখণ্ডাবদ্ধকুন্তলং॥ কিশোরং হার-মঞ্জীর-বলয়াঙ্গদভূষণং। জিতচন্দ্রমুখং দেবং সুন্দরং সুভ্রূনাসিকং॥ বিম্বাধরপুটদ্বন্দ্বশোভিদন্তাবলিদ্বয়ং। স্মিতাবলোকিনং ধীরং দ্বিভুজং সর্বসুন্দরং॥ নিপত্য দণ্ডবদ্ভূমৌ স ননাম জনার্দনং। হৃষ্যত্তনুরুহো ভক্ত্যা কৃষ্ণং প্রতি বদিষ্যতীতি'। তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৩০) 'বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দ-দলায়তাক্ষং বর্হাবতংসমসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্। কন্দর্প-কোটিকমনীয়বিশেষশোভং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' তথা গোবিন্দবৃন্দাবনে বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—'শব্দব্রহ্মময়ীবংশী*

আবির্ভূত হইলে তিনি (দ্রোণনামক বসু—নন্দমহারাজের পূর্বস্বরূপ) ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিলেন। যথা—অনন্তর সেই দ্রোণবসু আনন্দিত মনে তাঁহাকে দেখিলেন—তিনি পীতাম্বরধারী, মহামরকতবৎ শ্যামলবর্ণ, ময়ূরপিঞ্ছশোভিত কেশকলাপ, বয়সে কিশোর; হার-নূপুর-বলয়-অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণে উদ্দীপ্ত-কলেবর—চন্দ্রবিজয়ী মুখমণ্ডল, ক্রীড়াবিনোদী সুন্দর সুভ্রু-সুনাসাযুক্ত তিনি--বিম্বাধরযুগলে দন্তাবলিদ্বয় শোভিত হইয়াছে—মৃদুমন্দহাস্যযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার—ধীর, দ্বিভুজ, সর্বাঙ্গসুন্দর সেই জনার্দনকে দেখিয়া তিনি ভূমিতে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে ভক্তিভরে তখন শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন'— ব্রহ্মসংহিতায় আছে—'বেণুবাদন-পরায়ণ, পদ্মপলাশলোচন (আকর্ণবিশ্রান্তি নয়ন) ময়ূরপিঞ্ছচূড়াধারী, শ্যামজলধর

*লক্ষ্মী

বদনো রসসাগরঃ। বনমালী পীতবাসাঃ সুকুঞ্চিত-শিরোরুহঃ॥ বর্হিবর্হ-কৃতোত্তংসঃ পারিজাতাবতংসকঃ॥ প্রেমানন্দময়ঃ শুদ্ধঃ সর্বদা নবযৌবনঃ॥ এবংরূপঃ সদৈবাহং তিষ্ঠাম্যত্রৈব সর্বথা॥' অত্র কেনচিদুক্তং—এবংরূপেণ বৃন্দাবনে নিত্যং তিষ্ঠতীতি তদা কথং মথুরাং গত ইতি সর্বৈর্দৃশ্যতে, অনন্তরং বৃন্দাবনে কথং দৃগ্‌গোচরো নৈবেতি সন্দেহঃ। অহো এতৎকারণং মত্তঃ শ্রূয়তাম্—আবির্ভাব-তিরভাবাবীশ্বরস্য বোদ্ধব্যৌ, তদেব ভক্তা-ভক্তরূপেণ, যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—'অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো

হইতেও সুন্দরতর অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট, কোটি কন্দর্পের লোভনীয় মহাশোভা-নিধান আদিপুরুষ সেই গোবিন্দকেই ভজনা করি।' গোবিন্দবৃন্দাবনে বলরামকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'শব্দব্রহ্মময় বেণুবাদনশীল, রসসাগর, বনমালী, পীতাম্বর, সুকুঞ্চিত-কেশকলাপ, ময়ুরপিচ্ছচূড়, পারিজাতকৃত কর্ণভূষণ, প্রেমানন্দময়, শুদ্ধ, নিত্যনবযৌবনস্বরূপে সদাকালই আমি এই বৃন্দাবনেই সর্বথা অবস্থান করি। এস্থলে কাহারও আপত্তি যদি এই স্বরূপেই নিত্যবৃন্দাবনেই অবস্থান হয়, তবে মথুরা গেলেন কেন? ইহা ত সর্বগোচর লীলা, মথুরাগমনের পরে ত আর বৃন্দাবনে তিনি দৃষ্টিগোচর হন নাই? ইহাই সন্দেহ। [এক্ষণে নিরসন করিতেছেন—] অহো! উহার কারণ শুন—ঈশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার করিতে হয়। তাহাও আবার ভক্তাভক্তকে বিচারে আনিয়া অর্থাৎ ভক্তের নিকট আবির্ভাব ও অভক্তের নিকট তিরোভাব প্রতিফলিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবান্ হরির রূপটি অগ্রাহ্য হইলেও অহেয় (উপাদেয়)। এইরূপের গ্রহণ হইলে

হরেঃ। আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে॥' তথা গোবিন্দবৃন্দাবনে—তৃতীয়পটলে নারদ-প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ উবাচ— ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং। অহং দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥ সর্বভূতময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে॥ তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা। রহস্য-প্রেমভাবস্তু বৃন্দাবনে যুগে যুগে॥ ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন ভবেদ্ দৃষ্টিগোচরঃ। ৯

অথ যদি কেষাঞ্চিদ্ দৃগ্‌গোচরো নৈব, তদা কথং উদার লীলয়া সমস্তলোকগোচরো ভূত্বা গোপগোপীভি র্নানাক্রীড়ারসো বিস্তারিতঃ? অথ তদেব শ্রূয়তাং—গ্রাম্যলোকেন সহ যৎ কৃতং

'আবির্ভাব' এবং গ্রহণাতিরিক্ত হইলে 'তিরোভাব' বলা হয়। গোবিন্দবৃন্দাবনে নারদকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম। ইহাতে আমি, দেবতাগণ, এবং অন্যান্য প্রাণিগণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করি। আমি সর্বভূতময়, এই বন কস্মিন্ কালেও ত্যাগ করি না। যুগে যুগে ইহাতে আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এই তেজোময়, রমণীয় বৃন্দাবন—চর্মচক্ষুর অদৃশ্য। প্রতিযুগে বৃন্দাবনের রসরহস্যপূর্ণ প্রেমভাবটি কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দৃষ্টিগোচর হয় না॥ ৯॥

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিল—যদি তিনি কাহারও নয়নগোচরই না হইলেন, তবে কি প্রকারে উদার লীলায় সমস্তলোকদৃশ্য হইয়া, গোপগোপীগণের সহিত বিবিধক্রীড়ারস বিস্তার করিলেন? এইবার

তৎ স্বমায়য়াচ্ছাদিতো ভূত্বা, কিন্তু বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি যৎ কৃতং তদঙ্গজা-নিত্যা-শ্রুতিমুনিজা দেবকন্যাদিগোপ্যা স্তাসাং গোচরোভূত্বা (রাসক্রীড়াদিকং) কৃতবান্ স্বমায়য়া স্বপ্রকাশঃ স্বয়মেব নান্যেষাং গোচরঃ কথমভূৎ, তদা এব অঙ্গজা রাধা অঙ্গবন্নিত্যা নিত্যং সন্তি ঈশ্বরবৎ, শ্রুতির্বেদাঃ স্ত এব ভগবদঙ্গমেব। একসপ্ততিসহস্র-মুনয়ঃ শতকল্পাবধি অগ্নিশায্যাগ্নিভুক্‌কঠোরতপসা বশোভূত্বা তেষাভিমতসিদ্ধ্যৈ তদেবাত্মসাৎকৃতম্। দেবকন্যা ব্রহ্মাজ্ঞয়া গোপ্যো বভূবুঃ। এতাসাং নিত্যগোচরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নিত্যবৃন্দাবনস্থ ইত্যসন্দেহঃ। তত্র প্রমাণমধিগম্যতাং—যদেব

উত্তর শুন—গ্রাম্যলোকের সহিত তিনি যে সব লীলা সম্পাদন করিয়াছেন—তাহা তাহাই নিজ মায়ার আচ্ছাদনে করিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই অঙ্গজা, নিত্যা, শ্রুতিচরী, ঋষিচরী ও দেবকন্যাদি গোপীগণেরই গোচরীভূত হইয়া করিয়াছেন—নিজমায়াবলে স্বয়ংই স্বপ্রকাশ [হইয়াও ঐ রাসলীলাদি প্রকট করিয়াছেন]—তবে অন্য নয়নগোচর হইলেন না কিরূপে? অঙ্গবৎ বলিয়া অঙ্গজা=রাধা, নিত্য=নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারাও ঈশ্বরবৎ নিত্যসিদ্ধ, শ্রুতি=বেদগণ, তাঁহারাও ভগবদঙ্গই। মুনি=একাত্তর হাজার মুনি—ইঁহারা প্রত্যেকেই অগ্নিস্থলীতে শয়ন ও অগ্নি (অনলবৎ প্রতপ্ত দ্রব্য) ভোজনরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা শতকল্প পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদের অভিবাঞ্ছিত-পূর্ত্তির জন্য তাঁহাদিগকে গোপীভাবদানে আত্মসাৎ করিয়াছেন। দেব-কন্যাগণ ব্রহ্মাজ্ঞায় গোপী হইয়াছেন। ইঁহাদের নিত্যগোচর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ মথুরাগমনসময়ে গোপী প্রতি অবদৎ তদেব শ্রীভাগ (১০।৩৯।৩৫) 'তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ। সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ॥' তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে —'মাধিং কুরুধ্বং সুভগাঃ সমেষ্যে তূর্ণং বিলম্বো ন মমেতি কৃষ্ণঃ। ইত্থং সমাশ্বাস্য জানং সমুৎসুকং চচাল তূর্ণং সহ গোপবৃন্দৈঃ॥' ইত্যেবং স্বনিগমঃ—আয়াস্যামীতি, তদেব কথং ব্যক্তং নাভূৎ, তদাহ শ্রীভগবান্ কুত্র বা গচ্ছতি, কুত্র বা আগচ্ছতি? যথাদিযামলে—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতীতি। আয়াস্যামীত্যুক্তনৌপচারিকত্বাৎ, বাস্তবং নৈব;

নিত্যই বৃন্দাবনবাসী—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণও জান—মথুরাগমনকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই—(ভাগ ১০।৩৯।৩৫) যদুকুলমণি নিজ প্রয়াণকালে গোপীগণকে মহাকাতরা দেখিয়া 'আমি শীঘ্রই আসিতেছি' এইরূপ সপ্রেম আশ্বাস বাণী-দৌত্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও আছে—"হে মহাভাগ্যবতী গোপীগণ! তোমরা মনোদুঃখ করিও না, আমি শীঘ্রই আসিব, আমার বিলম্ব হইবে না—" এইরূপ আশ্বাসবাণীদ্বারা সমুৎকণ্ঠিত ব্রজবাসিগণকে আশ্বস্ত করিয়া গোপবৃন্দের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার নিজ প্রতিজ্ঞা—'আমি আসিব'। তাহা হইলে তিনি ব্যক্ত হইলেন না কি? তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে শ্রীভগবান্ কোথায় যান, কোথায় বা আসেন? [তিনি সর্ব্বত্রই ত সদাকাল বর্ত্তমান!] আদিযামলে—'বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও যান না—'এই বাক্যবলে 'আয়াস্যামি' এই

দৌত্যকৈরিতি বচনাদেতদ্ ব্যক্তীকৃতং।' ইত্যেবং নিত্যবৃন্দাবনস্থঃ শ্রীরাধাকান্তঃ অংশেন শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ-বাসুদেবেনৈব গতবান্ স্যাৎ, যদি বৃন্দাবনত্যাগো ভবেত্তদা পুনরাগমনঞ্চ ন ভবিষ্যত্যেব ইত্যাদি জ্ঞাতব্যং। ১০

অথ কেচিদ্বাদিনো বদন্তি—এতাসাং নিত্যগোচরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্তদা কথং উদ্ধবং প্রস্থাপ্য গোপীনাং বিরহনিবারণং কৃতবানিতি। যথা শ্রীভাগ (১০।৪৬।৩) 'গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রো র্নঃ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং তদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈ র্বিমোচয় ॥' অথাঙ্গজা-নিত্যা-শ্রুতিমুনিরূপাঃ প্রতি নৈবং। দেবকন্যাং প্রতি জ্ঞাতব্যং, কথমেবং? তদেব ব্রহ্মাজ্ঞয়া দেবকন্যা ভুবি সমাগত্য

বাক্য বাস্তব নহে, উপচারমাত্র। 'দৌত্যকৈঃ 'শপথবাক্যরূপ দূতদ্বারা নিবেদন করিলেন' এই বচন হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইল। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই হইল—নিত্যবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাকান্তঃ অংশে বিষ্ণুস্বরূপ বাসুদেবস্বরূপেই মথুরা গিয়াছেন; যদি স্বয়ংই বৃন্দাবনত্যাগ করিয়া থাকিবেন, তবে আর বৃন্দাবনে আগমন হইবেই না। ইত্যাদি ॥ ১০

ইহাতেও আবার কোনও কোনও প্রতিপক্ষ বলেন—যদি কৃষ্ণ গোপীগণের নিত্যগোচরই হইতেন, তবে কেন উদ্ধবকে পাঠাইয়া গোপীদের বিরহাপনোদন করিয়াছেন? যথা (ভাগ ১০।৪৬।৩) 'হে সৌম্য উদ্ধব! তুমি ব্রজে যাইয়া আমার পিতামাতাকে প্রীত কর—আমার সংবাদ শুনাইয়া গোপীদের বিরহব্যাধি দূর কর' ইত্যাদি। —ইহার উত্তর বলিতেছেন—অঙ্গজা (রাধাদি), নিত্যসিদ্ধা, শ্রুতিচরী বা মুনিচরী গোপীসম্বন্ধে এই বাক্য প্রযোজ্য নহে, দেবকন্যাকে

গোপ্যো ভূত্বা ভগবৎপ্রীতিং চক্রুঃ, নতু প্রেমভক্ত্যা তপসা বা আরাধিতঃ প্রভুর্নৈবং ব্রহ্মাজ্ঞয়াপি, যথা ব্রহ্মাহ (১০।১।২৩) 'বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্‌ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ'॥ অতএব দেবকন্যাঃ প্রত্যেবং, যথা দেবকন্যাভিস্মর্তিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো মথুরাং গত এব, অন্যাসাং ভগবতো বিচ্ছেদো হস্তি নৈবং। যথাদিযামলে—"প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্ট-লীলানুসারতঃ। কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্ন জাতু ব্রজবাসিনাং॥" তথা স্কান্দে মথুরাখণ্ডে 'বৎসৈ র্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।' তথা

লক্ষ্য করিয়াই ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছে। এরূপ কেন? তাহাও বলিতেছি—ব্রহ্মার আদেশে দেবকন্যাগণ পৃথিবীতে আসিয়া গোপী হইয়া ভগবৎপ্রীতিবিধান করিয়াছেন; তাঁহারা প্রেম-ভক্তিযোগে বা তপস্যা করিয়া প্রভুকে আরাধনা করেন নাই—ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে ঐরূপ আজ্ঞা করেন নাই। যথা ব্রহ্মার উক্তি (ভাগ ১০।১।২৩) 'সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ বসুদেবগৃহে অবতার করিবেন; তাঁহার প্রীতিকার্য্যে তোমরা দেবস্ত্রীগণ নন্দব্রজে জন্মধারণ কর।' অতএব দেবকন্যাগণই ঐরূপ বচনের লক্ষ্য, দেবকন্যারাই বুঝিয়াছিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গিয়াছেন; অন্যান্য গোপীদের সহিত ভগবানের বিচ্ছেদ হয় নাই। যথা আদিযামলে—'স্পষ্ট (প্রকট) লীলানুসারে এই বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল। কৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসিগণের কখনও বিরহ হইতে পারে না।' স্কান্দে—'বৎস ও বৎসতরী (তিন বৎসরের বৎস) গণের সহিত বৃন্দাবনে বলরাম ও বালকগণ-সমভিব্যাহারে মাধব

ব্রহ্মাণ্ডে—'কৈরপি প্রেমবৈরাগ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্‌ বৃন্দাবনান্তরে॥' তথৈব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ—'নিত্যং ক্রীড়তি বিশ্বাত্মা গোপৈর্গোপীভিরেব চ। পীতবাসা জগৎস্বামী বনমালী স্মিতেক্ষণ' ইত্যাদি॥ অতএব নিত্যবৃন্দাবনস্থঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইতি জ্ঞাতব্যং। কল্পকোটি মহত্তপসা প্রেমভক্ত্যা মহৎসাধনেন ভক্তদৃগ্‌গোচরো ভবতি। অন্যথা ক এব দ্রষ্টুং সমর্থাঃ? নিত্যং বৃন্দাবনে স্বপ্রকাশ ইতি জ্ঞাতব্যং। যথা হস্তামলকভাষ্যে—'ঘনচ্ছন্নদৃষ্টি র্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা মন্যতে নিষ্প্রভং চাতিমূঢ়ঃ।' ইত্যাদি; তথৈবং নিরন্তরং বৃন্দাবনে স্বপ্রকাশঃ সাধনব্যতিরেকেণ শ্রীভগবন্তং রাধাকান্তং দ্রষ্টুং কথং যোগ্যাঃ, এবমজ্ঞাত্বা মূঢ়ৈঃ কথ্যতে শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য বৃন্দাবনত্যাগ ইত্যাদি।

নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে—'কোনও প্রেমবৈরাগ্যবান্‌ ভাগবতোত্তমগণ অদ্যাপি বৃন্দাবনে ক্রীড়াপরায়ণ কৃষ্ণকে দেখিতে পান।' ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারদকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—'গোপ-গোপীগণের সহিত পীতাম্বর বনমালী মধুর হাস্যযুক্ত-নয়নভূষিত বিশ্বাত্মা জগদীশ্বর নিত্য ক্রীড়া করেন—ইত্যাদি'; অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্যই বৃন্দাবনে বিরাজমান—জানিতে হইবে। কোটিকল্পের মহাতপশ্চর্য্যায় প্রেমভক্তিযোগে মহাসাধন করিলে তিনি ভক্তের নয়নগোচরীভূত হয়েন। অন্যথা তাহা কেহ বা দেখিতে পায়? নিত্য বৃন্দাবনে স্বপ্রকাশ তিনি—ইহাই বুঝিতে হইবে। হস্তামলকভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—'অতিমূঢ় ব্যক্তি মেঘে আচ্ছাদিত-দৃষ্টি হইয়া মেঘের অন্তরালস্থিত সূর্য্যকেও নিষ্প্রভ মনে

বৃন্দারণ্যে নিরবধি ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মস্বরূপো
গোগোপীভির্বিলসতি পরমানন্দপূর্ণপ্রকাশঃ।
এবং ব্রহ্মাদিভিরপি নিগমৈঃ স্তূয়তে তৎপরত্বং
মাণিক্যং তৎ কুরু হৃদভরণং রাঘবেণেহিতং যৎ॥ ১১

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনাত্মনিত্যপ্রকাশ-
নিরূপণং নাম চতুর্থং রত্নম্॥ ৪॥

করে।' অতএব নিরন্তর বৃন্দাবনে স্বপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকে সাধন ব্যতীত কি প্রকারে দেখিবার যোগ্যতা হইতে পারে? ইহা না জানিয়া মূর্খরাই বলে যে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনত্যাগ করিয়াছেন।

সর্বাত্মস্বরূপ পূর্ণপরানন্দ-প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণভগবান্ নিরন্তর বৃন্দাবনে গোগোপীগণের সহিত বিলাস করিতেছেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ এবং বেদাদিশাস্ত্রসকল এইভাবেই তাঁহার স্তব করেন। অতএব রাঘব পণ্ডিত-কর্তৃক কথিত শ্রীকৃষ্ণপরায়ণতারূপ এই মাণিক্যটীকে হৃদয়াভরণ রূপে গ্রহণ কর॥ ১১

ইতি চতুর্থ রত্ন॥ ৪॥

পঞ্চমঃ প্রকাশঃ।

তস্য নন্দাত্মজস্যাপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
অংশাংশাংশাবতারাণাং প্রবক্ষ্যে পরমোৎসুকং ॥

অথ বৃন্দাবনান্মথুরাং গতঃ ক এষঃ, তদুচ্যতাং। তদত্র স এব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ সর্বসম্পূর্ণপ্রকাশঃ তথাল্পপ্রকাশ ইতি ভেদত্বাৎ পৃথঙ্ মন্যতে। যথা—আদিযামলে—'হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে॥ প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ। অসর্বসঞ্চকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥' ইত্যেবং বৃন্দাবনে পূর্ণতমঃ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বপ্রকাশঃ, অন্যত্রাল্পপ্রকাশঃ তদেব পূর্ণতরত্বেন; দ্বারকা-

---

(পূর্ব্ব প্রকাশে বর্ণিত) সেই পরমাত্মা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ-অবতারগণের বৃত্তান্ত পরম উৎসুকচিত্তে বর্ণনা করিতেছি।

এক্ষণে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিয়াছেন কে? তাহাই বল। তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে সর্বসম্পূর্ণপ্রকাশ ও অল্পপ্রকাশভেদে পৃথক্ মনে করা হয়। আদিযামলে আছে—'হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই তিন প্রকারে—শ্রেষ্ঠমধ্যাদিশব্দ-সূচিত হইয়া শাস্ত্রে পঠিত হয়েন। যাহাতে নিখিল গুণ প্রকাশ হয়, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ 'পূর্ণতম' বলেন; অসর্বব্যঞ্জক হইলে 'পূর্ণতর' এবং অল্পপ্রকাশ হইলে 'পূর্ণ' আখ্যা লাভ করেন।' এইরূপে বৃন্দাবনে স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র—পূর্ণতম; অন্যত্র (মথুরাদিতে) অল্প

নাথো বাসুদেবঃ বলরামশ্চ পূর্ণোঽপি সহপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদিঃ, তদন্যচ্চ পূর্ণকল্পত্বেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবমহাবিষ্ণ্বাদয়ঃ ; তত্র বিষ্ণুর্বাসুদেবো যথা শ্রীভাগ (১০।৩৯) মথুরাং গচ্ছন্তং শ্রীভগবন্তং সহস্রশিরসোঽনন্তস্য ক্রোড়ে অক্রূরোঽপশ্যদ্ যথা—(১০।৩৯।৪৬) 'তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসং। পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণ'মিত্যাদি। তথাত্রৈব রুক্মিণীরভসে শ্রীভগবন্তং বাসুদেবং প্রতি রুক্মিণ্যুবাচ—(১০।৬০।৪৪) 'ত্বৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্ যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা।' ইত্যত্র বিষ্ণোরুল্লেখো ন কৃতঃ, যদেব তৎ শ্রীবাসুদেব বিষ্ণুরিতি সূচিতং। তদ্গুণো যথা—বৃহন্নারদীয়ে—'অগ্রত্বাদথ পূর্বত্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি কথ্যতে। হরঃ সংসারহরণাদ্ বিভুত্বাদ্বিষ্ণুরুচ্যতে।'

প্রকাশ বলিয়া পূর্ণতরাখ্যা হয় ; দ্বারকানাথ বাসুদেবও বলরাম প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি পরিবারসহ পূর্ণই। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি পূর্ণকল্পই। বিষ্ণুই বাসুদেব (ভাগ ১০.৩৯) অক্রূর মথুরাগমনকালে শ্রীভগবান্‌কে সহস্রশীর্ষা অনন্তদেবের ক্রোড়ে দর্শন পাইয়াছিলেন—যথা (১০.৩৯।৪৬) অনন্তের ক্রোড়ে মেঘশ্যামল, পীতবর্ণ-কৌশেয়বসনধারী, চতুর্ভুজ, শান্ত (নয়নানন্দকর) পদ্মপত্রবৎ অরুণনেত্র পুরুষবরকে তিনি দর্শন করিলেন। আবার রুক্মিণী আনন্দাতিরেকে শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে বলিয়াছেন (১০।৬০।৪৪) 'হে শত্রুনাশন! 'হর-বিরিঞ্চি-সভায় গীয়মান তোমার কথা যাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই'—ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণুর উল্লেখ নাই, ইহাতেই জানা যায় যে বাসুদেবই বিষ্ণু। তাঁহার গুণ যথা বৃহন্নারদীয়ে—

শ্রীবাসুদেবস্বরূপবিষ্ণো বৈভবং যথা—মথুরায়াং কংসবধায় গত্বা স্ববৈভবং দর্শিতং, তদেব শ্রীভাগবতে (১০।৪৩।১৭) মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমানিত্যাদি। তথৈব দ্বারকায়াং ষোড়শসহস্রস্ত্রীণাং গৃহে ষোড়শসহস্রাণি পুমাংসো ভূত্বা ররাম, মহামুনি-নারদেন দৃষ্টঃ। তদনু অর্জ্জুনং প্রতি বিশ্বরূপং দর্শিতং, তথা রুক্মিণীহরণ-পারিজাতহরণাদি-মহামহাযুদ্ধে চতুর্ভুজত্বং প্রকটিতং, গরুড়বাহনশ্চ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চ। অতঃ শ্রীভাগ (৪-২৪।২৮) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উবাচ—'যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি

'সকলের অগ্র ও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তাঁহাকে 'স্বয়ম্ভু' বলা হয়। সংসার হরণ করেন বলিয়া 'হর' এবং বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব) আছে বলিয়া 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হয়েন।' শ্রীবাসুদেব-স্বরূপ-বিষ্ণুর বৈভব যথা, মথুরায় কংসবধনিমিত্ত গিয়া নিজ বৈভব প্রদর্শন করাইয়াছেন (১০।৪৩।১৭) 'মল্লগণের পক্ষে বজ্রতুল্য, মানবগণের মধ্যে চিত্তচমকপ্রদ রূপ-গুণ-লীলাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, রমণীগণের নিকট কামদেবস্বরূপ' ইত্যাদি। দ্বারকায় ১৬১০৮ মহিষীর গৃহে ১৬১০৮ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিহার করিয়াছেন—মহর্ষি নারদ এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তারপরে অর্জ্জুনকে 'বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন—রুক্মিণীহরণকালে, পারিজাতহরণাবসরে এবং মহামহাযুদ্ধকালে চতুর্ভুজত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কখনও গরুড়বাহন, কখনও বা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী-রূপে দর্শন দিয়াছেন। অতএব (৪।২৪।২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—প্রধান ও জীব-সংজ্ঞ পুরুষ হইতে পর অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা যে

মে ॥' ইত্যাদি-প্রমাণেন জ্ঞাতব্যং—বিষ্ণোর্বাসুদেবস্য পরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ, বিষ্ণুরপি বৈকুণ্ঠেশ্বরঃ, অতএব মহাবিষ্ণুঃ, তথাত্র প্রমাণমাহ—যদা বৈকুণ্ঠদ্বারি জয়বিজয়য়ো র্ব্রহ্মশাপো বভূব, তদা ভগবতা শ্রীবিষ্ণুনা আজ্ঞপ্তং 'যদি ময়ি শত্রুভাবং কৃত্বা পতথঃ, তদা জন্মত্রয়ানন্তরং যুবামহং মোচয়িষ্যামীতি'। অতো জয়বিজয়ৌ হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুরূপৌ ভূত্বা জাতৌ। বিষ্ণুরপি বরাহনৃসিংহরূপৌ ভূত্বা তৌ জঘান; যুগান্তরে পুনস্তৌ রাবণ-কুম্ভকর্ণৌ ভূত্বা জাতৌ, বিষ্ণুরপি শ্রীরামলক্ষ্মণরূপৌ ভূত্বা তৌ জঘান। জন্মান্তরে পুনস্তৌ শিশুপাল-দন্তবক্ররূপৌ ভূত্বা জাতৌ, বিষ্ণুরপি শ্রীবাসুদেব-বলভদ্রৌ ভূত্বা তৌ জঘান। এবং

ভগবান্ বাসুদেব—তাঁহার শরণাপন্নজনই আমার অতিশয় প্রিয়।' ইত্যাদি প্রমাণে জানা গেল যে বিষ্ণু বাসুদেব হইতেও শ্রেষ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর, অতএব মহাবিষ্ণু, প্রমাণস্বরূপে বলিতেছেন—যখন বৈকুণ্ঠদ্বারে জয়বিজয়ের ব্রহ্মশাপ হইল, তখন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আজ্ঞা করিলেন—'যদি তোমরা আমাতে শত্রুভাবাপন্ন হইয়া ধরায় পতিত হও, তবে আমি তিন জন্ম পরে তোমাদের দুইজনকে উদ্ধার করিব। অতএব জয়বিজয় হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মিয়াছিল; বিষ্ণুও বরাহ এবং নৃসিংহ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের বধ করিয়াছেন। যুগান্তরে পুনরায় তাহারা রাবণ-কুম্ভকর্ণ হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিল, বিষ্ণুও শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপে তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। জন্মান্তরে আবার তাহারা শিশুপাল-দন্তবক্র হইয়াছিল, বিষ্ণুও শ্রীবাসুদেব-বলভদ্র-স্বরূপে তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। এইভাবে তিন জন্ম পরে জয়বিজয় মুক্ত হইয়াছিল।

জন্মত্রয়ানন্তরং জয়বিজয়ৌ মুক্তৌ বভূবতুঃ। অত এতৎ সর্বং বিষ্ণো বৈভবমেব; বৃন্দাবনচন্দ্রস্য নৈতৎ, যতঃ সর্বেষাং পরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য বৈভবঃ। অতো নারদপঞ্চরাত্রে—রামাদয়োঽবতারাশ্চ কার্য্যার্থে সম্ভবন্তি চ। অত এতৎসর্বে শ্রীকৃষ্ণস্যাংশা বিষ্ণুস্বরূপাবতারা ইতি জ্ঞাপনীয়ং, যতো দিব্যবৃন্দাবনস্থো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ, যথা গোলোকসংহিতায়াং—'জ্যোতির্ম্ময়ং ব্রহ্ম যত্র তত্র বৃন্দাবনং মহৎ। তত্রৈব রাধিকা দেবী সর্বশক্তি-নমস্কৃতা। তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বদেবশিরোমণিঃ॥' অতএব মহাবিষ্ণু বৈভবমেব। তত্র কেচিদ্ বদন্তি—সর্বমেতদস্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য বৈভবমেব, স এব কিং ন বিভুঃ? অহো ভদ্রমুক্তং, তস্যাংশবৈভবা বিষ্ণু বাসুদেবাদয়ঃ, অহো যদি নৈবং তদা কথং

অতএব দৈত্যবধাদি কার্য্য বিষ্ণুরই বৈভব, কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্রের এই কার্য্য নহে; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রিয়াকলাপ সর্বোপরি। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—'রামাদি অবতারগণ কার্য্যানুরোধে আবির্ভূত হইবেন।' অতএব অন্যান্য অবতারগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, বিষ্ণু-স্বরূপ অবতার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু দিব্যবৃন্দাবন বিহারী, যথা গোলোক-সংহিতায়—'যেস্থলে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম দেদীপ্যমান, সেস্থলেই মহাবৃন্দাবন অবস্থিত; সেই স্থলেই রাধিকাদেবী সর্বশক্তিগণের নমস্করণীয়া, সেইস্থানেই ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বদেব-শিরোমণিরূপে বিরাজমান।' অতএব মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের বৈভব (প্রাভব বিলাস)। এ স্থলে কাহারও আপত্তি—সকলই ত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রেরই বৈভব, বাসুদেব কি বিভু নহেন? উত্তর—অহো! উত্তম কথাই বলিয়াছ হে!

বাসুদেবো ব্রহ্মাদিভিঃ প্রার্থিতঃ বৈকুণ্ঠং গন্তুং। যথা শ্রীভাগ (১১।৬।২১) 'শ্রীব্রহ্মোবাচ—'ভূমে র্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো। ত্বমস্মাভি বিশেষার্থং তত্তথৈবোপপাদিতং। (২৫) শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো। (২৬) তত্তঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে। সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥" অতঃ সর্বোপাধি-রহিতস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নৈতৎ, স এব দিব্যবৃন্দাবনেশঃ পূর্ণরসময়ঃ, অনন্তবৈকুণ্ঠনাথা স্তস্য কিঙ্করাঃ, যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৩)—গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাব-নিচয়া

আহা তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন ব্রহ্মাদিদেবগণ বৈকুণ্ঠে যাইবার জন্য শ্রীবাসুদেবকে প্রার্থনা করিয়াছেন? (১১।৬।২১) শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—"হে বিশ্বাত্মন্! পূর্বে আমরা ধরার ভার-হরণের জন্য আপনার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনিও তাহা সুসমাহিত করিয়াছেন। (২৫) যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া আপনি ত ১২৫ বৎসর অতিবাহিত করিলেন; (২৬) অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এক্ষণে স্বকীয় পরমধামে (প্রপঞ্চের অগোচর দ্বারকার প্রকাশ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠ শ্বেতদ্বীপাদিতে নারায়ণাদি-স্বরূপে) প্রবেশ করুন; (শ্রীবিষ্ণুস্বরূপে) লোক-সহিত লোকপালগণকে এবং বিবিধ বৈকুণ্ঠনাথস্বরূপে বৈকুণ্ঠকিঙ্কর আমাদিগকে পালন করুন।" অতএব সর্বোপাধিরহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই সব কার্য্য নহে। তিনি দিব্যবৃন্দাবননাথ, পূর্ণরসময় এবং অনন্তবৈকুণ্ঠনাথগণ তাঁহারই কিঙ্কর। প্রমাণ—ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৩) 'গোলোকনামক নিজ ধামের নিম্নে যথাক্রমে

বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ তথা গোবিন্দবৃন্দাবনে বলভদ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—'অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। সদাশিব-মহাবিষ্ণু-ব্রহ্মরুদ্রাদি-কারকঃ॥ নরাকৃতি নিত্যরূপী বংশীবাদ্যপ্রিয়ঃ সদা।' অতএব তেষাং সর্বেষাং পরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এব। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং ব্রহ্মণঃ স্তুতিঃ (৫।৪১)—'মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয় বেদবিতায়মানা। সত্ত্বাবলম্বি-পরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' তত্র সত্ত্বাবলম্বী মহাবিষ্ণুঃ পরসত্ত্বো বাসুদেবঃ বিশুদ্ধসত্ত্বো গোবিন্দঃ, স এব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ তদিতি তমোরজাভ্যাং সম্বলিতং সত্ত্বং অস্মিন্নস্তীতি সত্ত্বাবলম্বী বিষ্ণুর্বাসুদেব

হরি, মহেশ ও দেবীধাম আছে, সেই সেই ধামে যিনি বিবিধ প্রভাবরাজি সন্নিবেশিত করিয়াছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি'। গোবিন্দবৃন্দাবনে বলভদ্রকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'আমি পরমাত্মা পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, এবং সদাশিব-মহাবিষ্ণু-ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতির নিয়ন্তা; আমি সদাকাল নরাকার, নিত্যস্বরূপ ও বংশীবাদ্যপ্রিয়।' অতএব সদাশিবাদি সকলেরই পর তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪১) 'ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদে যাহার প্রসঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে, সেই বহিরঙ্গা যদীয়া মায়া শতশত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে—অথচ যিনি মায়াস্পর্শরহিত, স্বরূপানুবন্ধিবিশুদ্ধসত্ত্বাত্ম—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।' এই শ্লোকে সত্ত্বাবলম্বীমহাবিষ্ণু, পরসত্ত্ব বাসুদেব, বিশুদ্ধসত্ত্ব=গোবিন্দ এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—সুতরাং তমোরজোযুক্ত সত্ত্বগুণ আছে বলিয়া সত্ত্বাবলম্বী বিষ্ণু বাসুদেবই। সত্ত্বাবলম্বী বিষ্ণু—কি

এব ; বিষ্ণু র্যথা—সৃষ্টিং কর্ত্তুং মায়া বিস্তারিতা, অতো বিষ্ণু-মায়ারুদ্ধা সৃষ্টিঃ, লক্ষ্মী-সরস্বত্যাদি পরিবারঃ—ইতি রজোগুণঃ। তমসা নানাদৈত্যসংহারঃ কৃতঃ যথা দৈত্যারি র্জনার্দ্দনঃ মধুসূদন ইতি নাম্না জ্ঞাতব্যং। তদেব বাসুদেবশ্চ রজসা কৃতপুর্য্যাং দ্বারকায়াং ষোড়শসহস্রমহিষীষু ষট্‌পঞ্চাশৎকোটিঃ স্ববংশো বিস্তারিতঃ। তমসা কংস-নরকাদ্যসুরবধঃ কৃতঃ, সত্ত্বেন পৃথিবীং পালয়তি, অতঃ সত্ত্বগুণো বিষ্ণুঃ, এবং সত্ত্বাবলম্বী মহাবিষ্ণু র্যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১৩-১৬) "তৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহা-ভূতাবৃতানি তু। প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্ বিশতি স্বয়ম্॥ সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ। বামাঙ্গাদসৃজদ্ বিষ্ণুং

প্রকারে তাহাও বলিতেছি—তিনি সৃষ্টি করিতে মায়া বিস্তার করিলেন—অতএব বিষ্ণুমায়ায় সৃষ্টি আরব্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি তাঁহার পরিবার—ইহাতে রজোগুণস্পর্শতা দেখান হইল। তমোগুণা-বলম্বনে বহু দৈত্য বধ করিয়াছেন, দৈত্যারি, জনার্দ্দন ও মধুসূদন প্রভৃতি নামাবলিই এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে। আবার বাসুদেব রজোগুণে রচিত দ্বারকাপুরীতে ষোল হাজার মহিষীতে ৫৬ কোটি স্ববংশ-বিস্তার করিয়াছেন ; তমোগুণে কংস-নরকাদি অসুর বধ করিয়াছেন,—আবার সত্ত্বগুণে পৃথিবীর পালন করেন ; অতএব সত্ত্ব গুণপ্রধান—বিষ্ণু ; সত্ত্বাবলম্বী মহাবিষ্ণু যথা (ব্রহ্মসংহিতায় ৫।১৩ ১৬) —[সংকর্ষণাখ্য পুরুষের যে বীজ প্রকৃতিতে নিহিত হইয়াছিল, তাহা প্রথমতঃ সূক্ষ্মভূতরূপে পরিণত ও তৎপরে তাঁহার রোমবিবরে অন্তর্গত হইয়া] স্বর্ণময় অণ্ডাবলিরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারা অপঞ্চীকৃত

দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিং ॥ জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চদেশাদবাসৃজৎ। অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ ব্যজায়ত ॥" ইতি রজোগুণঃ, সত্ত্বেন সর্বমেতদ্বহত্যেব, অতো রজোগুণ-সম্বলিত-সত্ত্বো মহাবিষ্ণুঃ, অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ; তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৭) যঃ কারণার্ণবজলে ভজতীত্যাদি। (৪৮) যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথা-বলম্ব্যেত্যাদি। পরসত্ত্বো বাসুদেবো যথা নারদপঞ্চরাত্রে— দিব্যাতিদিব্য-শ্রীদেহং কালমায়াদ্যগোচরং। শ্বেতদ্বীপেশ্বরং পূর্ণং বাসুদেবং চতুর্ভুজং।' বিশুদ্ধসত্ত্বো গোবিন্দো যথা

অর্থাৎ পরস্পর অমিশ্রিত মহাভূত-পঞ্চকে আবৃত থাকে। এই সহস্র-শীর্ষা বিশ্বাত্মা, নিত্যরূপী মহাবিষ্ণু একৈকাংশে (পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে) প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। এই মহাবিষ্ণুই নিজ বামাঙ্গ হইতে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, দক্ষিণাঙ্গ হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ হইতে জ্যোতির্লিঙ্গাত্মক শম্ভুকে সৃষ্টি করিলেন। এই শম্ভু হইতে অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব সঞ্জাত হইয়াছে। সৃষ্টিকার্য্য—রজোগুণের ব্যাপার; সত্ত্বগুণে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব রজোগুণ-সম্বলিত সত্ত্বগুণী মহাবিষ্ণু এবং একমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৭।৪৮) 'যাঁহার রোমকূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান— যিনি কারণ-সমুদ্রের জলে যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়াছেন—যাঁহার একটিমাত্র নিঃশ্বাসকাল অবলম্বন করিয়া লোমবিবরজাত ব্রহ্মাণ্ডাবলির পালনাদি-কর্ত্তা স্বাধিকারে নিযুক্ত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ—সেই গোবিন্দকে ভজন করি।' পরসত্ত্ব—বাসুদেব, প্রমাণ নারদপঞ্চরাত্রে—দিব্যাতিদিব্য পরম সুন্দর বিগ্রহ-ধারী, কালমায়াদির

শ্রীভাগ (১০।২৭।৪) শক্রস্তুতিঃ—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্। মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ'॥ ইত্যাদি—তথা বাসুদেবোপনিষদি—'যদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্ত-বিবর্জিতং। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ং॥' তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪১) 'মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে ত্রৈগুণ্য-তদ্বিষয়বেদবিতায়মানা। সত্ত্বাবলম্বি-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধসত্ত্বং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' তথা নারদপঞ্চরাত্রে—'দ্বিভুজং তু ঘনশ্যামং কিশোরং বনমালিনং। দিব্যাভরণদিব্যাঙ্গং গোপকন্যাগণাবৃতং॥ দয়িতং প্রেমভক্তা-নামদ্বৈতং ব্রহ্মবাদিনাং। মীনকূর্মাদয়ো যস্য স্বাংশাংশাঃ সর্ব দেবতা' ইত্যাদি। ততঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ বিশুদ্ধসত্ত্বো গোবিন্দঃ

অগোচর, চতুর্ভুজ, শ্বেতদ্বীপপতি পূর্ণ বাসুদেবকে ভজন করি।' বিশুদ্ধসত্ত্ব—গোবিন্দ, প্রমাণ—ইন্দ্রস্তুতিতে (১০।২৭।৪)—'হে প্রভো! আপনার স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময় (চিদানন্দরূপ), শান্ত (ক্ষোভশূন্য) তপোময় (জ্ঞান-স্বরূপ) ও রজস্তমোগুণলেশহীন, সুতরাং মায়াময় এই গুণ-প্রবাহ সংসার আপনার হইতেই পারে না।' বাসুদেবোপনিষদে অদ্বিতীয় (স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ রহিত, অথচ স্বগতভেদযুক্ত), ব্রহ্ম (অবিনাশী), আদিমধ্যাবসান-রহিত, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দময় ও অব্যয় সেই রূপকে ভক্তিবলে জানা যায়। ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪১)* নারদ-পঞ্চরাত্রে—তিনি কিন্তু দ্বিভুজ, ঘনশ্যাম, কিশোরবয়স্ক, বনমালাধারী, দিব্যাভরণে উদ্ভাসিতাঙ্গ, গোপকন্যাগণে পরিবেষ্টিত—প্রেমভক্তগণের দয়িত, ব্রহ্মবাদিগণের নিকটে অদ্বৈততত্ত্ব। তাঁহার স্বাংশের অংশে

---

*অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ১০৯)

স এব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বপ্রকাশঃ দিব্যবৃন্দাবনেশঃ নিত্যবৃন্দাবনে প্রকাশোঽভূদিতি বেদবেদান্তাদিভি র্নির্দিষ্টং। তথাহি ব্রহ্ম-সংহিতায়াং (৫।১) 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণং॥' ১॥

কিংত্বেবং শ্রুতং তল্লক্ষণং, যদি অঙ্গ-চিহ্নেন জনদৃগ্‌গোচরী-ভবতী, তদা প্রতীয়তে, তত্র শ্রবণাদ্দর্শনং শ্রেষ্ঠং, দর্শনাৎ স্পর্শন-মিত্যাদি তদেব পাদচিহ্নেন জ্ঞায়তে যথা পদ্মপুরাণে নারদং প্রতি ব্রহ্মোবাচ—'শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্নলক্ষণং। ভগবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্যানন্দৈকরসস্য চ। অবতারা হ্যসংখ্যাতাঃ কথিতা মে তবাগ্রতঃ। পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥

মৎস্যকূর্মাদি সকল অবতার হইয়া থাকে। সুতরাং সচ্চিদানন্দঘন, বিশুদ্ধসত্ব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্রকাশ, দিব্যবৃন্দাবননাথ নিত্যই বৃন্দাবনে প্রকাশমান—ইহাই বেদবেদান্তাদিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম সংহিতায় (৫।১) পরমেশ্বর কৃষ্ণ ইত্যাদি ১।

আপত্তি—তাঁহার লক্ষণ সব শুনা হইল বটে, কিন্তু যদি অঙ্গ-চিহ্নের সহিত তিনি লোকনয়নের গোচরীভূত হন, তবে ত বিশ্বাস হয়; তাহাতেও আবার শ্রবণ হইতে দর্শন এবং দর্শন হইতে স্পর্শন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

উত্তর—চরণচিহ্নদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, যথা পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ—'হে নারদ! আনন্দৈকরস ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগের চিহ্নসকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার অসংখ্য অবতার, কিন্তু এই কথাই সার বলিব যে

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীণাঞ্চ তথৈব চ। আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ কেনৈব জ্ঞায়তে দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ। তান্যহং বেদ নান্যোঽস্তি সর্ব্বমেতন্ময়োদিতং॥ ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ॥ ধ্বজং পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ॥ সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম! ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকং॥ অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতং। জম্বুফল-সমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ॥ অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্! দৃশ্যতে চ যদা কদা। কৃষ্ণাখ্যং পরমং ব্রহ্ম ভুবি-জাতং ন সংশয়ঃ। এতানি বৎস চিহ্নানি দৃষ্টানি চ শ্রুতানি

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং (অন্যনিরপেক্ষ) ভগবান্; দেবতাদের ও ঋষিদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য এবং নিজ ভক্তবৃন্দের প্রিয়তাবিধাননিমিত্ত ভগবান্ ধরায় আবির্ভূত হন। লীলাবিনোদী ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে কি লক্ষণে জানা যায়—তাহা আমিই জানি, অন্য কেহই জানে না। হে বৈষ্ণবোত্তম! আমি তাঁহার চরণতলে ষোলটি চিহ্ন দেখিয়াছি; দক্ষিণ চরণে—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা ও অষ্টকোণ—এই আটটি চিহ্ন এবং বামচরণে—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, বিন্দু, মৎস্য ও গোষ্পদ—এই সাতটি চিহ্ন—মোট ১৫টী চিহ্ন হইল। ষোড়শচিহ্ন হইল চরণের যে কোনও স্থলে জম্বুফলের আকার। হে দেবর্ষিবর্য্য! এই চিহ্নগুলি যখন যাঁহাতে দেখা যায়, তখনই তাঁহাকে পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ বলিয়া জানিবে,

চ। বেদাগ্রকথিতান্যেব পুনঃ কিং কথয়াম্যহং॥" পুরাণান্তরে— শঙ্খচক্রাতপত্রাদিচিহ্নত্রয়ঞ্চ, যথা বিষ্ণুপুরাণে—যত্র কৃষ্ণেন সঞ্চরিতং ক্রীড়িতং চ যথাসুখং। চক্রাঙ্কিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে। যথা ক্রমদীপিকায়াং (৩।১৫) মৎস্যাঙ্কুশারিদরকেতুযবাব্জবজ্রসংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামং। অরিদরং শঙ্খচক্রং। ইতি, মৎস্যধ্বজাতপত্রশ্চেতিরূপেণ চিহ্নিতং চরণদ্বয়মিতি। এতচ্চিহ্নত্রয়েণ ঊনবিংশতিঃ চিহ্নানি শ্রীভগবচ্চরণকমলে নির্দিষ্টানীতি। দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ এব চ। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! অবতারে কথঞ্চন। অথাপরঞ্চ শ্রীভাগ (১০।১৪।১৮) বৎসহরণে মহাশ্চর্য্যং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাহ—অত্রৈব ত্বদৃতেঽস্য

ইহাতে আর সংশয় নাই। হে বৎস! এই চিহ্নগুলি আমি দেখিয়াছি, শুনিয়াছি এবং উপনিষদে ইহাদের বিবরণও কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আর অধিক কি বলিব?" অন্য পুরাণে—শঙ্খ, চক্র ও ছত্র এই তিনটি অতিরিক্ত চিহ্নেরও উক্তি আছে। বিষ্ণুপুরাণে—যে ব্রহ্মময় শুভধামে শ্রীকৃষ্ণ মহাসুখে চক্রচিহ্নিত চরণে সঞ্চরণ ও ক্রীড়াদি করিয়াছেন। ক্রমদীপিকাতে—মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজা, যব, পদ্ম ও বজ্র প্রভৃতি চিহ্নে লক্ষিত অরুণ করচরণতলে তিনি অতি রমণীয় হইয়াছেন। এবং মৎস্য, ধ্বজা ও ছত্রে চিহ্নিত চরণদ্বয়— ইত্যাদি বাক্যে চক্র, শঙ্খ ও ছত্র—এই তিনটি লইয়া শ্রীভগবানের চরণে মোট ১৯ চিহ্ন নির্দিষ্ট হইল। এই চিহ্নরাজির মধ্যে ২, ৩, ৪ বা ৫টি কোনও কোনও অবতারে দেখা যাইতে পারে। অপরন্তু বৎসহরণে মহাশ্চর্য্য-ব্যাপার-দর্শনে ব্রহ্মার বাক্য—(১০।১৪।১৮)

কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতমেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি। তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতাস্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ ইত্যাদি শ্রবণদর্শনানুধ্যান-নানাপ্রমাণেনৈব-জ্ঞাপনীয়ং। ২

অথ বাসুদেবাদয়ো ব্রহ্মাদয়ো মৎস্যকূর্ম্মাদয়ঃ কে ইত্যাচার্য্যং—তদেব ভাগাংশকলাশক্ত্যাবেশত্বেন নিরূপিতাঃ। যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—'ভাগ স্তূর্দ্ধং তদর্দ্ধঞ্চ অংশ ইত্যভিধীয়তে। তদর্দ্ধং কুলমাখ্যাতং কলা তস্যার্দ্ধমুচ্যতে॥ তদর্দ্ধং শক্তিরাখ্যাতা আবেশঃ স্যাত্তদর্দ্ধকঃ। এবং চতুঃষষ্টিভাগৈরবতারাঃ পরাত্মনঃ।'

আপনা হইতে ভিন্ন এই বিশ্বের মায়াকার্য্য আপনি অদ্যই ত দর্শন করাইয়াছেন। তাহার নিদর্শন বলিতেছি—বৎস-বালকহরণ কালে আপনি স্বরূপতঃ এক ছিলেন, হরণের অব্যবহিত পরে বৎস, বালক, বেণু বেত্রাদি সমস্তই আপনি হইলেন, তারপরে আমার সহিত নিখিল তত্ত্বাদি কর্তৃক উপাসিত হইয়া তাবৎসংখ্যক চতুর্ভুজমূর্ত্তিও হইয়াছিলেন—ততসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডও দেখাইয়াছেন—অতএব অপরিমিত পরিপূর্ণ আপনি মাত্র অশেষরূপে দৃষ্ট হইতেছেন।' ইত্যাদি শ্রবণ দর্শন ও অনুধ্যান প্রভৃতি নানা প্রমাণে জানিতে হইবে। ২।

এক্ষণে বাসুদেবাদি, ব্রহ্মাদি ও মৎস্য-কূর্ম্মাদি কে অর্থাৎ তাঁহাদের স্বরূপ কি—ইহাই বল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভাগ, অংশ, কলা, শক্তি ও আবেশরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—ভাগ মূলের অর্দ্ধ, তাহার অর্দ্ধকে অংশ কহে। তাহার অর্দ্ধকে কুল, কুলের অর্দ্ধ

তন্নিরূপণমাহ—তদর্দ্ধভাগো রাধা, তদ্ যথা পদ্মপুরাণে—আদ্যা-শক্তিঃ স্বয়ং রাধা মুকুন্দার্দ্ধাঙ্গসঙ্গতা। সুশীলা সুগতিঃ সাধ্বী বৃন্দাবন-বিলাসিনী॥ তথা সম্মোহনতন্ত্রে প্রথম-পটলে—'পূর্ণা-নন্দ-স্বরূপং যত্তন্নিত্যং নেতরৎ পুনঃ। তদানন্দময়ী রাধা তদা-নন্দময়ো হরিঃ॥ ন ভৌতিকো দেহবন্ধ স্তয়োরানন্দরূপয়োঃ। একং ব্রহ্ম দ্বিধাভূতং যোগিনাং জ্ঞানহেতবে॥ দাহকেন যথা বহ্নৌ বহ্নিং প্রাপ্য বিজৃম্ভতে। শক্তিশক্তিমতোরৈক্যং যথা জ্ঞেয়ং মণীষিভিঃ॥ তথার্দ্ধাঙ্গাৎ সমুৎপন্না অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা রাধা। যথা গোবিন্দবৃন্দাবনে বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—'শৃণুষ্ব কথয়িষ্যামি বলরাম! যথা মম। ত্রিভঙ্গস্থঞ্চ তাং বংশীং

কলা, কলার অর্দ্ধ শক্তি আর আবেশ শক্তির অর্দ্ধ। এইরূপে অংশভাগেও অবতার হইতে পারে। এখন নিরূপণ করা হইতেছে—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধভাগ, পদ্মপুরাণে—রাধাই আদ্যাশক্তি, স্বয়ং মুকুন্দের অর্দ্ধাঙ্গ সংপ্রাপ্তি করিয়াছেন। তিনি সুশীলা, সুগতি, সাধ্বী ও বৃন্দাবন-বিলাসিনী। সম্মোহনতন্ত্রে—যাহা পূর্ণানন্দ-স্বরূপ তাহাই নিত্য, খণ্ড আনন্দ কিন্তু অনিত্য। রাধাও পূর্ণানন্দময়ী আর কৃষ্ণও পূর্ণানন্দময়। আনন্দস্বরূপ এই যুগলের ভৌতিক দেহবন্ধন নাই। যোগিদের জ্ঞানসিদ্ধির জন্য এক ব্রহ্মই দ্বিধাভূত হইয়াছেন। অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিলে যেমন তাহা অগ্নি পাইয়াই প্রকাশিত হয় (কাষ্ঠের মধ্যে অন্তর্নিহিত অগ্নিও যেমন অগ্নিসাহায্যেই আত্ম-প্রকাশ করে), শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব যেমন মণীষিগণ জানেন, সেইরূপেই যুগলকিশোর (অভিন্নাত্মা হইলেও) শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গ

গৃহীত্বা হৃষ্টমানসঃ॥ দিব্যনীপাঙ্ঘ্রিপতলে মণিবন্ধে মহাপ্রভে। সুবর্ণবেদিকামধ্যে নির্মলে প্রতিনির্মলে॥ সংপশ্যন্নাত্মনাত্মানং স্বয়মেব বিমোহিতঃ। এতস্মিন্নেব সময়ে যাতো মে হৃদয়ে রসঃ। শৃঙ্গারাখ্যঃ সুখময়ঃ সর্বলোকৈকমোহনঃ। আত্মানং রন্তুমিচ্ছামি নারীত্বং মনসেপ্সিতং। ইতি সঞ্চিন্তিতে চিত্তে মনস্তত্র স্বয়ং গতং। রসাদানন্দ আনন্দাদনুভাববিবোধিনী। স্বয়মাত্মা দ্বিধাভূতা পরমানন্দ-রূপিণী॥ রসস্বরূপিণী দেবী বামাংশেন বিনির্গতা। বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা গৌরী দিব্যাভরণ-ভূষিতা॥ এবং শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধস্বরূপা রাধা সর্বশক্তিময়ী স্মৃতেত্যাদি। তথা শ্রীকৃষ্ণ

হইতে শ্রীরাধা সমুৎপন্ন, অতএব শ্রীমতী অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ। গোবিন্দ-বৃন্দাবনে বলরামকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'হে বলরাম! আমার ত্রিভঙ্গত্বের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সেই বংশী লইয়া আনন্দিতমনে দিব্য কদম্ববৃক্ষতলে মণি-নিবদ্ধ, মহোজ্জ্বল মহানির্মল স্বর্ণবেদিকামধ্যে নিজে নিজেকে দেখিয়া স্বয়ংই বিমোহিত হইয়াছিলাম। এই সময়ে আমার হৃদয়ে এক সুখময় সর্বলোকৈকমোহন শৃঙ্গারাখ্য রস আবির্ভূত হইল। নিজেকেই রমণ করিতে ইচ্ছা হইলে মনে মনে নারীত্বের প্রাপ্তিতেও লিপ্সা জন্মিল। চিত্তে এই চিন্তা করিতে করিতেই মন তখন আয়ত্ত হইল, রস হইতে আনন্দ, আনন্দ হইতে আবার অনুভাব-বিজ্ঞাপিকা পরমানন্দস্বরূপা হইয়া আত্মা দ্বিধাভূত হইল। বামাংশ হইতে তখন বিদ্যুৎপুঞ্জতুল্যা দিব্যালঙ্কারশোভিতা গৌরাঙ্গিনী রসস্বরূপিণী দেবী বিনির্গত হইল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধ-স্বরূপা সর্বশক্তিময়ী শ্রীরাধা (তত্ত্ব) নির্দিষ্ট হইল।.........................

যামলে চতুর্দশাধিকশত-পটলে শ্রীবাসুদেবং প্রতি ত্রিপুরোবাচ —অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণ উকারেণৈব রাধিকা। কলয়াত্মা কলাভিজ্ঞা বাসনাবরবিগ্রহাৎ। বিন্দুবত্বং পরং তত্ত্বমনয়োঃ পাদচারণে। তথা গোবিন্দবৃন্দাবনে বলভদ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—"ত্রিতত্ত্বরূপিণী সা তু রাধিকা মম বল্লভা। প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি শক্তিস্বরূপিণী॥ প্রকাশত্রয়রূপেণ নির্গুণাকারচিৎপরঃ। এবং সম্মতঃ সর্বেশঃ সাপি সর্বেশ্বরেশ্বরী॥ ক্রিয়ারূপেণ সা প্রোক্তা দ্বয়োঃ সমরসাত্মিকা॥" ইত্যেবং শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধভাগো রাধা সর্বশক্তি-স্বরূপা চ। তথা সম্মোহনতন্ত্রে নারদস্তুতিঃ—কা ত্বমাশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদি-দুর্গমে। যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কুত্রচিৎ॥ ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি স্তথেশিতুঃ। তবাংশমাত্রমিত্যেবমণীয়াংশঃ প্রবর্ত্ততে॥ যা যা বিভূতয়োহ চিন্ত্যাঃ

গোবিন্দবৃন্দাবনে বলভদ্রকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তত্ত্বত্রয়রূপিণী সেই রাধিকা আমার বল্লভা, আমি যেরূপ প্রকৃতির অতীত, শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধাও তদ্রূপই। প্রকাশত্রয় (কার্য্য, কারণ ও তুরীয়) রূপে নির্গুণাকার চিন্ময় সর্বেশ্বরকেই সর্বশাস্ত্র নির্দ্দেশ করে, আর সর্বেশ্বরেশ্বরী শ্রীরাধাও তদ্রূপই। উভয়ের ক্রিয়ারূপেই কিন্তু সমরসাত্মিকা তাঁহাকে বলা হয়।' এইভাবে দেখান হইল যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধভাগ এবং সর্বশক্তিস্বরূপা। সম্মোহনতন্ত্রে নারদস্তুতিতে—ব্রহ্মরুদ্রাদিরও দুর্জ্ঞেয় আশ্চর্য্যশক্তিময়ী তুমি কে? তুমি কখনও যোগীন্দ্রদের ধ্যানমার্গেও স্পর্শ দাও না হে! ঈশ্বরের ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি তোমারই অংশমাত্র—অতএব অতিসূক্ষ্ম (অল্প) অংশমাত্রই কার্য্যতঃ

শক্তয়শ্চারুমায়িনঃ। পরেশস্য মহাবিষ্ণো স্তাঃ সর্বাস্তে কলা-কলাঃ॥ ইতি সর্বাঃ শক্তয়ঃ শ্রীরাধায়াঃ বিদ্যন্তে। ৩

অথ কেনচিদুক্তং—'আদ্যাশক্তি র্ভগবতী দুর্গা ইতি সর্বত্র খ্যাতিঃ কথমন্যা ?' তদত্রাবধীয়তাং বরাহ-সংহিতায়াং সপ্তাবরণ-বিবরণে বৃন্দাবনস্থান-নিরূপণে—'তত্রোপরি চ মাণিক্যস্বর্ণ-সিংহাসনে স্থিতঃ। গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে॥ শ্রীগোবিন্দং তত্র সংস্থং বল্লবীবৃন্দবল্লভং। তৎস্পর্শগন্ধপুষ্পাদি নানাসৌরভসন্নিভং॥ তৎপ্রিয়া প্রকৃতি স্ত্বাদ্যা রাধিকা তস্য বল্লভা। তৎকলাকোটিকোটাংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥'

প্রবৃত্ত হয়! মহামায়াবী মহাবিষ্ণু পরমেশ্বরের যে সকল অচিন্ত্য বিভূতি ও শক্তি আছে—তাহা তাহাই তোমার কলার কলা। অতএব সকল শক্তিই শ্রীরাধিকায় বিদ্যমান॥ ৩

এস্থলে কাহারও **আপত্তি**···ইহাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে যে আদ্যাশক্তি—ভগবতী দুর্গাই, কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তে অন্য (রাধা) কিরূপে আদ্যাশক্তি হইল? **উত্তর**···তবে মনোযোগ দিয়া শুন··· [বরাহ-সংহিতায় সপ্তাবরণবিবরণে বৃন্দাবনস্থাননিরূপণে] তাহার উপরি-ভাগে মাণিক্যজটিত স্বর্ণসিংহাসনে গোবিন্দের প্রিয়স্থান আছে··· ইহার মহিমা কি আর বলিতে পারা যায়? তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন—শ্রীগোবিন্দ, তিনি গোপীগণের বল্লভ; তাঁহার স্পর্শগন্ধ (লেশ) পাইয়া পুষ্পাদির নানাবিধ সৌরভ প্রসৃত হয়: তাঁহার প্রেয়সী ও বল্লভা শ্রীরাধাই আদ্যা প্রকৃতি। দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিগণ তাঁহারই কলার কোটি কোটি অংশ-স্বরূপা। শ্রীভগবান্

সর্বশক্তিঃ শ্রীভগবতা কৃষ্ণেন রাধায়ামারোপিতা, অভেদত্বাৎ। স্বয়ং নির্বিঘ্নঃ পরমরসময়ঃ পরমানন্দস্বরূপঃ, নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ-পরো নিত্যপ্রকাশস্তথাপি রাধায়াশ্চাভেদত্বাৎ, তস্মিন্ ভগবতি সর্বশক্তিত্বং সগুণত্বং প্রাকৃতত্বং নিরূপিতম্॥ ৪

সর্বশক্তি যথা—ক্রিয়াশক্তিরিচ্ছাশক্তি র্জ্ঞানশক্তিরিতি ত্রিধা। তত্র ক্রিয়াশক্তি র্যথা—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশমহাবিষ্ণুনারায়ণাদয়ঃ। যথা শ্রীভাগ (২।৫।১৮) 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ। স্থিতি-স্বর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ॥' তথা ব্রহ্মবৈবর্তে—এবং প্রত্যণ্ডকং ব্রহ্মা কোহং জানামি কিং বিভো! রজোগুণ-প্রভাবোঽহং সৃজাম্যেতৎ পুনঃ পুনঃ॥ সত্ত্বস্থো ভগবান্ বিষ্ণুঃ পাতি সর্বং চরাচরং। রুদ্ররূপী চ

কৃষ্ণ সর্বশক্তি শ্রীরাধাতেই আরোপণ করিয়াছেন, যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন। স্বয়ং নির্বিঘ্ন (?) পরমরসময়, পরমানন্দস্বরূপ, নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত, নিত্যপ্রকাশ হইলেও রাধার সহিত অভেদ বলিয়া সেই ভগবানেও সর্বশক্তিত্ব, সগুণত্ব এবং প্রাকৃতত্ব নিরূপিত হইয়াছে॥ ৪

সর্বশক্তি বলিতে—ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই তিনটাকে বুঝায়। তন্মধ্যে ক্রিয়াশক্তি যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাবিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি। (২।৫।১৮) সেই বিভু নির্গুণ, কিন্তু মায়াদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি ও লয়-নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক গুণত্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্তে—হে প্রভো! এই ভাবে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের [সংস্থান,] আমি ক্ষুদ্র ব্রহ্মা, আমি কি জানি? রজোগুণস্বভাবে আমি এই ব্রহ্মাণ্ডেরই পুনঃপুনঃ সৃজন করি; সত্ত্বগুণময় ভগবান্

কল্পান্তে সংহরত্যেতদেব হি ॥ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নিত্যং চানিত্যবন্মুনে। মহাবিষ্ণু র্যথা—ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।১৫-১৬) 'সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ। বামাঙ্গাদসৃজদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিং ॥ জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চ্চদেশাদবাসৃজৎ। অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ব্যজায়ত ॥' নারায়ণো যথা—'শ্রীভাগ (১১।৪।৩) দ্রুমিল উবাচ—ভূতৈ র্যদা পঞ্চভি রাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥' অয়মেব মহাবিষ্ণুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কলা যথা—ব্রহ্মসং (৫।৪৮) 'বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।'

বিষ্ণু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পালন করেন আর কল্পক্ষয়ে রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন। এই ভাবে নিত্য কালচক্র প্রবর্ত্তিত হইলেও অনিত্যবং (?) প্রতীয়মান হয়। মহাবিষ্ণু যথা (ব্রহ্মসংহিতায় ৫।১৫) সহস্রশীর্ষা বিশ্বাত্মা সনাতন মহাবিষ্ণু বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু ও দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতি (হিরণ্যগর্ভ) এবং জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভুকে ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শম্ভু হইতে অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। নারায়ণ যথা—(১১।৪।৩) দ্রুমিল বলিয়াছেন—স্বসৃষ্ট ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ করত আদিদেব নারায়ণ পুরুষ সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। এই মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কলা, যথা (ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৪৮) মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। পূর্ব্বে উদ্ধৃত ভাগবতের (১১।৪।৩) শ্লোকে 'আদিদেব' বলিতে গোবিন্দই

আদিদেবো গোবিন্দঃ—ইতি ক্রিয়াশক্তিঃ। অথেচ্ছাশক্তি যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৪) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ অথ শ্রীভগবদ্-গীতাসূপনিষৎসু শ্রীভগবানুবাচ (৯।১০) ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। ইতি ইচ্ছাশক্তিঃ শ্রীভগবতী দুর্গা। অথ জ্ঞানশক্তি যথা শ্রীভগবদবধানমাত্রেণ সৃষ্টেরুদ্ভবঃ প্রভবঃ প্রলয়শ্চ ভবতি, যথা শ্রুতের্বাক্যবৃত্তৌ—'অনাপন্নবিকারঃ সন্নয়-স্কান্তবদেব যঃ। বুদ্ধ্যাদীং শ্চালয়ন্ প্রত্যগিত্যাদি। 'অয়স্কান্ত-সন্নিধানে লৌহং চ চলতি যথা।' অয়স্কান্তো ন কিঞ্চিৎ করোতি ন কিঞ্চিৎ পালয়তি, ন কিঞ্চিৎ সংহরতি চ—ইত্যেবং জ্ঞানশক্তিঃ॥ ৫

বাচ্য—ইতি ক্রিয়াশক্তি। ইচ্ছাশক্তির বিবৃতি—যথা (ব্রহ্মসং ৫।৪৪) যাঁহার সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারিণী একমাত্র শক্তি শ্রীদুর্গা ছায়ার মত অনুগতা হইয়া চতুর্দশ ভুবন ধারণ পোষণ করেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। শ্রীগীতাতে (৯।১০) অধ্যক্ষরূপী আমার সান্নিধ্যে প্রকৃতি স্থাবরজঙ্গম জগৎ প্রসব করে। অতএব ইচ্ছাশক্তি—ভগবতী দুর্গা। এক্ষণে জ্ঞানশক্তির বিষয় বলিতেছেন—শ্রীভগবানের অবধানমাত্রেই সৃষ্টির উদ্ভব, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে; যথা বাক্যবৃত্তিতে—'অয়স্কান্তমণিবৎ যিনি স্বরূপতঃ বিকারগ্রস্ত না হইয়াও বুদ্ধ্যাদির চালন করেন'—ইত্যাদি। অয়স্কান্তের সন্নিধানে আসিয়া যেমন লৌহ

অথাংশভাগো যথা বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাদয়ঃ। যথা বরাহসংহিতায়াং—শ্রীভগবান্ বরাহ উবাচ—রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনস্থিতং। পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষাস্রগম্বরং॥' এবং ভগবতঃ সপ্তাবরণস্য পঞ্চমাবরণং যথা—তদ্বাহ্যে স্বর্ণ-প্রাচীরে কোটি-সূর্য্য-সমুজ্জ্বলে। চতুর্দিক্ষু মহোদ্যান-মঞ্জু-সৌরভ-মোহিতে। পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎপারিজাতদ্রুমাশ্রয়ে। তত্রা-ধস্তু স্বর্ণপীঠে স্বর্ণমন্দিরমণ্ডিতে। তন্মধ্যে মণিমাণিক্যরত্নসিংহা-সনোজ্জ্বলে। তত্রোপরি পরানন্দং বাসুদেবং জগদ্গুরুং। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং। রুক্মিণী সত্যভামা চ

চলিতে থাকে, অয়স্কান্ত কিছুই করে না, পালন করে না ও কিছুর বিনাশও করে না; তদ্রূপ যাহার সন্নিধানে জগদ্ ব্যাপার চলিতেছে ইত্যাদি—জ্ঞানশক্তি॥ ৫

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি অংশ ভাগাদির বিবরণ দেওয়া হইতেছে। বরাহ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—ভগবান্ বরাহ বলিলেন—'মহারূপলাবণ্যনিধান দিব্যভূষামাল্যবস্ত্রাদিতে সুশোভিত, স্বর্ণসিংহাসনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে ভগবানের সপ্তাবরণের মধ্যে পঞ্চমাবরণ যথা—তাহার বহির্দিকে কোটিসূর্য্য হইতেও সমুজ্জ্বল স্বর্ণপ্রাচীরে [বেষ্টিত], চতুর্দিকে মহা উদ্যান সমূহের মনোজ্ঞ সৌরভ প্রসৃত হইয়া তত্রত্য জীবসমূহকে মোহিত করিতেছে; পশ্চিমদিকের সম্মুখভাগে পরমসুন্দর পারিজাত বৃক্ষ বিরাজমান—তাহার নিম্নদেশে স্বর্ণ-মন্দির-শোভিত মণিমাণিক্য রত্নসিংহাসনে উজ্জ্বলীকৃত স্বর্ণাসনে জগদ্গুরু পরমানন্দ বাসুদেব

নাগ্নজিত্যা সুলক্ষণা। মিত্রবিন্দা সুলগ্না চ তথা জাম্ববতী প্রিয়া। সুশীলা চাষ্ট মহিষী বাসুদেবাগ্রতঃ স্থিতাঃ॥ উদ্ধবাদ্যাঃ পারিষদা বুধাস্তদ্ভক্তি-তৎপরাঃ। উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন-সংশ্রিতে। সুবিস্তীর্ণে স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপ-মণ্ডিতে। তত্র মধ্যে তু মাণিক্যদিব্য-সিংহাসনোজ্জ্বলে। প্রদ্যুম্নং চ রতিং দেবীং তত্রোপরি সমাস্থিতাং। অসিতাঞ্জন-পূর্ণাভমরবিন্দদলেক্ষণং। পূর্বোদ্যানে মহারণ্যে সুরদ্রুমসমাশ্রয়ে। তস্যাধস্তু মহাপীঠে হেমমণ্ডপ-মণ্ডিতে। তস্য মধ্যস্থিতে রাজদ্দিব্যসিংহাসনোজ্জ্বলে॥ শ্রীযুক্তা উষয়া শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিং। সান্দ্রানন্দং ঘনশ্যামং চারুচঞ্চললোচনং। প্রিয়ভৃত্যগণারাধ্যং যন্ত্রসঙ্গীতকপ্রিয়ং॥ পূর্ণব্রহ্মরসানন্দং শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপিণং॥" এবং শ্রীবাসুদেবাদয়ঃ শ্রীরাধা

দেদীপ্যমান—তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও বনমালী; রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, সুলক্ষণা, মিত্রবিন্দা, সুলগ্না, জাম্ববতী, সুশীলা প্রভৃতি অষ্ট মহিষী বাসুদেবের অগ্রভাবে অবস্থিতা। উদ্ধবাদি পার্ষদগণ, পণ্ডিতগণ, বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণও তথায় অবস্থান করিতেছেন। উত্তরদিকের হরিচন্দনবৃক্ষশোভিত দিব্য উদ্যানে মণিমণ্ডপ-মণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ মাণিক্যময় দিব্য সিংহাসনে উজ্জ্বল স্বর্ণপীঠে প্রদ্যুম্ন ও দেবী রতি বিরাজমান। প্রদ্যুম্ন নীলাঞ্জনপ্রভ ও পদ্মপলাশলোচন। পূর্বদিকের উদ্যানে কল্পবৃক্ষশোভিত মহাবনের তলদেশে হেমমণ্ডপ-মণ্ডিত সুন্দর দিব্য সিংহাসনে উজ্জ্বল মহাপীঠে শ্রীমতী উষার সহিত জগৎপতি শ্রীঅনিরুদ্ধ—তিনি সান্দ্রানন্দ, মেঘশ্যামল, সুচারু-চঞ্চল-নয়নযুক্ত, প্রিয়ভৃত্যগণ-কর্তৃক আরাধ্য, বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতপ্রিয়। তিনি পূর্ণব্রহ্ম

কৃষ্ণস্যাবরণেনেত্যংশভাগাঃ। তথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—'তুরীয়াতীত এবাসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমনায়কঃ। পঞ্চভেদৈ রমত্যত্র সর্বতেজোময়ঃ প্রভুঃ। তুরীয়াতীত এবাসৌ তুরীয়ত্বং নিগদ্যতে।' অথ ব্রহ্মাদয়ঃ কে ইতি যদুক্তং তদেব অংশভাগঃ; যথা বৃহন্নারদীয়ে প্রথমশ্লোকঃ—'বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দবিগ্রহং। উপেন্দ্রং সান্দ্রকারুণ্যং পরানন্দবিভুং পরং। ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ। তমাদিদেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে। তদত্র ইন্দিরানন্দবিগ্রহমিতি বিশেষণং কথং, তত্রাহ—শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং লক্ষ্মীস্তপতি যথা—'সদাবক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকং। পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে।

রসানন্দ ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। এইভাবে দেখা গেল যে বাসুদেবাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবরণ-স্বরূপ, অতএব তাঁহারা অংশ ভাগ ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণযামলে যথা—প্রেমনায়ক এই শ্রীকৃষ্ণ তুরীয়াতীতই, এই সর্বতেজোময় প্রভু পঞ্চভেদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। পূর্বপৃষ্ঠ 'ব্রহ্মাদি কে?' এই বাক্যের উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহারা অংশভাগ ইত্যাদি যথা বৃহন্নারদীয়ে—"বৃন্দাবনবাস্তব্য, লক্ষ্মীর আনন্দপ্রদবিগ্রহ মহাকরুণ পরানন্দময় পরমপ্রভু উপেন্দ্রকে বন্দনা করি; লোকরক্ষক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি ইঁহার অংশ; আমি পরম বিশুদ্ধ চিদ্রূপ সেই আদিদেবকেই ভজনা করি।" এই শ্লোকে 'লক্ষ্মীর আনন্দপ্রদবিগ্রহ' এই বিশেষণ পদের সার্থক্য বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিকামনায় লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াছেন, যথা লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের সদা বক্ষোবিলাসিনী হইলেও কৃষ্ণবক্ষঃ

শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিন্তে তপসি কারণং। বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ। তদ্ দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ॥ স্বর্ণরেখেব তেনাথ রন্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা॥' তথোক্তং শ্রীভাগ (১০।১৬।৩৬) 'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণু-স্পরশাধিকারঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ নাম্নো হি মহিমৈতস্য সর্বতোঽধিক ঈর্য্যতে

কামনা করত ইহারই রূপ অধিকতর বরণ করিয়াছেন। এস্থলে পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মী কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—গোষ্ঠে তোমার সহিত গোপীরূপে বিহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'তাহা ত দুর্লভ'; পুনরায় লক্ষ্মী বলিলেন 'তোমার বক্ষে স্বর্ণরেখারূপে থাকিয়া বিলাস করিতে ইচ্ছা করি', শ্রীকৃষ্ণ তাহাই অঙ্গীকার করিলে লক্ষ্মী স্বর্ণ-রেখারূপে কৃষ্ণবক্ষে বিরাজমানা হইলেন। (ভাগ ১০:১৬,৩৬) হে দেব! বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী নারায়ণরূপী আপনার ললনা হইয়াও শ্রীমদনমোহনরূপী আপনার চরণরেণুস্পর্শাধিকার বাসনায় সর্বকামনা পরিত্যাগ করত বদ্ধনিয়মা হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াও আপনাকে প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু সেই চরণরেণুর অবাধ স্পর্শাধিকার এই মহানীচ নাগের ভাগ্যে হইল, ইহা কোন্ সুকৃতের ফল তাহা আমরা জানি না, ইহার নাম মহিমা সর্বাপেক্ষা অধিকতর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; অতএব এই

অতঃ স্বয়ং পদাত্তেভ্যো ভগবান্ কৃষ্ণ এব হি॥ স্বয়ংরূপমিতি ব্যক্তং শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।২৯) লক্ষ্মী সহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। ইত্যেবং ইন্দিরানন্দ-মন্দিরমিতি বিশেষণমেব॥ ৬

অথ বিষ্ণু-মহাবিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিব-মৎস্য-কূর্মাদয় ইতি ভগবান্ শ্রীরাধাকান্তস্য অংশকুল-কলাশক্ত্যাবেশাদিষু বর্ত্তন্তে। এতেষামংশাদীনাং নির্ণয়ং কর্ত্তুংকর্ত্তা শ্রীভগবানেব নান্যঃ। [যদেব] পুরাণাদিষু যদ্দৃশ্যতে তদত্র লিখ্যতে যথা ব্রহ্মসং (৫।৪৮) 'যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥' তথা বরাহ-সংহিতায়াং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-

---

শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই পরিভাষার 'স্বয়ং' পদে অন্যান্য অবতারগণের মধ্যে ভগবান্ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ বলিয়া ব্যক্ত হইল। ব্রহ্মসংহিতা (৫।২৯) অনন্ত ব্রজলক্ষ্মীগণ কর্ত্তৃক সম্ভ্রম-সহকারে সেব্যমান শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি। অতএব সুন্দরই বলা হইয়াছে—ইন্দিরানন্দ-মন্দির। ৬

বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারগণ—ভগবান্ শ্রীরাধাকান্তের অংশ (১/৪), কুল (১/৮), কলা (১/১৬), শক্তি (১/৩২) এবং আবেশ (১/৬৪) ইত্যাদিতে গণনীয়। এসব অংশাদির নির্ণয় করিতে একমাত্র কর্ত্তা শ্রীভগবান্ই, অন্য কেহ নহে। পুরাণাদিতে যাহা দেখা যায়—তাহাই এখানে লিখিতেছি। যথা ব্রহ্মসংহিতায় যাঁহার একটিমাত্র নিঃশ্বাসকাল অবলম্বন করত স্বীয় রোমবিবরজাত অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের পালনাদিকর্ত্তা

বিবরণে—'ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ-করাঙ্ঘ্রি তলশোভিতং। নখেন্দু-কিরণশ্রেণীপূর্ণব্রহ্মৈককারণং॥ কেচিদ্ বদন্তি তদ্রশ্মিব্রহ্মচিদ্রূপ-মব্যয়ং। তদংশাংশং মহাবিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।' তথা তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যকথন-প্রসঙ্গে পৃথিবীং প্রতি শ্রীভগবান্ বরাহ উবাচ—'যদঙ্ঘ্রি নখচন্দ্রাংশুমহিমান্তো ন বিদ্যতে। তন্মাহাত্ম্যং কিয়দ্দেবি! প্রোচ্যতে ত্বং সদা শৃণু॥ আদ্যন্তরহিতঃ সূক্ষ্মস্থূলাতীতঃ পরাৎপরঃ। স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বয়ংকর্ত্তা স্বয়ংহর্ত্তা স্বয়ংপ্রভুঃ॥ কটাক্ষমাত্র-ব্রহ্মাণ্ডকোটি-সৃষ্টিবিনাশকৃৎ। সদাশিব-মহাবিষ্ণুরুদ্রব্রহ্মাদিকারকঃ॥ নরাকৃতি র্নিত্যরূপী বংশী-বাদ্যপ্রিয়ঃ সদা। তথা নারদপঞ্চরাত্রে নারদানন্ত-সংবাদে

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব স্বস্বাধিকারে অবস্থান করেন—সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশস্বরূপ—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। বরাহসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-বিবরণে যাঁহার কর-চরণতল ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্মাদিতে চিহ্নিত তিনি স্ব-নখচন্দ্রকিরণমালাব্যাপ্ত ব্রহ্মেরও মুখ্য নিদান, কেহ কেহ সেই রশ্মিকে চিৎস্বরূপ অব্যয় 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন—মনীষিগণ তাঁহার অংশাংশের স্বরূপকে 'মহাবিষ্ণু, নাম দেন। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা কথনে পৃথিবীকে বরাহদেব বলিয়াছেন—হে দেবি! যাঁহার চরণ নখচন্দ্রের একটা কিরণকণার মহিমারও পার জানা যায় না, তাঁহার মহিমার অত্যল্পাংশ আমি বলিতেছি, তুমি সদাকাল শ্রবণ কর—অনন্ত-কোটিব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত ত্রিগুণময় ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি সকলেই তাঁহার কলার কোটি কোটি অংশ। তিনি অনাদি, অনন্ত, সূক্ষ্মস্থূলাতীত, পরাৎপর স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং কর্ত্তা, স্বয়ং হর্ত্তা ও স্বয়ং প্রভু। কটাক্ষমাত্রেই তিনি অনন্ত

ভক্তিরহস্যে—তাম্রপর্ণীনদীতীরে দ্রাবিড়েঽস্তি কিমদ্ভুতং। ভক্তি মূর্ত্তিমতী জাতা মলয়ধ্বজ-মন্দিরে॥ নাম্না প্রেম্ণা সদানন্দা ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমং। তল্লোকবাসিনং দেবং বৃন্দারণ্য-পুরন্দরং। দিব্যাতিদিব্যং শ্রীদেহং কালমায়াদ্যগোচরং। দয়িতং প্রেমভক্তানামদ্বৈতং ব্রহ্মবাদিনাং। মীনকূর্ম্মাদয়ো যস্য অংশাংশাঃ সর্বদেবতাঃ॥' তত্রৈবাত্র প্রেমতত্ত্ব-নিরূপণে—'সাংখ্যতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি আত্মতত্ত্বং বিশেষতঃ। ভক্তিং মুক্তিং বদিষ্যামি প্রেমতত্ত্বং বদাম্যহং। গুপ্তমদ্বয়নির্লেপং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। ব্রহ্মাণ্ডকোটিকোটীনাং স্রষ্টারং পালকং বিভুং॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং নাথানাং নাথমদ্বয়ং।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশ করিতে পারেন। সদাশিব, মহাবিষ্ণু ও রুদ্র ব্রহ্মাদির জন্মদাতা তিনি—নরাকার (দ্বিভুজ), নিত্যরূপী, বংশীপ্রিয় নারদপঞ্চরাত্রে—দ্রাবিড়ে তাম্রপর্ণীনদীতীরে মহাদ্ভুত এক বস্তু আছে। মলয়ধ্বজ-মন্দিরে ভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—তিনি নামে প্রেমে সদানন্দা, পুরুষোত্তমকে নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন—সেই পুরুষোত্তমদেব বৃন্দাবনপুরন্দর হইয়াও ঐ লোকে বাস করিতেছেন, তিনি দিব্যাতিদিব্য, পরমসুন্দরদেহধারী, কালমায়াদির অগোচর; প্রেমভক্তদের নিকট দয়িতরূপে এবং ব্রহ্মবাদিগণের নিকট অদ্বৈতরূপে প্রতিভাত, মীনকূর্ম্মাদি দেবতাগণ তাঁহারই অংশাংশ। প্রেমতত্ত্ব নিরূপণেও আছে—'আমি তোমাদিগকে সাংখ্যতত্ত্ব, বিশেষতঃ আত্মতত্ত্ব বলিব; ভক্তি, মুক্তি ও প্রেমতত্ত্ব বলিব। তিনি (সর্বশাস্ত্রে) গুপ্ত, অদ্বিতীয় ও নির্লেপ (মায়াসম্পর্কশূন্য), সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালক ও বিভু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

অনন্তফণামাণিক্য-সেবিতং চরণাম্বুজং ॥' অতো যাবদেবাবতার-স্বরূপা স্তে সর্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য অংশকলাদয়ঃ। যথা ব্রহ্মসং (৫।৩৯) 'রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্‌-ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥' ৭

অথ যদি শ্রীকৃষ্ণঃ পরমপুমান্ নিরীহঃ, তস্যাবতারাঃ কথং ? তদাহ—যথা নারদপঞ্চরাত্রে গৃহ্যোপনিষদি—রামাদয়োঽবতারাশ্চ কার্য্যার্থে সকলা ভুবি। ভারাবতারা ভূম্যাশ্চ মহাভার-বিনাশনাঃ॥ তদেব শ্রীবাসুদেবাদয়ঃ পৃথ্বীভারহরণায়, ব্রহ্মাদয়ঃ সৃজন-পালন-সংহরণায়, মৎস্যস্তু বেদোদ্ধরণায়, কূর্মস্তু মন্দরধারণায়,

---

মহেশগণের অধীশ্বরগণেরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক। তাঁহার চরণপদ্ম অনন্তদেবের ফণাসমূহের মাণিক্যদ্বারা সেবিত (উপরঞ্জিত) হইতেছে।' অতএব যত যত অবতার-স্বরূপ আছে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অংশ-কলাদি। যথা ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৯) শ্রীরামাদি অবতারগণে যে পরম পুরুষ কলাংশাদিরূপে নিয়ত অবস্থান করত চতুর্দশ ভুবনে বিবিধ অবতার প্রকটিত করেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেই অবতীর্ণ হন—সেই গোবিন্দকে ভজন করি।' ৭

এক্ষণে আপত্তি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যদি নিরীহই হয়েন, তবে তাঁহার অবতার কিরূপে হয় ? উত্তর বলিতেছেন—(নারদপঞ্চরাত্রে) পৃথিবীতে বিবিধ কার্য্য সম্পাদন জন্য রামাদি ভারহরণকারী অবতারগণ প্রকট হইয়া পৃথিবীর মহাভার নিরসন করেন। তাহাই বলিতেছেন—শ্রীবাসুদেবাদির পৃথিবীর ভারহরণ, ব্রহ্মাদির সৃজন, পালন ও সংহার

বরাহস্তু পৃথিব্যুদ্ধারায় হিরণ্যাক্ষবধায় চ। নৃসিংহস্তু হিরণ্যকশিপু-বধায়, বামনস্তু বলিচ্ছলনায়, পরশুরামস্তু পৃথ্বীনিঃক্ষত্রীকরণায়, শ্রীরামস্তু রাবণাদি-রাক্ষসবধায়, বলরামস্তু প্রলম্বাদি-মহামহাদৈত্য বধায়, বৌদ্ধস্তু ভূতদয়া-বিস্তারণায়, কল্কী চ ম্লেচ্ছ-সংহরণায়। পরেশত্বং কল্কিনোঽপি বিষ্ণুধর্মে বিলোক্যতে। তথা ব্যাসস্তু বেদধর্ম-প্রকাশনায়, এবং শ্রীভগবতোঽবতারাঃ অসংখ্যাঃ প্রয়োজনাপেক্ষকাঃ। তথা শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু শ্রীভগবানুবাচ—(৪।৭) 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥' অতঃ সর্বে অবতারাঃ সনিমিত্তাঃ। অথ এতেঽবতারাঃ কিংস্বরূপাঃ? তদাহ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—'এতস্যৈব পরেঽনন্তা হ্যবতারা মনোরমাঃ।

মৎস্যের বেদোদ্ধার, কূর্মের মন্দর-ধারণ, বরাহের পৃথিবীউদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবধ, নৃসিংহের হিরণ্যকশিপুবধ, বামনের বলিছলন, পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রীয়করণ, শ্রীরামচন্দ্রের রাবণাদিরাক্ষসবধ, বলরামের প্রলম্বাদি মহামহাদৈত্যবিনাশ, বৌদ্ধের জীবদয়া-প্রচার, কল্কির ম্লেচ্ছ সংহারই বিশেষ কার্য্য। বিষ্ণুধর্মে কল্কিরও পরেশত্ব বর্ণিত হইয়া থাকে। এইভাবে শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতারগণ সকলেই প্রয়োজনাপেক্ষক। গীতাতেও আছে—'যখন যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়—তখন তখনই আমি ধরার বুকে অবতার করি।' অতএব সকল অবতারই সহেতুক, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই অবতারগণ কোন্ স্বরূপের? তাহার উত্তর দিতেছেন—মহাগ্নি হইতে যেরূপ শতসহস্র উল্কা প্রসূত হয়, তদ্রূপ এই পুরুষোত্তমেই অনন্ত মনোরম অবতার

মহাগ্নেরিব যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।' তথৈব—'বন্যাজলং প্রায়মশেষবিস্তৃতং বিবক্ ক্ষিতিং ব্যাপ্য বিবর্দ্ধতে ভৃশং। যস্মাৎ সমুদ্ভূতমহো ততঃ পুনঃ কালে ভূয়ঃ প্রবিশেত্তথৈবং॥ 'অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাং। মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরোব্ধিশায়িতাং॥ সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্ বৈকুণ্ঠনাথতাং। ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্‌বৃত্ত্যাবগামিনঃ॥' তথা নারদপঞ্চরাত্রে— 'তদাজ্ঞাকারিণঃ সর্বে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর-রূপিণঃ। লীলাসুখময়াত্মান-স্তৎপ্রেমরূপভাবনাঃ॥' তথা শ্রীভাগ (১১।৬।১৪) 'নস্যোতগাব ইব যস্য বশেভবন্তি ব্রহ্মাদয় স্তনুভৃতো মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ। কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য শং ন স্তনোতু চরণং পুরুষোত্তমস্য'॥ তথা গোলোকসংহিতায়াং শ্রীভগবতো জিহ্বা-—

পণিত হয় এবং দিগন্তপ্রসারি বন্যাজল প্রায়শঃই বিশ্বপ্লাবন করত নিরন্তর বৃদ্ধি পাইয়া যে সাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, কালক্রমে পুনরায় তাহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে, [তদ্রূপ অনন্ত অবতার মহাবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে সমুদ্ভূত হইয়া পুনরায় কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়] 'এইজন্যই কৃষ্ণরহস্যজ্ঞ মুনিগণ পুরাণাদিতে কেহ নরসখ বলিয়া কেহবা উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরাব্ধিশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা, কেহবা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া ইহাকে কীর্ত্তন করেন।' নারদপঞ্চরাত্রে— সকল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরগণই তাঁহার আজ্ঞাকারী, লীলাসুখময়স্বরূপ এবং তাঁহার প্রেমস্বরূপেরই ভাবক। শ্রীভাগ (১১।৬।১৪)—কালরূপী পুরুষ প্রকৃতির অগোচর ও পুরুষোত্তম তোমার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত প্রাণিগণ বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধাদি করিয়া

মূলাৎ সরস্বত্যুত্থয় শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সাকাঙ্ক্ষং কটাক্ষমকরোৎ—ইতি দৃষ্ট্বা শ্রীভগবান্ সরস্বতীং প্রতি শশাপ, 'ভবতি তরুরূপা ভব' অন্তে ব্রহ্মাস্যাৎ সমুত্থয় ব্রহ্মণঃ পত্নীর্ভবিষ্যসীতি শাপদ্বয়ং শ্রুত্বা সরস্বতী চুকোপ, সরস্বত্যপি শ্রীভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতিশপ্তবতী, সরস্বত্যুবাচ—'হে ভগবন্! একাপরাধে শাপদ্বয়ং দত্তং যথা, তথা অহমপি শপামি। ভগবন্ অঙ্গজয়া সহ রমিষ্যসীতি' তদনু সাপরাধৈব সরস্বতী স্তুতিঞ্চকার 'জগৎ সর্বং ত্বয়ি ন্যস্তং ন্যস্তাঃ প্রকৃতয়স্তথা। পুরুষাশ্চ তথা কৃষ্ণ! ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং॥ ত্বয্যেব বিলয়ং যান্তি উৎপৎস্যন্তি রমন্তি চ। দোষ এষ কৃতোঽজ্ঞানাৎ ক্ষমস্ব পরমেশ্বর!' ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী

পীড়িত হইয়া থাকে; অতএব তোমার পাদপদ্মই আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুক।' গোলোকসংহিতা—শ্রীভগবানের জিহ্বামূল হইতে সরস্বতী উদ্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাকাঙ্ক্ষ কটাক্ষ করিলেন—ইহা দেখিয়া শ্রীভগবান্ সরস্বতীকে অভিসম্পাত করিলেন—'তুমি তরুরূপা হও, তদন্তে ব্রহ্মার মুখ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তাঁহার পত্নী হইবে।' এই শাপদ্বয় শ্রবণ করতঃ সরস্বতী কুপিতা হইলেন; সরস্বতীও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিলেন—হে ভগবন্! এক অপরাধে তুমি যেমন দুইটী শাপ দিয়াছ, আমিও তোমাকে শাপ দিব—'তুমি অঙ্গজার সহিত বিহার করিবে।' তদনন্তর সাপরাধা সরস্বতী স্তুতি করিতেছেন—'হে কৃষ্ণ! তোমাতে নিখিল জগৎ প্রকৃতিবর্গ ন্যস্ত, তোমাতে পুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত, তোমাতেই সকল বস্তু বিলয় হয়, তোমা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তোমাতেই সুখ পায়। হে পরমেশ্বর!

বিররাম সরস্বতী ॥ তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৫১) ‘অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ। কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্ত্রয়ানি। যস্মাদ্ ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারাণাং স্বরূপমাহ—পদ্মপুরাণে নির্বাণখণ্ডে রহস্যাধ্যায়ে শ্রীভগবানুবাচ ব্যাসং প্রতি—যদিদং মে ত্বয়া পৃষ্টং রূপং দিব্যং সনাতনং। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং ॥ পূর্ণং পদ্মপলাশাক্ষং নাতঃপরতরং মম। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং পরং ॥ মমাবতারো নিত্যোঽয়মত্র মা সংশয়ং কৃথাঃ ॥ অতঃ সর্বোপরিবৈভবঃ সর্বেষামাধারস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ সর্বেষামাত্মস্বরূপঃ। অথৈতস্য সমং তন্মায়য়াচ্ছন্নাঃ কেচিদন্যং কুর্বন্তীতি তত্রাহ—যস্যৈাবাজ্ঞি কলাংশসম্ভব-মহাবিষ্ণু

আমার এই অজ্ঞানকৃত দোষটী ক্ষমা কর।’ এই বলিয়া মহাদেবী সরস্বতী নীরব হইলেন। ব্রহ্মসংহিতায় (৫১) অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, দশদিক, কাল, আত্মা, মন ও ত্রিভুবন যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে স্থিতিলাভ করে ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকেই ভজন করি ॥ ৮

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাবতারগণের স্বরূপ বলিতেছেন—[পদ্মপুরাণে ব্যাসকে ভগবান্ বলিয়াছেন] তোমার জিজ্ঞাস্য আমার এই রূপটি হইতেছে দিব্য সনাতন (নিত্য), নিষ্কল, প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য, শান্ত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, পূর্ণপদ্মপলাশলোচন, পরাৎপর, সত্য, ব্যাপক, পরানন্দময়, চিদ্ঘন ও পরম শাশ্বত। আমার এই অবতার নিত্য, ইহাতে সংশয় করিও না। অতএব সর্বোপরি বৈভবযুক্ত, সকলের আধার-স্বরূপ ও

স্তুনেকস্তত স্তস্যৈকস্য চ রোমকূপজঠরে ব্রহ্মাণ্ডকোঽনেকশঃ। তস্যৈকাণ্ডকমধ্যতো ভগবতোঽনেকাবতারাঃ স্থিতাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ তস্য সাম্যমকরোদন্যং ত্বহোঽস্যাজ্ঞতা॥ তচ্চ 'যথা কোটীশ্বরো রাজা তত্তুল্যং কিং শতাধিপঃ। পলং পলার্দ্ধং কর্ষং বা তুল্যং মূল্যং কিমিষ্যতে॥ সুবর্ণস্য চ রত্নস্য বস্তু চৈকং ন চান্যথা। গঙ্গায়াঃ কুম্ভ-সংস্থাপ্যং জলং গঙ্গাজলং স্মৃতং। গঙ্গায়াঞ্চ বিনিক্ষিপ্তং পুন র্গঙ্গৈব তদ্‌যথা॥ তদেব—সংপূর্ণানন্দ-বিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ, তস্যাংশকলাত্বেনান্যে নিরূপিতাঃ। ইত্যাদি সর্বং পূর্বমুক্তং (পূর্বপ্রকাশে) তস্মিংশ্চ জ্ঞাতব্যমেব। ইত্যাদি শ্রীভগবতোঽনন্তমহিম্নোগুণ-প্রকাশাদি যৎ কিঞ্চিৎ পুরাণাদিষু

আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই। ইঁহার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া কেহ কেহ অন্য দেবতাকেও ইঁহার সমান করিতে চাহে—তাহারই জন্য বলিতেছেন—'যাঁহার চরণপদ্মের কলার অংশে অনেক মহাবিষ্ণু অবতার হয়েন, তাঁহার (মহাবিষ্ণুর) রোমকূপ মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ডের সন্নিবেশ হয়, সেই ব্রহ্মাণ্ডাবলির ক্ষুদ্র একটিতেও ভগবানের অনেক অবতার সংস্থিত হয়; অহো! তাহার মূর্খতার কথা আর কি বলিব যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্যদেবতার সাম্য করিতে প্রয়াস পায়? তাহাতেই বলি—কোটিশ্বর রাজার সহিত কি শতমুদ্রাবিশিষ্টের তুলনা হয়? পল (৪ তোলা), পলার্দ্ধ (২ তোলা) ও কর্ষ (১ তোলা) কি কখনও তুল্যমূল্য হইতে পারে? পক্ষান্তরে—সুবর্ণ কি রত্ননির্মিত বস্তু—সুবর্ণ বা রত্ন হইতে পৃথক্ কিছু নহে, গঙ্গাজল কুম্ভ মধ্যে স্থাপিত হইলেও তাহাকে গঙ্গাজলই বলা হয়—তদ্রূপ পরিপূর্ণানন্দবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই

দৃষ্টং, তদুক্তং; সম্যগ্ ব্রহ্মাদয়ো বক্তুং ন সমর্থাঃ, যথা শ্রীভাগবতে (ভাগ ১০।১৪।২১)—কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং। ক্ব বা কথম্বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥ (ভা ১০।১৪।১৪) 'নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥' তথা বিষ্ণুপুরাণে—'যস্যৈব যোনুগুণভুক্ বহুধৈক এব শুদ্ধোঽপ্য-শুদ্ধ ইব মূর্ত্তি-বিভাগভেদৈঃ। জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায়॥' তথা শ্রীভাগ (২।৬।৩৫) 'আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিতস্তং নাধ্যগচ্ছং

এবং অন্যান্য অবতার তাঁহার অংশকলারূপেই নির্দিষ্ট হইল। ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে (১১৬ পৃঃ)। অনন্ত মহিমামণ্ডিত শ্রীভগবানের গুণপ্রকাশাদি পুরাণাদিতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইল—তাহা বলা হইল; উঁহার সম্যক বর্ণনা করিতে ব্রহ্মাদিও সমর্থ নহেন; যথা (ভাগ ১০।১৪।২১) 'হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কি কারণে, কত সংখ্যক হইয়া থাকে, তাহা কেইবা জানিতে পারে? (ভাগ ১০।১৪।১৪) হে অধীশ! তুমি সর্বলোকসাক্ষী। তুমি যখন নিখিল জীবের আত্মা, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নর হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও জল যাঁহার আশ্রয়, তাঁহার নাম নারায়ণ, একথা সত্য, তোমার মায়া নহে, সুতরাং তুমিই ত মূল নারায়ণ।' বিষ্ণুপুরাণেও আছে—সকল জীবের ও বিভূতির কর্ত্তা

যত আত্ম-সম্ভবঃ। নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলং॥' ইত্যেবং—

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমঃ পুমাংশ্চ পরমানন্দ-স্বরূপো বিভূ
রাধাপ্রেম-সমন্বিতো রসময়ঃ শ্যামো জগন্মোহনঃ।
এবং তদ্‌গুণবর্ণনং মরকতং রত্নং কিরীটং কুরু
ক্ষিপ্রং রাঘবকৃন্নিবেদনমিদং শ্রদ্ধান্যচিত্তং ত্যজ॥ ৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে শ্রীমন্নন্দকিশোরস্বরূপ-কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ-নিরূপণং নাম পঞ্চমং রত্নম্॥ ৫ ॥

(নারায়ণ) যাঁহা হইতে হীনগুণসম্পন্ন, এক হইয়াও বহুরূপে, শুদ্ধ হইয়াও মূর্ত্তিবিভাগভেদে অশুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হন, এবং জ্ঞানসমন্বিত সেই নিত্য অব্যয় পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ)-চরণে প্রণত হইতেছি। (ভাগ ২।৬।৩৫) অহো! সমাহিতচিত্তে সুনিপুণতার সহিত যোগাশ্রয় করিয়াও আমি আত্মযোনি (ব্রহ্মা) হইয়াও যাঁহাকে জানিতে পারি নাই, সেই পরম প্রভুর চরণে প্রণাম করি, যেহেতু ঐ চরণাশ্রয়িদের সংসার নাশ হয়। উহা (চরণ) প্রেমসুখদায়ক এবং পরম মঙ্গলজনক। তাহা হইলে—শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, পরমানন্দ স্বরূপ ও বিভু, সেই শ্যামই রাধাপ্রেমসমন্বিত হইয়া রসময় ও জগন্মোহন হইয়াছেন। তাঁহারই গুণবর্ণনপ্রধান রাঘবকর্ত্তৃক নিবেদিত এই প্রবন্ধরূপ মরকত-রত্নকে শীঘ্রই কিরীট-(মুকুট) রূপে ধারণ (শ্রবণ) করিয়া অন্য-বাসনা ত্যাগ কর॥ ৯

ইতি পঞ্চম রত্ন॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ প্রকাশঃ।

অথ প্রবক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজ-সেবনং।
সমস্তদুঃখদমনং নিত্যানন্দ-সুখপ্রদং॥

তদেব শ্রীভগবতশ্চরণলাভস্য কিমুপায় স্তদাহ—অহো! অনন্যয়া ভক্ত্যা, যথা শ্রীভাগ (১১।১৪।২১) শ্রীভগবান্নিয়মঃ—ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ তথা (ভাগ ৭।৭।৫২) শুকোক্তিঃ—ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনমিতি। ভক্তিঃ কিমিতি তদাহ নারদপঞ্চরাত্রে—'সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥'

এক্ষণে সর্বদুঃখনাশন ও নিত্যানন্দসুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচরণসেবার কথাই বলা হইবে: শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দলাভের উপায় কি? তাহাই বলিতেছেন—অহো! অনন্য ভক্তিই [একমাত্র উপায়], (ভাগ ১১।১৪) ভগবানের নিয়ম এই—কেবলা শ্রদ্ধা ভক্তিবলেই সজ্জনগণের প্রিয় ও আত্মস্বরূপ আমি গ্রাহ্য (আরাধ্য); মন্নিষ্ঠ একান্ত ভক্তি জাতিতে চণ্ডালকেও পবিত্র করে। (ভাগ ৭।৭।৫২) শুকদেব বলিয়াছেন—দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রতপ্রভৃতি শ্রীহরির প্রীতিকর নহে; বিশুদ্ধ ভক্তিতেই হরি প্রীত হন, তদ্ব্যতীত সবই বিড়ম্বনামাত্র; ভক্তি কি? তাহাই বলিতেছেন—সকল উপাধি- (জ্ঞানকর্মযোগাদি) নির্মুক্ত,

তস্যাং ভক্তৌ ত্রিবিধং লক্ষণং—সাধনী জ্ঞানান্বিতা প্রেমলক্ষণা চ। **সাধণী** যথা—শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চৈব স্মরণং পাদসেবনং। অর্চনং বন্দনঞ্চেতি সাধনী ষড়্বিধা মতা॥ এতাসামাদৌ শ্রবণভক্তিরিতি শ্রেষ্ঠা। যথা শ্রবণাজ্জায়তে শ্রদ্ধাপ্যরতির্ভক্তিরুত্তমা। যন্ন শ্রুতং চ তস্যৈব কথং সঙ্কীর্ত্তনাদয়ঃ? অত আদৌ ভক্তিশ্রবণং, যথা শ্রীভাগ (২।২।৩৭)—পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং। পুনন্তি তে বিষয়-বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকম্। (১২।৪।৪০) —সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য। লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো

কৃষ্ণানুকূল্যনিদান বলিয়া নির্ম্মল এবং সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই—ভক্তি। এই ভক্তির তিনটি লক্ষণ—(১) সাধনী, (২) জ্ঞানযুক্তা ও (৩) প্রেমলক্ষণা। **সাধণী** যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণসেবা অর্চনা ও বন্দনা এই ছয় প্রকার। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রবণভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ হইতে শ্রদ্ধা, বিষয়বিরক্তি ও উত্তমা ভক্তি আবির্ভূত হয়। যদ্বিষয়ে শ্রবণই হয় নাই, তদ্বিষয়ে কীর্ত্তনাদি কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? অতএব প্রথমতঃ ভক্তিশ্রবণ—(ভাগ ২।২।৩৭) 'সজ্জনদের আত্মা (প্রাণেশ্বর) ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটে স্থাপন করিয়া যাঁহারা পান করিতেছেন, তাঁহারা বিষয়-বিদুষ্ট চিত্তকে পবিত্র ত করেনই, অধিকন্তু ভগবানের চরণসমীপেও গমন করেন॥' (১২।৪।৪০) বিবিধ দুঃখদাবানলে প্রপীড়িত ও অতিদুষ্পার সংসারসিন্ধু হইতে উত্তারণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে ভগবান্

ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য ॥ অতঃ শ্রবণাৎ সংকীর্ত্তনভক্তি র্জায়তে। তথা—শ্রীকৃষ্ণনামগুণসংশ্রবণং সমস্তভক্তে র্নিদানমপি সদ্ভিরুদাহৃতং তৎ। যস্মাদ্ ভবেদ্রতিরলং ক্রমশোপ্যখণ্ড সংকীর্ত্তনস্মরণসেবনবন্দনাদৌ ॥ তদেব হরে র্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গানং কীর্ত্তনমুচ্যতে। যথা শ্রীভাগ (৬।৩।২৪)—এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্মনাম্নামিত্যাদি। তত্রৈব (১১।২।৩৯)—'শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে র্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ। তথা বামনপুরাণে—বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে। সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তে

পুরুষোত্তমের লীলারসকথা-নিষেবণ ব্যতীত অন্য কোনও প্লবই (জ্ঞানাদি উত্তরণ-সাধন) সহায়ক নহে। এইরূপ শ্রবণ হইতে সংকীর্ত্তনভক্তি আবির্ভূত হয়—'শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদির শ্রবণ সমস্ত ভক্তির নিদান বলিয়াই সাধুগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন; এই শ্রবণ-ভক্তির সাধনেই ক্রমশঃ নিরবচ্ছিন্ন সংকীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ও বন্দনাদিতে যথেষ্ট রতির প্রাদুর্ভাব হয়। শ্রীহরির নামগুণাদির গানই কীর্ত্তন-পদে বাচ্য। [ভাগ ৬।৩।২৪] ভগবানের গুণ, কর্ম, ও নামাদির সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপনাশের উপযোগী—একথা নহে; [যেহেতু ইহাদের যে কোন একটিরও অসম্যক কীর্ত্তন করিলেও সর্ববিধ পাপনাশ হয়]। [ভাগ ১১।২।৩৯] চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রসিদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ মঙ্গলময় জন্মকর্মাদি শ্রবণ এবং তদর্থক নামাবলির কীর্ত্তন করত নিস্পৃহ ও নির্লজ্জ হইয়া বিচরণ করিবে। বামন-

শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী। সানন্দং মধুপর্কসম্ভৃতিবিধৌ বেধাঃ করোত্যুদ্যমং বক্তুং নাম তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রূমঃ কিমন্যৎ পরং॥ বৃহন্নারদীয়ে—যন্নামোচ্চারণাদেব মহাপাতকনাশনং। যং সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রেন্দ্রা পরং মোক্ষং লভেন্নরং॥ ১

এবং সংকীর্ত্তনাৎ স্মরণং জায়তে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—স্বস্তি শ্রীবিষ্ণুলোকাদ্ধরিচরণরজঃপুঞ্জপিঞ্জোত্তমাঙ্গঃ কালারিঃ সংযমন্যাং মধুপুরিবচনাদাদিশত্যর্কপুত্রং। ভব্যং চান্যন্মুরারেঃ স্মরণ-বিঘটিতাশেষ-পাপান্ধকারাঃ পুর্ণ্যাপুন্ধবন্তঃ কথমপি ন বা

পুরাণে—হে প্রভো! তোমার নামকীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিলেও পাপসমূহ কম্পিত হয়, মোহমহিমা সম্যক্ মোহিত হয়, সুকৃতী চিত্রগুপ্ত পাপিগণ-গণনায় ইহার নাম লিখিত আছে দেখিয়া আতঙ্কভরে নামকর্ত্তনজন্য নরুণ ধারণ করেন; নামো-চ্চারক ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন বিবেচনায় ব্রহ্মা আনন্দভরে মধুপর্ক সংগ্রহে উদ্যোগী হন! অতএব নাম-মহিমা আর কিই বা বলিব? বৃহন্নারদীয়ে—হে ব্রাহ্মণবর্য্যগণ! তাঁহার নামোচ্চারণমাত্রই মহাপাতকনাশ হয় এবং তাঁহার অর্চ্চনা করিলেই মানব পরামুক্তি লাভ করে (স্বরূপজাগরণ হয়)॥ ১

এইরূপে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণ হইতে থাকে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে উক্ত আছে—মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুলোক হইতে শ্রীহরির চরণ-পরাগে উজ্জ্বলিতশিরাঃ কালারি (?) যমপুরীতে গিয়া শ্রীবিষ্ণুর আদেশে যমরাজকে বলিতেছেন—অন্য শুভকথা শুন—শ্রীহরির স্মরণে যাহাদের নিখিল পাপান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, সেই সকল

বারণীয়া ত্বয়ৈব ॥ তথৈব স্কান্দে—তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মদুঃখজরাদিভিঃ। ভক্ত্যা তু পরয়া নূনং যদৈবং স্মরতে হরিং ॥ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন ন কেবলং দুঃখহরণং ভক্তি-মুক্তিদমেব—যথা গোবিন্দবৃন্দাবনে প্রথমপটলে—'কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-সুন্দরঃ। স্মৃতিমাত্রেণ যেষাং বৈ ভক্তি-মুক্তিফলপ্রদ' ইত্যাদি। এবং শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজ-স্মরণেন পাদ-সেবনাদৌ মতি র্জায়তে অন্তর্নির্মলত্বেন, যথা শ্রীভাগ (২।৮।৪) —'প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ অথ পাদসেবনং যথা—শ্রীভাগ (৩।১১।৩৬) তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈ র্নৃভিঃ। কৃতজ্ঞঃ

পূর্ণমনোরথ উৎসব- (আনন্দ) পরায়ণ 'ভক্তদিগকে তুমি কখনও বাধা দিওনা। স্কান্দে—'পুরুষ তখনই জন্মদুঃখজরাদি হইতে মুক্ত হইতে পারে, যখনই পরমভক্তিসহকারে সে শ্রীহরিরই স্মরণ গ্রহণ করে।' শ্রীকৃষ্ণস্মরণে যে কেবল দুঃখহরণই হয়, তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে ভক্তিমুক্তিরও সম্পাদন হয়। গোবিন্দবৃন্দাবনে—সচ্চিদানন্দ, সুন্দর শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, তিনি স্মরণপথে আসিয়াই মানবের ভক্তিমুক্তি প্রভৃতি ফলদান করেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণে পাদসেবনাদিতে মতি হয়, যেহেতু তাহাতে অন্তঃকরণ নির্মল হয়। (ভাগ ২।৮।৪) শরৎকালের প্রবেশে যেরূপ নদী-তড়াগাদির জলের মালিন্য দূর হয়, তদ্রূপ শ্রীহরিও কর্ণরন্ধ্রদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে ভক্তজনের হৃদয়-কমলের মালিন্য নষ্ট হয়। পাদসেবন, যথা (ভাগ ৩।১১।৩৬) তিনি অনন্যশরণ সরলচিত্ত মানবগণের সুখারাধ্য, কেবল অসাধুরাই তাঁহাকে

কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥ [১০।২।৩০] ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে। ত্বৎপাদকৃতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিং ॥' অথৈবং পাদসেবনাদর্চনে মতি র্জায়তে। তদর্চনং যথা শ্রীভাগ [৮।২২।২৩] যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায় দূর্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্য্যাং। অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্ত্তিমৃচ্ছেৎ ॥ বৃহন্নারদীয়ে—জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতো ক্লেশহা হরিঃ। পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষ্ণার্ত্তঃ সলিলৈ র্যথা ॥ তত্রৈব দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে—মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য যো হরিং নার্চয়েৎ সকৃৎ। মূর্খঃ পরতরস্তস্মাৎ কোঽন্যস্তস্মাদচেতনঃ ॥ তত্রৈব—ধ্যাতঃ স্মৃতঃ স্তুতো বাপি নমিতো বা জনার্দনঃ। সংসারপাশবিচ্ছেদী কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ২

দুরারাধ্য মনে করে, শরণাগত-পালক তিনি—ইহা জানিয়া কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার চরণসেবা না করিবে? অনন্তর পাদসেবন হইতে অর্চনে মতি হয়। যথা (ভাগ ৮।২২।২৩) হে প্রভো! লোকে শাঠ্যপরিহার করত তোমার যে পাদপদ্মে জলমাত্র দান এবং দূর্বাঙ্কুরদ্বারাও উত্তম পরিচর্য্যা বিধান করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বলি সেই তোমাকে ত্রিভুবন দান করিয়াও কেন তোমার নিগ্রহ-পাত্র হইবে? বৃহন্নারদীয়ে—ক্লেশনাশন জগন্নাথ হরি জলদ্বারাও পূজিত হইলে তৃষার্ত্ত ব্যক্তির জলপানে তৃপ্তির ন্যায় শীঘ্রই পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আবার ৩২ অধ্যায়ে—দুর্লভ মানুষ দেহ লাভ করিয়া যে একবারও হরির অর্চনা করে না, তাহা হইতে বড়

অথ প্রণামমাহ—নারসিংহে—নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ॥ পাদ্মে দেবহূতি-শকুন্তলাসম্বাদে—কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহ-সমন্বিতঃ। ন যাতি নরকং নত্বা সর্বপাপহরং হরিম্॥ তত্র দণ্ডপ্রণামং যথা—দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবতঃ। রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরশতং নরঃ॥ তত্র প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যং যথা বারাহে—এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্যাদ্দ্বিঃ প্রদক্ষিণং। সপ্তদ্বীপবতী পুণ্যং লভতে তু পদে পদে॥ তৎ খ্যাতং যৎ সুধর্মস্য পূর্বস্মিন্ গৃধ্র-জন্মনি। কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভ্যাসান্মহাসিদ্ধির-ভূদিতি॥ তথা—পতিতঃ স্খলিতো বার্ত্তঃ ক্ষুদ্বাধা-বিবশো গৃণন্। হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥ ৩

মূর্খ ও অচৈতন্য জীব কি আর কেহ হয়? ধ্যাত, স্মৃত, স্তুত অথবা নমিত হইলেও যে জনার্দন সংসারপাশচ্ছেদন করেন, তাঁহাকে কে না পূজা করিবে? ২

এক্ষণে প্রণাম-সম্বন্ধে বলিতেছেন—(নারসিংহে) নমস্কারই সর্ব যজ্ঞের উত্তম যজ্ঞ; একটামাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়াও জীব হরিচরণ লাভ করিতে পারে। (পাদ্মে) বহুশঃ পাপ করিয়াও মুগ্ধজীব সর্বপাপনাশন হরিকে নমস্কার করিলে নরকযাতনা হইতে ত্রাণ পায়। দণ্ডবৎপ্রণাম—ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে রেণুসংখ্যক অনন্ত মন্বন্তর যাবৎ স্বর্গবাস হয়। প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য—[বারাহে] এইভাবে যে কৃষ্ণকে দুইবার প্রদক্ষিণ করে, সে প্রত্যেক পদবিক্ষেপে সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী দান বা পরিক্রমণের পুণ্যলাভ

অথ **জ্ঞানান্বিতা** যথা—দাস্যং সখ্যং তথাত্মা চ নিবেদন-মিতি ত্রয়ং। তত্র দাস্যং যথা শ্রীভাগ (৯।৫।১৬)—যন্নামশ্রুতি মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসা-নামবশিষ্যতে॥' শ্রীকৃষ্ণ এব সর্বেষাং পরং সর্বোপাসনীয় ইতি নিশ্চয়জ্ঞানেন সদ্‌ভিঃ শ্রীভগবদ্দাসত্বং স্বীকৃতং। ততস্তদনুসন্ধীয়তে তদেব শ্রীভাগ (১০।১৪।৫৮)—'সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ। ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥' তত্র দাস্যমেব দ্বিবিধং

করে। পূর্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুধর্ম যে মহাসিদ্ধিপ্রাপ্তি করিয়াছিল, তাহা ত প্রসিদ্ধই আছে এবং পতিত, স্খলিত, আর্ত অথবা ক্ষুৎপীড়াভিভূত হইয়াই হউক উচ্চকণ্ঠে 'হরয়ে নমঃ' বলিতে পারিলে জীব সর্বপাতকমুক্ত হয়॥৩

অনন্তর **জ্ঞানযুক্তা** ভক্তির বিষয় বলা হইতেছে। দাস্য, সখ্য, ও আত্মনিবেদন—এই তিনটি জ্ঞানান্বিতা ভক্তি। তন্মধ্যে দাস্য যথা [ভাগ ৯।৫।১৬] 'যাঁহার নামশ্রবণমাত্রে জীব নির্মল হয়, তীর্থ-পাদ সেই ভগবানের দাসগণের অপ্রাপ্য কিই বা আছে? শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপর তত্ত্ব ও সর্বোপাসনীয় ইহার নিশ্চয়জ্ঞান হইলেই সাধুগণ শ্রীভগবদ্দাস্য স্বীকার করেন। তারপরে ঐ দাস্যকেই চিরতরে বরণ করেন। যথা [ভাগ ১০।১৪।৫৮] যাঁহারা ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণেরও আশ্রয়ীভূত পুণ্যকীর্তি মুরারির পাদপল্লবরূপ ভেলাকে নিষ্কপটে আশ্রয় করেন—তাঁহাদিগের পক্ষে দুস্তর ভবসাগরও গোবৎসপদতুল্য অতিতুচ্ছ হয়, শ্রীবৃন্দাবনাদি নিত্যধাম তাঁহাদের আশ্রয়স্থান হয়,

দাসত্বং দাসীত্বঞ্চ। তত্র দাসভাবঃ শ্রীভাগ (৬।১১।২৪) "অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। মনঃ স্মরেতাসুপতে গুণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—'পরমাত্মমশেষস্য জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং। শরণ্যং শরণং গচ্ছন্ গোবিন্দং নাবসীদতি॥' তত্র দাসীভাবো যথা সম্মোহনতন্ত্রে—নারদং প্রতি সনক উবাচ—দাসভাবঃ সখ্যভাবঃ পুত্রভাবস্তথৈব চ। নারীভাবো বিশেষেণ গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমঃ স্মৃতঃ॥' তথাদিপুরাণে—'গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেবং সমুপাসতে। তেষু তেষ্বিব তুষ্টোঽহং সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥' ভাবানুরূপং সর্বত্র পার্থ ব্যবহরাম্যহং। অথ সখ্যভাবো যথা—শ্রীকৃষ্ণ এব

তাঁহারা কদাচ এই দুঃখাস্পদ জগতে আসেন না।' এস্থলে দাস্য দ্বিবিধ—দাসত্ব ও দাসীত্ব। দাসভাবসম্বন্ধে (ভাগ ৬।১১।২৪) 'হে হরে! তোমার চরণকমলৈকসমাশ্রিত দাসের অনুদাস হইতে আমি জন্মে জন্মে ইচ্ছা করি, প্রাণেশ্বরের গুণাবলি আমার মন স্মরণ করুক, আমার বাক্য তোমার গুণ কীর্ত্তন করুক, এবং এই দেহ তোমার কর্ম্মেই ব্যাপৃত থাকুক॥' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—নিখিলজগতের পরমাত্মা, উৎপত্তি-প্রলয়স্থান, শরণ্য গোবিন্দকে আশ্রয় করিলে কেহই অবসন্ন হয় না।' দাসীভাব যথা (সম্মোহনতন্ত্রে) দাসভাব, সখ্যভাব ও পুত্রভাব—বিশেষতঃ নারীভাব মহাগুহ্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আদিপুরাণে—যে সকল ভক্ত আমাকে গোপীভাবে ভজন করে, তাহাদিগের প্রতি আমি গোপীদিগের ন্যায় তুষ্ট হইয়া থাকি—ইহা সত্যসত্যই বলিতেছি। হে পার্থ! আমি সর্ব্বত্র ভাবানুরূপ ব্যবহার

পরমব্রহ্ম রসময়-লীলাবিগ্রহঃ যদ্ যদ্ বাঞ্ছন্তি তত্তৎ প্রাপ্নুবন্তি—ইতি জ্ঞানেন সখ্যভাবং কুর্বন্তি সন্তঃ॥ তদ্ যথা শ্রীভাগ (১০।২৯।১৫) কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে। যথা মহাভারতে—অর্জুনস্য সখা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য হি সখার্জুনঃ। উভয়োরন্তরং নাস্তি পবনাকাশয়োরিব॥ অথাত্মনিবেদনং যথা—শ্রীভাগ (১১।২।৪৫) 'সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। ইতি জ্ঞাত্বা আত্মসমর্পণং কুর্বন্তি সন্তঃ। আত্মানমর্পয়েৎ কৃষ্ণে ভবেদাত্মনিবেদনং॥ অনন্যভাবমাশ্রিত্য তবাহং চ বলি যথা। বিক্রীতা

করিয়া থাকি।' অথ সখ্যভাব যথা—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম রসময়লীলাবিগ্রহ—ইঁহার নিকটে যাহা যাহা বাঞ্ছা করি, তাহা-তাহাই [নিঃসঙ্কোচে] পাইতে পারি—[?] এই জ্ঞানে সাধুগণ সখ্যভাব করেন। যথা [ভাগ ১০।২৯।১৫] 'যাঁহারা নিত্য যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেও সর্বচিত্তাকর্ষক বা সর্বদোষহারী শ্রীহরিতে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য অথবা সৌহার্দ্য বিধান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়েন।' মহাভারতে—অর্জুনের সখা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সখা অর্জুন, বায়ু ও আকাশের মধ্যে যেন পার্থক্য নাই—তদ্রূপ কৃষ্ণার্জুনেও কোনও পার্থক্য নাই। আত্মনিবেদন যথা—[ভাগ ১১।২।৪৫] 'যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্বজীবে যোগ্যরূপে ভগবানের বিদ্যমানতা দেখেন এবং পরমপ্রিয় ভগবানে সর্বজীবকে অধিষ্ঠিত দেখেন। এই জ্ঞানে সাধুগণ আত্মনিবেদন করেন। কৃষ্ণে

গোঃ প্রদত্তা বা স্বয়ং যত্তস্ম বিদ্যতে। তদা দেহাদিকং সর্বং দত্তং কৃষ্ণায় নাত্মনঃ।' তথা শ্রীভাগ (১১।২।৩৬) কবিরুবাচ —কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত-স্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥' অথ এবং জ্ঞানভক্ত্যা প্রেমলক্ষণা ভক্তি র্জায়তে—যথা ব্রহ্ম-সংহিতায়াং (৫।৫৮) 'প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী। উদেত্যনুত্তমা ভক্তি র্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা॥ তদেব আদিপুরাণে অর্জুনং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—'ন তপোভি র্ন বেদৈশ্চ নাচারৈর্ন চ বিদ্যয়া। বশোস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকা॥' তথাত্র প্রেম যথা—জ্ঞানাদ্যনপেক্ষয়া মমৈবেত্যাকার

আত্মসমর্পণের নামই আত্মনিবেদন; অথবা বিক্রীত বা প্রদত্ত পশুর ন্যায়, 'আমি তোমারই' বলিয়া বলিরাজার ন্যায় অনন্যভাবাশ্রয়েই উহা সিদ্ধ হয়। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্য থাকেনা; এই ঐহদৈহিক যাবতীয় ব্যাপার সবই কৃষ্ণের চরণে প্রদত্ত হইল, আমার নহে—এই বোধ। ভাগ (১১।২।৩৬) কবি বলিতেছেন—কায়দ্বারা অনুষ্ঠিত, মনদ্বারা সংকল্পিত, ইন্দ্রিয়গণে আচরিত, বুদ্ধিদ্বারা অবধারিত, এবং অনাদি-কালের স্বভাব বশতঃ যাহা যাহা কৃত হইতেছে—তাহা তাহাই পরম পুরুষোত্তম নারায়ণে সমর্পণ করিবে। এবম্বিধ জ্ঞানভক্তির সাধনে প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব হয়। ব্রহ্মসংহিতায়—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা আত্মা প্রবুদ্ধ (স্বরূপজাগরণ) হইলে তাহাতে আনন্দচিন্ময়ী ভগবৎপ্রেমভক্তির উদয় হয়। আদিপুরাণে—তপস্যা, বেদপাঠ, সদাচার বা বিদ্যার কেহ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না; তবে আমি

পুরঃসরং সহজস্ফুর্ত্তিঃ প্রেম। তদেব শ্রীভাগ [১০।৪৪।১৫] —'যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভ-রুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ। গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ॥' অথ কীদৃক প্রেম? তদাহ প্রাণপ্রতিমরূপেণ দর্শনাদর্শনেন চ। জীবনং মরণং স্যাত্তত্তৎ প্রেমেতি নিগদ্যতে॥ পদ্মপুরাণে—অব্যলীকেন মনসা প্রেষ্ঠস্যারাধানং প্রতি। আনন্দানুভবাদ্ ভক্তি ধিয়ো বৃত্তিরচঞ্চলা॥ অত্যন্তসুখ-সংপ্রাপ্তৌ বিচ্ছেদে দুঃখসন্ততেঃ। হেতুরেকোঽয়মেবেতি সংশ্রয়ো ভক্তিরুচ্যতে॥ দ্বাভ্যাং সম্বলিতৈ র্ভাবৈঃ প্রেমভক্তিরিতি স্মৃতম্। ৪

কেবল প্রেমেই পরাজিত হই, এই বাক্যের প্রমাণ—গোপী। গোপীপ্রেম কিরূপ?—জ্ঞানাদির প্রতি অপেক্ষা না করিয়া 'তিনি আমারই' এই প্রকার সহজ স্ফূর্ত্তির নাম প্রেম। ভাগ (১০।৪৪।১৫) —'গোপীগণ গবাদির দোহনাবসরে (সকালে, বিকালে), উদূখলাদিতে ধান্যসংস্কারকালে, দধ্যাদির মন্থনে উপলেপ-(আলিপনা, অঙ্গরাগ) কালে, দোলান্দোলনে, রোরুদ্যমান বালকের সান্ত্বনাবসরে, স্নানে এবং গৃহমার্জনাদি সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গানই করেন; বিবিধ-লীলাবিনোদী কৃষ্ণের সুখবিশেষে স্বস্বচিত্ত অর্পণ-পূর্বক ইহারা অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন—এই অনুরক্তচিত্ত ব্রজগোপীগণই ধন্য।' এই প্রেমের স্বরূপ—প্রাণপ্রতিমরূপে দর্শনে বা অদর্শনে যাহাতে জীবন বা মরণের দশা হয়—তাহাকেই 'প্রেম' বলে। পদ্মপুরাণে— প্রিয়তমের আরাধনাবিষয়ে নিষ্কপটচিত্তে আনন্দানুভব হইতে হইতে

অথৈবং শ্রীভগবদ্ভক্তিঃ কেনোপায়েন জায়তে? তদিতি সৎসঙ্গাদেব। শ্রীভাগ [৩।২৫।২৫] শ্রীভগবানুবাচ—'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতি র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥' যথা প্রেমসুধাসারণ্যাং—সততপ্রেমপরায়ণজনমুখগলিতকৃষ্ণকথা-মাধ্বী। শ্রবণপুটেন নিপীতা বিতরতি কৃষ্ণেঽমলং প্রেম॥ তথা পদ্মপুরাণে—ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি যজন্তি নঃ। সংসার-সাগরোত্তারে বৈষ্ণব-সেবনং বিনা॥ তদেব শ্রীভাগ [১১।১২।১-২]—'ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব

বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চল হয়—ইহাতে (মিলনে) মহাসুখপ্রাপ্তি বা বিরহে মহাদুঃখরাশি-প্রাপ্তিতেও নায়কই যদি একমাত্র কারণ ও সমাশ্রয় হইয়া থাকে, তবে তাহাকে 'ভক্তি' বলা হয়। এই দুই (প্রেম ও ভক্তি) ভাবের মিলনেই প্রেমভক্তির উদয় হয়॥ ৪

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই ভগবদ্ভক্তি কি প্রকারে আসে? উত্তর সৎসঙ্গ হইতেই। (ভাগ ৩।২৫।২৫) কপিলদেব স্বজননীকে বলিতেছেন—'সৎপ্রসঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা হয়, তাহা (ঐ হরিকথা) প্রীতিপূর্বক সেবন (শ্রবণ) করিলে শীঘ্রই শ্রীভগবানে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়।' প্রেমসুধাসারণীতে—প্রেমিক ভক্তের শ্রীমুখনির্গলিত কৃষ্ণকথামৃত নিরন্তর শ্রুতিচষকে পান করিতে করিতে জীবের চিত্তে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়। পদ্মপুরাণে—তপশ্চর্য্যা, তীর্থপর্য্যটন, শাস্ত্রবিচার বা যজ্ঞাদি কেহই বৈষ্ণব-সেবা ব্যতিরেকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে না।

চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥' তথা অতএব ভগবদ্ভক্তিঃ ক্ষিপ্র-মুৎপদ্যতে যথা—(১০।৪৮।৩১) নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ তথা নব সিদ্ধান্ প্রতি নিমিনৃপ উবাচ—(১১।২।৩০) 'অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধি র্নৃণাম॥' ৫

অথ সন্তঃ কীদৃশা ইত্যুচ্যতাং—তদেব শ্রীভাগ[৫।৫।২]

(ভাগ ১১।১২।২)—'আসন-প্রাণায়ামাদি যোগ, সাংখ্য (আত্ম-অনাত্ম-তত্ত্ববিবেক), অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপশ্চর্য্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞ ও কূপারামাদি নির্ম্মাণ বা দান,—একাদশ্যাদি ব্রত, দেবার্চনা, সরহস্যমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম এবং যম—ইহারা আমাকে তাদৃশ বশীভূত করে না, সর্বত্র আসক্তি-নিরাসক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীকৃত করে। অতএব সাধুসঙ্গেই হরিভক্তি শীঘ্রই আবির্ভূত হয়—(ভাগ ১০।৪৮।৩১) গঙ্গা-যমুনাদি জলময় তীর্থসেবায়, মৃণ্ময় বা শীলাময় বিগ্রহ-সেবাদিতে বহুকাল পরে পবিত্র করে, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। নবযোগীন্দ্রের প্রতি নিমিমহারাজের বাক্য এইরূপই (ভাগ ১১।২।৩০)—'অতএব হে অনঘ ঋষিগণ! আপনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গলের কথাই জিজ্ঞাসা করি, এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালের সাধুসঙ্গও মানব-দিগের পরমনিধিলাভ-তুল্য'॥ ৫

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য সাধুগণ কিরূপ? উত্তর—(ভাগ ৫।৫।২) মহৎসেবা

—'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং। মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবো সুহৃদঃ সাধবো যে॥ তথা ভাগ (১১।১১।২৯-৩৩) শ্রীভগবানুবাচ—কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাং। সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ॥ কামৈরহতধী র্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ। অনীহো-মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥ অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ। অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ জ্ঞাত্বা-জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ। ভজন্ত্যনন্য-ভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ এবং ভাগবতমারাধ্য

বিমুক্তির এবং যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। তাঁহারাই মহাপুরুষ—যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্তহৃদয়, গতক্রোধ, সুহৃৎ ও সাধু। (১১।১১।২৯-৩৩) "কৃপালু, নিজের প্রতি দ্রোহাচরণেও অকৃতদ্রোহ, সকল জীবের প্রতি ক্ষমাবান্, সত্যসার (স্থিরবল), অসূয়াদি-রহিত, সুখদুঃখে অবিকৃত, সর্বপ্রাণির উপকারক, কামনারাশিতে অক্ষুভিতচিত্ত, বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, কোমলব্যবসায়, সদাচার, অপরিগ্রহ, ব্যাবহারিক-ক্রিয়াশূন্য, পবিত্র লঘু-আহারকারী, নিয়তেন্দ্রিয়, স্বধর্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রয় ও মননশীল; সাবধান, নির্বিকার, ধৈর্য্যশীল, জিতষড়্গুণ (ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যুজয়ী), অমানী, মানদ, পরপ্রবোধনে সমর্থ, অবঞ্চক, কারুণিক ও সম্যগ্জ্ঞানী; আমা-কর্তৃক বেদদ্বারে উপদিষ্ট স্বধর্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্মাধর্মের গুণদোষ জানিয়া যে

শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়ত ইত্যসন্দেহঃ। যথা—শ্রীভগবন্নিগমঃ (১১।১২।৩) 'সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ। গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণ-গুহ্যকা ইত্যাদি। অতঃ সন্তমারাধ্য শ্রীহরৌ ভক্তিঃ করণীয়া অনন্যভাবেন; যথা গীতা (১৮।৬৬) অর্জুনং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৬১) ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—'ধর্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী॥' তথা শ্রীভাগ—(১১।১২।১৪) তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনা-মিতি। ৬

আমাকে ভজনা করে—সেই সত্তম; দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সর্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাকে জানিয়া কি না জানিয়াও যাহারা আমাকে অনন্যভাবে ভজনা করে—তাহারাও আমার ভক্ততম বলিয়াই গ্রাহ্য।" অতএব ভাগবত (ভক্ত) আরাধনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি প্রাদুর্ভূত হয়—এবিষয়ে আর সংশয় নাই। শ্রীভগবানের নিগম (সিদ্ধান্ত) ও তাহাই—(ভাগ ১১।১২।৩) সাধুসঙ্গবলে দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যক প্রভৃতি [শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি করিয়াছে]। সুতরাং সাধুসেবা করিয়াই অনন্যভাবে শ্রীহরি-ভজন করিতে হয়, গীতায়ও বলিয়াছেন—'হে অর্জুন! সর্বধর্মপরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমিই তোমাকে সর্বপাপ [শোক] হইতে পরিত্রাণ করিব, দুঃখ করিও না।' ব্রহ্মসংহিতাতেও

ভক্তানাং ধর্মকর্মাদি-বাধেন দূষণমস্তি ? নৈবং, তথা শ্রীভাগ (১১।৫।৪১) 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥' তথা বৃহন্নারদীয়ে—'বাসুদেব-প্রসঙ্গেন ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি। তস্য কর্মাণি কুর্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ।' তথৈব শ্রীভাগ (১১।১১।৩২) আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু

ব্রহ্মাকে ভগবান্ বলিয়াছেন—'অন্যান্য সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াই একমাত্র আমাকেই বিশ্বাসসহকারে ভজন কর, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সিদ্ধিও তাহার তদ্রূপই হয়।' ভাগ (১১।১২) 'হে উদ্ধব! তুমি শ্রুতি স্মৃতি-বিহিত কর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণ লও ইত্যাদি॥ ৬

এক্ষণে প্রশ্ন—ভক্তগণের ধর্মকর্মাদির অকরণে প্রত্যবায় হয় কি? উত্তর—না, তাহা হয় না; ভাগ [১১।৫।৪১] 'যে ব্যক্তি কৃত্যাকৃত্য-বিষয়ে চিন্তা পরিহার করত প্রযত্ন-সহকারে শরণ্য মুকুন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে আর দেব, ঋষি, ভূত, কুটুম্ব বা পিতৃলোকের কিঙ্কর হয় না বা তাঁহাদের নিকট ঋণীও থাকে না।' বৃহন্নারদীয়ে —'যদি বাসুদেব-প্রসঙ্গে ক্রিয়ালোপই হয়, তবে ঐ লুপ্ত ক্রিয়ার সম্পাদনজন্য তিন কোটি মহর্ষিগণ নিযুক্ত আছেন।' ভাগ [১১।১১।৩২] 'মৎকর্ত্তৃক বেদদ্বারা আদিষ্ট সকল স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াও ধর্মা-ধর্মের গুণদোষ জানিয়া যে আমার ভজন করে—সেই সত্তম।' [৪।২৯।৪৭] 'হে ভগবন্! এই জনকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া

সপ্তমঃ ॥ তথা ভাগ (৪।২৯।৪৭) যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্ম-ভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ইত্যেবং, শ্রীভগবদ্ভক্তানামনুপপত্তির্ভয়াদয়ঃ সন্তি নৈবং, যথা বিষ্ণুপুরাণে (?)—সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবমিত্যাদি। তথা শ্রীভাগ [১০।২।৩৩] 'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ' ইত্যাদি। তথা শ্রীভগবদ্গীতাসু [৯।২২] 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥' অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপাদারবিন্দাশ্রয়ণে ন কিঞ্চিদ্দুর্লভং। জন্মমরণ-ভয়াতীতপদঞ্চ প্রাপ্যতে,

---

অঙ্গীকার কর' এইভাবে ভক্ত-কর্ত্তৃক মনে মনে নিবেদিত হইয়াও ভগবান্ যখন যাহাকে অনুগ্রহ করেন—তখন সে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত মতিও ত্যাগ করিয়া থাকে।' এইভাবে ভাগবতগণের অনুপপত্তি [অভাব] ও ভয়াদি থাকিতেই পারে না। যে সকল লোক পুণ্যশ্লোক মুরারির পদপল্লবরূপ ভেলার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা দুস্তর ভবসাগরকেও গোষ্পদতুল্য করিয়া থাকেন ইত্যাদি। [১০.২।৩৩] 'ভবদীয়চরণ অনাদর করত বিমুক্তমানিদের পতন হইলেও কিন্তু ভক্তিমার্গ হইতে কদাপি ভ্রষ্ট হয় না; দৈবাৎ পথভ্রষ্ট হইলেও তোমাতে সৌহার্দ্য থাকায় তোমার সুরক্ষণে অবস্থিত ভক্তগণ বিঘ্নকারিদের সেনাপতির মস্তকে পদপ্রসারণ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন।' গীতাতেও আছে—অনন্যশরণব্রতী যে জন আমাকে নিত্য উপাসনা করেন, সেই সকল নিত্যাভিযুক্তদিগকে যোগ [অপ্রাপ্য-প্রাপণ] ও ক্ষেম [প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ]

নিত্যানন্দপদমপি প্রাপ্যতে চ—যথা শ্রীভাগ [১০।৩।২৭]—'মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥' তথা শ্রীভগবদ্গীতাসু [?]—'ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং বাপ্যুপ-জায়তে॥' তথা শ্রীভাগ (১১।২।৫৪]—'ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি-শাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে। হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥' ইত্যাদি শ্রীভগবদ্ভক্তে-র্মহত্ত্বং। অত্রৈবাগ্রে শ্রীভগবদ্ভজনোদ্দেশ রত্নাদৌ (১) কতি-চিদুক্তং, তত্রৈব জ্ঞাতব্যমিতি। ৭। অতঃ—

আমিই প্রযত্ন করি। অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণাশ্রয়ে কোনও বস্তুই দুর্লভ থাকে না। জন্মমরণভয়ের অতীত পদ, অধিক কি নিত্যানন্দ-পদও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা (ভাগ ১০।৩।২৭) হে আত্ম (সর্বশ্রেষ্ঠ) মৃত্যুরূপ কালসর্পভয়ে ব্যাকুলিত, মর্ত্ত্যলোক পলায়ন করিয়া সকল লোকে গতায়াত করিলেও কিন্তু অভয় হইতে পারে না, জীবের এই দুর্দ্দশা-দর্শনে কৃপালু ভক্ত তাহাকে ভক্তিদান করেন—তাহাতে সে ভগবানের পাদপদ্মরূপ ধন্বন্তরি প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে; (সর্পভয় ত দূরেই যায়) মৃত্যুও তাঁহার নিকট হইতে দূরে অপসরণ করে। গীতাতেও আছে—'কস্মিন্‌কালেও বাসুদেবের ভক্তগণের অশুভ থাকেনা, তাঁহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধির ভয়ও থাকিতে পারে না।' ভাগ (১১।২।৫৪) 'চন্দ্রোদয়ে যেমন সূর্য্যতাপ দূরীভূত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পদনখর-

নানাদেব-নিষেবণং পরিহর প্রাণাদি-সংরোধনং
ধর্মং কর্ম চ দানতীর্থনিয়ম-ব্রহ্মাদিকোপাসনম্।
সর্বেষাং পরমেশ্বরস্য পরমানন্দপ্রদস্যাত্মনঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য সদাব্যয়স্য চরণদ্বন্দ্বারবিন্দং ভজ॥ ৮

তথা—রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-বিগলৎ প্রেমপ্রবাহামৃতং
পায়ং পায়মনারতং পরসুখীভূত্বা মহানুন্মদঃ।
নান্যত্রাপি মনো দধাতি ন বদত্যন্যং স্মরেন্নেতরং
তস্যৈবাঙ্ঘ্রি-যশো বিনাপ্যত ইমং চক্রে কবী রাঘবঃ॥ ৯

স্বর্বাপী-সবিধে মহামুনিবরস্যাম্রাতকস্যাশ্রমে
নানাশাস্ত্রবিধিজ্ঞ-পণ্ডিতযুতে স্থানেঽম্বিকাধিষ্ঠিতে।

চন্দ্রকিরণে উপাসকের হৃদয়তাপ একবার বিদূরিত হইলে পুনরায় উদ্ভূত হইতে পারে না।'—ইত্যাদি শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণিত হইল। এই গ্রন্থেও পূর্বে প্রথম প্রকাশে ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। অতএব—নানাদেবোপাসনা পরিত্যাগ কর, প্রাণায়াম, ধর্মকর্ম, দান, তীর্থস্নান, নিয়ম ও ব্রহ্মাদি উপাসনাও ত্যাগকর। সকলের পরমেশ্বর, নিজের পরমানন্দপ্রদ এবং নিত্য অব্যয় শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয় ভজন কর॥ ৮

শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণপদ্ম হইতে বিগলিত প্রেমধারা-সুধা নিরন্তর পান করিয়া করিয়া পরম সুখী ও মহাউন্মত্ত হইয়া তাঁহার চরণ কীর্তি ব্যতীত যে অন্যত্র মনোনিবেশ করেনা, অন্য কথা বলেনা এবং অন্য কিছুর স্মরণ করেনা, সেই কবি রাঘব এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছে॥ ৯

গঙ্গানিকটে মহামুনিবর (ব্যাসের) আম্রাতকাশ্রমে বিবিধ শাস্ত্র

ব্রহ্মব্যাসমহেশগোপিতধনং কৃষ্ণপ্রকাশাভিধং
রত্নং রাঘব-নামধেয়কৃতিনা বেছং কৃতং সর্বতঃ ॥ ১০
যে জানন্তি মহান্ত এব সুধিয় স্তে মোদয়ন্ত্যুত্তমাঃ
ক্ষীণা যে ন বিদন্তি তত্ত্বমিদমেবাধ্যাপয়ন্ত্বাশু তে।
এতদ্ যে তু বিহায় চান্যবিষয়ে কুর্বন্ত্যহো মানসং
তে কিং কৃষ্ণপাদারবিন্দ-সুরসং সংপ্রাপ্নুবন্ত্যজ্ঞকাঃ ॥ ১১
পরং—শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সরোজযুগ্মবিগলন্মাধ্বীকধারামৃতং
পীতং যৈর্ন চ চারু চিত্তচষকৈস্তে বঞ্চিতা দুঃখিতাঃ।
অন্যং বানুসরন্ত্যনিত্যবিভবং সৌখ্যাশয়া বালিশা
যাস্যন্ত্যন্তবমৃত্যুতীব্র-কদনেম্বাজন্ম-কোটিম্বপি ॥ ১২

বিধিজ্ঞ পণ্ডিত-মণ্ডিত অম্বিকাধিষ্টিত স্থানে রাঘব-নামক পণ্ডিত কর্তৃক ব্রহ্ম ব্যাস-মহেশ্বরেরও গুপ্তধন 'কৃষ্ণপ্রকাশ' নামক রত্ন সর্বত্র জ্ঞাপিত হইল ॥ ১০

যাঁহারা ইহার মর্ম্মজ্ঞ, মহাজন ও উত্তমবুদ্ধি, তাঁহারা ইহাতে প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন। যাহারা এই তত্ত্ব জানেনা, তাহারা দুর্বল, ইহাদিগকে পূর্বোক্ত উত্তম মহাজনগণ শীঘ্র অধ্যাপনা করুন। অহো! এই ভগবদ্‌বিষয় ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য (প্রাকৃত) বিষয়ে অভিলাষ করে, সেই মহাঅজ্ঞ ব্যক্তিরা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সুরস প্রাপ্তি করিবে? ১১

অপরন্তু—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগল হইতে ক্ষরিত মধুধারামৃত যাহারা সুন্দররূপে-চিত্তরূপ চষকে ভরিয়া পান করিল না, তাহারাই এরসে বঞ্চিত ও দুঃখিত!! অহো! সেই মূর্খগণ অনিত্যবিভবে সুখাশা

অতঃ সর্বমন্যং বিহায় সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দং ব্রহ্মাদিভি র্ভজনীয়ং ভজত। তদেব কুরুতৈতদ্দুর্লভসংগ্রহানুসারেণ। তদেবং ইমং সংগ্রহং বিরুদ্ধমতিষু ন প্রকাশয়েৎ। তদিতি—

ধূর্ত্তায়াত্যন্তমূর্খায় তথা পণ্ডিতমানিনে।
পাষণ্ডমতয়ে চৈব অন্যদেবোপসেবিনে॥
অভক্তায় চ লোলায় রিক্তোপাসাপরায় চ।
নাস্তিকায় তামসায় তথাহঙ্কার-কারিণে॥
ন প্রকাশ্যো ন দেয়শ্চ কদাচিন্নৈষ সংগ্রহঃ॥
দেয়ো বিশুদ্ধমতয়ে কৃষ্ণপাদাব্জ-সেবিনে।
গুরুভক্তায় শান্তায় সত্যসন্ধায় সর্বদা॥ ১৩

করিয়া তাহার অনুসরণ করে, কিন্তু কোটি কোটি জন্মপর্য্যন্তও জন্মমৃত্যুর তীব্র কদর্থনাই প্রাপ্তি করে !!! ১২

অতএব অন্য সব বাসনা ত্যাগ করত ব্রহ্মাদি দেবগণ-কর্ত্তৃকও আরাধ্য এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণচরণকমলই ভজন কর। এক্ষণে এই দুর্লভ সংগ্রহগ্রন্থের আনুগত্যে তাহাই (শ্রীকৃষ্ণভজনই) কর। আর এক কথা—এই সংগ্রহগ্রন্থ বিরুদ্ধমতি লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না। ধূর্ত্ত, অতিমূর্খ, পণ্ডিতম্মন্য, পাষণ্ডবুদ্ধি, অন্যদেবোপাসক, অভক্ত, লোভী, শূন্যবাদী [বৌদ্ধ], নাস্তিক, তামসিক, অভিমানী লোকদের নিকট এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবে না, কখনও দিবেও না। কিন্তু বিশুদ্ধমতি, কৃষ্ণচরণোপাসক, গুরুসেবক, শান্ত ও সত্যসন্ধ জনকে সর্বদা এই গ্রন্থ দান করিবে। ১৩॥

যথা শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৭-৬৮)

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়মিতি॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১। (গীতা)

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত!
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি
শাশ্বতম্॥ ১৮।৬২

শ্রীগীতাতেও আছে—অসংযতেন্দ্রিয়, অভক্ত, পরিচর্য্যাবিমুখ এবং সচ্চিদানন্দঘন ভগবন্মূর্ত্তিতে দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণকে এই শাস্ত্র শুনাইবে না, পক্ষান্তরে যিনি আমার ভক্তগণকে এই পরমগুহ্য শাস্ত্রোপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণা ভক্তিলাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত করিবেন, ইহাতে আর সংশয় নাই। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন; যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে জীবসমূহকেও জগতে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার প্রসাদে

ইতোবং জ্ঞাত্বা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দমেব শরণং কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ। ১৪

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে ভক্তিবিরচনং নাম ষষ্ঠপ্রকাশরত্নং সমাপ্তম্॥

শ্রীকৃষ্ণভজনোপায়-চিন্তামণিরয়ং গ্রন্থঃ।
প্রেমভক্তিপ্রদো যত্তৎ সমাশ্রয়ত সত্তমাঃ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥ *

পরমা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মেই শরণাপন্ন হও॥১৪

হে সত্তমগণ! যেহেতু এই গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণভজনোপায়চিন্তামণি এবং প্রেমভক্তিপ্রদ, অতএব এই গ্রন্থেরই সমাশ্রয় কর॥

ইতি ষষ্ঠ রত্ন॥ ৬॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় সমর্পণমস্তু

* শুভমস্তু শকাব্দঃ ১৬০৬ (লিপিকালোঽয়ম্)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন*

[শ্রীউত্তমদাস-কৃত অনুবাদ] †

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

বৃন্দাবনপুরন্দরোঽপ্যনুগত-জন-কামদো মনোহারী।
রাধা-হৃদয়বিহারী নিরুপম-চিন্তামণি র্জয়তি ॥ ১
যস্যৈকাঙ্ঘ্রি-পুনর্ভবদ্যুতিচয়ৈ স্ত্রৈলোক্যমুদ্দীপিতং
তজ্জ্যোতির্যুগমেব সর্বনিগমৈরন্বেষণীয়ং পরং।
শব্দব্রহ্ম পরাৎপরং রসময়ং বংশীস্বনৈঃ সন্ততং
শ্রীরাধা-কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতবপুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং ভজে ॥২

বৃন্দাবন-পুরন্দর   রসরাজমূর্তিধর   ত্রিভুবন-মনবিমোহন।
রাধা-হৃদয়বন্ধু   রাসলীলা-রসসিন্ধু   ব্রজবাসিগণ-প্রাণধন ॥
জয় জয় শ্রীনন্দনন্দন।

জিনি নবজলধর,   অঙ্গ অতিমনোহর,   দেখিলে হরয়ে নেত্র মন ॥ ৩
সুপীত তড়িত-কান্তি   সে নব তড়িত ভাঁতি   অনুপম শোভা যে তাহার ॥

---

* মূলগ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ' হইলেও অনুবাদক এই নামেই প্রচারিত করিয়াছেন।

† ১৮৯২ খৃঃ বিষ্ণুপুর হইতে প্রাপ্ত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথি ৩৫৭২ নং।

কম্বুকণ্ঠে পুষ্পমাল উড়য়ে ভ্রমরজাল, মধুলোভে করিয়া ঝঙ্কার।
শিখিপিঞ্ছ চূড়ামাঝে যেন ইন্দ্রধনু সাজে, দেখি' ঝুরে যত কুলাঙ্গনা॥
গিরিধাতু শোভে গায়, নানাচিত্রগণ তায় কাম হেরি নিন্দয়ে আপনা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম, মুরলীতে করে গান, সর্ব্বোৎকর্ষ রসময় ধ্বনি॥
অনুগত যেই জন তার বাঞ্ছা করে পূর্ণ, সর্ব্বাদি অনাদি চিন্তামণি॥
যার গুণগণ-অন্ত অনন্ত না পায় অন্ত, বহু মোর পরণাম তারে।
যার পদ-স্মরণে পায় প্রেমভক্তিধনে ত্রিজগতে মঙ্গল সঞ্চারে॥
এই কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সদ্‌গুণাদি রসসদ্ম তাহা আমি ভজিয়ে নিশ্চয়॥
রাধাকুচ-কুঙ্কুমেতে যার অঙ্গ বিলেপিত সেই মোর প্রাণপতি হয়॥
বংশীধ্বনি রসময় সদা যেই উচ্চারয় যার শব্দে বিশ্ব বশ হয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিবর শব্দব্রহ্ম পরাৎপর এই কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
অসংখ্য চন্দ্রমা জিতি যাঁর পদনখজ্যোতি কিরণে উজোর ত্রিভুবন।
সে কিরণ জ্যোতির্ম্ময় বেদে যারে অন্বেষয় সে জ্যোতিকে ভজে কতজন॥
রসিক নাগর বর করুণার সাগর মহা সুখী সদা সুখময়।
গোপগোপীগণ সঙ্গে সদা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজজনে আনন্দ অর্পয়॥
অনন্য করিয়া মন ভজে যদি অনুক্ষণ রসিকের যদি সঙ্গ হয়।
তবে সেই কৃষ্ণ পাবে মগ্ন হবে রসার্ণবে এ দাস উত্তম ইহা কয়॥
শ্রীগুরুচরণ বন্দো করিয়া যতন। যাহা হৈতে হয় ভাই এ ভব-খণ্ডন॥
কৃষ্ণমন্ত্র দিল যিঁহো করি' বড় দয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদ দিল দেখাইয়া॥
নিত্যানন্দ-পদ আর অদ্বৈতচরণ। যাঁহার কৃপাতে আমি করিল দর্শন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণ বন্দিয়ে। যে পদ ভজিলে প্রেমভক্তি লভ্য হয়ে॥
মোর হৃদি স্ফূর্ত্তি হউ গৌরাঙ্গচরণ। বাঞ্ছাপূর্ণ হউ মোর হর্ষ হয়ে মন॥
শ্রীনিত্যানন্দের পদ বন্দিব যতনে। চৈতন্যের কৃপা হয় যাহার স্মরণে॥
যে পদ ভজিলে মিলে চৈতন্যচরণ। হেন নিত্যানন্দপদে রহু মোর মন॥

শ্রীঅদ্বৈতের পাদপদ্ম বন্দিব সাদরে। গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাহার হুঙ্কারে ॥
রূপ-সনাতন বন্দো প্রেম-রত্নাকর। কৃপাবলোকন কর আমার উপর ॥
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞির পদদ্বন্দ্ব। অতিহর্ষ হঞা বন্দো পাইয়া আনন্দ ॥
জীবগোসাঞির বন্দো যুগলচরণ। মোরে দয়া কর, তব লইনু শরণ ॥
গোপাল ভট্ট গোসাঞির চরণযুগলে। বহু প্রণমিয়া বন্দো মন-কুতূহলে ॥
রঘুনাথ দাস গোসাঞির পদদ্বয়। পরম যতনে বন্দো সর্ব্বসুখময় ॥
গৌরাঙ্গের যত ভক্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকে। সভার চরণ বন্দো রাখিয়া মস্তকে ॥
গৌরাঙ্গের যত ভক্ত সভে সর্বোত্তম। মো অধমে উদ্ধারহ লইনু স্মরণ ॥
তোমরা বৈষ্ণব সবে কর অবধান। দন্তে তৃণ ধরি কহুঁ সত্য বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ-তনু রাধব ঠাকুর। গোবর্দ্ধনে বাস সদা করুণা প্রচুর ॥
উঠাইয়া তন্ত্রপুরাণাদি-সিন্ধু হৈতে। সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল লোক বুঝাইতে ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রকাশরত্ন নাম। ভজনীয় বস্তু-তত্ত্ব যাতে হয় জ্ঞান ॥
পরম সিদ্ধান্ত যাতে বুদ্ধি-উদ্দীপন। সজ্জন-রঞ্জন লাগি করিল গ্রন্থন ॥
পরমাত্মা-স্বরূপ চিদ্ঘন পরমানন্দ। পরমেশ্বর রসময় সর্বদা স্বতন্ত্র ॥
অনাদি সর্বাদি কৃষ্ণ সর্বাদিকারণ। সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তারে প্রণমিয়া আর শ্রীরাধাচরণে। ললিতাদি সখীর পদ প্রণমি যতনে ॥
পৌর্ণমাসী আদি যত ব্রজবাসিগণে। অসংখ্য প্রণাম করি সভার চরণে ॥
তদ্গুণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশরত্ন নামে। করিলা রাঘব এই সংগ্রহ-বিধানে ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম প্রকাশ রতন। নিগম-আগম-শাস্ত্র-সিন্ধু সঞ্চয়ন ॥
ব্রহ্মা-শিবাদির যেই মস্তকভূষণ। ব্রজবাসী নিত্য যার করয়ে সেবন ॥
সুধীর ভক্তগণে এই সংগ্রহকারণ। করিলা রাঘব বহু করিয়া যতন ॥
সেই গ্রন্থ শুনিলেন বৈষ্ণবের গণ। সংস্কৃতময় গ্রন্থ না যায় বুঝন ॥
তার ভাষা করিবারে আজ্ঞা দিলা মোরে। অতএব লিখি আমি রচিয়া পয়ারে ॥
অর্থ অতি সুদুর্গম বুঝন না যায়। যথামতি লিখি আমি বৈষ্ণব-আজ্ঞায় ॥

সিদ্ধান্তসাগর এই অগাধ অপার। অবগাহিতে নারি তার, স্পর্শি রহি পার॥
পর্শিবার যোগ্য নহে, তথাপি পর্শিয়ে। বৈষ্ণবের আজ্ঞাবলে এই সে সহায়ে॥
রাঘবের গ্রন্থ এই সিদ্ধান্তসার হয়। রসিক ভক্তের প্রাণ, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্দেহ-ছেদন আর বিশ্বাস-উদয়। জানিলে সুখেতে নর শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
এ প্রসঙ্গ শুনি' কহে কেহ ভক্তজন। এমন সিদ্ধান্ত কেনে কয় প্রকাশন॥
ইহা শুনি কহেন—শুন কারণ ইহার। যাহার লাগি এই গ্রন্থ করিয়ে প্রচার॥
আমার আমার বলি সদা চেষ্টা করে। আপনে যে কার নহে, আপনা বল কারে?
মায়াতে ভুলিয়া জীব আপনা পাশরে। কৃষ্ণ বিনু আপনার কে আছে সংসারে॥
আপনা মরিলে কেনে তাহারা সে রয়। তাহারা মরিলে কেনে আপনি বাঁচয়?
এতেক বিচার দেখি আপন নয়ানে। তথাপি আপন বলে এ বড় অজ্ঞানে॥
আপনার যেই সেই সদা সঙ্গে থাকে। পর যেই সেই যায়, না দেখি তাহাকে॥
পুন জন্মে পুন মরে গর্ভবাস করে। স্বকর্মে লোক সব ভ্রময়ে সংসারে॥
অতএব সংসারে মজিয়া নানা জনে। কৃষ্ণ পাশরিয়া রহে মায়ার বন্ধনে॥
এই এক হেতু হয়, শুন কহি আর। শুনিলে পাইবে সুখ, পরম বিচার॥
কর্ম-কাণ্ড-অনুগত যত নরগণ। কভু মর্ত্ত্যে কভু স্বর্গে করয়ে গমন॥
ভোগ ভুঞ্জি' করে নানা বিবিধ বিলাস। এ ভব খণ্ডিতে নারে, করে গর্ভবাস॥
কেহ পুণ্যবলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভবন। ভোগ-অন্তে পুন মর্ত্ত্যে করয়ে গমন॥
পুণ্যবান্ লোক যত পুণ্য কর্ম্ম যজে। নন্দসুত নাহি ভজে, কর্ম্মকাণ্ডে মজে॥
এই এক কথা, পুন শুন কহি আর। নানাপথগামী কত ভ্রময়ে সংসার॥
পূর্ব্বাপর যেই পথ সাধুজন ভজে। সে পথ ছাড়িয়া যেই অন্যপথ যজে॥
কৃষ্ণ ছাড়ি' নানা দেব উপাসনা করে। নানান্ বিষয় ভোগ-কামনা অন্তরে॥
ধন-কড়ি গৃহ জন করে উপার্জ্জন। ধন লাগি' নিরন্তর করয়ে ভাবন॥
বহু ধন হব মোর—এ তার হৃদয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কভু না ভাবয়॥
এই এক কথা হয়, কহি আর শুন। শুনে' দিব্য জ্ঞান যাতে বাঢ়য়ে দ্বিগুণ॥

সত্য কর্ম্ম সত্য বস্তু মিথ্যা করি জানে। মিথ্যাতেই সত্যজ্ঞান করয়ে সম্মানে ॥
মিথ্যাতেই সত্যজ্ঞান সত্যমিথ্যাচারে। ইহা করি বহুজন ভ্রময়ে সংসারে ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা সখা বন্ধুবর্গ আর। জায়া সুতা মিত্র কন্যা ভৃত্য পরিবার ॥
এ সব মিথ্যার হাট সত্য করি জানিয়া। গর্ভবাসে ফিরে সদা কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥
কৃষ্ণছাড়ি অন্য দেবে উপাসনা করে। মদ মাংস খায় সদা ধনাকাঙ্ক্ষী ফিরে ॥
হতবুদ্ধি লোক যত সংসার ভিতর। আপনার দোষে দুঃখ পায় বহুতর ॥
এ সব লোক দেখি মোর দুঃখ হৈল। অতএব এই গ্রন্থ যত্নে প্রকাশিল ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম যদি ভজন না কৈলে। সংসার-সমুদ্র পার নহে কোন কালে ॥
সংসার-তারণমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। আপনার পদ দিয়া করয়ে নির্ব্বন্ধ ॥
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি ভজন এই সর্ব্ব সবিশেষ। এ সব লোকের লাগি করিল উদ্দেশ ॥
ইহা শুনি সেই জন কহে পুনর্ব্বার। প্রণিধান কর এই বচন আমার ॥
ইহা লাগি তুমি কেনে করহ [illegible]। প্রাচীন অনেক গ্রন্থে আছে এ বচন ॥
নানা শাস্ত্র নানা তন্ত্র নানান পুরাণ। বেদাগম যামলাদি আছয়ে প্রমাণ ॥
শতেক সংগ্রহ সংহিতা শ্রুতি স্মৃতি আর। প্রাচীন আছয়ে যত বিবিধ বিচার ॥
ইহা দেখি শুনি জ্ঞাত হইবে সর্ব্বজন। তবে কেনে কর তুমি সংগ্রহ-গ্রন্থন ॥
এত বাক্য শুনি পুন কহিতে লাগিলা। ইহার উত্তর শুন যে তুমি কহিলা ॥
যে কহিলে তুমি সেই সর্ব্ব সত্য হয়। বিশেষ কারণ ইথে শুন মহাশয় ॥
পুরাণাদি নানা শাস্ত্র আছে বিদ্যমানে। সংপ্রতিক জ্ঞাতা তার না দেখি নয়নে ॥
যে কেহ জ্ঞাতা, সেহ নাহি কহে লোকে। কৃষ্ণের ভজন করে, ঝাপি আপনাকে ॥
কেহ শুষ্ক তর্ক পড়ি হয় ত তার্কিক। কেহ ন্যায়শাস্ত্র পড়ি হয় নৈয়ায়িক ॥
যাতে যে নিপুণ সে তাহাকে বাখানে। কৃষ্ণতত্ত্ব বাখানিলে না শুনে শ্রবণে ॥
কেহ কেহ বহু শাস্ত্র করিয়া পঠন। নিশ্চয় করিতে নারে সংদিগ্ধ হয় মন ॥
কেহ কর্ম্মান্বিত, কেহ জ্ঞানকাণ্ডে রত। কেহ কেহ লইয়াছে বৌদ্ধপথ মত ॥
নানাদেব-উপাসক কত কত জন। যেই যার, সেই তার গায় গুণগণ ॥

কেহ কেহ লোক তাথে বুদ্ধিমান হয়। সর্ব্বদেব মাহাত্ম্য সম বিস্তারয়॥
আগম পুরাণ আদি শাস্ত্র বিদ্যমান। প্রাচীন সংগ্রহ যত আছয়ে প্রমাণ॥
পড়িয়া শুনিয়া তাথে তার বেত্তাগণ। অনেক আছয়ে সেই না হয় গণন॥
তারা সভে সর্ব্বদেবে সমকরি কয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে কভু না জানয়॥
সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর অখিলের পর। যে আদি অনাদি হয় কৃপার সাগর॥
সেই সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ সুদুর্ল্লভ হয়। কদাচিৎ সবিশেষ জানিতে নারয়॥
জানিতে নারয়ে কেনে কহি কথাসার। শুনিলে জানিবে তত্ত্ব ইহার বিচার॥
ঈশ্বরের মায়াচ্ছন্ন যত জন হয়। নানারূপ দেখে তারা কৃষ্ণে না দেখয়॥
সাধুসঙ্গ গুরুকৃপা যেইজন পায়ে। মায়া তারে ছাড়ে, সে কৃষ্ণকে জানয়ে॥
মায়াচ্ছন্ন লোকগণ দেখিয়া শুনিয়া। তার হেতু এই গ্রন্থ লেখি প্রকাশিয়া॥
নারায়ণ পাইলা লক্ষ্মী সমুদ্র মথিয়া। যত্ন করি অন্তরে নিল উঠাইয়া॥
তেন আমি পুরাণাদি-সমুদ্র হইতে। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-প্রকাশরত্ন লইনু যত্নেতে॥
শ্রুতিশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র করিনু শ্রবণে। আগম পুরাণ আদি করিনু পঠনে॥
সাধুসঙ্গ করি' তার মত শুনিনু। বিখ্যাত নিগূঢ়পর সকলি জানিনু॥
সাধুমুখে পুরাণাদি কহিল সে নিত্য। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজ, এইমাত্র সত্য॥
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সেই কৃষ্ণচন্দ্র। জগত-আনন্দ সেই সে আদি গোবিন্দ॥
নানা লীলা করি সদা ব্রজে বিহরয়। ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবের সুদুর্ল্লভ হয়॥
অতি যত্ন করি শুন তার যশগান। শুন শ্রোতাগণ সবে করি প্রণিধান॥
কেহ তর্কবাদী যদি কহয়ে এমন। পুরাণ-বচন নাহি করি আদরণ॥
হেন যদি বল শুন তাহার প্রমাণ। বেদব্যাস লিখিয়াছে যাহা বিদ্যমান॥
বৃহন্নারদীয়ে তার প্রথম অধ্যায়। দেখি বিচারিবে তাহা তার্কিক সভায়॥
পুরাণেতে অর্থবাদ যে অধমে কয়। সর্ব্বানর্থ হয় সেই তার পুণ্যক্ষয়॥*

*এইস্থানে প্রমাণ শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে, মূলগ্রন্থে তাহা আছে বলিয়া এখানে বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিতে হইবে।

সর্ব্বকর্ম্ম-বহিষ্কৃত হয় সেই জন। পুরাণের অর্থবাদে নরকে গমন॥
যাবত ব্রহ্মার সৃষ্টি স্থাবর জঙ্গম। তাবৎ নরকানলে তাহার সঙ্গম॥
প্রত্যেক পুরাণ এই বেদাঙ্গ যে হয়। পুরাণ নিন্দিলে বেদনিন্দা সুনিশ্চয়॥
শ্রুতি-স্মৃতি-ধর্ম্মশাস্ত্র এইমাত্র কয়। শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ—এই সত্য হয়॥
অতএব সর্ব্বোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচরণ। স্মরণ, ভজন কর শ্রবণ কীর্ত্তন॥
কায়মনোবাক্যে ভজ, লহত স্মরণ। শ্রীভাগবতে আছে শ্রীশুকের বচন॥
কৃষ্ণকথা-পরবেশ নাহি যে শ্রবণে। গর্ত্তপ্রায় তার কর্ণ করিয়ে লিখনে॥
যেই জিহ্বা কৃষ্ণনাম নাহি করে গান। অসতী সে জিহ্বা ভেকজিহ্বার সমান॥
পট্টকিরীটাদি-সেবা যে শির প্রধান। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তে যদি না করে প্রণাম॥
লোক যেন বোঝা বহে শিরের উপরে। তেন সেই শির হয় বোঝার সোসরে॥
স্বর্ণ-কঙ্কণাদি ভূষা যে করে শোভয়। ভোজনাদি নানা-সুখ যে হস্তে করয়॥
সেই হস্ত যদি কৃষ্ণ-কর্ম্ম নাহি করে। মৃতকের কর-সম বলিয়ে তাহারে॥
কৃষ্ণঅঙ্গ-দরশন নাহিক যে নয়নে। ময়ূরচন্দ্রিকাসম তাহার নয়নে॥
তীর্থস্থান কৃষ্ণধাম আর সাধুস্থানে। যে চরণ এই স্থানে না করে গমনে॥
বৃক্ষজন্মপ্রায় সেই চরণ মানিবে। বৃথাই সম্ভব তার নর-অঙ্গে হবে॥
কৃষ্ণভক্ত-পদরেণু যে জীবে বঞ্চয়। বিফল জীবন তার জানিহ নিশ্চয়॥
যেই ত তুলসী কৃষ্ণ-পাদস্পর্শ হয়। যে নাসাতে তার গন্ধ নাহি প্রবেশয়॥
সে নাসিকা কর্ম্মকার-ভস্ত্রাসম হয়। বৃথাই ধারণ করে অঙ্গেতে নিশ্চয়॥
কর্ণপথে কৃষ্ণকথা না পরশে যার। পশুসম সেই নর শাস্ত্রে সুপ্রচার॥
কৃষ্ণকথা যেই নর নাহি শুনে কাণে। কুকুর শৃগাল উষ্ট্র গর্দ্দভ সমানে॥
গোবিন্দের কথাতে বিমুখ যেই জনা। অশুচি হইতে অশুচিতে তাহার গণনা॥
বৃথা পরমায়ু তার—কাজে না লাগয়। ... ...
কর্ম্মভূমি ভ্রমি লোক দেবদত্ত-স্থান। অজিতেন্দ্রিয়··· ···জন্মের বিধান?
ইহা জানি তথাপিহ যেই না ভাবয়। অশুচি সে সত্য আত্ম-বঞ্চক-নিশ্চয়॥

কৃষ্ণকথা সুধাময় শ্রবণ-মধুরে। ইহা ছাড়ি অন্য কথা শ্রবণে যে করে॥
সর্ব্বছাড়ি শূকর যেন বিষ্ঠাই ভুঞ্জয়। দৈবে হত সেই জন সংসারে ভ্রময়॥
কল্পতরু-সমাশ্রয় করি যত নর। ইচ্ছা-অনুরূপ ফল পায় বহুতর॥
অভীষ্টদ কৃষ্ণপদ যে লয়ে স্মরণ। না মাগিলেও সর্ব্বাভীষ্ট লভে সেইজন॥
"সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ কর করিয়া যতন। সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভজ আমার চরণ॥
যে জন যেমন শ্রদ্ধা করয়ে আমারে। তার তেন সিদ্ধি হয় কহিল তোমারে॥"
এই কথা ব্রহ্মাকে কহিলা ভগবান্। ব্রহ্মসংহিতাতে আছে ইহার প্রমাণ॥
"সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি আর অনন্যতা মনে। সাধুবাক্য এক করি লহেত স্মরণে॥
সর্ব্বপাপমুক্ত করিয়ে তৎকাল। আপনার করিব যেন ঘুচে মায়াজাল॥"
এই বাক্য ভগবান্ কহিলা অর্জ্জুনে। গীতাতে লিখন আছে জানিবে প্রমাণে॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম এই ভজনীয় সার। সর্ব্বশাস্ত্রে এই বাক্য কহে বার বার॥
অথর্ব্বোপনিষদে গোপালতাপনীয়ে। কৃষ্ণের ভজন বিনে অন্য না কহয়ে॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রতনয়। অনাদি সর্ব্বাদি সেই সর্ব্বগ নিশ্চয়॥
সর্ব্বাদি কারণের কারণ সেই হয়। সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বরসময়॥
সেই সভাকার কর্ত্তা, অন্য নাহি আর। অনন্তব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা বশে রহে যাঁর॥
একা তিঁহো সর্ব্বব্যাপী সভার প্রধান। বহুধামে বহু মূর্ত্তি নিত্য বিদ্যমান॥
তাঁরে যেই ভজে সেই মহাবুদ্ধিমন্ত। নিরন্তর সুখ ভুঞ্জে নাহি তার অন্ত॥
অনিত্যের নিত্য অচেতনের চেতন। একা সভাকার বাঞ্ছা করয়ে পূরণ॥
বৃন্দাবনের স্থানে কল্পতরুতলে। শ্রীমণিমন্দির যহি পরম শীতলে॥
তাহে মহাপীঠে যেই আনন্দে বিরাজে। সর্ব্বসিদ্ধি তার যেই তাঁরে ভজে॥
যারা ভজে তারা মজে নিরন্তর সুখে। হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম বন্দহ মস্তকে॥
অথর্ব্বোপনিষদে গোপালতাপনীয়ে। যে কহিল সত্য এই, বুঝ না চাহিয়ে॥
এত শুনি বিলম্ব না কর একক্ষণে। নিরন্তর ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণে॥
কত শত যোনি ফিরি' বহুপুণ্যোদয়ে। মনুষ্য দুর্লভ জন্ম, তবে সেই হয়ে॥

রোগ-শোক-ক্রোধাদিতে সর্ব্বানর্থ হয়। কৃষ্ণের ভজন কৈলে সার্থক সে হয়॥
জলের বিম্বক যেন তেমতি শরীর। সতত চঞ্চল যেই কভু নহে স্থির॥
অতএব কৌমারকালেতে যেই জন। সাধুসঙ্গ করি ভজে কৃষ্ণের চরণ॥
তারে মহাপ্রাজ্ঞ বলি জানিহ নিশ্চয়। আপনা তারয়ে আর পতিতে তারয়॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র ভাগবতের লিখন। দৈত্যশিশু প্রতি এই প্রহ্লাদ-বচন॥
অতএব কৃষ্ণপদ যে জন ভজয়। তার কভু নাহি থাকে মৃত্যু বলি ভয়॥
দশমস্কন্ধের লিখন তৃতীয় অধ্যায়। দৈবকী দেবীর স্তুতি দেখিবে শয্যায়॥
সদসৎ কর্ম্ম করি যত মর্ত্ত্যজন। মনফাঁসে পড়ি যায় যমের সদন॥
বহুবার জন্মে, করে কর্ম্মার্জ্জিত ভোগ। ততবার গর্ভবাসে যাতনা সে ভোগ॥
অতএব মৃত্যু বলি' ভীত যত জন। সাধুসঙ্গে ভজে যদি কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণপদ-মহৌষধি সর্ব্বমন্ত্রসার। তাহাতে পালায় মৃত্যু-সর্প সভাকার॥
ভয় দূরে গেল সবে সুস্থ হৈল অতি। যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমে, পায় বড় প্রীতি॥
অতএব কৃষ্ণপদ-আশ্রয় যেই করে। পরম দুর্লভ হয় কখন না মরে॥
তবে যে দেখিয়ে কৃষ্ণভক্তের মরণ। মৃত্যু নহে, ভৌতিক সে শরীর-ত্যজন॥
ভৌতিক শরীর ছাড়ি' সিদ্ধ দেহ পায়। কৃষ্ণের সেবন করে নিত্যগণে গিয়া॥
অতএব মৃত নহে, অমৃত সে হয়। ইহা জানি' কৃষ্ণ ভজ করিয়া নিশ্চয়॥
মরণ সময় যদি হয় উপস্থিত। ক্ষণেক সম্বিৎ ক্ষণে হয়ে অসম্বিত॥
অঙ্গ অবশাতি, নাহি মনের নিশ্চয়। হেন কালে যদি কৃষ্ণনাম উচ্চারয়॥
তাঁর অবতার গুণকর্ম্মগণ। নাম-লীলাদিক মুখে করয়ে গ্রহণ॥
অনেক জন্মের পাপ সহসা ত্যজিয়া। মহাসুখ ভুঞ্জে সেই বিষ্ণুধামে গিয়া॥
না জানি অবশে নাম লইলে হেন হয়। জানিয়া লইলে কৃষ্ণ কি জানি করয়॥
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ অজ নন্দাত্মজ। সাধুসঙ্গ করি' সদা তাঁর পদ ভজ॥
কৃষ্ণপদ-সমাশ্রয় করে যেই জন। তাহার প্রসঙ্গ আর করহ শ্রবণ॥
একদিন যম কহে আপনার দূতে। সবার সহিত সবে শুন একচিতে॥

যম কহে—শুন সভে আমার বচন। বিবরিয়া কহি' মোর দণ্ড্য যেই জন॥
বিষ্ণুর আজ্ঞায় মোরে দেবাচিত ধাতা। লোকহিত লাগি' এথা করিলেন কর্ত্তা॥
হরি-গুরু-বিমুখাদি পাপী যতজন। তাঁহা মুঞি দণ্ডকর্ত্তা কহিল বচন॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবেরে ভজে যেইজন। তারে নমস্কার মুঞি করিয়ে স্তবন॥
শুন দূতগণ তার না যাইহ পাশ। ব্রহ্মাদির বন্দনীয় সেই কৃষ্ণদাস॥
তস্মাৎ ভজহ কৃষ্ণ, বিলম্ব না কর। লভহ পরমপদ ভবাব্ধিকে তর॥
কৃষ্ণপাদ-পল্লব এ মহাপ্লব হয়। মহাপদ লভে সেই যে করে আশ্রয়॥
ভবাম্বুধি তরে সেই বিষ্ণুপদ পায়। তারে দেখি সর্ব্বাপদ দূরেতে পালায়॥
সে পায় পরমপদ কৃষ্ণের সেবন। কৃষ্ণরসে পরিপূর্ণ হয়েত নয়ন॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হইতে বর্জ্জিত। নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন রহে চিত॥
কোন কালে কৃষ্ণভক্তের বিনাশ না হয়। অর্জ্জুনে কহিলা কৃষ্ণ শুন মহাশয়॥
মহাপ্রলয়ের কালে মোর ভক্তগণ। বিরাজিত রহে সদা না হয় পতন॥
কাশীখণ্ডে লিখা আছে ধ্রুবের চরিতে। ভগবান্ কহিয়াছেন পরম বিদিতে॥
শ্রীদশমে ব্রহ্মা যবে কৃষ্ণের স্তুতি কৈল। ভক্তের বিনাশ নাহি সেকালে কহিল॥
আমার ভক্তের নাশ কোন কালে নাই। প্রতিজ্ঞা করিলা কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়॥
ভাগবতে আছে ইহা দেখ সর্ব্বজনে। ... ...
অতএব অনন্যতা করি নিজ মন। সর্ব্ব ছাড়ি ভজ এই কৃষ্ণের চরণ॥
পরম মঙ্গল হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে। সর্ব্বথা ভজহ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
কৃষ্ণপদ-ভজন-উদ্দেশ মহাজ্ঞান। নির্ম্মল মহারত্ন এই সদা দীপ্তিমান্॥
সর্ব্বজীবের অজ্ঞানতম-বিধ্বংসন। জানি সমাদরে কর্ণে পূর বুধগণ॥
এ দাস উত্তম এই করে নিবেদন। সর্ব্বসুমঙ্গল হয় কৃষ্ণের ভজন॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনোদ্দেশো নাম প্রথম রত্ন॥

গুরুপদ কৃষ্ণপদ বৈষ্ণব-চরণ। প্রণাম করিয়া গাও কৃষ্ণগুণ-গণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদারবিন্দদ্বন্দ্বে। কোটি কোটি প্রণমিয়ে পরম আনন্দে॥
শ্রীনিত্যানন্দ-পদদ্বন্দ্বে করিয়া প্রণাম। যার কৃপাবলে গাই কৃষ্ণগুণগ্রাম॥
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের যুগল চরণে। কৃষ্ণগুণগান করি' করিয়া প্রণামে॥
গৌরাঙ্গের যত ভক্ত সভার চরণে। প্রণাম করিয়া বহু সানন্দিত মনে॥
কৃষ্ণপদ-ভজনের উদ্দেশ জানিতে। কহিল প্রথম রত্ন বৈষ্ণব-আজ্ঞাতে॥
যে পদ ভজিবামাত্র অনর্থ যায়। পরম মঙ্গল হয়, প্রেমভক্তি পায়॥
সর্ব্বোত্তমোত্তম হয় শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। সকল শাস্ত্রেতে কহে এইত বচন॥
ইহা শুনি কহে কেহ কেনে হেন কহ। আর যে আছয়ে বহু, তাহা না জানহ॥
নানা দেবা-দেবী আর নানা তীর্থগণ। নানা ধর্ম্ম কর্ম্মাদিক আছয়ে গণন॥
সর্ব্বোত্তম আছে আর ব্রহ্ম-উপাসন। এসব থাকিতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের চরণ?
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহিছেন পুন। যে কহিলে তার তরে প্রত্যুত্তর শুন॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে অন্তরীক্ষে আর রসাতলে। যত দেবাদেবী বৈসে নিজ কুতূহলে॥
ইন্দ্র অগ্নি যম আদি দিক্‌পালগণ। দশ বিশ্বদেবা আর রুদ্র একাদশ॥
গ্রহ নব আর উনপঞ্চাশ পবন। বসু অষ্ট বটুকাষ্ট ভৈরব সগণ॥
দ্বাদশ আদিত্য আর গণ তা'সভার। অষ্টাবিংশতি হয় নক্ষত্রগণ আর॥
সপ্তবিংশতি যোগ আর তিথি পঞ্চদশ। করণের গণ এই হয় একাদশ॥
অষ্ট নায়িকা অষ্ট মঙ্গলা(?) যে হয়। উনকোটি কাত্যায়নী জানিয়ে নিশ্চয়॥
নব দুর্গা হয় আর চৌষট্টি যোগিনী। সগণেতে ক্ষেত্রপাল বিলসয়ে জানি॥
রুদ্রাণী আদিকা দেবী ইন্দ্রাণ্যাদ্যা আর। সহস্র সহস্র আছে শাস্ত্রে সুপ্রচার॥
তুষিতার গণ হয় ছত্রিশ প্রমাণ। আভাস্বরার গণ চৌষট্টি করি জান॥
দ্বিশত বিংশতি মহারাজিকের গণ। দ্বাদশ সাধ্যার গণ শাস্ত্রের লিখন॥
চতুর্দ্দশ যম হয় ষোল নিশাপতি। দেবতার গণ সব শাস্ত্রে আছে খ্যাতি॥
কতেক লিখিব নাম শুন কহি সার। ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি গণ হয় দেবতার॥

শাস্ত্রিক দেবতা স্ব-স্ব-গণের সহিতে। ত্রিভুবনে আছে সভে কৃষ্ণের আজ্ঞাতে॥
লোভ মোহ মদ ক্রোধ কাম অহঙ্কার। স্বকার্য্য-তৎপরা সর্ব্বে হয় উগ্রাচার॥
স্বভৃত্যকে অনিষ্টদা জানিহ নিশ্চয়। যজ্ঞভাগ ভুঞ্জে তারা উগ্রমূর্ত্তি হয়॥
ত্রিভুবনে এই যত দেবাদেবী হয়। কৃষ্ণ ইচ্ছে রহে, কালে তারা হয় ক্ষয়॥
তা'সভার কৈছে হয় উপাসনা ধ্যান। বুঝিয়া কহিব ইহা আছয়ে প্রমাণ॥
পুরন্দর আদি যত দেবতার গণ। নিত্য ত' নহে, সবে অবশ্য পতন॥
ইন্দ্র রহু, শুন যেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার পতন আছে জানিহ সর্ব্বথা॥
ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের লিখন। দশম অধ্যায় ভাগবতের বচন॥
কৃষ্ণ সত্য, সর্ব্ব মিথ্যা, কৃষ্ণ এক নিত্য। বেদাগম শাস্ত্রে এই কথা সত্য॥
যেই ত নিমিষে কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন। সদাশিব মহাবিষ্ণু ব্রহ্ম-রুদ্রাদয়॥
পালন করয়ে পুন করয়ে সংহার। তাঁর পাদপদ্ম ভজ, তিঁহো সর্ব্বসার॥
গোবিন্দ-বৃন্দাবনে শ্রীবলরামের প্রতি। কৃষ্ণ কহিলা এই বুঝ শুদ্ধমতি॥
তুমি কহিলে যত আছে তীর্থগণ। তাহা নিষেবণে ঘুচে এ'ভব-বন্ধন॥
বিদ্যা তপ আর প্রাণায়াম যত। মৈত্রী তীর্থ-অভিষেক জপ দান ব্রত॥
কৃষ্ণপদ হৃদয়ে ধরিলে যেন হয়। এ সব করিলে ভাই তেন শুদ্ধ নয়॥
কিম্বা চারিবেদ যদি অধ্যয়ন করে। কিম্বা সর্ব্বশাস্ত্র যদি মুখেতে উচ্চারে॥
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমে আর অভিষিক্ত হয়। সর্ব্ব যজ্ঞ করে, বহু তপস্যা করয়॥
কৃষ্ণভক্তিহীন হইলে সর্ব্ব ব্যর্থ তার। সত্য সত্য কহে সর্ব্ব শাস্ত্রের বিচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম বহু আছে তুমি যে কহিলে। তাহার বিচার ইবে শুন কুতূহলে॥
সত্য ধর্ম্ম দয়া বিদ্যা আর তপাদয়। আমার ভক্তির সম কেহ নাহি হয়॥
আমার ভক্তিতে যুক্ত হয় যেই জন। জগৎ তারয়ে সেই পতিত-পাবন॥
সেই পুরুষের ধর্ম্ম হয় সুনিশ্চয়। কৃষ্ণকথা প্রতি যার রতি উপজয়॥
কৃষ্ণে রতি নাহি যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে। সর্ব্ব ব্যর্থ শ্রমমাত্র জানিবে তাঁহারে॥
দান ব্রত তপ হোম জপ অধ্যয়ন। সংযমাদি বহু অঙ্গ করয়ে সাধন॥

আর যত অন্য শ্রেয় নানা কর্ম্মগণে। কৃষ্ণভক্তি হইলে সর্ব্ব মঙ্গল লক্ষণে ॥
আর শুন যত যত পুণ্য কর্ম্ম করে। বিবিধ ভুঞ্জয়ে ভোগ, বৈসে সুরপুরে ॥
তাবৎ স্বর্গেতে বাস সে জনা করয়। যাবৎ তাহার পুণ্য-ক্ষয় নাহি হয় ॥
পুণ্যক্ষয় হৈলে হয় মর্ত্ত্যকে গমন। যাতায়াতে গর্ভবাস না যায় খণ্ডন ॥
আর এক কথা শুন হৈয়া সাবধান। শুনিলে পাইবে যাথে মহাদিব্য জ্ঞান ॥
বাসুদেব কহিলেন অর্জ্জুনের প্রতি। বিচার করিয়া ইহা বুঝ শুদ্ধমতি ॥
কর্ম্মভূমি পাইয়া লোক নানা কর্ম্ম করে। নানা দেবা-দেবী ভজে, না ভজে আমারে ॥
আমার উদ্দেশে যদি কর্ম্মাদি করয়। ইচ্ছাপূর্ণ পুত্রাদিক বর মাগি লয় ॥
মোরে ভজে, ফল চাহে, করয়ে অর্চন। ফলকে ভজিল, কোথা আমার ভজন ?
নানা কর্ম্ম করি' লোক স্বর্গপুরী যায়। দিব্য দেব-ভোগ ভুঞ্জে আমা নাহি পায় ॥
সুবিশাল স্বর্গস্থল ভুঞ্জি পুণ্যবলে। পুন পৃথিবীতে জন্মে পুণ্যক্ষয় হইলে ॥
গর্ভবাস-যাতনা সে না ঘুচে তাহার। কৃষ্ণপদ ভজি' তর এ ভব সংসার ॥
কৃষ্ণকে ভজহ অন্য দেবতা ছাড়িয়া। সভাকার ক্ষয় আছে ইহা যে জানিয়া ॥
অন্যদেবের কা কথা—ব্রহ্মা সৃষ্টিদাতা। তাহার পতন আছে, জানিহ সর্ব্বথা ॥
অতএব কৃষ্ণপদ করহ সেবন। ইহা বিনে অন্য আর নাহি প্রয়োজন ॥
কৃষ্ণ স্বয়ং স্বতেজসা বিরাজিত সত্য। শ্রীকৃষ্ণকে যেই ভজে সেই হয় নিত্য ॥
অনিত্যের ভজনেতে হয় অনিত্যতা। অতএব কৃষ্ণ ভজ, না কর অন্যথা ॥
তপ জপ যজ্ঞ যোগাদিক যে কারণে। নিত্যতা করিতে নারে অন্যদেবগণে ॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে লোক তরিবার তরে। সেই কর্ম্মে বদ্ধ হয়ে, তরিতে না পারে ॥
শ্রীভাগবতের লিখন মুচুকুন্দের স্তুতি। তাহাতে আছয়ে ইহা বুঝ শুদ্ধমতি ॥
আর যে কহিলে তুমি ব্রহ্ম-উপাসন। তাহার কারণ কহি শুন দিয়া মন ॥
ব্রহ্ম শূন্য, শূন্যমাত্র উপাসনা তার। ভজন সুপক্ক হইলে শূন্য-প্রাপ্তি সার ॥
দৃঢ়জ্ঞানে কৃষ্ণ ভজ না করিহ আন। পক্কতা হইলে পায় মুক্তিস্থনির্ব্বাণ ॥
শূন্য উপাসনা কৈলে শূন্যপ্রাপ্তি হয়। ইহার জানিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় ॥

সুখের স্বরূপ কৃষ্ণ সদা সুখদাতা। পরম আনন্দে যেই বিরাজে সর্বদা॥
রসময় কৃষ্ণ সদা রস বিলসয়। সেই নিত্য সেই সত্য সেই সে অক্ষয়॥
তাঁর পাদপদ্মে প্রেমামৃত-মধু ঝরে। ভক্তভৃঙ্গগণ তাহা সদা পান করে॥
তাহাতে বঞ্চিত হয় যত মূঢ়গণ। নশ্বর বিভব লাগি ভজে দেবগণ॥
এতেক বিচার শুনি' মুমুক্ষু একজন। সে কহে আমার কথা করহ শ্রবণ॥
যতেক কহিলে তুমি সকল শুনিল। মোর মনে আসি এক বিচার জন্মিল॥
ভজন করিয়া যেই মুক্তত্ব পাইল। কহ দেখি তার আর কি বাকী রহিল?
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহিতে লাগিল। শুনহ উত্তম কথা শাস্ত্রে যে কহিল॥
দৃঢ় জ্ঞানে কৃষ্ণ ভজে, নাহি করে আন। পক্কতা হইলে পায় মুক্তত্বনির্বাণ॥
মুক্তি ইচ্ছা করি করে কৃষ্ণের ভজন। অতিমূঢ় বলি তারে করিয়ে গণন॥
কৃষ্ণে ভক্তি করে, চাহে কৃষ্ণের সেবন। অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণের চরণ॥
ভক্তি ছাড়ি মুক্তি নাহি চাহে ভক্তগণ। বাল্মীক পুরাণে আছে হনুবচন॥
কৃষ্ণকথা-সুধাব্ধিতে যে কৃতী বিহরে। পরম আনন্দ পায় দুঃখ যায় দূরে॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ হয়ে। তৃণ সম করি মানে তার পাছে রহে॥
অতএব সর্বসাধ্য ভক্তি সুনিশ্চয়। সর্ব ছাড়ি কর কৃষ্ণে ভক্তি যাথে হয়॥
কৃষ্ণভক্তি সম্ভাবিতা মতি যদি পায়। শ্রদ্ধা-মূল্য দিয়া তা' যে ক্রয় করি লয়॥
কোটিজন্ম-সুকৃতিতে লভ্য সেহ নয়। সাধুকৃপা-ভাগ্যবলে তবে সে মিলয়॥
মুক্তি হইতে ভক্তি অতি গরীয়সী হয়। সর্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি এই জানিহ নিশ্চয়॥
মুক্তি হইতে ভক্তি অতি সুদুর্লভা হয়। শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন শুক মহাশয়॥
জ্ঞান হইতে সুলভা সেই হয় এই মুক্তি। যজ্ঞাদিক পুণ্য হইতে ভুক্তি হয় প্রাপ্তি॥
সহস্র সহস্র যদি সাধন করয়ে। তথাপিহ হরিভক্তি সুদুর্লভা হয়ে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে কৃষ্ণভক্তি নাহি দেই। মুক্তি দিয়া ভক্তমন বুঝে পুন সেই॥
কিন্তু ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত যেই হয়। ভক্তি ছাড়ি মুক্তি সেই কভু না বাঞ্ছয়॥
কৈবল্যাদি কৃষ্ণ যদি আপনেই দেই॥ তথাপি না বাঞ্ছে কৃষ্ণভক্ত হয় যেই॥

কেহ কেহ আধ্যাত্মিক এতেক শুনিয়া। কৃষ্ণভক্ত প্রতি বলে শাস্ত্র প্রকাশিয়া ॥
তুমি যে কহিলে কৃষ্ণ শরীরী সে হয়। রূপবান্ পরিচ্ছিন্নদেহ সুনিশ্চয় ॥
নেত্রাদিক ইন্দ্রিয়ের হয়ত গোচর। অতএব ভৌতিক সে হয় কলেবর ॥
ভৌতিক-হেতুক স্থূল কহিয়ে তাহারে। স্থূলহেতু জড় কহি নশ্বর ভিতরে ॥
নশ্বরের উপাসনা কেমন বিধান ? বিচারিয়া কহ দেখি ইহার প্রমাণ ॥
কৃষ্ণ এক হয় উপাসনীয় নিশ্চয় ॥ ইহা যে কহিলে অতি অসম্ভব হয় ॥
বেদান্তে অনভিধেয় ইহাকে কহিয়ে। বিচারিয়া শাস্ত্র তুমি বুঝ মহাশয়ে ॥
শ্রীরামচন্দ্র প্রতি বাশিষ্ঠ রামায়ণে। বশিষ্ঠ কহিলা সেই শুনহ বচনে ॥
দৃশ্য যে জগৎ সর্ব্ব স্থাবর-জঙ্গম। কালান্তে বিনাশ হয় শাস্ত্রের বচন ॥
মনোবাক্য-নয়নেতে আর কর্ণাদিকে। গৃহ্যমাণ হয় যেই নশ্বর বলি তাকে ॥
মোর মায়ার সর্ব্ব জানিয়া বিচার। নিত্য নিরঞ্জন সেই অজ নিরাকার ॥
নির্লেপ সে ব্রহ্ম তার কর উপাসন। বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ মুনি করিল লিখন ॥
সেই হয় তেজঃপুঞ্জ দেব নিরাময়। সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব-পরমাত্মা হয় ॥
মহেশ্বর অজ সেই সদাই আছয়। তাহার উপাসনা কর, কহিল নিশ্চয় ॥
শ্রুতিবাক্য-বৃত্তিতে যে কহিলা বিধান। তাহা বিচারিয়া দেখ হ'য়া সাবধান ॥
অন্তঃকরণেতে যেই বর্ত্তমান হয়। চৈতন্যবিগ্রহ সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
আনন্দস্বরূপ সত্য আত্মা সে আছয়। তাহাতে প্রসন্ন সেই কেনে নাক্রি হয় ॥
পুন কহি অষ্টাবক্র-সংহিতার কথা। যাহাতে নিখিল বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থা ॥
তাহা না জানিয়া করে গমনাগমন। অষ্টাবক্র-সংহিতার শুনহ বচন ॥
ইহা শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্ব্বার। তুমি যে কহিলে তার শুনহ বিচার ॥
যে কহিলে তুমি নিরঞ্জন নিরাকার। রূপ-গুণ বর্জ্জিত হয়ত তাহার ॥
অচল অকর্ত্তা সেই হয় সুনিশ্চয়। কায়মনোবাক্যে গ্রাহ্য কভু সেই নয় ॥
ইহা শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী বিষ্ণুভক্তে কয়। শ্রুতিবাক্য বিচারিয়া বুঝ মহাশয় ॥
অপাণি সে সর্ব্ববস্তু করয়ে গ্রহণ। অপদ সে হয়ে করে সর্ব্বত্র গমন ॥

অচক্ষু সে হয় পুন সর্বত্র দেখয়। অশ্রুতি সে হয় পুন সর্বত্র শুনয়।
সেই সর্ববিষয়জ্ঞাতা, জ্ঞাতা নাহি তার। পুরাতন পুরুষ সে সর্বাদি সাকার।
এতেক শুনিয়া তত্ত্ব কৃষ্ণভক্ত কয়। বড়ই আশ্চর্য্য তুমি কহিলে নিশ্চয়।
সে আছয়ে সত্য তার নাহি বেত্তাগণ। এই যে কহিলে তুমি এ সত্যবচন।
অতএব অস্তি নাস্তি সন্দেহ হইল। পুন কি বিচার, কহ শাস্ত্রে কি কহিল।
ইহা শুনি ব্রহ্মবাদী কহিতে লাগিল। শ্রুতিবাক্যে এই সব বিচার করিল।
অস্তি নাস্তি যে সন্দেহ জ্ঞানহীন জনে। নিত্য সে আছয়ে সত্য জানে দিব্য জ্ঞানে।
দুগ্ধমধ্যে ঘৃত যৈছে নিগূঢ় থাকয়ে। তারে পুন আবর্ত্তিয়ে সর উঠাইয়ে।
পুন তারে দধি করি মন্থন করিয়ে। তবে তাহে শক্ত করি ঘৃত উঠাইয়ে।
যেন এই দুগ্ধে ঘৃত নিগূঢ়ে থাকয়। তেন সেই সর্বভূতে বিজ্ঞান আছয়।
তাহারে সতত যদি মন্থন করয়। তবে দিব্যজ্ঞান পায় আত্ম প্রকাশয়।
যেন সেই রাহু সর্ব অদৃশ্য যে হয়। হিমাংশু-বিগ্রহ হইলে জগত দেখয়।
যদ্যপিহ সর্বগত আত্মা সুনিশ্চয়। বুদ্ধিস্থ হইলে তৈছে সর্ব প্রকাশয়।
সবিতা ঠাকুর যেন হইলে উদয়। সর্ব জীবগণ নানা কর্ম যে করয়।
সূর্য্য না করয়ে কর্ম আপনি না করে। তদ্বৎ সে জ্ঞানী হয়ে সতত বিহরে।
মন-নেত্রাদি-প্রবর্ত্তহেতু রবি হয়। সর্বোপাধি-মুক্ত যেন প্রকাশ আছয়।
লোকচেষ্টা নিবর্ত্ত সে যথার্থ হইল। হস্তামলক-ভাবা বাক্যে তাহাত কহিল।
কিন্তু আত্মা নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ সে হয়। ইবে কহি সেই আত্মা প্রাপ্তি যাথে হয়।
অতি প্রীতে সুস্থির করয়ে নিজমনে। সে যেন অন্যত্র নাহি করয়ে গমনে।
নিজ বুদ্ধিবিত্তে যদি দৃঢ়জ্ঞাতা হয়। সেজন দেখয়ে আত্মা প্রায় সুনিশ্চয়।
মৃগগণ গন্ধমাত্রে জানে মৃগগণে। গজ নিজগণ জানি মিলে গজসনে।
পক্ষিগণ নিজপক্ষগণে সেই জানে। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞান করি জানে জ্ঞানিগণে।
সেই ত অজ্ঞান লোক কিছু না জানয়। পশুর সমান হইতে কখন নারয়।
ব্রহ্মবাদির এত বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিষ্ণুভক্ত তাঁর প্রতি কহেন বচন।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বৈভব না জানে। সে জন এমন কহে নাহি তত্ত্বজ্ঞানে ॥
অতিক্ষুদ্র তারা সব অতিক্ষুদ্র মতি। সূক্ষ্ম না দেখিতে পায় জানিবেক কতি ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে মধু তাতে মধুব্রত। নিক্ষোভ সে হয় সদা মধুপানে রত ॥
নানা পথগামী সেই নানা ভোগে মন। সেই সব লোক কৃষ্ণ না দেখে কখন ॥
মায়াচ্ছন্ন লোকে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইলে। তথাপি না জানে তারে শাস্ত্রে হেন বলে ॥
গোবিন্দ থাকেন যদি অতি গুপ্ত বেশে। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণকে সে জানে অনায়াসে ॥
কৃষ্ণ এক এব সর্বোপরি সেই হয়। জ্ঞানিজন জ্ঞানে করি জানয়ে নিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের উর্দ্ধ আর তাহার সমান। আছে যে বলয়ে সেই মূর্খ অগেয়ান ॥
মায়াতে আচ্ছন্ন সেই জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণতত্ত্ব কি জানিব পরবশ হয় ॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড যত বৈকুণ্ঠাদি হয়। কৃষ্ণের বৈভব সর্ব জানিহ নিশ্চয় ॥
তুমি যে কহিলে কৃষ্ণ ভৌতিক শরীর। প্রাকৃতে সগুণ স্থূল করিয়াছে স্থির ॥
না জানিয়া অজ্ঞানেতে কহিলে এমন। তাহার বিচার হবে শুন দিয়া মন ॥
পূর্ণানন্দ কৃষ্ণতনু সর্বসুলক্ষণ। মনমথের মন মথে সাক্ষাত মদন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহে এক, এ দুই স্বরূপ। ভৌতিক সে কভু নহে চিদানন্দরূপ ॥
দেদীপ্য বিগ্রহ দুঁহে সদা বিগুমান। ভৌতিক না হয় ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥
ভগবান্ পরমাত্মা তাঁর কলেবরে। ভৌতিক করিয়া মানে বড়ই পামরে ॥
সর্বকর্ম বহিষ্কৃত হয় সেই জন। বৃহদ্বামন পুরাণেতে কহিলা বচন ॥
যদি কেহ তার মুখ করয়ে দর্শনে। সবসনে স্নান সেই করিব তৎক্ষণে ॥
সূর্যাকে দর্শন করি গাভী পরশিব। ঘৃতাম্ল ভোজন করি তবে শুদ্ধ হব ॥
অস্থূল অসূক্ষ্ম সেই স্থূল সূক্ষ্ম হয়। অবর্ণ সে হয় পুন সর্ববর্ণময় ॥
অতএব স্থূল সূক্ষ্ম যেইত লেখয়। কৃষ্ণের মায়াতে সৃষ্টি হইবে নিশ্চয় ॥
এ দুইর পর কৃষ্ণ জানিহ সর্বথা। ফুকারিয়া সর্বশাস্ত্রে বলে এই কথা ॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম সেইত নিশ্চয়। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সেই সর্বসুখময় ॥
শব্দব্রহ্মময় সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্। আপনে প্রকৃতি তেঁহো পুরুষপ্রধান ॥

আশ্রয়রহিত সেই সূক্ষ্ম স্থূলাতীত। সর্ব্বপরাৎপর হয় সদা বিরাজিত॥
ব্রহ্ম-উপাসনা কর যে কহিলে তুমি। ব্রহ্ম কারে কহে তাহা শুন শাস্ত্রবাণী॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদিক পদ্মাদি সুন্দর। কর-পদ-তলে অতি শোভা মনোহর॥
নখেন্দু কিরণ শ্রেণী শোভা অতিশয়। তারে পূর্ণব্রহ্ম বলি পুরাণেতে কয়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গরশ্মি ব্রহ্ম চিদ্রূপ অব্যয়। কেহ কেহ ভাগবত এমনি কহয়॥
কৃষ্ণের অংশের অংশ মহাবিষ্ণু হয়। কেহ কেহ মুনিগণ কহেত নিশ্চয়॥
কৃষ্ণাঙ্গকিরণ ব্রহ্ম পুরাণেতে কয়। সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝহ নিশ্চয়॥
অতএব কৃষ্ণপদ যে জন ভজয়। সর্ব্বলভ্য হয়ে তার পূর্ণানন্দময়॥
বৃক্ষ লভ্য হইলে বৃক্ষের অলভ্য কি রয়? তেন কৃষ্ণপদ পাইলে বাকী কি থাকয়॥
কৃষ্ণলাভ বিনে সিদ্ধি নাহি কোন স্থানে। ইহা জানি কৃষ্ণপদ ভজ কায়মনে॥
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা যত কর্ম্ম করে। নৈষ্কর্ম্য সমস্ত তারে বৃথাই আসরে॥
কৃষ্ণবিনা যেই জ্ঞান অতি সুনির্ম্মল। শোভা নাহি করে জ্ঞান সমস্ত বিফল॥
ব্রহ্ম-উপাসক ব্রহ্ম ছাড়িয়া যতনে। কৃষ্ণপদ-উপাসনা কৈল কতজনে॥
ব্রহ্ম-উপাসক যেই জাবালি সে মুনি। অধ্যাত্মনিরত যোগী সেই ব্রহ্মজ্ঞানী॥
জাবালি সে মুনিবর অতি হর্ষ মনে। ইচ্ছায় ধরণী সর্ব্ব করয়ে ভ্রমণে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মন্দার পর্ব্বতে। তার কাছে রম্যস্থল দেখে আচম্বিতে॥
রম্যস্থল সুশীতল সুন্দর কানন। পুষ্পেতে পূরিত যত লতা-তরুগণ॥
মৃগ ব্যাঘ্র সিংহ হস্তী ভল্লুক বানর। হিংসাহীন জন্তু যত ফিরে নিরন্তর॥
শুক সারী পিক অলি সুখ বহুতর। সস্ত্রীক বিহরে সর্ব্বে আনন্দ অন্তর॥
সুখস্পর্শ সরোবর সুষমা অশেষ। সুশীতল জল অতি সুধা পরিশেষ॥
রত্নবদ্ধ তট তার রত্নবদ্ধ ঘাট। হেমমণিবদ্ধ তার চতুর্দ্দিকে বাট॥
শ্বেত পীত রক্ত শ্যাম পদ্ম বিরাজয়। সহস্র সদল কার শতপত্র হয়॥
কুমুদ কহ্লার তাহে রক্তোৎপলগণে। মধুলোভে মধুব্রত রহে তার সনে॥
মীন কুম্ভীর আদি যত হংস চক্রবাকে। দাত্যূহ সারসাদি তাহে সস্ত্রীক সমুখে॥

সুগন্ধ-জলজ শোভা দেখি' মুনিবর। ভ্রময়ে কাননমাঝে আনন্দ অন্তর ॥
অকস্মাৎ দেখি তথা এক তপস্বিনী। তরুণ বয়েস রূপে জগতমোহিনী ॥
শারদ-পূর্ণিমশশী জিনিয়া বদনী। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অতি হরি নিল জিনি ॥
সুনাসা সুবাসা অঙ্গ-সুকোমল অতি। কটিতটে কৃষ্ণাজিন পরিয়াছে সতী ॥
জ্ঞানমুদ্রা দৃঢ়তর হৃদয়ে ধরিল। অতএব অনিমিষ আঁখি সে হইল ॥
আহার-বিহার তেজি নিশ্চয়ে আছয়। পুনপুন মুনিবর তাহারে দেখয় ॥
দেখিয়া জাবালি তবে মনে বিচারয়। তপস্বিনীর হেন রূপ অসম্ভব্য হয় ॥
ভোগ ছাড়ি' সুদারুণ তপস্যা করয়। তার দেহে হেন রূপ কোনকালে নয় ॥
অতএব ইহার যে জনম-ভিতরে। কোন তত্ত্ব বস্তু হয় মহাতেজ ধরে ॥
এতেক চিন্তিয়া মুনি করিল বিধান। জানিতে নারিল তার হৃদয়-বিজ্ঞান ॥
আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞানী দেখে জ্যোতির্ম্ময়। বস্তুতত্ত্ব কিছু তার নহিল নিশ্চয় ॥
ধ্যানেতে নির্ণয় যবে করিতে নারিলা। তাঁরে জিজ্ঞাসিতে মুনি তথায় রহিলা ॥
ধ্যানভঙ্গ হইল তার শতেক বৎসরে। ততদিন তথাই রহিলা মুনিবরে ॥
ধ্যানভঙ্গ দেখি মুনি গেলা তার পাশে। কি লাগি করহ তপ তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
কি হেতু কঠোর তপ করিতেছ তুমি। কারণ জানিতে তার জিজ্ঞাসিয়ে আমি ॥
যদি যোগ্য হয় তবে কহত আমারে। নহিলে না কহ তাহা রাখহ অন্তরে ॥
মুনির এতেক বাক্য শুনি সেই বালা। মধুসম মৃদু বাক্য কহিতে লাগিলা ॥
"তীব্রতপে আকর্ষিতা তনু যে আমার। মুনিবরে কহে নিজ তপের বিচার ॥
শুন শুন মুনিবর কর অবধানে। যে লাগি' করিয়ে তপ কহি তব স্থানে ॥
ব্রহ্ম-উপাসক আর যোগীন্দ্রের গণ। ধ্যান করি সদা যারে করে অন্বেষণ ॥
ব্রহ্মাদ্যের সুদুর্ল্লভ যেই কৃষ্ণ হয়। তার লাগি তপ করি প্রাপ্তির আশয় ॥
জিতাহার জিতেন্দ্রিয় দৃঢ় করি মন। কামনা করিয়া কৃষ্ণচরণ-সেবন ॥
করিয়ে দুষ্কর তপ রহি' এই বনে। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সে লাগিয়াছে মনে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মোর হৃদি সতত আছয়। সেই পূর্ণানন্দপূর্ণ আমার হৃদয় ॥

অতএব মুনিবর ! এই সত্য বাণী। জ্ঞান-বিজ্ঞানেতে আত্মতৃপ্তা যে আমি॥"
পুন দৈন্য করি' কহে শুন মুনিবর। "করিতেছি তপ আমি অতি সুদুষ্কর॥
কৃষ্ণরতি বিনে মোর শূন্য কলেবর। অতি সে নিন্দিত তনু তেজিব সত্বর॥
ইহা মনে করি আমি করিয়ে স্মরণ। প্রাণ সরোবরে দেহ করিব তাজন॥
কৃষ্ণরতি বিনে মোর দেহেন্দ্রিয়গণ। বৃথাই ধারণ করি কিসের কারণ॥"
এতেক বচন যবে সুন্দরী কহিলা। তাহা শুনি মুনিবর বিস্মিত হইলা॥
মুনি বোলে—"মোর বাক্য শুন তপস্বিনি ! কৃষ্ণে তোমার দৃঢ়মতি জানিলাঙ আমি॥
প্রবঞ্চনা করি মোরে না বলহ আন। দেখিতেছি তুয়া হৃদি কৃষ্ণ বিদ্যমান॥"
এত কহি মুনি তার চরণে পড়িলা। কৃষ্ণ উপাসনা বিধি তারে জিজ্ঞাসিলা॥
আধ্যাত্মিক যোগ এই হৃদয়ে আছিল। পরম সুপ্রীতে মুনি তাহা তিয়াগিল॥
মুনি কহে—"কৃষ্ণমন্ত্র দেহ ত আমারে। নহে দেহত্যাগ করি তব বরাবরে॥"
এত শুনি তপস্বিনী মুনি প্রতি কয়। লেহ কৃষ্ণমন্ত্র মুনি ! পূরুক্ আশয়॥
এত কহি কৃষ্ণমন্ত্র মুনিবরে দিলা। মন্ত্র দিয়া তার যত ব্যবস্থা কহিলা॥
মন্ত্র পায়া জাবালি সেগুরু প্রণমিয়া। মানসরোবরে গেলা তপস্যা লাগিয়া॥
মানস-সরসীতটে গেলা মুনিবর। কৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি' তপ করেন দুষ্কর॥
বহু দেহ লভি কৃষ্ণভজন করিল। নব কল্পান্তরে জন্ম গোকুলে লভিল॥
সুচিত্রারূপিণী নারী গোকুল নগরে। কৃষ্ণপাদপদ্ম পাঞা সদা সেবা করে॥
অতএব কৃষ্ণপদ না কৈলে সেবন। কোন কাজে নাহি লাগে ব্রহ্ম-উপাসন॥
অতএব সকল ছাড়িয়া একমনে। রাধাকান্তের চরণ করহ নিষেবণে॥
এত শুনি মুমুক্ষু সে কহয়ে তখন। তুমি যে কহিলে সত্য বচন-লক্ষণ॥
পূর্ণানন্দস্বরূপ কৃষ্ণ হয়েন ব্রহ্মোপর। নিত্য সত্য নিত্যানন্দ সর্বমনোহর॥
লীলাবিগ্রহ গোবিন্দ তুমি যে কহিলে। বিস্তারিয়া কহ ইবে শুনিব সকলে॥
কিবা রূপ কিবা প্রমাণ কিবা গুণ তাঁর। কিবা স্থান কি প্রভাব কহ সুপ্রচার॥
ইহা শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্বার। না জানিয়া হেন জিজ্ঞাসহ সুবিচার॥

অনন্ত মহিমা তাঁর রূপ গুণ আদি। কহিতে সমর্থ নয় চতুর্মুখ বিধি ॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিতে পারয়। গগনের তারা যদি পরিমাণ হয় ॥
তথাপি তাঁহার গুণ কে পারে কহিতে। কেহ ত সমর্থ নহে কহিল নিশ্চিতে ॥
যে জানিতে চাহে জানুক বৈভব তোমার। কায়মনোবাক্যে গোচর নহিল আমার॥
জানিতে নারিয়া ব্রহ্মা ইহাই কহিলা। শ্রীভাগবত দশমেতে তাহাই জানাইলা ॥
জানিতে নারিয়া ব্রহ্মা কহিলা এমন। অঙ্গ যত স্থান অতিবরাকে গগন ॥
তাহাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি নরাধম। গুণাদি জানিতে তার বৃথা পরিশ্রম॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম গুণ-প্রবাহ বিস্তার। বর্ণিবারে বুদ্ধিশক্তি সাধুকৃপা সার ॥
আমি অতি অল্পমতি ইচ্ছি বর্ণিবারে। হাস্যাস্পদ অতিশয় সংসার ভিতরে ॥
শিশু যেন শশধর চাহে খেলিবারে। তেন অভিলাষ মোর কহিবার তরে ॥
বুদ্ধির প্রবেশ মোর যত যত হয়। শাস্ত্রানুসারে তত কহিব নিশ্চয় ॥
অথর্ব উপনিষদি গোপালতাপনীয়ে। যে কহিল তাহা আগে শুন মহাশয়ে ॥
'ওঁ নমো বিশ্বরূপায়' করি সবিনয়। বিশ্বস্থিতিলয়-হেতু তুমি মহাশয় ॥
বিশ্বেশ্বর বিশ্ব তুমি, তুমি, বিশ্ববন্দ্য। তুমি সে বিজ্ঞানরূপ পরম আনন্দ ॥
তুমি কৃষ্ণ গোপীনাথ গোবিন্দ আপনে। নিষ্কল সে হও তুমি সর্ব্ববিমোহনে ॥
শুদ্ধ তুমি, তুমি অশুদ্ধের হও বৈরি। তোমার চরণে বহু পরণাম করি ॥
অদ্বিতীয় তুমি হও, তুমি সে মহৎ। শ্রীকৃষ্ণত্ব তুমি, তোমায় নমস্কার শত ॥
গোপালতাপনীয়ে তাহা কহে প্রকাশিয়া। গূঢ় অর্থ হয় ইথে বুঝ বিচারিয়া ॥
পুন কহি শুন ব্রহ্মসংহিতার বাক্য। ব্রহ্মা স্তুতি করিলা যে হৃদি করি' ঐক্য ॥
অদ্বৈত অচ্যুত কৃষ্ণ তুমি সে অনাদি। তব রূপে অন্ত নাই, তুমি সর্ব্ব-আদি ॥
পুরাণ পুরুষ সদা নবীন যৌবন। পরিহাস-বিশারদ কন্দর্পমোহন ॥
বেদের দুর্লভ, অদুর্লভ ভক্তগণে। অনাদি গোবিন্দ সেবা সভার ভজনে ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবন। সর্ব্বথা করহ নিত্য ছাড় অকরণ ॥
পুরাণ আগম আদি দেখিয়া শুনিয়া। সাধুসঙ্গ করি তত্ত্ব জান বিচারিয়া ॥

পরমানন্দ-মকরন্দ কৃষ্ণপদাম্বুজ। কায় মন-বাক্য এক করি' তাঁরে ভজ॥
নানা দেব-উপাসনা করিয়া বর্জন। কৃষ্ণপাদপদ্ম এই করহ ভজন॥
কৃষ্ণের ভজন-রত্ন করি মুক্তাহার। কণ্ঠে আভরণ কর অতি শোভাসার॥
এ দাস উত্তম কহে করিয়া বিচার। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভজ তরিবে সংসার॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে নানা উপাসনাবর্জনং নাম দ্বিতীয়রত্নং॥

শচীসুত গৌরচন্দ্র পরাণ আমার। তাঁহার চরণ বন্দো সর্ব্ব সুখসার॥
নিত্যানন্দের পদ বন্দো পরম যতনে। গৌরাঙ্গের পদ পাই যাহার সেবনে॥
অদ্বৈতের পাদপদ্ম করিয়ে বন্দন। গৌরচন্দ্র হয় যার হৃদয়ে ধারণ॥
গৌরাঙ্গের যত ভক্ত সভার চরণে। প্রণাম করিয়ে বহু আনন্দিত মনে॥
নানা দেব-উপাসনা করিয়ে বর্জন। কৃষ্ণ-উপাসনা শ্রেষ্ঠ করিল লিখন॥
লিখিল দ্বিতীয় রত্ন বৈষ্ণব-আজ্ঞাতে। লিখিয়ে তৃতীয় রত্ন কৃষ্ণেরে জানিতে॥
সর্ব্বোপরি বিরাজয়ে সেই কৃষ্ণচন্দ্র। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হয় সেই পূর্ণানন্দ॥
নিত্যবৃন্দাবনে যার সদাই বসতি। রাধিকার প্রাণবন্ধু পিরীতি আরতি॥
বৈষ্ণব-আজ্ঞাতে এই শাস্ত্রের বচনে। সে কৃষ্ণ জানিতে কহি তৃতীয় রতনে॥
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত—কহে শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! তুমি জিজ্ঞাসিলে যেই কহি সেই বাণী॥
কৃষ্ণের গুণানুবাদ শুনিতে প্রশ্ন কৈলে। শুনিলে আনন্দ পাবে সর্ব সুমঙ্গলে॥
সর্বোপরি কৃষ্ণ নিত্য সর্বানন্দময়। সম্যক্ কহিতে যোগ্য কেহ তার নয়॥
অনন্ত মহিমা গুণ কে কহিতে পারে। যথামতি কহি কিছু শাস্ত্রানুসারে॥
ব্রহ্মসংহিতাতে এই ব্রহ্মার বচন। যাহা কহিয়াছেন তাহা করহ শ্রবণ॥
অদ্বয় সে জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রতনয়। চিদানন্দতনু সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয়॥
সর্ব্ব-অংশী সর্ব-আদি সর্বপরাৎপর। রসিকশেখর কৃষ্ণ করুণাসাগর॥
আদ্যন্তহীন সর্বকারণের কারণ। স্বয়ং ভগবান্ হয়ে সর্ববিমোহন॥
কিশোরবয়স নিত্যপ্রেমপূর্ণানন্দ। গোগণে আবৃত সদা সেই ত গোবিন্দ॥

এত তত্ত্ব কহি' ব্রহ্মা পুন যে কহয়। তাহা ইবে বিচারিয়া শুন মহাশয় ॥
শাস্ত্রের সীমায় যার সুবিচিন্ত্য তত্ত্ব। সদা বিরাজয়ে সেই পরম মহত্ত্ব ॥
শতকোটি সমাতে অগম্য পথ তার। এই ত কহিল সর্ব পরতত্ত্বসার ॥
শ্রেষ্ঠ মুনি সকলের অতি শুদ্ধ মন। সেহ ত যাইতে নারে না পারে পবন ॥
সর্বাদি পুরুষ হয়ে সেই ত গোবিন্দ। তার পদ ভজি আমি যাতে সর্বানন্দ ॥
সেই সর্বোপরি কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতম। সর্বেশ্বর পুমানাদি কহে শাস্ত্রাগম ॥
নিখিলাধার নির্গুণ প্রকৃতির পর। সর্বতত্ত্ব হইতে সেই অতি শুদ্ধতর ॥
অতএব কৃষ্ণতনু নিত্য সুবিদিত। অপ্রাকৃত হয় হীনগুণাদি-রহিত ॥
ভৌতিক যে দেহ সেই মায়াময় হয়। যত্র মায়া তত্র সত্ত্বাদিক গুণ রয় ॥
যাতে সত্ত্বাদিক গুণ তাহার প্রলয়। এই বাক্য অতি সত্য, সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
দেহদেহিভেদ আছে ভৌতিক শরীরে। নিশ্চয় নশ্বর দেহ অবশ্য সে মরে ॥
পূর্ণানন্দ কৃষ্ণতনু সর্বসুলক্ষণ। মনমথের মন মথে সাক্ষাৎ মদন ॥
নিত্যবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের যে দেহ। ভৌতিক সে নহে কভু না কর সন্দেহ ॥
রাধা-কৃষ্ণ দুঁহে এক একুই স্বরূপ। ভৌতিক সে কভু নহে সদানন্দরূপ ॥
দেদীপ্য বিগ্রহ দোঁহে সদা বিদ্যমান্। ভৌতিক না হয় চিন্ময় ভগবান্ ॥
ঈশ্বরের দেহদেহী কভু ভেদ নহে। পুরাণ সকলে ইহা ফুকারিয়া কহে ॥
লীলাময় তনু কৃষ্ণের জানিহ নিশ্চয়। সর্বাত্মকানন্দময় সভার আশ্রয় ॥
সভার নশ্বর দেহ যে জন জন্ময়। দেহদেহিভেদতত্ত্ব সবেতে আছয় ॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করয়ে যেই কর্তা। সেই ঈশ্বর যাতে লীন হয়েত সর্বথা ॥
সে কোথা হইব লীন নাহি তার স্থান। সেই ত সভার কর্তা স্বয়ং ভগবান্ ॥
উদয়াস্ত বহি যেই স্থূলসূক্ষ্মপর। পরম পুরুষ লীলাময় কলেবর ॥
সুখের স্বরূপ কৃষ্ণ কন্দর্প-মোহন। প্রতিক্ষণ নব নব লীলা অনুপম ॥
এতেক শুনিয়া সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী কয়। তবে কেন নারীসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ করয় ॥
ব্রহ্মজ্ঞানির কথা শুনি' কৃষ্ণভক্ত বলে। শুনহ সুন্দর কথা যাহা জিজ্ঞাসিলে ॥

স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন বলি মিথ্যা কর জ্ঞান। দুঁহু তনু এক হয়ে একই পরাণ॥
এক বলি লিখিয়াছে কৃষ্ণযামলেতে। ঊনবিংশাধিক তার শত পটলেতে॥
শ্রীবাসুদেব নারীরূপ করিয়া ধারণে। রাধাকৃষ্ণ দেখিতে গেলা দিব্য বৃন্দাবনে॥
বাসুদেব সহচরী মধ্যেত যাইয়া। কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ রসিকিনী হৈয়া॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ অভেদ দেখিল। পরম আনন্দে তার তনু পূর্ণ হৈল॥
দোঁহার দর্শন করি অর্পিয়া নয়ন। অনিমিষ রহে তার তৃপ্ত নহে মন॥
রাধাকৃষ্ণে দোঁহে দোঁহা ভুজের বন্ধনে। দোঁহে মন সুখে আছে নিবিড়ালিঙ্গনে॥
রাধিকা সে কিবা রস মনেতে করিয়া। কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ ঢাকে নিজ অঙ্গ দিয়া॥
কৃষ্ণমুখে মুখ দিয়া চুম্বয়ে সুন্দরী। কি লাগি করয়ে হেন বুঝিতে না পারি॥
কিবা রাধা-মুখামৃত কৃষ্ণ কৈলা চুরি। নিজ দ্রব্য লয়ে ধনী অতি বল করি॥
চুম্বাধারতন কৃষ্ণ লইল রাধার। চুরিয়া সে রত্ন লয়ে—এই সুবিচার॥
কিম্বা কৃষ্ণ লইল রাধার মানস-অমিয়া। রাধা তাহা লয়ে মুখে মুখ আরোপিয়া॥
কি কৌতুক হইল মনে কেনে হেন করে। সমুদ্রগভীর মন কে বুঝিতে পারে॥
রাধাঙ্গরাগেতে কৃষ্ণ হইলা রাধাপ্রায়। কে রাধা কেবা কৃষ্ণ জানা নাহি যায়॥
রাধাঙ্গকিরণে স্থান স্বর্ণবর্ণ হৈল। দেখি সহচরাগণ বহু সুখ পাইল॥
পুন শ্যামবর্ণ হৈল স্থান কৃষ্ণাঙ্গকিরণে। দেখি সহচরীগণ আনন্দ সঘনে॥
দোঁহাকার কান্তি যবে একত্র হইল। কেবা রাধা কেবা কৃষ্ণ জানিতেনারিল॥
যে শোভা হইল তা'ত কহনে না যায়। উপমা দিবারে সখী খুঁজিয়া না পায়॥
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই দোঁহে একদেহ। উপরে ভেদ, দুই একমাত্র দেহ॥
এত শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী পুনর্ব্বার কয়। রাধিকাঙ্গাদি কৃষ্ণের ? অঙ্গবৎ হয়॥
কি লাগি হইলা দুই কহ মহাশয়। বিচারিয়া কহ মোর ঘুচুক সংশয়॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে তার প্রতি। কৃষ্ণের মহিমা গুণ পরম পিরীতি॥
স্বয়ংপ্রকাশ কৃষ্ণ অদ্বয় নিশ্চয়। রসরাজমূর্ত্তি নিত্য হয়ে ইচ্ছাময়॥
আপনি আপনে দেখি রমণে ইচ্ছা কৈলা। আপনেই রাধা-কৃষ্ণ দুই মূর্ত্তি হৈলা॥

রস আস্বাদিতে তুষ্ট হইলা গোবিন্দ। আনন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ করিতে আনন্দ ॥
রসের পোষণ নহে বহু কান্তা বিনে। অতএব বহুমূর্ত্তি ধরিলা আপনে ॥
রাধা-কৃষ্ণ এক দেহ বুঝ বিশেষিয়া। বিলসয়ে মহারস রাধিকা লইয়া ॥
আপনে পুরুষ কৃষ্ণ প্রকৃতি আপনে। প্রকাশ আছয়ে দেখ শাস্ত্রের লিখনে ॥
ব্রহ্মবাদী কহে পুন শুন মহাশয়। বিশেষিয়া কহ তুমি শ্রবণেচ্ছা হয় ॥
স্বপ্রকাশ কৃষ্ণচন্দ্র লীলারসময়। শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ কেনে কহত নিশ্চয় ॥
সর্বত্র কহিল তুমি শ্যামবর্ণ তার। শ্রুতির বচনে কিছু না হয় উদ্ধার ॥
তার কথা শুনি তারে কৃষ্ণভক্ত কয়। তুমি যে কহিলে তার শুনহ নিশ্চয় ॥
সর্ব বর্ণ লীন হয় যাহার অঙ্গেতে। সর্ব্ব বর্ণ সামা হয় যেইত শরীরে ॥
এই হেতু শ্যামবর্ণ বলিয়ে তাহারে। সৃষ্টিকালে পুন সেই প্রবর্ত্ত জগতে ॥
অতএব শ্যামবর্ণ হয়েত গোবিন্দ। নিত্য সেই বিরাজিত নিত্য পূর্ণানন্দ ॥
তাঁহা হইতে কাল হয়, সে কাল-বর্জ্জিত। বিচারিয়া বুঝ ইহা শাস্ত্র-সুবিদিত ॥
পুন ব্রহ্মজ্ঞানী কহে শুন মহাশয়। কৃষ্ণকে কহিলে নিত্য, কৈছে তাহা হয় ॥
সূর্য্যাদি অগ্নি আর পৃথিবী প্রভৃতি। মহাপ্রলয়ে কার নাহি হয় স্থিতি ॥
ব্রহ্মাণ্ড সকল নষ্ট হইলে তখন। কৃষ্ণ কোথাকারে তবে করয়ে গমন ॥
এত কথা শুনি তবে কৃষ্ণভক্ত বলে। শুনহ ইহার কথা মন-কুতূহলে ॥
ভূলোকের উর্দ্ধস্থান লক্ষেক যোজনে। তাহার উপরে লক্ষ যোজন গণনে ॥
সে অবধি হয় সূর্য্যচন্দ্রের কিরণ। তার বশে হয় তথা কালের নিয়ম ॥
অতিরম্য যেই স্থান দিব্য বৃন্দাবন। তাতে কভু নাহি যায় সূর্য্যের কিরণ ॥
কালের নিয়ম নাই, নাহি সে প্রলয়। অতএব কালবশে প্রলয় সে হয় ॥
পাদগম্য যেই স্থান ভূলোক সে হয়। সূর্য্যের লোকনাবধি ভুবলোক কয় ॥
ভুবলোকার্দ্ধ স্থান কহে সেই নাম। নানা সুখভোগি লোক পুণ্য সেইস্থান ॥
ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সে হয় স্বর্গস্থান। বিশেষিয়া বলি তার কর অবধান ॥
পৃথিবীর উর্দ্ধে কোটি যোজন প্রমাণ। অতিমনোহর হয় মহর্লোক নাম ॥

ধরণী হইতে দুইকোটি সে যোজন। জনলোক হয় তথা অতিবিলক্ষণ।
চতুষ্কোটি যোজন ঊর্দ্ধ পৃথিবী হইতে। তপোলোক বিরাজয়ে পরম সুখেতে।
অষ্ট কোটি যোজন সে তাহার উপর। সত্যলোক বিরাজয়ে সতে সত্যপর।
তারপর ষোড়শকোটি যোজনেতে হয়। জলেতে আবৃত সে কৌমারলোক কয়।
তদূর্দ্ধে যোজন পঞ্চাশৎ হয়ে উমালোক। তদূর্দ্ধে পঞ্চাশৎ হয়ে শিবলোক।
বিশ্বের পূর্ণাংশ সেই শিবস্থান হয়। তার পূর্ব্বে বহিস্থান জানিহ নিশ্চয়।
শিবলোকাবধি প্রকৃতির বশে রয়। এ অবধি বপু সপ্তাবরণ কহয়।
তদূর্দ্ধে পরম দিব্য বিষ্ণুর আলয়। সকল জীবের কার্য্য কারণ-আশ্রয়।
শুদ্ধ স্ফটিকের জ্যোতি সেই স্থানে হয়। নিত্য সত্য নিরাকুল লোক নিরাময়।
কারণার্ণববেষ্টিত সে অতিমনোরম। যাহা হৈতে গঙ্গাদেবী হৈলা বিনির্গম।
অনন্ত যোজন দীর্ঘে, প্রস্থে হয় তত। কে তাহা জানিতে পারে জ্যোতির তারতম্য।
মহাবিষ্ণু ভগবান্ জগত-ঈশ্বর। আপনে শয়ন করে যাহার উপর।
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রনয়ন। সহস্র যে হস্ত তার সহস্র চরণ।
যাহার নিমিষ একে সকল জগত। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সে হয়েত নিশ্চিত।
যার অংশে ব্রহ্মাবিষ্ণু আর মহেশ্বর। ত্রিগুণেতে কার্য্য করে ত্রিগুণের পর।
আর এক স্থান হয় তাহার উপর। যোগী সন্ন্যাসী গণপতি স্থান মনোহর।
জ্যোতি ভরণের প্রাপ্তিস্থান সেই হয়। পুরাণ বিচারি ইহা জানিহ নিশ্চয়।
মহাশম্ভু সেই স্থানে আনন্দে আছয়। সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কৃষ্ণকে ভজয়।
তদূর্দ্ধে পরমস্থান অতি রমণীয়। মহাবৈকুণ্ঠ নাম সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দীর্ঘপ্রস্থে সেই স্থান নাহি পরিমাণ। অনন্ত কোঠরি তাতে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বাসুদেব আদি যত অবতার হয়। সবে সর্ব্বানন্দ সেইস্থানে বিহরয়।
পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্ব অবতারের স্থান। সগণ সহিত তাহে রহে বিদ্যমান।
তদূর্দ্ধে গোলোক স্থান পরম সুন্দর। কৃষ্ণধাম নিত্যস্থান সর্ব্বচিত্ত হর।
কায়মনবচনের গম্য নাহি হয়। নিত্য গুণ মহোৎসাহ নিত্যোৎসবময়।

নিত্যানন্দময় রম্য সে ভোগানিলয়। সুখদ প্রেমদ গণ অনেক আছয় ॥
পিক শিখী শুকসারী আদি পক্ষিগণে। রাধিকা-কৃষ্ণের গুণগণ করে গানে ॥
বাসন্তী চম্পকাশোক পারিজাত আর। মালতী যূথিকাম্ভোজ সুকুন্দ মন্দার ॥
কেতকী মল্লিকা আর মাধবী লতিকা। নাগেশ্বর করবীর বহু শেফালিকা ॥
কদম্ব বকুলাদি পুষ্প মনোহর। মধুলোভে ফিরে তাতে ভ্রমরী-ভ্রমর ॥
অষ্টকোটি যোজন সেই সত্যলোক পর। কৈলাস বৈকুণ্ঠ দুই পুরী মনোহর ॥
গোলোকের অধোদেশে বাম সুদক্ষিণে। কৈলাস বৈকুণ্ঠ দুই পুরী সুশোভনে ॥
গোলোকের পঞ্চাশত কোটি যোজনেতে। দক্ষিণে বৈকুণ্ঠপুরী কৈলাস বামেতে ॥
কোটিযোজন বিস্তীর্ণ বৈকুণ্ঠনগর। মণ্ডল আকৃতি তার স্থিতি উপর ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ তাহে রহে প্রতিষ্ঠিত। চতুর্ভুজ পারিষদগণেতে আবৃত ॥
কোটি যোজন সুবিস্তার কৈলাস সুন্দর। মণ্ডলাকৃতি স্থিতি পবন উপর ॥
পার্ব্বতী মহেশ সেই স্থানেতে আছয়। পারিষদগণাবৃত সদা বিহরয় ॥
গোলোক ভিতরে জ্যোতি পরমসুন্দর। পরম আহ্লাদ যাথে করে নিরন্তর ॥
পরম আনন্দের কারণ জ্যোতি সেই হয়। যোগিগণ ধ্যান যারে সতত করয় ॥
জ্যোতি অতি সুখস্পর্শ সুশীতল হয়। নিরাকার বলি তারে যোগিগণ কয় ॥
সে জ্যোতি ভিতরে অতি রূপ মনোহর। ভুবনমোহন মূর্ত্তি নব জলধর ॥
অরুণ পঙ্কজ আঁখি জিনিয়া খঞ্জন। শরদ পূর্ণিমাচন্দ্র জিনিয়া বদন ॥
কোটি কাম জিনি অঙ্গলাবণ্য ঝলকে। পাসরিতে নারে রূপ যেই তাঁরে দেখে ॥
দ্বিভুজ মুরলীধর সুপীতবসন। সদ্রত্ন-ভূষণে সর্ব্ব-অঙ্গ বিভূষণ ॥
কুঙ্কুম-কস্তুরি অঙ্গে চন্দনে লেপিতে। শ্রীবৎস বক্ষেতে তাঁর কৌস্তুভ তাহাতে ॥
কিরীট-মুকুট সাজে শুক্ষরত্নসারে। মস্তকে ভূষণ যার সর্ব্বচিত্ত হরে ॥
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে। মধুলোভে মধুব্রত গতায়াত চলে ॥
সদ্রত্ন বিনির্ম্মিত শুভসিংহাসনে। রাধাকৃষ্ণ দুঁহে আর সহ সখীগণে ॥
রাসলীলা বিলসয়ে গোলোকভিতরে। নানা রসকৌতুকেতে সদাই বিহরে ॥

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই গোলোকে নিশ্চয়। মহৎ সনাতন তারে সর্ব্বশাস্ত্র কয়।
সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা রাধিকা সুন্দরী। সকলের শিরোমণি যাহাতে শ্রীহরি।
সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা যেই ভগবান। তাঁহারে ঈশ্বর কহে, সেই ভগবান।
যার অঙ্গজ্যোতি হইতে সর্ব্ব উদ্দীপিত। যার প্রকাশে কাল বহে, সে কালবর্জ্জিত।
রসিক ভক্তের পায় করিয়া প্রণাম। সে দাস উত্তর ইহা কহিল প্রমাণ,
গুরু-কৃষ্ণ-ভক্তপদে প্রণাম করিয়া। ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশকত্বে শুন মন দিয়া।
শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহে—শুন মহাশয়। বিশেষিয়া কহ মনে ঘুচুক সংশয়।
তুমি যে কহিলে চন্দ্রসূর্য্যগতি বশে। কালের নিয়ম হয়ে অতি সবিশেষে।
তবে কেন নিমেষাদি কালকে গণিয়া। প্রলয় মহাপ্রলয় কহে সংখ্যা দিয়া।
অষ্টাদশ নিমেষাদি এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা জানিহ নিশ্চয়।
ত্রিংশৎকলাতে যার হয় এক ক্ষণ। দ্বাদশ ক্ষণেতে এক মুহূর্ত্ত গণন।
এক মুহূর্ত্তে দুই দণ্ড জানিহ নিশ্চয়। ষাটি দণ্ডে একদিন শাস্ত্রে ইহা কয়।
ত্রিংশৎ বাসরে এক মাস বলি তারে। দ্বাদশ মাসেতে তার হয়ত বৎসরে।
নৃলোকের মাসে ত্রিলোকে একদিনে। এই ত গণনা ক্রমে জানিবে প্রবীণে।
এই ত পিতৃলোকের বছর যেই হয়। দেবমানে সে বৎসর একদিন কয়।
সেই দিন ত্রিশত ষাটি পূর্ণ হইলে। দেবতার বর্ষ হয় শাস্ত্রে ইহা বলে।
সেই বৎসরের দুই সহস্র বৎসরে। বিধাতার এক দিন রাত্রি বলি তারে।
তিনশত ষাটি তার দিবস-গণনে। ব্রহ্মার বৎসর হয় জানিহ প্রমাণে।
তার অষ্টোত্তর শত পূর্ণ যবে হয়। বিধাতার আয়ুঃ সেই জানিহ নিশ্চয়।
এতেক কহিলা যদি সেই ব্রহ্মজ্ঞানী। কৃষ্ণভক্ত কহে পুন বিচারিয়া বাণী।
না বুঝিয়া হেন কহ, কর অবগতি। তুমি যে কহিলে, তার তাহা নাহি স্থিতি।
ভৌতিক দেহের এই নিমেষ হইতে। কালের করিয়ে সংখ্যা নাসে সুবিদিতে।
বায়ুর স্বভাব এই নিমেষ যে হয়। শাস্ত্রে যাহা কহে, তাহা শুনহ নিশ্চয়।
ভূমি, অপ, তেজ, বায়ু আর যে আকাশে। পঞ্চভূত আত্মা এই শাস্ত্রে পরকাশে।

প্রাণ অপান সমান উদান সে ব্যান। এই সে পবন পঞ্চ সভাকার প্রাণ ॥
এ পাঁচের সম আর শুন নাম তার। যেই যার কাজ তাহা করিয়ে বিচার ॥
নাগ কূর্ম্ম কৃকর সে দেবদত্ত আর। ধনঞ্জয় সহ এই পঞ্চ পরকার ॥
পঞ্চ প্রাণ পঞ্চস্থানে সর্ব্বদা রহয়। বিচারিয়া বুঝ ইহা শাস্ত্রে প্রকাশয় ॥
হৃদি মাঝে পূর্ব্বানন প্রাণ নিবসয়। গুহ্যেতে অপান সদা অবাঙ্ মুখে হয় ॥
সমান প্রমাণ বাত বহে নাভিদেশে। কণ্ঠদেশে উদান সে ঊর্দ্ধমুখে বৈসে ॥
সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপিত রহে আপনে সে ব্যান। পঞ্চজনা পঞ্চস্থানে রহে বিদ্যমান ॥
নাগ সে হৃদয়ে থাকি করয়ে চেতন। উদ্গীরণ কর্ম্ম তার সহজ লক্ষণ ॥
শরীর ভিতরে কূর্ম্ম রহি সর্ব্বক্ষণ। নিমেষ উন্মেষাদি করে প্রকটন ॥
কৃকর দেহেতে ক্ষুধা তৃষ্ণাকে করয়। দেবদত্ত গাত্রভঙ্গী জৃম্ভা আচরয় ॥
দেহ পুষ্ট করে দেহে রহি ধনঞ্জয়। পাঁচের যে নিজকর্ম্ম সতত করয় ॥
ভৌতিক দেহের এই করিল বিচার। শ্রীকৃষ্ণের স্থানে ইহা না হয় সঞ্চার ॥
বলরাম প্রতি সেই কহিলা ভগবান্। তাহা ইবে কহি শুন হইয়া সাবধান ॥
কৃষ্ণ কহে—বলরাম! কহি শুন সার। তব অগোচর কিছু নাহিক আমার ॥
তুমি জগৎযোনি হও, সবার বিশ্রাম। আপন স্বরূপ কহি শুন বলরাম ॥
প্রেমানন্দময় সুখী মদনমোহন। সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত নিত্যনবীনযৌবন ॥
কালের কালস্বরূপ কালাত্মা আমি। কালের গোচর নহি শুন সত্যবাণী ॥
কাল সর্ব্বভক্ত সর্ব্বকারণ-কারণ। চিৎস্বরূপ-জ্ঞানরূপ আনন্দ সঘন ॥
অদ্বিতীয় সমদৃক্ সর্ব্ব পরাৎপর। মহারসময় মূর্ত্তি অপ্রাকৃত ঘর ॥
সদা এইরূপ মোর জানিহ নিশ্চয়। সদা এই বৃন্দাবনে মোর স্থিতি হয় ॥
যেন আমি তেন এই মোর বৃন্দাবন। তেন অবতার মোর মথুরা ভুবন ॥
এই বৃন্দাবন কৃষ্ণ-কলেবর হয়। সর্ব্বগ অনন্ত বিভু জানিহ নিশ্চয় ॥
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক অবধি। যাহাকে করয়ে ধ্যান বিষ্ণু হর বিধি ॥
বৈকুণ্ঠানন্ত পরব্যোম দলশ্রেণী যার। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক হয় কর্ণিকার ॥

পরব্যোম 'পরিভাগে কৃষ্ণলোকাখ্যান। ত্রিবিধ সে হয়ে শুন কহিয়ে প্রমাণ॥
দ্বারকা, মথুরা আর গোকুল স্বধাম। কৃষ্ণলোকখ্যাতি এই হয় তিন স্থান॥
সর্ব্বোপরি গোকুল সে পরম সুন্দর। ব্রজলোকধাম যাহা সর্ব-মনোহর॥
সেই ত গোকুল হয় তিন অভিধান। গোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥
গোকুলাখ্য গোলোক এই জানিহ বিচারি। সতত বিহরে যাহা আপুনি শ্রীহরি॥
শ্বেতদ্বীপ হয় এই গোকুলের নাম। সে নহে, যাঁহা তৃতীয় পুরুষের ধাম॥
বৃন্দাবন স্থান—এই সর্ব্ব-মনোহর। অদৃশ্য অগম্য হয় সর্ব্বরসাকর॥
একই স্বরূপ তাঁর দ্বিতীয়াঙ্গ নয়। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর ইচ্ছাতেই হয়॥
চিন্তামণি ভূমি যাঁহা সুভগ সুন্দর। কল্পবৃক্ষময় বন সর্ব্বমনোহর॥
গোধনে পূর্ণ সদা অক্ষয় অব্যয়। ষোল ক্রোশ হয়ে সেই শাস্ত্রে ইহা কয়॥
চর্মচক্ষে দেখে লোক প্রপঞ্চ-সমান। প্রেমনেত্রে দেখে তাহা রূপ সপ্রমাণ॥
গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা শ্রীনন্দনন্দন। রাসাদি বিহরে সদা আনন্দ সঘন॥
ত্রিভুবনমধ্যে পৃথ্বী ধন্যা সুনিশ্চয়। তার মধ্যে জম্বুদ্বীপ অতিধন্য হয়॥
তার মধ্যে ভারতবর্ষ যার নাম। অতিধন্য হয় সেই মহাপুণ্য স্থান॥
তার মধ্যে ধন্যতমা মথুরা নগরী। যাতে স্বয়ং বৃন্দাবন আছে সর্বোপরি॥
তারমধ্যে গোপাঙ্গনা বৃন্দা অতিধন্যা। তার মধ্যে রাধিকা সখীগণ-মান্যা॥
তার মধ্যে রাধা অতিধন্যা সর্ব্বোত্তমা। কৃষ্ণচন্দ্র বশ যাঁর অসীমমহিমা॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রায়স্থান মথুরা মণ্ডল। সহস্রপত্র-পুষ্পের আকার সুন্দর॥
বিষ্ণুচক্রোপরি স্থিতি তাহার নিশ্চয়। পরম বৈষ্ণব স্থান মহাশ্চর্যময়॥
মথুরার মহিমা সে কহিতে অতুল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়স্থান যাহাতে গোকুল॥
সেই ত গোকুল হয় সর্ব্বরস-ধাম। প্রেমভক্তি লভ্য হয় লৈলে যার নাম॥
সর্ব্বোপরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব মহোত্তম। সহস্রপত্র-কমলে সে অতিমনোরম॥
তাহার কর্ণিকামধ্যে রম্যধাম হয়। যাহাতেই কৃষ্ণচন্দ্র সদা বিহরয়॥
কর্ণিকা বেড়িয়া দল দক্ষিণাদিক্রমে। নানা রসময় দল আছে প্রদক্ষিণে॥

অতিগুহ্যতমোত্তম দক্ষিণে যে দল। যাতে রাস-রসনৃত্য সুখময় স্থল॥
নিগমাগমের যে দৃক্ অতিশয়। যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রগণ যারে অন্বেষয়॥
পুরুষের অগোচর পরম সুন্দর। অনিলাদি নারী যার রহে নিরন্তর॥
অগ্নিকোণে যেই দল শুন তার কথা। নিকুঞ্জ কুটীর তীর সমীরাদি যথা॥
এইমত অষ্টদল অষ্টদিকে হয়। বৃন্দাবনান্তরস্থিতি জানিহ নিশ্চয়॥
শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থান অতিমনোরম। শ্রীযমুনা বহে যাহা প্রদক্ষিণক্রম॥
অষ্টদলের তলে আর ষোড়শ দল হয়। নিদাঘাদি ক্রমে রহে জানিহ নিশ্চয়॥
এইমত গোকুলে সে সহস্র দল। সর্ব্বরসময় কৃষ্ণ বিহারের স্থল॥
পরমসুন্দর শোভা কিঞ্জল্ক-বেষ্টিত। কর্ণিকারে সে সর্ব্বোপরি রহে বিরাজিত॥
কর্ণিকাতে মহালীলা নিত্যসুখোদয়। সুখময় কৃষ্ণ যাতে সুখ বিস্তারয়॥
কৃষ্ণলীলাময়াত্মক সেইস্থান হয়। নিত্যবৃন্দাবন নাম সেই সে নিশ্চয়॥
বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি সর্ব্বশক্তিময়। অতিগুহ্যতম স্থান প্রেমের আলয়॥
সভার দুর্লভ নিত্যবৃন্দাবন নাম। ব্রহ্মাণ্ডে পরিস্থিতি জানিহ প্রমাণ॥
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বর্য্য নিত্যানন্দাব্যয়। বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশ কহেত নিশ্চয়॥
স্বয়ং বৃন্দাবনভূমি সর্ব্বাদি প্রধান। প্রেমনেত্রে নিষ্প্রপঞ্চ দেখে বিদ্যমান॥
গোলোক বৈভবসহ গোকুলে আসিয়া। প্রকটকালে ক্রীড়া করে নিজপ্রিয়া লৈয়া॥
বৈকুণ্ঠাদি বৈভবের সহ তার নাথ। দ্বারকাতে প্রকাশ সে লক্ষ্মী লঞা সাথ॥
যে ব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্। নিত্য বৃন্দাবনে সেই নিত্য বিদ্যমান॥
উহার বিভবানন্ত কে পারে জানিতে। সবিশেষ সদা স্থিতি বৃন্দাবিপিনেতে॥
অতএব ত্রিভুবনে পৃথিবী ধন্যতরা। যাহাতে কৃষ্ণের স্থান সুপ্রিয় মথুরা॥
গোকুল মথুরা আর দ্বারাবতীপুরে। কৃষ্ণলীলা ত্রিধাযুক্ত এতৎ পরিকরে॥
নিত্যসিদ্ধ পরিকর যদুবরাদয়ে। তার সহ পুরদ্বয়ে কৃষ্ণ বিক্রীড়য়ে॥
শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম যত গোকুলে বসতি। তার সহ সদা কৃষ্ণ ব্রজে বিহরতি॥
বৃন্দাবনবাসিগুণ কে কহিতে পারে। আত্ম হৈতে কোটি গুণ কৃষ্ণে প্রেম করে॥

নিত্য সে আনন্দময় নিত্যগুণান্বিত। নিত্যসিদ্ধ হয় সহ শ্রীগোবিন্দবৎ॥
লোকবৎ লীলা নিত্য শ্রীকৃষ্ণের হয়। ব্রজবাসী নিত্য লোকবৎ আচরয়॥
কৃষ্ণলীলা ত্রিধা এই পুন দ্বিধা হয়। প্রকটাপ্রকট এই বিচার নিশ্চয়॥
নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর যদি হয়। তাহারে প্রকট বলি শাস্ত্রে ইহা কয়॥
না দেখি অপ্রকট সে সর্বলোকে কহে। নিত্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকট ত রহে॥
যথা যথা শ্রীকৃষ্ণের স্থানগণ হয়ে। তাহে পারিষদ আর প্রিয়া যে আছয়ে॥
যথা যেই লীলা আর গণের সহিত। প্রকট সেইস্থানে আছে শাস্ত্র বিনিশ্চিত॥
দেখিবার লোক যে সেই দেখে তারে। ভক্তিহীন জন কভু জানিতে না পারে॥
নিত্য বৃন্দাবন এই সভার প্রধান। সদা বিহরয়ে কৃষ্ণ রহি বিদ্যমান॥
তেজোময় ভূমি এই অদৃশ্য সভার। প্রেমনেত্রে দেখে নানা লীলারসসার॥
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিরোভাবে আর। সদাই প্রকট ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না যায় কখনে। প্রকটাপ্রকট রহে এই বৃন্দাবনে॥
ব্রজে বৃক্ষলতা দেব আর জীবগণ। অচিন্ত্যশক্তিতে সবে নানাবিধ হন॥
কৃষ্ণের অঙ্গজা সবে কৃষ্ণতনুসম। তাঁহার সমান শক্তি ধরে এই হন॥
প্রকাশে প্রাকৃত জন প্রাকৃত দেখয়। তদীয় যে জন দেখে অপ্রাকৃতময়॥
তিরোভাবে প্রাকৃত সে না পায় দেখিতে। কভু তিরোভাব নহে তদীয়লোকেতে॥
পরম অদ্ভুত এই বৃন্দাবন স্থান। পৃথিবী-সংলগ্ন সবে দেখে সুপ্রমাণ॥
পৃথিবী-সংলগ্ন কভু নহে বৃন্দাবন। ভূশক্তি হইতে নাহি দেখে সর্বজন॥
কভু সে সঙ্কোচ হয়ে কভু সুবিস্তার। ইত্যাদিক অদ্ভুততা ভূশক্তি আচার॥
শ্রীশক্তি, ভূশক্তি আর লীলাশক্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের তিনশক্তি সর্বাশ্চর্য্যময়॥
নিত্যবৃন্দাবন থাকে চারিবেদে গায়। সিদ্ধাকাঙ্ক্ষী জন যাহা সিদ্ধতাকে পায়॥
পূর্ণাতিপূর্ণ যেই পূর্ণতম স্থান। মহারসলীলা যাহা সদা বিদ্যমান॥
সুখস্থান গোলোক যে শাস্ত্রে সুবিখ্যাতে। অচিন্ত্য শক্তিতে ঊর্দ্ধ অথচ ভূমিতে॥
মধ্যাহ্ন কালেতে যৈছে এই দিবাকরে। নৃলোক দেখয়ে নিজ মস্তক উপরে॥

দেখ শুন গোলোক এই উর্দ্ধেতে আছয়। সর্ব্বলোক শুনি জানি বিচার করয়॥
এইত গোলোক দিব্য বৃন্দাবন নাম। দিব্যাদি সুদিব্য এই স্থান প্রধান॥
যাহা দিব্যা দেবী রাধা অঙ্গসোভগতা। সুদিব্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নায়ক সে তথা॥
বিলসয়ে মহারসপূর্ণ সুখোল্লাস। এই দিব্য বৃন্দাবন—শাস্ত্রের প্রকাশ॥
যাঁহা অতিপূর্ণতর শ্রীরাধারমণ। যাহার অংশাংশে নানা লীলার ঘটন॥
শ্রীরাধাবল্লভ এই দিব্য বৃন্দাবনে। গোপীজনবল্লভ সে নিত্য বৃন্দাবনে॥
বৃন্দাবন কৃষ্ণ-অঙ্গ জান সবিশেষ। অতএব কালাদির নাহি সে উদ্দেশ॥
কৃষ্ণজ্যোতি হৈতে সেই দেদীপ্ত সতত। বিচারিয়া বুঝ ইহা শাস্ত্র সুবিদিত॥
বলরাম প্রতি সেই কহিলা ভগবান্। সেই কথা কহি এবে শুন দিয়া কাণ॥
কহে আমি এক বহু স্বরূপ সে হয়। প্রধান পুরুষ আমি সর্ব্বশক্তিময়॥
আমার দেহের জ্যোতি সর্ব্বভূতগণে। বিচারি বুঝিবে ইহা শাস্ত্রপরমাণে॥
জ্যোতি ব্রহ্মময় তেজ মোর দেহ হইতে। বিনির্গত হঞা দীপ্ত করয়ে জগতে॥
মোর অঙ্গ জ্যোতি মোর অঙ্গের সমান। ভেদ না মানিহ কেহ শুন বুদ্ধিমান॥
পৃথ্বী জল অগ্নি বায়ু আর যে আকাশ। এই সবরূপে আমি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আর যত জীবগণ। সবার অন্তরে আমি বাস্থে অনুক্ষণ॥
সর্ব্বজন জানে এই আকাশ বিস্তার। দেখিতে না পায় যেন শরীর তাহার॥
জলপূর্ণ শত শত কলসী ভিতর। সর্ব্বত্র দেখি যেন আছে দিবাকর॥
আমার চরণাঙ্গুষ্ঠনখর হইতে। বিনির্গত হইল জ্যোতি ব্যাপিল জগতে॥
দুর্লভ দুর্গম অতি দুর্দ্ধর্ষ সে হয়। মোক্ষদ সুখদ শুচি সর্ব্বগ নিশ্চয়॥
ইহা জানি জ্যোতি ভজে যত যত জন। নির্ব্বাণমুক্তিকে পায় সেই সব গণ॥
অতএব কহি সার শুন ব্রহ্মজ্ঞানি। নিরন্তর বিচারিয়া বুঝ তত্ত্ববাণী॥
কৃষ্ণাঙ্গ-কিরণশ্রেণী পরম সুন্দর। পরানন্দ-রসামৃতসার সুধাকর॥
সেই কিরণের কোটি কোটি অংশ হইতে। কিরণ-আত্মিকা জীব যতেক জগতে॥
কৃষ্ণতনু-পদনখ-জ্যোতির উদয়ে। সমুজ্জ্বল কৈল যত ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়ে॥

স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ নিত্য কৈশোর বিগ্রহ। কালাদির অগোচর নিত্য সে জানিহ॥
পুন আর কহি শুন পরম আনন্দ। বলরাম প্রতি বাক্য কহিলা গোবিন্দ॥
কৃষ্ণ আগে বলরাম মধুর বচনে। জিজ্ঞাসিলা তত্ত্বকথা প্রহর্ষিত মন।
বলরাম কহে—"প্রভু তুমি সর্ব্বেশ্বর। ত্রিভুবননেত্র তুমি করুণাসাগর॥
রাধাকান্ত জগন্নাথ গোলোকনাগর। গোকুল-আনন্দ চন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দর॥
বৃন্দাবন সুখধাম গোপিকার প্রাণ। পীতাম্বরপ্রিয় প্রভু তুমি পঞ্চবাণ॥
তব পদনখকান্তি ত্রিলোক-উজ্জ্বল। তব রূপে রূপবান্ ভুবনমণ্ডল॥
শুনহে কমল-আঁখি! ওহে বংশীধারি। শব্দব্রহ্মময়ী বংশী সর্ব্বমনোহারী॥
প্রেমভক্তিদাতা তুমি, প্রেম রসময়। রসিকশেখর তুমি সর্ব্বরসাশ্রয়॥
বনমালি! বলি তুমি বৃন্দাবনপতি। গোবিন্দ গোপগণপ্রিয় তুমি সর্ব্বগতি॥
তুমি গোপ-অধিপতি গোগণে অর্চিত। গোপী-নেত্রোৎপলার্চিত নিত্যসুখান্বিত॥
তুমি যে কহিলে প্রভু তত্ত্ব আপনার। সংক্ষেপে কহিলে কিছু না জানিয়ে যায়॥
কিবা রূপ কিবা তোমার স্বরূপ সর্ব্বথা। শ্রবণেচ্ছা হয় প্রভো! কহ সেই কথা॥
বলরামের এত বাক্য শুনিয়া গোবিন্দ। কহেন আপন তত্ত্ব পরম আনন্দ॥
কৃষ্ণ কহেন—"বলরাম শুন সমাদরে। সত্য এই তত্ত্ব মোর কহিয়ে তোমারে॥
পরমাত্মা পরংব্রহ্ম আমি সে নিশ্চয়। সচ্চিদানন্দ দেহ আমি সর্ব্বসুখাশ্রয়॥
শব্দব্রহ্মময় আমি স্বয়ং ভগবান্। আপনি প্রকৃতি আমি পুরুষ প্রধান॥
আদ্য-অন্ত-রহিত আমি সূক্ষ্ম-স্থূলাতীত। সর্ব্বপরাৎপর আমি সদা বিরাজিত॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা আমি ত নিশ্চয়। কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড জন্মে, পুন নাশ হয়॥
সদাশিব মহাবিষ্ণু রুদ্র ব্রহ্মা আদি। সর্ব্বকর্ত্তার কারক আমি সে অনাদি॥
নরাকৃতি নিত্যরূপী কমলনয়ন। ইন্দ্রনীলমণি-শ্যাম কান্তি মনোরম॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রঙ্গ মধুর আকৃতি। লাবণ্যসাগর অঙ্গ সুধা সুপিরীতি॥
পূর্ণশরদিন্দু-কোটি আমার বদন। পরিধান পীতবস্ত্র মদনমোহন॥
সুকুঞ্চিত কেশে মোর চূড়া মনোহর। ময়ূরচন্দ্রিকা সাজে তাহার উপর॥

প্রেমানন্দময় শুদ্ধ রসের সাগর। সর্বদা কৈশোর বয়ঃ পরমসুন্দর॥
কুঙ্কুমাদি গিরিধাতু অঙ্গে বিলেপন। বনমালা গলে মোর ভুবনমোহন॥
কালের কালস্বরূপ কাল আত্মা আমি। কালের গোচর নহি শুন সত্য বাণী॥
কাল-সর্বভোক্ত সর্বকারণ-কারণ। চিৎস্বরূপ জ্ঞানরূপ আনন্দ ঘন॥
অদ্বিতীয় সমদৃক্ সর্বপরাৎপর। মহারসময় মূর্তি অপ্রাকৃতেশ্বর॥
সদা এইরূপ মোর জানিহ নিশ্চয়। সদা ভূমি বৃন্দাবনে মোর স্থিতি হয়॥"
শ্রীকৃষ্ণ কহিলা ইহা বলরাম প্রতি। শুনিলে কৃষ্ণের রূপ বয়স আকৃতি॥
পুন ব্রহ্মজ্ঞানি! শুন সংহিতার বাক্য। ব্রহ্মা স্তুতি কৈল যবে হৃদি করি ঐক্য॥
অদ্বৈত অচ্যুত কৃষ্ণ তুমি ত অনাদি। তব রূপের অন্ত নাই, তুমি সর্ব আদি॥
পুরাণ পুরুষ সদা নবীন যৌবন। পরিহাস-বিশারদ কন্দর্পমোহন॥
বেদের দুর্লভ অদুর্লভ ভক্তগণে। আদি পুরুষ গোবিন্দ তুমি মোর মনে॥
ব্রহ্মা যবে বিষ্ণু হইতে সমুদ্ভব হৈলা। অতি অন্ধকার বিনে কিছু না দেখিলা॥
তবে ব্রহ্মা নিজমনে ভাবিতে লাগিলা। কেবা আমি কোথা হইতে হেথাকে আইলা॥
যাহা হইতে উদ্ভব যবে হইল আমার। তাঁহারে করিয়ে স্তুতি—এই যুক্তি সার॥
নিজমনে এতেক চিন্তিয়া তবে বিধি। উপাদান ধ্যান ভাবে বহুদিনাবধি॥
তাহাতে সন্তুষ্ট অতি ভগবান হইলা। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মা প্রতি দিলা॥
মন্ত্র পাইয়া বিরিঞ্চির দিব্যজ্ঞান হইল। পুন শ্রীভগবানের বহু স্তুতি কৈল॥
তাহা ইবে কহি কিছু শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! যাহাতে পাইলা ব্রহ্মা জ্ঞান-চিন্তামণি॥
এইমন্ত্র জপি ব্রহ্মা তপস্যা করয়। বহুকালে ব্রহ্ম কৃষ্ণ তবে কে জানয়॥
মন্ত্রবলে কৃষ্ণ তবে জানি পদ্মযোনি। কৃষ্ণকে করয়ে স্তুতি নিজভাগ্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যবে হইল ব্রহ্মারে। সেই বলে ব্রহ্মা স্তুতি করিলা তাঁহারে॥
তুমিত গোবিন্দ নিত্য সত্য সে অব্যয়। শ্বেতদ্বীপপতি কৃষ্ণ তুমি সর্বাশ্রয়॥
গোলোকের পতি তুমি সর্বপরাৎপর। শ্রীরাধাবল্লভ তুমি রসিকশেখর॥
সহস্রদলপদ্ম কোটি কিঞ্জল্ক আছয়। তুমি চিন্তামণি তার কর্ণিকাতে হয়॥

রত্নসিংহাসন তাতে পরমসুন্দর। তাতে তুমি নিত্যস্থিত সর্বমনোহর।
চিদানন্দ তুমি জ্যোতীরূপ সনাতন। মুখাম্বুজে বেণু বাজে ভুবনমোহন॥
বিলাসিনীগণ সহ তুমি ত আনন্দে। নিজসুখে বিহরহ পরম স্বচ্ছন্দে॥
তোমার বেণুর নাদ অতি সুমধুরে। গায়ত্রীর গান তাহে সর্বমনোহরে॥
কামবীজ কামগায়ত্রী সে বেণুরগান। যাহাতে হইল বশ জগতের প্রাণ॥
শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্ব করিয়া চিন্তন। শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ বস্তু গাইল উত্তম॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়েতে ধরি। শ্রবণ করহ সবে মন দৃঢ় করি॥
এত স্তুতি কৈলা যবে ব্রহ্মা মহাশয়। তুষ্ট হইলা কৃষ্ণ তার বিস্মান হয়॥
দেখা দিয়া ব্রহ্মা প্রতি অনুগ্রহ কৈলা। শক্তি সঞ্চারিয়া কামগায়ত্রীকে দিলা।
গায়ত্রী পাইয়া ব্রহ্মা দ্বিজতা লভিল। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইল, আনন্দ জন্মিল॥
সহর্ষ-পুলক তনু গদগদ বচনে। কৃষ্ণগুণ গান কৈল শুন সে বচনে।
ব্রহ্মা যে কহিল. সে শুনিলে ব্রহ্মজ্ঞানি! নারদপঞ্চরাত্রের পুন শুন বাণী॥
চিদানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ সর্বগুণাকর। নির্গুণ সে হয় নিজ প্রকৃতির পর।
চিন্তামণি স্থল যাঁহা কল্পলতাগণ। সংবাস (?) মণির যাঁহা ত্রিবিধ পবন।
ব্রহ্মজ্যোতি হৈতে স্থান অতি সমুজ্জ্বল। গন্ধময় পুষ্প যাঁহা রসময় ফল।
লক্ষ্মী প্রিয়া যাঁহা, যাঁহা পুরুষ শ্রীহরি। নৃত্যচ্ছন্দে গতি যাঁহা অধিক মাধুরী।
পরিখা ক্ষীরসাগর যাঁহা কথাগান সম। পক্ষী শব্দ করে নানা রাগের ঘটন।
তথা যেই লোক বৈসে অতি দিব্যতর। যথা বিরাজিত বৃন্দাবন-পুরন্দর॥
দিব্যাতিদিব্য শ্রীঅঙ্গ কান্তি মনোহর। নিত্য বিরাজিত কালমায়া-অগোচর।
দ্বিভুজ জলদ বর্ণ বয়স কৈশোর। বনমালা গলে দোলে ভুবন-উজার॥
দিব্য আভরণগণ বিভূষিত অঙ্গে। গোপকন্যাগণ সঙ্গে রহে রসরঙ্গে॥
মীন কূর্ম আদি যত যত অবতার। সবেই অংশাংশ ইহার জানিবে নির্দ্ধার॥
যাহার স্মরণে নর নারীদেহ হয়। এইত অপূর্ব কথা. না ভজিলে নয়॥
সূর্য্যকোটি জিনি প্রভা সৌন্দর্য্য আলয়। রাধিকা-বন্দিত তনু পূর্ণরসময়॥

সম্মোহন তন্ত্রে ইহা কহিল নিশ্চয় ॥

যাদৃশী মনের গতি প্রীতিকে জন্মায়। তাদৃশী সে বেশভূষা শ্রীকৃষ্ণের গায় ॥
পুন আর কহি সেই শুন রসজ্ঞানি ! শুনিলে পাইবে সুখ পূর্ণানন্দবাণী ॥
বৃহদ্বামল পুরাণে সুন্দর বচনে। শ্রীবৃন্দাবনের রজঃমাহাত্ম্য-কথনে ॥
শ্রুতিগণ পাইল যাহা পরম আনন্দ। সেইত প্রসঙ্গ কহি যাহা প্রেমকন্দ ॥
ব্রহ্মাণ্ড যতেক সে আছিল প্রাকৃত। প্রলয় হইতে তারা সব হইল গত ॥
যতেক ব্রহ্মার সৃষ্টি সব হইল লয়। কাল-মায়া-অগোচর অক্ষর সে রয় ॥
আদ্যন্তহীন যেই নির্গুণ সে অতি। অক্ষয় অব্যয় সে কেবলমাত্র স্থিতি ॥
ব্রহ্মানন্দময় লোক বৈকুণ্ঠ-ব্যাপিত। কেবল অক্ষয় স্থান রহে সুবিদিত ॥
অক্ষর পরং ব্রহ্ম সর্বোত্তম স্থান। যাহা বেদগণ সদা রহে বিদ্যমান ॥
তথা থাকি বেদগণ কৃষ্ণে স্তুতি কৈলা। বহুকালে বহুস্তবে কৃষ্ণ তুষ্ট হৈলা ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া কৃষ্ণ কহিলা বচন। তুষ্ট হ'লাম, বর মাগ যাথে সভার মন ॥
এত শুনি শ্রুতিগণ হৈলা আনন্দিত। কৃষ্ণকে কহিল নিজ মনের ইঙ্গিত ॥
নারায়ণ আদি যত স্বরূপের গণ। নিশ্চয় না হয় তাতে আমা সভার মন ॥
যেই ত পরংব্রহ্ম নির্গুণের পর। বচন মনের যেই নহেত গোচর ॥
কৃপা করি মো' সভারে যদি বর দিবে। আনন্দমাধুরী তব রূপ দেখাইবে ॥
শ্রুতিগণের বাক্য শুনি করুণাসাগর। দেখাইলা নিজলোক প্রকৃতির পর ॥
কেবলানুভবানন্দ অক্ষর অব্যয়। কৃপাবলে শ্রুতিগণ সকল দেখয় ॥
বৃন্দাবন-স্থানে দেখে নানা কল্পদ্রুম। সর্ব্বঋতুযুত নিকুঞ্জ মনোরম ॥
সুনির্ঝর-দরীযুত দেখে গোবর্দ্ধন। রত্নধাতুময় শ্রীমান্ নানা পক্ষিগণ ॥
কালিন্দী সরিৎশ্রেষ্ঠা সুনির্ঝর জল। রত্নবদ্ধ তটদ্বয় মনোহর স্থল ॥
হংস সারস আর চক্রবাকাদয়। পুণ্ডরীক নীলাম্ভোজ হেমাজাদি রয় ॥
কোকিল ময়ূর ভৃঙ্গ শুক সারী আর। নানা পক্ষী শব্দ করে যেন শব্দ যার ॥
রাসরসে মগ্নচিত্ত গোপিকার গণ। মধ্যে কৃষ্ণ সুকৈশোর মদনমোহন ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমারূপ সবংশী বদন। বনমালা গলে দোলে সুপীতবসন॥
শ্রুতিগণে এইরূপে দিয়া দরশনে। পুন কি কব বলি কহে শ্রুতিগণে॥
এইমোর লোক হয়, এই মোর স্থান। যার পর নাহি আর কহিল প্রমাণ॥
অতএব কৃষ্ণোপরি নাহি কেহ আর। শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! এই কহিলাম সার॥
নিতাইচাঁদের পদসেবন-বাঞ্ছিত। গাইল উত্তম দাস শ্রীকৃষ্ণচরিত॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম বন্দনা করিয়া। গাইব কৃষ্ণের গুণ, শুন মন দিয়া॥
সর্কোপরি কৃষ্ণচন্দ্র মানিহ প্রমাণ। রুক্মিণী-আলাপেতে করে কর অবধান॥
বাসুদেব প্রতি যে রুক্মিণী জিজ্ঞাসিলা। শুনি বাসুদেব রুক্মিণীরে যে কহিলা॥
তাহা ইবে কহি কিছু শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! শুনিলে পাইবে সুখ শুদ্ধ জ্ঞানমুনি॥
একদিন রুক্মিণী দেবী বিরলে বসিয়া। অকস্মাৎ দিব্যজ্ঞান হইল তাঁর হিয়া॥
আপনাকে লক্ষ্মী বলি হইল তার জ্ঞান। শ্রীবাসুদেব বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্॥
ইহা জানি বাসুদেব প্রতি কিছু কয়। স্ত্রীজাতি আমি মোর শুন সবিনয়॥
জগতে যতেক সৃষ্টি স্থাবর জঙ্গম। তুমি প্রভু সভাকার হওত কারণ॥
সভাকার আত্মভূত তুমি আপনে। পরমাত্মা হও তুমি—এহেত প্রমাণে॥
কামদ মোক্ষদ কর্ত্তা তুমি সে সর্ব্বথা। তুমি কারে ধ্যান কর কহ এই কথা॥
তোমাহৈতে সৃষ্টি হয়, তুমি সর্ব্বকর্ত্তা। তুমি ত পালন কর, তুমি হও হর্ত্তা॥
তোমাহৈতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেবা আছে আর। তুমি কিবা জপ কর কহত বিচার॥
যদি যোগ্য হয়, তবে কহ এই বাত। চরণাব্জে নিবেদিয়ে শুন প্রাণনাথ॥
রুক্মিণীর এত বাক্য শুনি ভগবান্। অতিপ্রিয় জন্মাইয়া করেন সম্মান॥
আলিঙ্গন করি জঙ্ঘা উপরে রাখিয়া। আবেশে কহেন কথা—"শুন মোর প্রিয়া॥
সারাৎসার তত্ত্ব এই জিজ্ঞাসিলে যাহা। অতিশয় গোপনীয় শুন কহি তাহা॥
তুমি মোর প্রাণেশ্বরী, অতি প্রিয়তমা। কান্তাশিরোমণি তুমি পরমশোভনা॥
অতএব তোমারে কহিতেই হয়। তোমা প্রতি মোর কিছু গোপনীয় নয়॥

বেদ আর নারদাদি মুনীন্দ্রের চয়। যাকে সত্য পরম পুরুষ বলি কয় ॥
ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ প্রেমরসময়। যার কান্ত্যামৃতে সর্ব্ব বিশ্ব তৃপ্ত হয় ॥
কোটি শরদিন্দু জিনি বদনপ্রকাশ। গোপীনেত্র-কুমুদের যে করে উল্লাস ॥
রাধিকার প্রাণরূপ সেই কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁরে ধ্যান করি আমি, তিনি নিরবন্ধ ॥
যার জ্যোতিতেতে প্রথম পুরুষ অবতার। বিরাট সে বিশ্বমূর্ত্ত সর্ব্ববিশ্বাধার ॥
প্রতিরোমরন্ধ্রে যার ব্রহ্মাণ্ড সাশ্রয়। মহৎস্রষ্টা পুরুষ যারে শাস্ত্রেতে কহয় ॥
আপন রুচিতে সর্ব জগদ্ ব্যাপ্তকারী। স্বচ্ছন্দে আছয়ে যেই ব্রহ্মাণ্ড আবরি ॥
অমলা প্রকৃতিতে সেই অধিগাহ রাধা। তিঁহো প্রেমরসে যারে বরে সর্বদা ॥
সেই কৃষ্ণে ধ্যান আমি করি নিরন্তর। তোমারে কহিল সেই সর্ব মনোহর ॥
বিবিধ রচনা সহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ। সকলের শিরোপরি দিব্য বৃন্দাবন ॥
কুকুটীর রঙ্গে যেন ঝুঁটা শিরোপরি। তৈছন সে স্থান হয় সভার উপরি ॥
কালাদির আয়ব যাহা না প্রবেশে। মনোহর আবরণ স্থান সুপ্রকাশে ॥
শুভ দিব্য বৃন্দাবন যাঁর স্থান হয়। তুরীয়ের পর যেই প্রেমানন্দময় ॥
তাঁরে তাঁর স্থান আমি সদা করি ধ্যান। সেই ধ্যান হর্ষে মোর সদা রহে প্রাণ ॥
স্বচ্ছন্দে বর স্বর নাদ সুগম্ভীরে। সুনিষ্পষ্ট শব্দশ্রেষ্ঠ অক্ষর উচ্চারে ॥
বেদসম প্রেমস্নেহ গায় মধুবাণী। নাশে ক্রোধ বিশ্ববোধ পায় যাহা শুনি ॥
রাগ ছয় আলাপন ছত্রিশ রাগিণী। শ্রুতি স্পর্শ করে হর্ষ হয়ে চিত্তমণি ॥
ত্রিভুবনে মোহে গানে আনন্দ অর্পয়। নিরন্তর এই মোর মনের আশয় ॥
ক্রীড়ায় ধরিলা তনু যেই ভগবান্। যাঁহা যাঁহা করে ক্রীড়া, যাঁহা যাঁহা স্থান ॥
স্থানে স্থানে যত হয় স্বরূপের গণ। তিঁহো নিত্য, স্থান নিত্য পরিষদ জন ॥
ধ্যানাশক্ত লোক দেখে সদা বিদ্যমান। অন্য ইচ্ছাময় লোকে শূন্যস্থান ভাণ ॥
আত্মানন্দ হন সেই জগতের পতি। পালয়িতা পর যিঁহো যাতে সর্বাস্থিতি ॥
অনন্ত মহিমাগুণ কি বর্ণিতে পারে। অনন্ত সহস্রমুখে নারে কহিবারে ॥
কোটি শরদিন্দু যার বদন প্রকাশ। গোপীনেত্র কুমুদের যে করে উল্লাস ॥

সেই কৃষ্ণচন্দ্রে আমি সদা করি ধ্যান। তাহাতে আনন্দ পাই, জুড়ায়ে পরাণ।
রাধাপ্রেমানন্দময় যেই ত শ্রীহরি। পরিপূর্ণ সেইরূপ সতত বিহারী।
সেই কৃষ্ণচন্দ্র আমি সতত চিন্তিয়ে। তোমারে কহিল এই শুন মোর প্রিয়ে।
ইহা শুনি রুক্মিণীর আনন্দ হইল। সে জ্ঞান পাশরি রস বিস্তার করিল।
আর এক কথা কহি শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! পদ্মপুরাণেতে যাহা কহিয়াছে বাণী॥
নির্বাণ খণ্ডের কথা অতিবিলক্ষণ। সুধাসার সুমধুর রসাল বচন।
সনৎকুমার নারদে কহিলেন যাহা। ব্যাসদেব কহে অম্বরীষ প্রতি তাহা॥
ব্যাসদেব কহে ইহা শুনহ রাজন্। তুমি জিজ্ঞাসিলে সেই অপূর্ব্ব কথন।
যাহা আমি শুকদেব প্রতি না কহিল। কৃষ্ণ কৃপাবলে শুক আপনি জানিল।
অতি গোপনীয় এই তোমারে কহিয়ে। কৃষ্ণ কৃপা কৈল তোমায় সদয় হৃদয়ে।
আমি তপ কৈল বহু সহস্র বৎসরে। ফল মূল দল জল পবন আহারে।
তপে তুষ্ট হইয়া মোরে প্রভু ভগবান্। অদৃশ্য কহয়ে কথা নহে বিদ্যমান।
কি লাগিয়া তপ কর, কহ মোরে ভাব। তব তপে তুষ্ট হলাম, বর মাগ বাপ।
দরশন চাহ যদি বলত আমারে। যাহা চাহ তাহা কহ, দিবত তোমারে।
এত শুনি মোর তনু পুলকে ভরিল। তোমারে দেখিব নেত্রে—ইহাই কহিল।
চারিবেদে সত্য করি যাহাকে কহয়। পরংব্রহ্ম জগদ্‌যোনি সেইত নিশ্চয়।
জগদ্‌গতি মুক্তিনাথ যেই ত তোমার। এই মাগোঁ আঁখি আগে হউক আমার।
এত শুনি ভগবান্ কহিলা আমারে। শুন বেদব্যাস যাহা কহিয়ে তোমারে।
কেহ মোরে কহে একমাত্র ভগবান্। কেহ ত প্রাকৃত বলে যৈছে তার জ্ঞান।
পুরাণ পুরুষ মোরে কেহ ত কহয়। কেহ ধর্ম্ম বলে, কেহ শ্রেষ্ঠ করি কয়।
কেহ মোক্ষ কহে, আর কেহ ত অভয়। কেহত অক্রুত কহে, কেহ শূন্যময়।
কেহ ত অভাব বলে, কেহ ভাব মোর। পরমাণু বলি কেহ কহয়ে অপার।
কেহ দেব, কেহ দৈব, গ্রহ, কেহ মন। বুদ্ধি কেহ, কাল বলি, শিব কপোপন।
সদাশিব কহে কেহ, কেহত সজ্জন। বেদশির কহে কেহ এক সনাতন।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জন্মকর্মহীন। জানিতে পারয় তাহা ভক্ত সুপ্রবীণ ॥
যাহার মায়াতে বুদ্ধি মোহিত সভার। কালবশ তারা সব নাহি জানে যার ॥
মোর কৃপা হয় কোন ভাগ্যবান্ জনে। তবে সে জানিতে পারে, নহে নাহি জানে ॥
তোমারে দেখাব আজি মূর্ত্তি যে আমার। বেদ অগোচর সেই রসের আধার ॥
এতেক শুনিতে মোর দিব্য জ্ঞান হৈল। সাক্ষাতেই শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিতে পাইল ॥
শুন রাজা অম্বরীষ কহিয়ে তোমারে। দুই নেত্রে কি দেখিব কৃষ্ণ সুন্দরে ॥
কৈশোর বয়স নব কন্দর্প-শোভন। জলদ বরণ অঙ্গ ভুবনমোহন ॥
পীতবাস পরিধান গলে বনমালা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা স্থিতি কদম্বের তলা ॥
গোপবালাগণ নিজ নেত্রোৎপল দিয়া। মদনে পূজয়ে তারা মন সমর্পিয়া ॥
মন্দহাস্যযুক্তে গোপীগণেরে নিরখয়। পরস্পর কি আনন্দ কহিল না হয় ॥
প্রিয়নর্ম্ম সখাগণে হাসিতে হাসয়। মনোহর করে যাতে মন বিমোহয় ॥
এই শ্লোকে যেই 'বাল' শব্দ যে দেখহ। 'বালক' বলিয়া ইহা অর্থ না করহ ॥
বহু শব্দ শাস্ত্র নাহি করিব বিচার। অল্পাক্ষরে কহি ইহা শুন কথাসার ॥
পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত সে কৌমার বলয়ে। দশ বর্ষাবধি বয় পৌগণ্ড লেখয়ে ॥
পঞ্চদশবর্ষাবধি কৈশোর গণন। তারপর বয় যেই কহিয়ে যৌবন ॥
বাল্য যে যৌবন ইহা আর যে বৃদ্ধতা। তিন ভেদ হয় এই দেহের অবস্থা ॥
অতএব কৈশোর অবধি বাল্য কয়। এই হেতু বালশব্দ কৈশোর যে হয় ॥
তার অভিপ্রায় শুন কহিয়ে নিশ্চয়। গোপকন্যাবৃত ইহা শ্লোকেতে লিখয় ॥
'গোপকন্যাবৃত' পদে এই অভিপ্রায়। শৃঙ্গারাখ্য রসযুক্ত ইহাকে যে যায় ॥
বাল্যাবস্থা শৃঙ্গারে অযোগ্যতা হয়। এই হেতু 'বাল' শব্দে কৈশোরকে কয় ॥
ন আর শুন কহি শ্রীকৃষ্ণযামল। ইহাতে জানিবে কৃষ্ণতত্ত্ব যে সকল ॥
একদিন বাসুদেব উৎকণ্ঠিত হয়া। দিবা বৃন্দাবনে গেলা কৃষ্ণ দেখিব করিয়া ॥
মথুরা-নগরে গেলা বৃন্দাবনান্তিকে। তিঁহো কৃষ্ণে জানাইলা লইবারে তাঁকে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হৈল রাধাকুণ্ডে লয়া যাহ। স্নান করাইয়া তাঁরে এখানে আনহ ॥

কৃষ্ণাজ্ঞায় রাধাকুণ্ডের জলে তাঁরে নিলা। স্নানমাত্র করি দিব্য নারীরূপ হৈলা।
শ্যামা সখী নাম হৈল পরমসুন্দরী। মধুপ্রিয়া সখী লৈলা তাঁর করে ধরি।
রাধাকৃষ্ণের প্রিয়তমা মধুপ্রিয়া হয়। রাধার সম্মুখে তাঁরে লঞা সমর্পয়।
রাধিকার আগে গিয়া সেই শ্যামা সখী। দেখয়ে দোঁহার রূপ অনিমিখ আঁখি।
রসের আবেশে রহে মিলি এক অঙ্গে। অনুপম রূপলীলা-রস প্রতিঅঙ্গে।
চিনিতে না পারি হেন কালা গোরা অঙ্গে। স্থির চপলা যেন জলদের সঙ্গে।
কনক লতিকা যেন বেড়ল তমালে। নীলমণি বেড়ি যেন চম্পকের মালে।
নয়নে নয়ান দুঁহু বয়ানে বয়ান। দুঁহু অধরামৃত দুঁহু করু পান।
মানে মানে এক দুঁহু তনু তনু সঙ্গ। সখীগণ দরশন করে অতিরঙ্গ।
দোঁহার অন্তর নাহি, এক তনু দেহ। দুহে রস আস্বাদয়ে ধরি ভিন্ন দেহ।
নিত্যতনু নিত্যানন্দ স্বরূপ দোঁহার। ইহাতে জানিবে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বাধার।
শুন পুন ব্রহ্মজ্ঞানি! তোমারে কহিয়ে। শুনিতে আনন্দ পা'বে কৃষ্ণতত্ত্বরসে।
বরাহ শ্রীভগবান্ ধরণীর প্রতি। যে কহিল, তাহা কহি, শুনি পাবে প্রীতি।
তদংশ কোটিকোটি কোটি অংশকলা। কন্দর্প হইয়া জগন্মোহ যে করিলা।
তৎপ্রভা কোটি কোটি কোটাংশ চন্দ্র। জগত উজোর করে কিরণে স্বচ্ছন্দ।
সেই নবঘনশ্যাম দেহের কিরণ। পরানন্দ-রসামৃত সর্ব্ব-সুলক্ষণ।
পরাত্ম নিত্যচিদ্রূপ নির্গুণ যে হইয়ে। তাহাতে এই সর্ব্বকারণ জানিয়ে।
তাঁর অঙ্গ অংশ কোটি তার কোটি অংশে। কিরণ-আত্মিক যে সর্ব্বত্রে প্রকাশে।
তাঁর পাদপদ্ম-নখমণির কিরণ। সেই অংশ হয় পূর্ণব্রহ্মের কারণ।
কিরণ-মহিমা কিছু কহনে না যায়। বেদের দুর্গম সেই সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
তদঙ্গসৌরভানন্ত নানাবিধ যার। কোটি অংশে গন্ধ তার বিশ্বে পরচার।
সেইত' সৌরভ-স্পর্শ পুষ্পগণ পায়া। সর্ব্বজনে সুখ দেই সৌরভ অর্পিয়া।
তাঁর প্রিয়া প্রকৃতি আত্মা রাধিকা তাঁর নাম। তাঁহার বল্লভা যেঁহো প্রাণের সমান।
সেই রাধিকার কলা কোটি কোটি অংশে। দুর্গাখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বত্র বিলসে।

রাধাপাদপদ্মের যে পরশ হইতে। কোটি কোটি বিষ্ণু জন্মে, তাতে অদ্ভুত চরিতে॥
এবে বিষ্ণুর তত্ত্ব কহি শুন ব্রহ্মজ্ঞানি। সপ্তাবরণেতে লেখে ব্যাসদেব-বাণী॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সপ্তাবরণ কহিতে। অনেক বিস্তার তাহা শুনিবে পশ্চাতে॥
বিষ্ণুতত্ত্ব কহি আগে করহ শ্রবণ। সুখ পাবে বহুতর জুড়াইবে মন॥
প্রবালাদি-বিরাজিত মাঝে প্রাচীর। চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সুমন্দ সমীর॥
চারিদ্বার হয়ে তার অতি অনুপম। মুকুতার ঝারা তলে বিচিত্র তোরণ॥
পশ্চিম দ্বারেতে দ্বারী শ্রীবিষ্ণু তৎপর। চতুর্ভুজ শুক্লবর্ণ রম্যকলেবর॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কিরীট-ভূষণ। লক্ষ্মীসহ দ্বারে রহে লঞা নিজগণ॥
আর এক দ্বারী রহে উত্তর দুয়ারে। চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ অতি মনোহরে॥
শঙ্খচক্রগদায়ুধ করয়ে ধারণ। কিরীট-কুণ্ডলআদি নানা আভরণ॥
লক্ষ্মীসহ নিজগণে সঙ্গেতে লইয়া। উত্তর দ্বারেতে রহে দ্বারিক হইয়া॥
পূর্বদ্বারে এক বিষ্ণু দ্বারী যে আছয়। চতুর্ভুজ গৌরবর্ণ তার অঙ্গ হয়॥
শঙ্খচক্রগদাধারী বনমালা গলে। কিরীটাদি নানা ভূষা অঙ্গ সুকোমলে॥
লক্ষ্মীর সহিত নিজগণ করি সঙ্গে। পূর্বদ্বারে দ্বারী হঞা আছে বহুরঙ্গে॥
দক্ষিণ দ্বারেতে দ্বারী এক বিষ্ণু হয়। কৃষ্ণবর্ণ চতুর্বাহু বহুশোভাময়॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হস্তে বিভূষিত। কিরীটাদি আভরণ শোভা সুললিত॥
লক্ষ্মী আর নিজগণ করিয়া সংহতি। দক্ষিণ দুয়ার রাখে পাইয়া পিরীতি॥
এই মত বিষ্ণুগণ অনেক আছয়। বিস্তারি লিখিতে গ্রন্থ বিস্তারিত হয়॥
কিছুমাত্র লিখিলাম দিগ্ দরশন। ইহাতে জানিবে যত শ্রীবিষ্ণুর গণ॥
শিবাদির কথা ইবে শুন মন দিয়া। পাইবে পরমসুখ জুড়াইবে হিয়া॥
নারদপঞ্চরাত্রে যাহা করিল লিখন। শ্রীদুর্গার সহচরী বিজয়া রচন॥
প্রসঙ্গক্রমেতে কহে শ্রুতিগণ প্রতি। দুর্গার চরিত্র কহে পাইয়া পিরীতি॥
এই যে পার্বতী দেবী হয়ে মোর মাতা। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছা কৃতা জানিহ সর্বথা॥
কৃষ্ণপ্রেমকৌতুকেতে যে রস জন্ময়। তার উৎকণ্ঠাতে দেবী আরক্তাঙ্গী হয়॥

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমভরে পূর্ণ তনু যার। নিরন্তর ভাবে রাধাপ্রেমের আচার।
বাসুদেব প্রতি যাহা ত্রিপুরা-বচন। তাহা হবে কহি জানি! করহ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ পরস্পর প্রেমের আলয়। প্রণয়াতি রসাবেশে সদা নিরয়।
দোঁহার সে প্রেমরস সম্পত্তি অপার। তাহা দেখি নিতি মোর আনন্দ বাড়য়।
দোঁহাকার প্রেমালাপ মর্ম্ম-বচন। শ্রবণ জুড়ায় যাতে সুখে রহে মন।
প্রেমভরে ভবভাতে ? মহানন্দময়। প্রিয়গণবাক্য তাতে সুধা উগারয়।
ইহা বিনু অন্য বস্তু কিছুই না জানি। সেই সুখে সদা মগ্ন রহে মোর প্রাণী।
অতএব দোঁহাকার দাস্যাদ্ব-স্বীকারে। করিয়া আছয়ে আমি প্রেমের বেহারে।
অনুগা হইয়া দোঁহার বসতি এ স্থানে। নিশ্চয় কহিল দেব তব বিদ্যমানে।
দোঁহে মোর উপাসনা দোঁহে প্রাণধন। দোঁহাকার প্রেমসুখবিহার দর্শন।
সুধাসার সুখাস্বাদ নিত্য সে নূতন। … … … …
লীলামৃত-পান সদা কর নেত্রদ্বারে। নিরন্তর পিয়ে নেত্র তৃপ্তি না মানয়ে।
আমি দাসী দোঁহাকার প্রেমপরায়ণা। দাসীর আস্বাদ্য অন্যে নারে দাসী বিনা।
কৃষ্ণধ্যানের কথা কহিল তোমায়। শ্রীপদ্মপুরাণ কহি সুখ পাবে তায়।
অনেক দুর্গার মূর্ত্তি সংখ্যা নাহি তার। দিগ্‌দরশনমাত্র কিছু কহি সার।
পার্ব্বতী কহিলা যাহা সদাশিব প্রতি। শুনিলে পাইবে যাথে পরম পিরীতি।
তোমার আজ্ঞায় আমি থাকি এই স্থানে। অবিরত করি রাধাকৃষ্ণের সেবনে।
দোঁহার সেবনসুখ ছাড়ি একক্ষণ। কদাচিৎ কোনস্থানে না করি গমন।
অনুক্ষণ করি এই তব দরশন। ইহা ছাড়ি অন্যত্র না চলে মোর মন।
আমি আদ্যা যোগমায়া, বৈষ্ণবী যে আমি। আমি নিত্যা গুণাতীতা জগন্মোহিনী।
পুন সদাশিব কহি তব বিদ্যমানে। বহিরঙ্গা নহ দুর্গা আছয়ে ভুবনে।
রাধা-কলাংশেতে মহামায়া স্বরূপিণী। তারে আদ্যাশক্তি বলি সর্ব্ববিমোহিনী।
চরাচর প্রসবে সে কালে কালে সতী। আদ্যা প্রকৃতি সে ইতি আদ্যাশক্তি।
কালে কালে চরাচর সকলই প্রসবে। আদ্যাশক্তি মহামায়া তাহারে জানিবে।

রাধিকার কলা কোটি কোটি অংশ হৈতে। সেইত ভবানী হৈল জানহ নিশ্চিতে॥
তাহা হৈতে যত দুর্গা ছিলা ত্রিভুবনে। তাহার প্রসঙ্গ কহি শুন বিজ্ঞমানে॥
যার সেই স্থান কভু সভার বরণ। অল্পমাত্র কহি, বহু না যায় গণন॥
এ অষ্টমঙ্গলা আর এ নবচণ্ডিকা। চৌষট্টি যোগিনী আর এ অষ্টনায়িকা॥
নবদুর্গা যথা উনকোটি কাত্যায়নী। মধুকৈটভ-বধে যে হইলা ভবানী॥
মহিষাসুর-বিনাশিনী সেইত পার্বতী। হিমালয়ের কন্যা আর দাক্ষায়ণী সতী॥
চামুণ্ডা জানিবে নরমুণ্ড-বিভূষণা। জলদাভা কালিকা সে রুধির-অশনা॥
শবারূঢ়া বিশালাক্ষী কৌশিকী যে আর। রক্তবীজাদিক-বধ সেই ত' দুর্গার॥
পার্বতীয়ে বহুদুর্গা কত সব নাম। সর্ব্বলোক-বিমোহিনী রত্ন মোক্ষ কাম॥
নানা মূর্ত্তি ধরি সঙ্গে নানারূপধারিকা। কাত্যায়নী ডাকিন্যাদ্যা যোগিনী কালিকা॥
কংসাসুর-বিড়ম্বনী যেইত' অম্বিকা। শাকম্ভরী শতাক্ষী আর রক্তদন্তিকা॥
ভ্রামরী যে ভীমা দুর্গা বিন্ধ্যাদ্রিবাসিনী। ছিন্নমস্তকে বক্ষ সে তাণ্ডবকারিণী॥
শরৎকালে পূজা দুর্গা অতি কুতূহলে। স্বর্গেতে পাতালে আর অবনীমণ্ডলে॥
সহস্রহস্তা দুর্গা সহস্রায়ুধ রাধিকা। শতভুজা মহাবলা মহাবেগাম্বিকা॥
দ্বিভুজা দ্বাদশভুজা দশভুজা তথা। চতুর্ভুজানন্তভুজা নর-শিরধৃতা॥
শতমুণ্ডা উমা আর দেবী বহু নামে। নানামূর্ত্তি ধরি সভে রহে প্রতিগ্রামে॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, অন্তরীক্ষ আর। সর্ব্বত্রে ত্রিগুণাত্মিকা করয়ে বিহার॥
ইত্যাদিক দুর্গা হয় লিখিব কতেক। গ্রন্থ বিস্তারিত হয় লিখিলে অনেক॥
রাধিকা-কলাংশজা যত দুর্গাগণ। অনন্ত দুর্গার গণ না হয় লিখন॥
শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! এই মন-কুতুহলে। রাধাকৃষ্ণ বিনু অন্ত নাহি মন্ডলে॥

একমাত্র নিত্য সেই কিশোরবিগ্রহ । সদা বৃন্দাবনে রহে ইহাই জানিহ ॥
রাধা-আলিঙ্গিত সদা নবঘনশ্যাম । দ্বিভুজ মুরলীধারী অতি অনুপাম ॥
দুর্লভ্য ভজন এই নীলরত্ন-নামে । ইহারে ভূষণ কর ভাল-উর্দ্ধস্থানে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন সুধার সমান । এ দাস উত্তম কহে ভক্ত ! কর পান ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে পূর্ণতত্ত্ব-নিরূপণং নাম তৃতীয়-রত্নং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াসিন্ধু । পতিতপাবন প্রভু জয় দীনবন্ধু ॥
জয় জয় শচীসুত মোর প্রাণনাথ । মোরে কৃপা করি প্রভু কর দৃষ্টিপাত ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বানন্দকন্দ । আনন্দিত কর মোরে দিয়া পদদ্বন্দ্ব ॥
জাহ্নবার প্রাণ জয় পতিতপাবন । মোরে নিজ করি লেহ দেহ শ্রীচরণ ॥
জয় রূপ-সনাতন দুই মহাশয় । নিবিড় ব্রজের প্রেম রসের আলয় ॥
মোরে দয়া করি যদি দেহ শ্রীচরণে । মনস্কাম পূরে দেহ বাস বৃন্দাবনে ॥
জয় জয় রঘুনাথ ভট্টের চরণ । প্রেমভক্তি দিয়া সত্য করহ জীবন ॥
জয় জয় শ্রীজীবের পদরজঃবৃন্দ । নিজ কাছে লহ মোরে, দেহ পূর্ণানন্দ ॥
জয় জয় গোপাল ভট্টের পদদ্বয় । কৃপাদৃষ্টি করি মোরে লেহ নিজাশ্রয় ॥
জয় জয় রঘুনাথদাসের চরণ । কৃপা করি লেহ নিজ সমীপে আপন ॥
জয় জয় বৈষ্ণবগোসাঞি দয়াময় । পদছায়া দেহ মোরে পূরুক আশয় ॥
জয় জয় গৌরাঙ্গের যত ভক্তবৃন্দ । পদছায়া দিয়া দেহ পরম আনন্দ ॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞাবল পাইয়া যতনে । শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন করিয়ে লিখনে ॥
গোবর্দ্ধনবিলাসী যে রাঘবপণ্ডিত । শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন তাঁর বিরচিত ॥
নানাশাস্ত্র হইতে শ্লোক আনিয়া প্রমাণ । গ্রন্থ কৈলা শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন নাম ॥
সংস্কৃতময়-গ্রন্থ করিয়া শ্রবণ । মোরে আজ্ঞা দিলা ভাষা করিতে রচন ॥
বুঝিতে দুর্গম অতি শ্লোক অর্থগণ । তথাপি লেখিয়ে বৈষ্ণব আজ্ঞার কারণ ॥

শ্লোকার্থ-মর্ম কিছু না পারি বুঝিতে। যথামতি তথা লিখি বৈষ্ণব-আজ্ঞাতে ॥
শ্লোকের যে সত্যার্থ অতি সে দুর্গম। বিস্তারিয়া বুঝিলেন কৃষ্ণভক্তগণ ॥
তৃতীয়-রত্ন লিখিলাঙ বৈষ্ণব-কৃপায়। চতুর্থ-রত্ন লেখি শুন বৈষ্ণব-সভায় ॥
সর্কেশ্বর রসময় শ্রীনন্দনন্দন। পূর্ণানন্দানন্দোত সে মদনমোহন ॥
মহারস বিলসয়ে নিত্যবৃন্দাবনে। তাহার প্রসঙ্গ ইবে কহিয়ে লিখনে ॥
ইহা শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহে পুনর্বার। কেমন কহিলে কিছু না বুঝি বিচার ॥
স্বপ্রকাশ কৃষ্ণচন্দ্র কহিলে এখন। পুন কহ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন ॥
তিঁহো কেবা ইঁহো কেবা কহ বিচারিয়া। বুঝিতে নারিল আমি বুদ্ধি প্রবেশিয়া ॥
এতেক শুনিয়া পুন কৃষ্ণভক্ত কয়। বিশেষিয়া শুন মনে ঘুচুক সংশয় ॥
যদুবংশে সমুদ্ভূত সেই ভগবান। বসুদেব-গৃহে জন্ম পুরুষপ্রধান ॥
সর্বোপরি সেই কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন। বৃন্দাবন ছাড়ি কভু না করে গমন ॥
পূর্ণতম সুপ্রসিদ্ধ সেই কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীনন্দনন্দন তিঁহো হয় পূর্ণানন্দ ॥
বাদী কহে—তবে যদুবংশে কে জন্মিল। বিশেষিয়া কহ তাহা শ্রবণেচ্ছা হৈল ॥
পরব্যোমনাথ বাসুদেব নারায়ণ। বসুদেবগৃহে আসি লভিলা জনম ॥
চতুর্ভুজ নবঘন পরম সুন্দর। সুপদ্ম-লোচন—পরিধান পীতাম্বর ॥
যার প্রীতিহেতু যত দেবনারীগণে। ব্রজে আসি গোপী হইলা ব্রহ্মার বচনে ॥
ভক্তের অনুগ্রহ হেতু শ্রীকৃষ্ণ আপনে। নরাকৃতি নিত্যরূপী রহে বৃন্দাবনে ॥
নরলীলা করি সদা গোপ-গোপী সঙ্গে। যাহা শুনি তৎপর সে কয় বহু রঙ্গে ॥
পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনন্দকুমার। তোমারে কহিল এই হয়ে সর্ব সার ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নন্দের তনয়। ভাগবতে কহিলা সে ব্যাসমহাশয় ॥
কৃষ্ণ স্বয়ং আর সভে অংশকলা তাঁর। সদা ব্রজে স্থিতি করে নানান্ বিহার ॥
স্বপ্রকাশ বলি কৃষ্ণে কহিলে এখন। তবে নন্দাত্মজ বল কেমন কারণ ॥
জন্ম হৈলে স্বপ্রকাশ কেমনে সে হয়। প্রকাশিয়া কহ শুনি ঘুচুক সংশয় ॥
যে কহিলে ব্রহ্মজ্ঞানী, সেই সত্য হয়। সেইত কৃষ্ণের তত্ত্ব শুন মহাশয় ॥

স্বপ্রকাশের জন্ম-কর্ম অসম্ভব অতি। সেই ত বিচার শুন কহি তোমা প্রতি॥
পরম পবিত্র ভাগবতের লিখন। নন্দযশোদার প্রতি উদ্ধব-বচন॥
মাতাপিতা ভার্য্যা আর আদি পুত্রাদয়। স্বীয়পর নাহি তার দেহজন্মোদয়॥
সদসৎ মিশ্রযোনি যত আচরণ। প্রাকৃত দেখহ যত স্থান বস্তুগণ॥
কৃষ্ণ হইতে হয় সর্ব, কৃষ্ণ তাহা নয়। সাধু পরিত্রাণ হেতু তাঁর মাত্র হয়॥
তিন গুণ এই যেই সত্ত্ব-রজ-তম। গুণেতে করায় ক্রীড়া আদি সে নির্গুণ॥
সৃজন পালন আর পুন সংহারণ। গুণেতে করায় সর্ব গুণের ক্রীড়ন॥
গুণাবতার যেই তার গুণে ব্যবহার। তথাপি গুণের সহ স্পর্শ নাহি তার॥
সভাকার অধীশ্বর সেই ভগবান্। নন্দের নন্দন সেই এইসে প্রমাণ॥
অপ্রাকৃত স্বপ্রকাশ জন্ম কর্মহীন। চিদানন্দ দেহ কৃষ্ণ সদা ভক্তাধীন॥
স্বপ্রকাশ ভক্তাধীন কৃষ্ণ হয়ে নিত্য। বিচার করিয়া বুঝ এই কথা সত্য॥
শ্রুতিগণ স্তবে তুষ্ট হয়া ভগবান্। দেখা দিয়া তাঁসভায় দিলা বরদান॥
মহাপ্রলয়ের কালে যবে হৈলা লয়। ধরণী না দেখি, দেখি সর্ব জলময়॥
প্রলয়বর্জিত স্থানে থাকি শ্রুতিগণ। বহুকাল ব্যাপি কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥
শ্রুতিগণ-স্তবে তুষ্ট হইয়া তখন। আদেশেতে আদেশিলা শ্রীমুখবচন॥
কি বর মাগিবে লহ যাহা মনে লয়। প্রকাশিয়া কহে সবে আপন বিষয়॥
শ্রুতিগণ কহে শুন প্রভু ভগবান্। বর পিছে লব, আগে দেখিয়ে বয়ান॥
বেদ-অগোচর যেই মূর্তি তোমার। স্থানসহ দেখি আগে নিত্যপরিবার॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ জানি সবার মন। স্বগণ সহিতে তবে দিলা দরশন॥
স্বপ্রকাশ নরাকৃতি ভুবনমোহন। দরশন করি সুখী করয়ে নয়ন॥
কেবলানুভবানন্দ অক্ষর অব্যয়। কৃপাবলে শ্রুতিগণ সকল দেখয়॥
বৃন্দাবন স্থান দেখে নানা কল্পদ্রুম। ষড়ঋতুযুত নিকুঞ্জাঢ্য মনোরম॥
সুনির্ঝর দরীযুত দেখ গোবর্দ্ধন। রত্নধাতুময় শ্রীমান্ নানা পক্ষিগণ॥
কালিন্দী সরিৎশ্রেষ্ঠা সুনির্মল জল। রত্নবদ্ধ দুই তট মনোহর স্থল॥

হংস সারিকা আর চক্রবাকাদয় । পুণ্ডরীক নীলাম্ভোজ হেমাব্জাদি হয় ॥
কোকিলী ময়ূরী ভৃঙ্গী শুকসারী আর । নানা পক্ষী শব্দ করে যেন শব্দ যার ॥
রাসরসে মগ্নচিত্ত গোপিকার গণ । মধ্যে কৃষ্ণ সুকৈশোর মদনমোহন ॥
ত্রিভঙ্গী ভঙ্গিমারূপ সবংশীবদন । বনমালা গলে দুলে সুপীত বসন ॥
শ্রুতিগণে এইরূপে দিয়া দরশন । পুন কি করিব আর কত শ্রুতিগণ ॥
এই মোর শোক হয় এত মোর [illegible] । যার পর নাহি আর, কহিল প্রমাণ ॥
শ্রুতিগণ বলে—"প্রভো ! অবধান কর । তব রূপে নেত্রমন ভরিল সকল ॥
কোটিকাম জিনি শ্যাম অপরূপ অঙ্গ । সুধাসারাবধি রূপ লাবণ্যতরঙ্গ ॥
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার নবপ্রেমানন্দ সীমা । ত্রিজগত্তরুণী-চিত্ত-নেত্র-বিমোহন ॥
যুবতীগণের ভাগ্যসিদ্ধি তুমি হও । চরণে নিবেদি কিছু শুন মহাশয় ॥
ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া তোমার । কামক্ষুব্ধ হইল চিত্ত আমা সভাকার ॥
কামিনী হইতে ইচ্ছা হয় অনিবার । অতএব নিবেদি প্রভো চরণে তোমার ॥
যেন তব নিজলোক গোপিকার গণ । কামতন্ত্রে ভজে যেন তোমার চরণ ॥
মোসভার চিত্ত হইল এইরূপ ভজিতে । বুঝি বর দেহ প্রভু আপনার চিতে ॥"
শ্রুতিগণ-বাক্য শুনি কহে গোপীনাথ । "দুর্লভ দুর্ঘট অতি ঐছে মনোরথ ॥
আমি জানিলাম তোমা সভার চরিত্র । অবশ্য হইব ইহা শুন কহি সত্য ॥
আগামী ব্রহ্মা যবে সৃষ্টি যে করিব । স্বায়ম্ভুব কল্প এক্কার যবে সে হইব ॥
ব্রজে গোপ-কুলে সবে লইয়া জনম । গোপিনী হইয়া মোর পাইবে চরণ ॥
যাতে ভারতবর্ষে মথুরামণ্ডলে । বৃন্দাবনে পাবে আমা শ্রীরাসমণ্ডলে ॥
জারধর্ম্মে শ্রেয় দৃঢ় সর্বাধিক ভাবে । আমারে পাইয়া সবে কৃতকৃত্য হবে ॥"
শ্রুতিগণে বর দিয়া প্রভু ভগবান্ । স্বগণ সহিত সভে হইলা অন্তর্ধান ॥
এই সে প্রমাণে বুঝ বিচারিয়া মনে । গোপী হৈয়া পাইল শ্রুতি শ্রীরাসমণ্ডলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবে মন-কুতূহলে । ... ...
শ্রুতিরা গোপীদ্বয়ে পরমসুধন্যা । অঙ্গনা সে নিত্যা শ্রুতি মুনিদের কন্যা ॥

জ্ঞানী কহে—স্বপ্রকাশ কহিলে বচন। তবে কেন নন্দাত্মজ বলহ এখন।
গর্ভবাস নহে যদি আত্মজ কেমনে। আত্মজ না বলি কভু গর্ভবাস বিনে।
যদি গর্ভবাস, তবে স্বপ্রকাশ নয়। বিচারিয়া কহ মোরে, ঘুচুক সংশয়।
জ্ঞানী কহে—শ্রীকৃষ্ণের গর্ভবাস হয়। ভাগবতে আর ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কয়।
ইহা শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্বার। সন্দেহ করহ দূর, শুন কথাসার।
"নারায়ণ প্রতি ব্রহ্মা কহিলা আপনে। সেই ত প্রসঙ্গ কহি করহ শ্রবণে।
ব্রহ্মা কহে সাবধানে শুন মোর পুত্র। পরম অদ্ভুত কথা কৃষ্ণের চরিত্র।
যোগেশ্বর কৃষ্ণ ভক্তে অনুগ্রহ করি। ভক্তপ্রিয় জগন্নাথ সর্বমনহারী।
সাধুর মঙ্গলহেতু দুষ্টের দমন। কৃষ্ণচন্দ্র অবতারে এইত কারণ।
বসুদেবগৃহে সেই দেবকী-উদরে। জন্মি যদুকুল ল'য়া স্বচ্ছন্দে বিহরে।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অতি প্রতিষ্ঠিত। সুতপা করয়ে তপ ভার্য্যার সহিত।
দেবমানে বহু বর্ষ তপস্যা করিয়া। ভগবানে আরাধিল অনন্ত হইয়া।
শ্রীকৃষ্ণ হইবে আমা দোঁহার তনয়। ইহা মনে করি' তপ কঠোর করয়।
ফল-মূল-দল-জল-অনিল-অশনে। ধরাতে ধরিয়া শির মুদ্রিতনয়নে।
ঊর্দ্ধেতে চরণ দোঁহার পবন না খায়। এই মত তপস্যাতে বহুকাল যায়।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানিলা আপনে। তপ করে দুইজন আমার কারণে।
পৃশ্নি আর সুতপার তপে তুষ্ট হয়া। 'বর মাগ' বলে দোঁহার আগেতে আসিয়া।
নবজলধরজিনি অঙ্গ মনোহর। চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর।
পীতবাস পরিধান, বনমালা গলে। মকর-কুণ্ডল দোলে শ্রবণযুগলে।
নানাফুল শোভিয়াছে সুকুঞ্চিত কেশে। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে সুমোহন বেশে।
শরত-সুধাকর পূর্ণ বদন সুন্দর। কমল নয়ন আর ভাঙ মনোহর।
চন্দন-তিলক-শোভা কপালে বিরাজে। মণিরত্ন-আভরণ প্রতিঅঙ্গে সাজে।
অরুণ কমলদল জিনি পদতল। রণিত নূপুর তার করে ঝলমল।
মুখে মন্দ-মৃদু হাসি অমিয়া বরষয়। অঙ্গের সৌরভে দিক আমোদ করয়।

সেখানেতে তপস্যা করয়ে দুইজনে। সাক্ষাতে আইলা হরি গরুড়বাহনে॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভভার নাসা প্রবেশিল। মহানন্দে দোঁহাকার ধ্যানভঙ্গ হৈল॥
আপন সম্মুখে চাহে মেলিয়া নয়ন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করে দরশন॥
আপাদমস্তক সর্ব পুলকে পূরিল। পরম আনন্দে নেত্রে বহে অশ্রুজল॥
গদগদ আখ্যানে স্তুতি করয়ে বিস্তরে। মহাসুখে কৃষ্ণমুখ দরশন করে॥
দণ্ডবৎ হইয়া বহু করয়ে প্রণাম। সন্তুষ্ট হইয়া তবে কহে ভগবান্॥
তোমা দোঁহা ভক্তিবশে আইনু এখানে। দরশন পাইলে বর মাগ যাহা মনে॥
কৃষ্ণের মধুরবাক্য শুনি দুইজন। তুষ্ট হঞা বর মাগে চাহিয়া বদন॥
যদি সুপ্রসন্ন হইলে দেবনারায়ণ। তবে তোমা পাদপদ্মে করিয়ে যাচন॥
তুমি মোর পুত্র হবে—দেহ এই বর। নিবেদন কৈল প্রভু তোমার গোচর॥
এত শুনি নারায়ণ করিলা স্বীকার। আমি তব পুত্র হব কহিলা নির্দ্ধার॥
এত বাক্য কহি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা। তথা হৈতে আপনার নিজস্থানে গেলা॥
বর দিয়া কৃষ্ণ যবে গেলা নিজস্থানে। পৃশ্নি-সুতপা তপ ছাড়িলা তখনে॥
নিজস্থানে গেলা দোঁহে আনন্দিত মন। সদা কৃষ্ণপাদপদ্ম করয়ে ভাবন॥
সেই ত সুতপা-পৃশ্নি জন্মি মধুপুরে। বসুদেব-দেবকী সে দোঁহে নাম ধরে॥
কৃষ্ণ যবে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হইল। তবে বসুদেবে নিজতেজে পূর্ণ কৈল॥
সেই তেজ দেবকী সে করিলা ধারণ। যারে স্তুতি করে ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
কংস লঞা কারাগারে দোঁহারে রাখিল। চরণে নিগড় দিয়া রক্ষকে সোঁপিল॥
দশমাস গেল যবে প্রসব-সময়। ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ-অষ্টমী সে হয়॥
অর্দ্ধনিশি শুভলগ্ন পরম সময়। উচ্চস্থানে গ্রহগণ শুভগৃহে রয়॥
সুগন্ধ সুমন্দ অতি বহয়ে পবন। নানাপুষ্প লঞা বৃষ্টি করে দেবগণ॥
ত্রিভুবনে সভাকার সুপ্রসন্ন মন। এমন সময়ে হৈল প্রসবের ক্ষণ॥
গর্ভস্থ প্রসববায়ু যবে নিকশিল। হেনকালে তাহা কৃষ্ণ আবির্ভাব হৈল॥
নবজলধরমূর্ত্তি কামমনোহরে। কত চাঁদ জিনি মুখ ঝলমল করে॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভে চারি করে। শ্রীবৎস লাঞ্ছিবক্ষ, তালো সুধা ঝরে ॥
অঙ্গে নানা আভরণ পীতাম্বরধারী। দেখিয়া পরমসুখ হৈলা তাঁহারি ॥
খগপতিজিনি নাসা কমললোচন। আজানুলম্বিত ভুজ কৈশ রূপের কিরণ ॥
অদ্ভুত বালক নিজমূর্তি দেখাইলা। ... কিছু কহেন হাসিয়া ॥
তোমা দোঁহা প্রতি এই রূপ দেখাইল। পূর্বজন্ম স্মরণ লাগি ইহা কৈল ॥
মোর জন্ম-কর্মাদিক বালক দেখয়। অন্যথা দেখান কভু কারো বেদ্য নয় ॥
অতএব আমি দেখা দিল দুইজনে। পূর্বজন্ম ... বুঝ নিজ মনে ॥
এতেক কহিয়া তবে প্রভু নারায়ণ। প্রাকৃতবালকমূর্তি হইলা তখন ॥
এতেক শুনিয়া দোঁহে আনন্দিত মন। পুনঃ ... দেখি পুত্রের বদন ॥
বায়ুনিঃসরণকালে প্রভু নারায়ণ। সাক্ষাৎ ... তাঁর হইলা নন্দন ॥
ইহা না জানিয়া দোঁহে দোঁহা প্রতি কয়। শুভ পুত্র প্রসবিলা অতি ভাগ্যোদয় ॥
অতএব গর্ভবাস কভু নহে তাঁর। ব্যাসদেব ভাগবতে কহিলেন সার ॥"
এতেক শুনিয়া পুন কহে ব্রহ্মজ্ঞানী। সন্দেহ হইল বিষ্ণুপুরাণের বাণী ॥
"ব্রহ্মা-শিব আদি আর যত দেবগণ। ক্ষিরোদশায়িকে বহু করিলা স্তবন ॥
স্তবেতে সন্তুষ্ট হৈয়া শ্রীবিষ্ণু আপনে। ব্রহ্মাদির প্রতি কহে আশ্বাস-বচনে ॥
মোর বাক্য শুন, ব্রহ্মাদি দেবগণে। মোর দুই কেশ লঞা করহ গমনে ॥
শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণ দুই কুন্তল আমার। রামকৃষ্ণ দুই এই জানিহ বিচার ॥
অবনিতে অবতরি অতিত্বরায়িতে। ধরার হরিয়া ভার করাইব প্রীতে ॥
সস্তূয়মান পরমেশ্বর ভগবান্। ইহা বলি নিজকেশ দিল বিদ্যমান ॥
বিষ্ণুপুরাণের এই শুনিয়া বচনে। এই ত সন্দেহ মোর হয়া গেল মনে ॥"
ইহা শুনি কৃষ্ণভক্ত তার প্রতি কয়। সামান্যবচন সেই জানিবে নিশ্চয় ॥
তাহার বিশেষ অর্থ শুন মহাশয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কভু হেন কথা নয় ॥
যেহেতুক তাহা শুন কহি প্রকাশিয়া। শুনিলে সন্দেহ তব না রহিব হিয়া ॥
সর্ববীজ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হয়। স্বপ্রকাশ মহারস সুখে বিরাজয় ॥

সবে তাঁর অংশ হয় তিঁহো কার অংশ ?   তাঁর প্রতি নহে তিঁহ সর্বঅবতংস ॥
তাঁর অংশে অবতরি বিষ্ণু ভগবান ।   বিশ্ববিমোহন রূপ দুঁহু অনুপাম ॥
মোর শিরোরুহ সেন কেশ দুইজন ।   পৃথিবীর ভার হরি' করিব পালন ॥
ক্ষীরোদকশায়ী যবে এতেক কহিলা ।   স্থিতিকর্তা বিষ্ণু বলি ইহা জানাইলা ॥
অসুরাদি বধি ভূমিভার দূর করি ।   সাধুগণে সুখ দিলা স্বচ্ছন্দবিহারী ॥
স্বয়ং-ভগবানের ইহা নহে কোনকালে ।   নিশ্চয় জানিহ এই সর্বশাস্ত্রে বলে ॥
সে কার দয়িত নহে, নহে সুহৃত্তম ।   কে জন অপ্রিয় তাঁর দ্বেষ্য কোন্ জন ?
কেহ জন উপেক্ষিত নাহি হয়ে তাঁর ।   নিগূঢ় সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃতির পার ॥
কেবল পরমানন্দ স্বরূপ তাঁহার ।   এইত জানিয়ে তত্ত্ব অতিশয় সার ॥
বলরামের কথা কিছু শুন মহাশয় ।   যাহার শ্রবণে সুখ, ঘুচিব সংশয় ॥
লোকের রমণহেতু নাম হয় 'রাম' ।   বল-শ্রেষ্ঠহেতু তাতে 'বল' বলি নাম ॥
'বল' ইতি নাম কহে স্বভাব হইতে ।   তমগুণশ্রেয়কর্ম করয়ে তাহাতে ॥
ভগবান্ প্রতি শ্রীবলরামের বচন ।   গোবিন্দবৃন্দাবনে ইহা আছয়ে লিখন ॥
বাসুদেব কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্রকাশ হয় ।   বলাশ্রয়াদনন্তাংশ জানিবে নিশ্চয় ॥
দুষ্টের নিগ্রহহেতু অবতীর্ণ হয় ॥
অতএব ক্ষীরোদশায়ী দুইকেশ দিলা ।   মোর শিরোমণি দুঁহে ইহা জানাইলা ॥
বাসুদেব কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্রকাশ হয় ।   পরমপুরুষ তিঁহো ভাগবতে কয় ॥
বসুদেবগৃহে ইতি উপচার হয় ।   পুরাণেতে কহিয়াছে এইত নিশ্চয় ॥
অতএব ক্ষীরোদশায়ী সেই ভগবান্ ।   কেশছলে চাহিলা আপন প্রধান ॥
পরমপুরুষ তিঁহো কর্ত্তা সভাকার ।   পৃথিবীতে অবতরি হরিবেন ভার ॥
মোর শিরোমণি দুঁহে জানি নিজমনে ।   ক্ষীরোদকশায়ী কেশ দিলা দেবগণে ॥
শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! এই কহিয়ে তোমারে। কেশ দিলা ক্ষীরোদশায়ী জানি নিজান্তরে ॥
দিব্যবৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।   অবতীর্ণ হব তিঁহ গোকুলভবনে ॥
তাঁর অংশ অবতীর্ণ বিষ্ণুবলরামে ।   অবতীর্ণ হব দোঁহে বসুদেবধামে ॥

স্বয়ংজ্যোতি স্বয়ংহর্ত্তা-কর্ত্তা যারে কয়। সেহ অবতীর্ণ হব বিষ্ণু-বলসহায়॥
'অংশেন' ইতি একবচন অতি আর। বিষ্ণুবলরাম দুই কহ কি বিচার॥
ইহা যদি বল তত্ত্ব শুন তার কথা। তোমারে কহিয়ে এই বিচার সর্বথা॥
অংশ ইতি শব্দ মাত্র সামান্য কহিতে। এই দুই বহুত্ব সেই পাইল ইহাতে॥
অংশ জাতি স্বভাবত্ব ব্যক্ত ইহা কয়। কৃষ্ণযামলে ইহা প্রকাশ আছয়॥
শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দ্ব-সেবন-বাঞ্ছিত। গাইল উত্তম দাস শ্রীকৃষ্ণচরিত॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম-বন্দনা করিয়া। গান করি কৃষ্ণগুণ শুন মন দিয়া॥
যদি কহ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপচার। তবে বাল্যবয়ঃ কহ কেমন বিচার॥
জন্ম যার নাহি তার বাল্য পাবে কোথা। তবে কেনে বাল্যলীলা দেখি প্রকটিতা?
এত শুনি কহে তবে কৃষ্ণভক্তগণ। "এইত প্রসঙ্গ কিছু করহ শ্রবণ॥
শ্রীকৃষ্ণেতে ত্রিবিধ যে বয়ঃধর্ম্ম হয়। ভক্তকে করুণা করি দেহে প্রকাশয়॥
দেবকী-শ্রীবসুদেব, যশোদা-শ্রীনন্দ। বাৎসল্যরসের তাঁর যত ভক্তবৃন্দ॥
ভক্তে অনুগ্রহ করি সেইত তনুতে। মহাসুখ দেই সে বাৎসল্যপ্রেমামৃতে॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তরস জানিহ নিয়মে। সম্মোহনতন্ত্রের কথা করহ শ্রবণে॥
কুশধ্বজ ব্রহ্মঋষি পরমবিদ্বান্। তাঁর পুত্র শুচিশ্রবা, সুবর্চ্চা সে নাম॥
চারিবেদ অর্থসহ বদনে যাহার। দোঁহে তপ করে অতি উৎকট আচার॥
অধোদেশে শির যার ঊর্দ্ধেতে চরণ। ত্রিঅক্ষর মন্ত্র জপে দৃঢ় করি মন॥
হং-অক্ষর আদি তার স-অক্ষর অন্তে। অশন তেজিয়া মন্ত্র জপয়ে একান্তে॥
মানসে গোকুলপুরে করিয়া পয়ান। দশমাসের বালক সে কৃষ্ণ করে ধ্যান॥
দেখিতে দেখিতে পুন ধ্যান বাড়ি গেল। মদনমোহন-রূপ দেখিতে পাইল॥
লাবণ্যের পুঞ্জ বয় নবীন তরুণ। মৃগাঙ্ক জিনিয়া মুখ, নয়ান অরুণ॥
ভুবনমোহন বেশ দেখিয়ে নয়নে। নিরন্তর মোহে ব্রজবিধোষ্ঠীর গণে॥
তপোবলেএবে দোঁহে এতেক দেখিল। পরম অজ্ঞান অতি হৃদয়ে বাড়িল॥

কৃষ্ণপ্রতি গোপীর ভাব করিয়া দর্শন। সেইভাবে দোঁহাকার মগ্ন হৈল মন॥
তদ্ভাবকে অঙ্গীকার করি দুইজনে। তপ করি সিদ্ধদেহ পাইলা কতদিনে॥
কল্পান্তে ত্যজিয়া তনু ব্রজভূমি পাইলা। সুধীরনামে গোপকন্যা দোঁহে জনামলা॥
পদ্মশোভন দেহে পরমসুন্দরী। যে দোঁহার হস্তে রহে শুক আর সারী॥
এই এক ভক্তে কৃপা কহিল নিশ্চয়। পুন শুন ভাগবতে যেইত কহয়॥
মাতা যবে ননীলাগি করিলা বন্ধনে। অন্যমনা হৈলা যবে রাখিয়া প্রাঙ্গণে॥
নারদের বাক্য তবে হইল স্মরণে। তাহা সত্য করিবারে গেলা সেই স্থানে॥
কুবেরের পুত্র দুই 'নল' যে 'কুবর'। নারদের শাপে দুঁহে হৈলা তরুবর॥
যমলঅর্জ্জুন-নামে দীর্ঘবৃক্ষ সেহ। কৃষ্ণস্পর্শে শাপমুক্ত, ধরে দেবদেহ॥
কৃষ্ণে স্তুতি কেল সেহ দেখি বিদ্যমানে। বিদায় হইয়া গেলা যথা নিজস্থানে॥
বৃক্ষের পতনধ্বনি উচ্চতর হইল। শুনিয়া সভার চিত্তে চমৎকার পাইল॥
যশোদা দেখিয়া আতত্রস্তগতি গিয়া। চুম্বন করয়ে কৃষ্ণে কোলেতে করিয়া॥
বৃক্ষের পতন দেখি বলে হায় হায়। ভাগ্যে রক্ষা পাইল পুত্র দেবতা-সহায়॥
বাল্য-কৌমার আর পৌগণ্ডাদি বয়। ভক্তে সুখ দিতে কৃষ্ণ তাতে বিহরয়॥
নন্দযশোদা আদির আনন্দ অর্পিয়া। বাল্যরসে বিহরয়ে প্রেমেবশ হয়া॥
মৃত্তিকাভক্ষণাদি বাল্য যত কর্ম। কৌমার পৌগণ্ডাদি যত যত সুখকর্ম॥
সর্ব্বত্রেই ভক্তসুখ দিবার কারণ। প্রেমেবশ কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে ক্রীড়ন॥
সভার প্রধান নন্দ সর্বানন্দময়। ব্রজবাসিগণ মধ্যে রাজা বিহেঁ। হয়॥
নানাধনে পূর্ণ গৃহ বহু ভৃত্যগণ। আদেশে করয়ে কর্ম যে যার করণ॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ অতিপ্রিয় হয়ে। গোরক্ষণ আদি তিঁহো কেন না করয়ে॥
ভক্তগণে সুখ দিতে শ্রীকৃষ্ণ কেবল। নানা ক্রীড়ায় বাল্যবয় করয়ে সফল॥
অতএব ভাগবতে দেখি ভক্তগণে। বাল্যবয় বাল্যক্রীড়া জানিবে লক্ষণে॥"
এতশুনি ব্রহ্মরানা কহে পুনর্বার। শুন কৃষ্ণভক্ত মোর মনের বিচার॥
তুমি যে কহিলে কৃষ্ণ স্বপ্রকাশ হয়। সর্বাশ্রানি বিহরে সেই সর্বরসময়॥

তাঁহার দয়িত নাহি, নাহি সুহৃত্তম। অপ্রিয় নাহিক দ্বেষ্য, উপেক্ষার গণ॥
পূতনা শকট তৃণাবর্ত্ত অঘাসুরে। বকাসুর আদি তবে বধ কেন করে॥
এসব বিস্তারি কহ ঘুচুক সংশয়। কেমন বিচার ত শ্রবণেচ্ছা হয়॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত বোলয়ে বচন। "শাস্ত্রে যাহা কহে তাহা করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণ সর্বভাবাশ্রয় সর্বরসাশ্রয়। অনন্ত মহিমা গুণ অন্ত নাহি হয়॥
কৃষ্ণপ্রতি যেই ভাব যেই জন করে। সে কৃষ্ণ তাহারে ভাব সিদ্ধতা আচরে॥
ভাবসিদ্ধ হইলে সেই কৃষ্ণপাশে যায়। আত্মসাৎ করি কৃষ্ণ আপনা পাওয়ায়॥
ভাবসিদ্ধ দেহ দিয়া নিজস্থানে লয়। বিচারিয়া দেখ ইহা পুরাণে কহয়॥
সর্ব সমদৃক্ কৃষ্ণ নিরীহ সে হয়। কার বধ করণ সে না করে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ কার বধ লাগি না করে উদ্যম। পালনকর্ত্তা বিষ্ণু করে অসুরমারণ॥"
এত শুনি পুন জ্ঞানী কহিতে লাগিলা। কালীদমন তবে কেমনে করিলা॥
জ্ঞানির বচন শুনি ভক্ত কহে পুন। আমি যা কহি তা সাবধানে শুন॥
"শ্রীকৃষ্ণাংশ বিষ্ণু তাঁর গরুড় বাহন। কালীনাগ হয় তার ভক্ষ্য আয়োজন।
গরুড়ের ভয়ে কালী স্বস্থান ছাড়িয়া। যমুনার হ্রদে বাস করিল আসিয়া॥
মুনিশাপে গরুড় সে যমুনা না যায়। এত জানিয়া কালীয় রহে যমুনায়॥
তথাপি সে কালী চিত্তে সুখ নাহি পায়। নিরন্তর গরুড়কে ভাবয়ে হিয়ায়॥
ভাবিতে ভাবিতে কালীর তন্ময়তা হইল। ভাবসিদ্ধ হইল তাতে কৃষ্ণকে পাইল॥
গরুড়ে না পায়া কেনে কৃষ্ণকে পাইল। এইত অপূর্ব্ব কথা বুঝিতে নারিল॥
বুঝিতে নারিবে কেন, শুনহ বচন। শ্রীভাগবতে লেখে তাতে দেহ-মন॥
ফাল্গুনী প্রহ্লাদ ব্রহ্মা আর শুকদেব। গরুড় অক্রূর ভীষ্ম আর যে উদ্ধব॥
পরাশর মুনিবর আমি ভক্ত আর। এসব বৈষ্ণব-পদে প্রণাম আমার॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি সর্ব্বোত্তমোত্তম। যাঁহার স্মরণে ঘুচে এভব বন্ধন॥
এইত বৈষ্ণব সবে হয়ে তীর্থসম। ভুবন পবিত্র করে পতিতপাবন॥
রত্নসম পৃথিবীর বিভূষণ হয়। সদ্বৈদ্যের প্রায় ভবরোগ করে ক্ষয়॥

সুখের স্বরূপ হয়ে সুখ করে দান। সদানন্দ দিয়া সর্বজীবে করে ত্রাণ॥
চন্দ্রপ্রায় সুশীতল করয়ে জগতে। এসব বৈষ্ণবরীত না পারি বুঝিতে॥
অতএব গরুড় সে বৈষ্ণব প্রধান। বিষ্ণুরথ বলিয়া সে যাহার আখ্যান॥
যেইত বৈষ্ণব, সেই শ্রীবিষ্ণু নিশ্চয়। কৃপাবিদা এই কথা সর্বশাস্ত্রে কয়॥
বৈষ্ণব হইতে ভক্তি লভে ভক্তজন। ভক্তি হইতে আনা পায় এই সুলক্ষণ॥
বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা বিষ্ণু-অবস্থান। এহেতু বৈষ্ণব বিষ্ণু শাস্ত্রের বিধান॥
বিশেষ করিতে বিষ্ণু বৈষ্ণব নিশ্চয়। পুরাণ-আগম-শাস্ত্রে কৃপারিয়া কয়॥
বিশেষেতে কলিকালে যে জন জানিব। সংসার-সাগর হৈতে সেই সে তরিব॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিষ্ণু হয়েত সর্বথা। তাহাতে কালিয় অতি হইল তন্ময়তা॥
তাহার বিষ্ণুতা কৃষ্ণ জানিয়া আগে। কালিনাগ প্রতি দয়া করিলা তখনে॥
অনুগ্রহ করি তারে পদচিহ্ন দিলা। ভয় দূর গেল, তবে কৃষ্ণভক্ত হৈলা॥
কৃষ্ণপদস্পর্শ পায়া কৃতার্থ হইলা। নির্ভয় হইয়া সেই যথাস্থানে গেলা॥
আশ্চর্য্য কৃষ্ণের কর্ম কে পারে বুঝিতে। হিংস্রকে না হিংসে যেই পরম অদ্ভুতে
অতএব বাল্যলীলায় করে যত কর্ম। কে বুঝিতে পারে এই বাৎসল্যের মর্ম॥
সর্বরসাশ্রয় কৃষ্ণ একই শরীরে। ভক্তে সুখ দিতে কৃষ্ণ নানালীলা করে॥
ভক্তপ্রেমরসে বশ প্রভু রসময়। অতএব ভক্তবশে সকলি করয়॥
নিত্যমুক্ত আমি বদ্ধ নাহি কিছু হৈতে। মোরে বদ্ধ কৈল ভক্ত প্রেমের রজ্জুতে॥
সভার অজিত আমি জানিহ নিশ্চয়। আমারে জিনিয়া ভক্ত নিজ করি লয়॥
আমি কার বশ নহি সবে মোর বশ। ভক্ত মোরে বশ কৈল দিয়া প্রেমরস॥
বাল্যাদিক যত লীলা কৃষ্ণ বিহরয়। সেই দেহে করে সদা কে তাহা বুঝয়॥
স্বযোগমায়াবলের বৈভব কেবল। বাল্য আদি যত লীলাগণে প্রকাশল॥
সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়। যাতে থাকি বাল্যাদিক সর্ব বিহরয়॥
স্বাভাবিক কৈশোর সে শ্রীকৃষ্ণের হয়। নিত্য সে কৈশোর বয়ঃ শাস্ত্রে প্রকাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণের বিহারের বহুতর স্থান। সর্বোপরি গোকুল শ্রীবৃন্দাবন ধাম॥

সত্তার উপর স্থান শ্রীবৃন্দাবন হয়। স্বপ্রকাশ কৈশোর সে স্বয়ং কৃষ্ণ হয়॥
গোকুলেতে বাল্য বৃন্দাবনে সুকৈশোর। অন্যত্রেতে নানারূপধারী দামোদর॥
কুকারিয়া সর্ব্বশ্রে কহে এই তত্ত্ব। শাস্ত্র দেখি সাধুসঙ্গে বুঝিবে মহত্ত্ব॥
সর্ব্বস্থান হইতে অতি গোকুল প্রধান। তস্মাৎ বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ জানিবে প্রমাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি বৃন্দাবন হয়। বৃন্দাবন সম স্থান অন্য কেহ নয়॥
বৃন্দাবনে স্বাভাবিক কিশোর গোবিন্দ। সত্যের মন মধ্যে রূপ সর্ব্বানন্দ॥
গোপ-গোপী বংশী আর গোধনের সঙ্গে। সর্ব্বদা বিহরে তাঁহা পরম আনন্দে॥
সুকৈশোর তনু কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়। বাল্য-পৌগণ্ড যৌবন অন্যারণ্যে হয়॥
দেহেতে যৌবন অতিরম্য প্রকাশয়। তাহা কৈশোর অতি দুর্লভতা হয়॥
নিত্য সুকৈশোর কৃষ্ণ সর্ব্বানন্দ অঙ্গ। যত্নেতে করহ ধ্যান পাইবে আনন্দ॥
শ্যামরূপ সম ঊর্দ্ধ রূপ নাহি আর। নিশ্চয় কহিল এই পরাৎপর সার॥
বৃন্দাবন সম ঊর্দ্ধ নাহি আর বন। সর্ব্বপরাৎপর বন কৃষ্ণাঙ্গে জনয়॥
বয়সে কৈশোরবয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানি। সদাধ্যেয় পরাৎপর সর্ব্বরসমণি॥
সর্ব্ব-পরাৎপর শ্রেষ্ঠ আস্বরস হয়। সেইত স্বরূপ কৃষ্ণ আপনে নিশ্চয়॥
সর্ব্বদেবমন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্র সর্ব্বোত্তম। বিষ্ণুমন্ত্র হইতে কৃষ্ণমন্ত্র সে জীবন॥
সর্ব্বকৃষ্ণমন্ত্র হইতে পরম সুন্দর। কৈশোর সে মন্ত্রহেতু সর্ব্ব পরাৎপর॥
তার মধ্যে হয় মন্ত্রহেতু চূড়ামণি। সর্ব্ব পরাৎপর মন্ত্র আগমে সে জানি॥
অতএব বৃন্দাবন নিত্য সে প্রমাণ। নিত্য সে কৈশোর কৃষ্ণ হয়ে বিদ্যমান॥
নিত্যত্ব জানিবে এই প্রমাণ সকলে। নিঃসন্দেহ এই কথা পুরাণেতে বলে॥
নিত্য সুকৈশোর কৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজয়। তার অভিপ্রায় আর শুন মহাশয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণানন্দ মহারসময়। লীলা-রূপ-গুণ তাঁর অন্ত নাহি হয়॥
বৈদগ্ধি-নিপুণ সদা নবীনযৌবন। নিরন্তর রাধাসহ করে বিহরণ॥
নিশ্চিন্ত মহৎ সে প্রিয়া-রসে বশ। পরিহাস-বিশারদ করে মহারস॥
অতএব আদিরস অতি সুপ্রধান। বাল্য বয় আদি রস নহে সমাধান॥

যৌবন বয়সে সুখ মানি কতোদিনে। বয়স ন্যূনতা হয়, বল হয় হীনে ॥
উজ্জ্বলরসের সুখ কৈশোর বয়স। সদা সুখ রহে যাতে নাহি হয় শেষ ॥
কৈশোরেতে ক্ষণে ক্ষণে বয়েস বাড়য়। অতএব আদিরস সুপ্রশস্ত হয় ॥
নিত্য সুকৈশোরে রতি শ্রীকৃষ্ণ আপনে। আদিরস বিস্তারয়ে ব্রজগোপীসনে ॥
নিত্য সুকৈশোর কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে। সুখের স্বরূপ সুখ করে আস্বাদনে ॥
এ বড় আশ্চর্য্য কথা লাগে মোর মনে। তবে কেন মথুরাকে করিলা গমনে ॥
এত সুখে ছিলা যদি তবে সে কেমনে। মথুরাকে গেলা কেন ছাড়ি গোপীগণে ॥
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ কোথায় না যায়। আগে কহিয়াছ মোর আছয়ে হিয়ায় ॥
শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে—শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! শুনিলে সন্দেহ তব ঘুচিব এখুনি ॥
কৈশোর বয়স কৃষ্ণ ব্রজে নিত্যস্থিতি। সত্য অতিসত্য এই কহি তোমা প্রতি ॥
ব্রজে হৈতে কৃষ্ণ যদি মথুরাকে গেলা। গুঞ্জা-প্রবালাদি তবে কেমনে রহিলা ॥
শিখিশিখণ্ড কিশোর নীপতরুগণ। কৃষ্ণ দেখি সুখ পায়, কৃষ্ণ সে জীবন ॥
কৃষ্ণ দেখি বৃন্দাবনে স্থিরচরগণে। মহানন্দ পায় তারা প্রফুল্ল সঘনে ॥
কৃষ্ণে না দেখিলে দুঃখী ম্লান আচরয়। ব্রজবাসিসনে এই আচরণ হয় ॥
সদা সুখী প্রফুল্লিত বৃক্ষাদি আছয়। ইহাতে জানিয়ে কৃষ্ণ ব্রজ না ছাড়য় ॥
কৃষ্ণ যদি গেলা বংশী রহে কোন্ স্থানে। সুমাধুরী গান যার হয় বৃন্দাবনে ॥
ব্রজবধূগণ আর ধেনুবৎসগণে। কেমনে বাঁচিব তাঁরা বিনা দরশনে ॥
পক্ষী-মৃগাদিক ব্রজবাসী ব্রজস্থান। কৃষ্ণে দেখি সুখ পায়, কৃষ্ণ সর্ব্বপ্রাণ ॥
কৃষ্ণে না দেখিয়ে সবে ছাড়য়ে প্রাণ। দেখি প্রাণ পায়ে তারা জুড়ায়ে নয়ান ॥
দেখিলে বাঁচয়ে তারা, না দেখি মরয়। কোথাও না যায় কৃষ্ণ—এ হেতু নিশ্চয় ॥
অতএব কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়ি বৃন্দাবন। কভু অন্যস্থানে তিঁহো না করে গমন ॥
আপনেই অবস্থিতি করি বৃন্দাবনে। অংশ পাঠাইয়া দিলা মথুরা-ভুবনে ॥
বেশভূষাগণ সর্ব্ব রাখি বৃন্দাবনে। ক্ষত্রিয়বেশেতে গেলা মথুরা-ভুবনে ॥
সেইত প্রসঙ্গ শুন—ঘুচুক সন্দেহে। বেশভূষা সহ কৃষ্ণ আপনেই রহে ॥

ক্ষত্রিয়বেশেতে বাসুদেবের গমন। তাহার কারণ আর করহ শ্রবণ॥
ধ্যানের সংস্থিতি হয় যেই ত বিষয়। ধ্যেয় ইচ্ছা-অনুরূপ কখন না হয়॥
ব্রজবিনে কৃষ্ণধ্যান নহে অন্যস্থানে। নিশ্চয় করিয়া ইহা কহে বেদাগমে॥
অতএব বেশভূষা সহ ভগবান্। সদা বৃন্দাবনে যেই করে অবস্থান॥
যেই ভক্ত যেন রূপে কৃষ্ণে করে ধ্যান। তাহা তেন রূপে দেখা দেন ভগবান্॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। নবজলধর বর্ণ সবংশীবদন॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া বামেতে টেরন। দুলিত মুক্তামালা গুঞ্জা মনোরম॥
বকুলের মালা আর বেড়িয়া মল্লিকা। উপরে ময়ূরপুচ্ছচাঁদ গিছে দেখা॥
কপালে তিলক, অঙ্গ চন্দনে চর্চিত। পীতবসন পরিধান, ভূষণে ভূষিত॥
গলে বনমালা শোভে ভুবনমোহন। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমারূপ অতি অনুপাম॥
নখচাঁদে কাম কান্দে আপনা নিন্দয়। নাগরশেখরমণি সর্ব্বরসময়॥
এই বেশভূষাসহ যত ভক্তগণ। বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণে কৈল দরশন॥
আরাধন করে করি তাঁহার বিধান। অন্যস্থানে অন্যবেশ নহে ধ্যেয়স্থান॥
নারদপঞ্চরাত্রের আর শুন বাণী। বিজয়ার প্রতি যেই কহিলা ভবানী॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, হাসে সুধা ঝরে। কোটি কাম জিনি অঙ্গ সর্ব্বমন হরে॥
বারিদ জিনিয়া বপু শ্যামলসুন্দর। কোটি সূর্য্যসম জ্যোতি পরম নির্ম্মল॥
বৃন্দাবন মহাহেম-শ্রীমণিমন্দিরে। গোপকন্যাগণ সহ সুখেতে বিহরে॥
বংশিকা বদনে যার বিনোদ বন্ধানে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমারূপ অতি অনুপমে॥
গোপনাগরীর যেই প্রাণপ্রিয় হয়। অরুণ নয়নশরে করে কামময়॥
নানারস সুধাসার সদা উগারয়। প্রেম অঙ্গতরঙ্গ সে সুখ বিস্তারয়॥
গূঢ় মর্ম্ম রসানন্দ-মহার্ণবচন্দ্র। জগতে আনন্দ অর্পে, দরশে স্বচ্ছন্দ॥
রাধা-হৃদয়াকৃত রসলম্পট বিভ্রম। রাধানেত্র-সম্পুটের সেই মহাধন॥
লীলাশততরঙ্গিণী বহে শতধার। জগৎ প্লাবিত করে কণাতে যাহার॥
বিভূষণ কৌস্তভানন্দী বনমালা গলে। মহারত্ন মুক্তাহার সাজে বক্ষঃস্থলে॥

কটিতটে পীতপট শোভা অনুপাম। জলদে বিজুরি বেঢ়ি রহল কি ভান॥
রতন কুণ্ডলযুগ শ্রবণযুগলে। ঝলমল করে দুই দর্পণগণ্ডস্থলে॥
খগপতি জিনি আর তিলের কুসুম। নাসিকা করয়ে শোভা অতি অনুপম॥
তার অগ্রভাগে মুক্তা মণিতে বেষ্টিত। যার শোভা হেরি কাম হইল লজ্জিত॥
মাণিক্য-বন্ধুক-বিম্ব জিনিয়া সুন্দর। অধর শোভয়ে যার সুধাপূর্ণতর॥
মুকুন্দ-করকাবীজ জিনিয়া দশন। তুলনা দিবারে নাহি উপমার গণ॥
চতুঃসম মহাগন্ধ অঙ্গগন্ধ সনে। গোপিকার হরে নাসা, করে বাসাস্থানে॥
ময়ূরচন্দ্রিকা চূড়ে দোলয়ে বাতাসে। মল্লিকা মুকুতা-বেঢ়া কেতকী দু'পাশে॥
রসিকনাগরমণি প্রতি অঙ্গে নব। দরশে হরয়ে মন প্রেমসুধার্ণব॥
কন্দর্পের দর্প হরে নব কামাকৃতি। রমণীগণের প্রেমরসময় মূর্ত্তি॥
কটিতে কিঙ্কিণী শব্দচ্ছলে গান করে। শুনাইয়া গোপীগণের কর্ণ-মন হরে॥
মণিমঞ্জীর সে পাদাম্বুজযুগলে। যার ধ্বনি শুনি কাম আপনা পাশরে॥
নিশাপতি জিনি নখকিরণ উজ্জ্বল। যার কান্ত্যামৃতে দীপ্ত জগতমণ্ডল॥
ইন্দ্রগোপ, জবাপুষ্প আর রক্তোৎপল। নবীন অরুণ জিনি শোভা পদতল॥
কোটি চন্দ্র জিনি সেই সুশীতল হয়। মোর মন তনুসহ তাহাকে সেবয়॥
যার যেই আত্মভাব তাহা দৃঢ় ধরি'। কৃষ্ণকে ভজহ ইষ্টমন্ত্রজপ করি॥
এইরূপ মনে দৃঢ় ভজে যেই জন। অচিরাতে পায় সেই প্রেমভক্তি ধন॥
নারদপঞ্চরাত্রের এইত বচন। বেশ-ভূষা সহ ব্রজে ধ্যানের নিয়ম॥
পুন কহি শুন ব্রহ্মবৈবর্ত্তবচন। যাহা শুনি সুবিশ্বাস হব তোমা মন॥
দ্রোণনামে বসু আর ধরা তার জায়া। বহু তপ করে অতি সকম্পিত হিয়া॥
দেবমানে বহুকাল তপ যবে কৈলা। তপের সাহায্যে কৃষ্ণ দরশন দিলা॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভে যবে নাসাপূর্ণ হৈল। মহানন্দ পায়া তবে ধ্যান ভঙ্গ দিল॥
অতি হৃষ্টমনে দোঁহে মেলিয়া নয়নে। ভুবনমোহনরূপ দেখে ভগবান্॥
মহামরকত শ্যাম কামমনোহারী। বনমালা গলে দোলে পীতাম্বরধারী॥

সুগন্ধি অশোক চূড়া পরম সুন্দর। ময়ূর-চন্দ্রিকা শোভে তাহার উপর।
কনক অঙ্গদ আর হার সুললিত। চরণকমলে মণিমঞ্জীর রাজিত।
নানা আভরণে বেশ বয়স কৈশোর। কোটি চন্দ্র জিনি মুখ জগৎ-উজোর।
সুগণ্ড সুভুরু অতি নাসিকা সুন্দর। সুবিম্ব-বিদ্রুম জিনি অধর-যুগল।
সুকুন্দ কুসুম জিনি নির্মল দশন। মৃদু মন্দ হাস্যশোভা কমল-নয়ন।
করিকর ভুজযুগ সুনাভি গভীর। প্রতিঅঙ্গ সুশোভন রসময় ধীর।
এইরূপ বয়স ভূষা সহ ভগবানে। ভক্তগণ করে ধ্যান বৈকুণ্ঠ-বচনে।
হর্ষাশ্রুপূর্ণ আঁখি, পুলকে পূরয়। দণ্ডবৎ করি বহু প্রণাম করয়।
কৃষ্ণকে করয়ে স্তুতি গদগদ বচনে। তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র কহে দুইজনে।
তব তপভক্তিবলে দেখিলে আমারে। কি বর চাহিবে লেহ যে হয় অন্তরে।
কৃষ্ণবাক্য দ্রোণ-ধরা করিয়া শ্রবণ। মনোনীত বর মাগে করিয়া স্তবন।
যদি বর দিবে প্রভু তুমি দয়াময়। আমা দোঁহার পুত্র তুমি হওত নিশ্চয়।
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে মনঃকথা। তোমা দোঁহার পুত্র আমি হইব সর্ব্বথা।
পুত্রবৎ আমাকে ত করিবে পালন। তপস্যা হইল পূর্ণ, যাহ নিকেতন।
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অন্তর্ধান। ধরাদ্রোণ নিজস্থানে করিলা পয়ান।

যথারাগ

শুন জ্ঞানি! যাহা কহি, যাহাতে সন্দেহ নাহি, ব্রহ্মসংহিতার বাক্যগণ।
নন্দপুত্র শ্রীগোবিন্দ, তাহার চরণ বন্দ, ব্রহ্মা কহে আমার ভজন।
ভজ ভাই! শ্রীনন্দকুমার।
যে পদ-ভজন কৈলে, প্রেমভক্তিরস মিলে, মন রাখ চরণে তাঁহার।ধ্রু।
অসিত অম্বুজ জিতি, সুনির্ম্মল অঙ্গকান্তি, লাবণ্যতরঙ্গ উছলয়।
কোটি কাম করি জয়, পিরীতি পসার হয়, যুবতীর নেত্রে নিরদয়।
সুমোহন পীতাম্বর, শোভা অতি মনোহর, চন্দনচর্চিত সর্ব্বগায়।
ভুবনমোহন চূড়া, দুহুঁতি মুকুতা বেড়া, শিখিপুচ্ছ শোভিত তাহায়।

কপালে তিলকশোভা, মদনের মনোলোভা, ভাঁড-যুগ যেন কামধনু ॥
নেত্রান্ত-কটাক্ষবাণে, হরে নারীর মর্ম্মস্থানে, মন হরি রাখে শৃঙ্গতনু ॥
শরৎপূর্ণশশধর, জিনিয়া বদনবর, তাহে হাসিসুধা উগারয় ॥
যুগল শ্রবণমূলে, মকরকুণ্ডল দোলে, নবার্ক-কিরণ বিস্তারয় ॥
বিম্বাধরে বেণু ধরি, গান করে সুমাধুরি, যুবতীগণের মনোহরে ॥
উন্মত্ত করি অতি, লঁয়া যায় বন প্রতি, লজ্জা-ধৈর্য্য-ধর্ম্ম দূর করে ॥
চরণে নূপুর-মণি, বাজয়ে মধুর ধ্বনি, কর্ণমন করে রসায়ন ॥
এদাস উত্তম বলে, ভজ সে নাগররায়ে, ধ্যান কর তাঁহার চরণ ॥৩॥

শুন ব্রহ্মজ্ঞানি ! পুন কহি তত্ত্বকথা। বলরাম প্রতি কৃষ্ণ কহিলা সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণ কহে —বলরাম রাখহ হিয়াতে। মোর বেশাকৃতি স্থিতি কহিয়ে তোমাতে ॥
ইন্দীবরশ্রেণি-জিনি নবজলধর। ইন্দ্রনীলমণিশোভা মোর কলেবর ॥
বনমালা গলে মোর পীতাম্বরধারী। সুকুঞ্চিত কেশ চূড়া কাম-মনোহারী ॥
উত্তংসিত শিখিপুচ্ছ আর নানাফুলে। নবগুঞ্জা-বেড়া আর নবমল্লিমালে ॥
প্রেমানন্দময় শুদ্ধ আমার মূরতি। নবীনযৌবন নিত্য নবীনপিরীতি ॥
শব্দব্রহ্মময়ী বংশী বদনে আমার। মদনবর্দ্ধন গান যে করে বিস্তার ॥
রসিকনাগর আমি রসের সাগর। প্রেমরস সরবস আমার অন্তর ॥
এইরূপে সদাই থাকি বৃন্দাবনে। তোমারে কহিল রাম ! রাখ নিজমনে ॥
এত শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহে পুনর্ব্বার। সন্দেহ হইল মনে ইথে কি বিচার ॥
এইরূপে কৃষ্ণ যদি রহে বৃন্দাবনে। মথুরা-গমন তবে করিলা কখনে ॥
সভার আগেতে এই অক্রূর আসিয়া। মথুরাকে লয়া গেলা রথে চড়াইয়া ॥
তুমি কহ বৃন্দাবনে সদাই আছয়। তবে কেন সভাকার দৃক্‌গোচর নয় ?
এইত সন্দেহ মোর অতিশয় মনে। কহ কৃষ্ণভক্ত ! শুনি ইহার কারণে ॥
ইহা শুনি কৃষ্ণভক্ত বলয়ে বচন। আমি যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥

আবির্ভাব তিরোভাব ঈশ্বরের হয়। ভক্ত-অনুরূপে তাহা বুঝিবে নিশ্চয়॥
অনাদি অহেতু সেই হয় ভগবান্। আবির্ভাবে তিরোভাবে সদা বিদ্যমান॥
পুন শুন গোবিন্দবৃন্দাবনের বচনে। বলরাম প্রতি কৃষ্ণ কহিল আপনে॥
কৃষ্ণ কহে—মোর কথা শুন বলরাম। এই বৃন্দাবন রম্য হয় মোর ধাম॥
ইথে যত দেব আর যত প্রাণিচয়। তরুলতা দুর্বাদি আর ভূমি পয়॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তারকাদিগণ। দিবারাত্রি প্রহরাদি যতেক গণন॥
স্বভাব-আকৃতি কর্ম বর্ণ ভিন্ন হয়। আমি এই সর্ব হই কহিল নিশ্চয়॥
বৃন্দাবন ছাড়ি নাহি যাই অন্যস্থান। তোমাকে কহিল সত্য—শুন বলরাম॥
আবির্ভাবে তিরোভাবে থাকি এই স্থানে। পুরাণ-পুরাণে তাহা জানিহ প্রমাণে॥
তেজোময় স্থান এই অদৃশ্য স্বভাব। চর্ম্মচক্ষে কভু তাহা দেখিতে না পায়॥
প্রেমের স্বভাব আর রহস্যে যে কাজে। ভক্তিযোগে নিত্য হয়ে বৃন্দাবন মাঝে॥
ব্রহ্মা আদি করি যত দেবগণ হয়। দুর্লভ এ স্থান কার নেত্রগত নয়॥
এত শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহে পুনর্বার। ইহাতে সন্দেহ বড় হইল আমার॥
তুমি কহ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আছে সদা। কেহ না দেখয়ে পুন কহ এইকথা॥
নানা লীলা বিস্তারিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিল। কেহ না দেখিল যদি কেমনে হইল॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহয়ে তাহারে। শুনহ অপূর্ব কথা, রাখিহ অন্তরে॥
লীলাশক্তি প্রকটিত করি সভাকারে। প্রয়োজন সহ কৃষ্ণ নানা লীলা করে॥
বাল্যাদিক পৌগণ্ডান্ত যত লীলা কৈল। স্বকীয় লীলার বল লোকে দেখাইল॥
নিত্য সুকৈশোর কৃষ্ণ মনমোহনিয়া। পৌগণ্ডান্ত বিহরয়ে আনন্দ অর্পিয়া॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে যবে বিহার করয়। কৈশোর বয়স বেশ সুমাধুর্য্যময়॥
তা'সভার দৃগ্‌গোচর সর্বদা শ্রীহরি। ব্রজজননেত্রোৎসব গোপী মনোহারী॥
স্বপ্রকাশ কৃষ্ণচন্দ্র স্বলীলা বিস্তারি। গোপীসহ করে ক্রীড়া নিজ ইচ্ছা ভরি॥
অতএব দৃগ্‌গোচর কার সেই নয়। গোপী বিনা তারে কভু কেহ না দেখয়॥
কেহ না দেখয়ে কেনে গোপিকা দেখিব। বিচারিয়া কহি শুন, সন্দেহ ঘুচিব॥

সন্দেহ ঘুচুক, শুন ইহার বিচার। বেদাগম শাস্ত্রে কহে এই কথা সার॥
ব্রজবাসী দেখে কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে। অন্যত্রে না যায় সেই রহে গোপীসনে॥
মথুরা গমন কালে দূতের দ্বারায়। সপ্রেম-সান্ত্বনা-বাক্য কহে যদুরায়॥
তাপ না করিহ কেহ, রহ সুস্থ মনে। দিন কথোপরে আমি আসিব এথানে॥
বিলম্ব না হবে মোর জানিহ নিশ্চয়। তৎকাল আসিব এথা না কর সংশয়॥
ইহা কহি আশ্বাসিয়া সভাকার চিত্তে। সমুৎসুক চলে তূর্ণ গোপসঙ্গে রথে॥
কা'র বন্ধুজন যদি যায় দূরদেশে। তৎকাল আসিব বলি যাত্রাকালে ভাষে॥
তখনি আইসে কিবা আইসে বহুদিনে। তথাপিহ যাত্রাকালে কহয়ে বচনে॥
আসিব বলিয়া যদি এ স্থূল বচন। তথাপিহ সত্য সেই কৃষ্ণের ভাষণ॥
সেই কথা কহিয়ে শুন বিবরিয়া। আপনে রহিলা নন্দে বিদায় করিয়া॥
নন্দসঙ্গে না আইলা শ্রীযদুনন্দন। বিদায় হইলা নন্দ সঙ্গে গোপগণ॥
নন্দসঙ্গে না আইলা, আইলা পশ্চাতে। এহো কথা সত্য হয়—শাস্ত্র সুবিখ্যাতে॥
দন্তবক্র-শিশুপাল আদি দুষ্টগণে। বধ করি' পুন আইলা গোকুলভুবনে॥
আসি দেখা দিলা সবে নিজ প্রিয়াগণে। দুঃখ দূরে গেল, সবে আনন্দ মগনে॥
কৃষ্ণমুখচন্দ্র যবে দর্শন করিলা। মৃততনু প্রায় সবে জীবন পাইলা॥
বিরহ-বেদনা-দুঃখ গেল সবাকার। কৃষ্ণসঙ্গে মহাসুখে করয়ে বিহার॥
দাম্পত্যস্বভাবে রহে বনের আনন্দে। নিরন্তর বিহরয়ে নিজ-প্রিয়া-সঙ্গে॥
দাম্পত্যস্বভাবে দুহুঁ করয়ে বিহার। নির্ভয় বিহরে দুহুঁ এই সে বিচার॥
মথুরা হইতে আসি' শ্রীমধুসূদন। স্বস্বভাবে রহি দুহুঁ করয়ে ক্রীড়ন॥
শ্রীজীবগোসাঞি ইহা লেখিলা নিশ্চয়। উজ্জ্বলনীলমণি টীকাতে আছয়॥
উজ্জ্বলনীলমণি সেই মহারসময়। পরকীয়া বিনু তাথে অন্য না লিখয়॥
অতএব শ্রীজীবের সেই ত' লিখন। আশয় বুঝিতে নারি বড়ই দুর্গম॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ব্রজ ছাড়ি অন্যত্রকে না করে গমন॥
পরকীয়া রসে হয় যে সুখ অতিশয়। সুখের স্বরূপ কৃষ্ণ সুখ আস্বাদয়॥

রাধা আদি করি যত ব্রজগোপীগণ। পরকীয়া ভাবরস করে আস্বাদন॥
নিত্য সুকৈশোর বয় রহি' বৃন্দাবনে। ইচ্ছা ভার' বিলাসয়ে লৈয়া গোপীগণে॥
কৃষ্ণ কভু নাহি যায় ছাড়ি' বৃন্দাবনে। বাসুদেব কৈল এই মথুরাগমন॥
এত শুনি কহে পুন ব্রহ্মজ্ঞানিগণে। সংশয় হইল বড় মো-সভার মনে॥
তুমি কহ—ব্রজে কৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে। রাসাদিক নানালীলা করে বহুরঙ্গে॥
গোপী দৃগ্‌গোচর শ্রীকৃষ্ণ আছয়। অতিনতা এই কথা কহিল নিশ্চয়॥
তবে কেনে মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনে। উদ্ধবেরে ডাকি' কহে যাহ বৃন্দাবনে॥
মোর পিতা-মাতা আর গোপ-গোপীগণে। আমার বিরহে সবে ব্যাকুলিতমনে॥
অসহ্য বেদনা পায় মোর ব্রজজন। আমার সন্দেশে দুঃখ কর বিমোচন॥
এত কহি' উদ্ধবেরে দিলা পাঠাইয়া। বৃন্দাবন আইলা তিঁহো হরষিত হৈয়া॥
কার সন্নিকটে তিঁহো করিলা গমন। কাহাকে কহিলা সেই সন্দেশ-বচন॥
কৃষ্ণ লাগি' কেবা কান্দে বিরহ কাহার। ইহা বিচারিয়া কহ শুনি কথাসার॥
কেবা কৃষ্ণসহ ব্রজে রসে বিহরয়। এসব বিচার কহ ঘুচুক সংশয়॥
তা' সভার বাক্য শুনি' কৃষ্ণভক্ত কহে। শুনহ ইহার কথা ঘুচুক সন্দেহে॥
বাসুদেব মথুরাকে করিলা গমন। তাঁর ভোগ্যা গোপীগণ করয়ে ক্রন্দন॥
তাঁহার বিরহে তাঁরা কাতর অন্তর। শয়ন-ভোজন ছাড়ি' কান্দে নিরন্তর॥
এত শুনি' জ্ঞানী তবে বলে পুনর্বার। বুঝিতে নারিল এই কেমন বিচার॥
পরমানন্দময় যেই ব্রজেন্দ্রকুমার। গোকুলে গোপীর সঙ্গে যে করে বিহার॥
সেই কৃষ্ণ আপনাকে করি আচ্ছাদন। বাসুদেব হৈয়া কৈলা মথুরা গমন॥
অতএব যিহোঁ এই ব্রজেন্দ্রতনয়। তিহোঁ মথুরাকে গেলা এই সত্য হয়॥
ইহা শুনি' ভক্ত কহে—কর প্রণিধান। তুমি যে কহিলে তাহা হয় সপ্রমাণ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথা ব্যাসের লিখন। সংক্ষেপেতে কহি তাহা, করহ শ্রবণ॥
গোলোকে গোকুলনাথ করে বিহরণ। রাসাদি বিহরে সদা সঙ্গে গোপীগণ॥
নানান কৌতুকে হরি গোলোকে বিহরে। আনন্দ অর্পয়ে সদা নিজ পরিবারে॥

একদিন অকস্মাৎ তাঁর মনে হয়। অবতারের কাল এই হইল উদয়॥
ব্রহ্মার দিবস মধ্যে আমি একবার। গোকুলেতে অবতরি' করিয়ে বিহার॥
এতেক করিল মনে প্রভু ভগবান্। পরিবার সহ তথা করিল প্রয়াণ॥
রসের কলহ-ছল কৈলা রাধাসনে। তাঁহার প্রতিজ্ঞা হৈল বিচ্ছেদ-কারণে॥
রাধিকায় কহে—শুন আমার বচন। পরিবার সহ ব্রজে লভহ জনম॥

* * * * *

বহু তপবলে ব্রজে গোপকুলে গিয়া। জন্মিলা কীর্ত্তিদা আর বৃষভানু হ'য়া॥
আপনে জন্মহ গিয়া কীর্ত্তিদা-উদরে। বাল্যলীলা প্রকটিয়া রহ তাঁর ঘরে॥
তোমার সঙ্গিনী যত তুয়া পরিবার। গোপগৃহে-গৃহে জন্ম হৈব সবাকার॥
তুয়া পরিবার যত সঙ্গেতে তোমার। সেবা করিবেন তুয়া সহায় আচার॥
আমি হ' যাইব তথা লঞা পরিবার। নন্দের মন্দিরে হ'ব নন্দের কুমার॥
গোপগৃহে জনমিব মোর পরিবার। মোর সুখ লাগি এই সঙ্গেতে আমার॥
তোমায় আমায় তথা হইব মিলন। করিব বিবিধলীলা যা'তে হরে মন॥
বিহরিব রাসলীলাদিক তোমা সঙ্গে। সখীগণ সঙ্গে সুখরসের তরঙ্গে॥
বলরাম আর সখা শ্রীদামাদি যত। সঙ্গে লঞা খেলাইব নিজ-অভিমত॥
গোচারণ আদি যত লীলা সুখোদয়। পরম আনন্দ যাতে মহোৎসব হয়॥
বাল্য আদি কৈশোরান্ত যত লীলাগণ। সকলি করিব যাতে হরে সর্ব্বমন॥
তুয়া সঙ্গে বিলসিব মহারসরঙ্গে। দিন কত আমি তুমি হব সঙ্গভঙ্গে॥
বিচ্ছেদে দারুণ দুঃখ পাইবে সুন্দরি! তাতে তুয়া চেষ্টা যত কহিবারে নারি॥
কতদিন গেলে পুন তোমার সঙ্গতি। মিলন হইব মোর পরম পিরীতি॥
তব সখীগণ সহ তোমারে লইয়া। বিলসব মহারস তথায় রহিয়া॥
সখাগণসঙ্গে রঙ্গে গোধনচারণ। করিব বিবিধলীলা জগৎমোহন॥
তোমাসহ মোর যত পরিবারগণ। সবে লঞা গোলোকেরে করিব গমন॥
তুমি আমি আর যত পরিবার গণ। সভা লঞা গোলোকেরে করিব ক্রীড়ন॥

অতএব গোলোকনাথ গোকুলে আসিয়া। করিলা বিবিধলীলা গোপীগণ লঞা॥
এই এক শুনি মনে বিচার করহ। পুন আর কহি কিছু তাহা যে শুনহ॥
সস্ত্রীক শ্রীবাসুদেব বৈকুণ্ঠনগরে। অবতারকাল হৈল জানিলা অন্তরে॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রতি কহে—শুন প্রিয়ে! মথুরানগরে যাব এইত সময়ে॥
গোকুলনগরে কৃষ্ণ প্রকট হইব। আমরাহ তথা তাঁর সঙ্গে বিহরিব॥
লক্ষ্মী চল মোর সঙ্গে আর সরস্বতী। স্বগণ সহিত তথা করিব বসতি॥
লক্ষ্মি! তুমি যাহ বৃষভানু-নিকেতনে। কীর্ত্তিদা-উদরে জন্মি রহ সেই স্থানে॥
বাণি! তুমি যাহ চন্দ্রভানুর মন্দিরে। তথা সুখ দেহ তারে জন্মি' তার ঘরে॥
তোমা দোঁহাকার যেই সহচরীগণ। গোপগৃহে গৃহে সব লভহ জনম॥
আমিহ জন্মিব গিয়া দৈবকী-উদরে। মাতা মোরে প্রসবিব কংস-কারাগারে॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি লাগি' ইহা ত' করিব। লীলা-অন্তে এই পুন বৈকুণ্ঠে আসিব॥
এতেক শুনিয়া তবে লক্ষ্মীবাণী কয়। যে আজ্ঞা তোমার তাহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! তুমি দৃঢ় করি মন। শ্রীহরির জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন॥
নবঘন জিনি' অঙ্গ সর্ব্বমনোহারী। চতুর্ভুজ-শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী॥
কোটি চন্দ্র জিনি' মুখ তিলক বিরাজে। গলে বনমালা কটি পীতাম্বর সাজে॥
নানা মণি-আভরণ প্রতি অঙ্গে সাজে। মণিময় সুমঞ্জীর চরণে বিরাজে॥
পূর্ব্বজন্ম-স্মরণ লাগিয়া দোঁহাকারে। এইরূপ দরশন দিলা যে দোঁহারে॥
মোর পিতা-মাতা তবে আমারে দেখিয়া। করিলেন স্তুতি বহু পূর্ব্ব স্মরিয়া॥
স্তুতি করি' মোর প্রতি বলিল বচন। "কারাগারে এইরূপ নহে ত' দরশন॥
কংসডরে কাঁপে তনু বচন না স্ফুরে। পাছে কেহ শব্দ শুনি' জানয়ে তোমারে॥"
এত শুনি কৃষ্ণ কহে পিতা-মাতাপ্রতি। "আমি যে কহিয়ে তাহা করহ সম্প্রতি॥
গোকুলনগরে নন্দরাজার গৃহিণী। তিঁহো প্রসবিলা কন্যা আজি সে রজনী॥
সেথানে আমারে লঞা রাখহ সত্বরে। তাঁর কন্যা আন গিয়া এই কারাগারে॥"
এত শুনি' বসুদেব তারে কোলে লঞা। গোকুলনগরে যায় অতি হর্ষ হইয়া॥

কপাট খসিল, দ্বারে দ্বারী নিদ্রা যায়। বসুদেব চলে অতি আনন্দ হিয়ায়॥
মেঘে বরিষয়ে জল তার নিবারণা। ছত্র প্রায় শ্রীঅনন্ত ধরে নিজফণা॥
জানিয়া যমুনা তাহে গতরঙ্গ বহে। বন্যাপ্রায় দেখি' বসুদেব স্থির রহে॥
সৃগালী-বেশে পারে চলে মহামায়া। তাহা দেখি' যমুনাতে নামিলেন গিয়া॥
মধ্যযমুনাতে যবে বসুদেব গেলা। কৃষ্ণস্পর্শ লাগি' নদী বাড়িতে লাগিলা॥
কৃষ্ণস্পর্শে যমুনা সে আনন্দে ভরিলা। তরঙ্গের ছলে কৃষ্ণ অঙ্গ ধোয়াইলা॥
তাহা দেখি' বসুদেব চকিত হইলা। অতিদৃঢ় করি পুনঃ কৃষ্ণকে ধরিলা॥
যমুনা হইয়া পার গোকুলেতে গেলা। নন্দদ্বারে দেখি দ্বারী সবে নিদ্রা গেলা॥
কপাট খসিয়াছে প্রবেশিলা ঘরে। প্রদীপ উজ্জ্বল দেখে সূতিকামন্দিরে॥
কন্যা প্রসবিয়া নন্দরাণী নিদ্রা যায়। যশোদার কোলে পুত্র রাখিল তথায়॥
নন্দের গৃহিণী তথায় যশোদা আপনে। কন্যা-পুত্র প্রসবিয়াছয়ে শয়নে॥
যশোদা কৃষ্ণের মাতা আর দাসীগণ। সভে নিদ্রা গেলা কার নাহিক চেতন॥
যশোদার কোলে বসুদেব নিরখয়। কন্যাকে দেখয়ে একা না দেখে তনয়॥
কন্যা প্রসবিয়া নন্দরাণী নিদ্রা যায়। যশোদার কোলে পুত্র রাখিল তথায়॥
কন্যা কোলে করি গেলা সেই কারাগারে। দৈবকীর কোলে কন্যা রাখিল সত্বরে॥
তথা বসুদেব রাখে আপনার পুত্র। কৃষ্ণঅঙ্গে মিলি রহে কান্তিস্পর্শমাত্র॥
বসুদেব-গৃহে জন্ম প্রভু বাসুদেব। সর্বব্যাপী সর্বারাধ্য সর্বদেবাদিদেব॥
নন্দসুতে গিয়া তিহোঁ প্রবেশ করিল। মেঘে বিদ্যুল্লতা যেন তেমতি রহিল॥
মেঘ হইতে সৌদামিনী হয়েত বাহির। পুন প্রবেশয়ে সেই কভু নহে স্থির॥
কভু প্রবেশয়ে সেই কভু বাহিরায়। অতএব মেঘবিদ্যুত উপমা ইহায়॥
কৃষ্ণঅঙ্গজ্যোতি আর কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ। জ্যোতি অঙ্গ এক হয়ে জানিহ স্বচ্ছন্দ॥
ইথে যে লিখিল সেই সর্বাঙ্ক জানিবে। অঙ্গকান্তি অঙ্গ—ইহা ভিন্ন না করিবে॥
ভাবিয়া চৈতন্যপদ এদাস উত্তম। গাইল সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব পরমকারণ॥

শচীসুত গৌরচন্দ্র বড় দয়াময়। সাধুমুখে শুনি মোর লোভিল হৃদয়।
সভে দয়া করি দেহ নিজপদছায়া। গাইয়ে তোমার গুণ মনে হর্ষ হঞা।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পদ। গাইয়ে তাঁহার গুণ ভক্তের সম্পদ।
জ্ঞানী কহে—এত হয়, আগে কহ আর। কন্যাপুত্র যশোদার কেমন বিচার।
কেবা পুত্র কেবা কন্যা কহ প্রকাশিয়া। কহ ত আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল হিয়া।
এত বাক্য শুনি' তবে কহে কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণপাদপদ্মে যার সুদৃঢ় আসক্ত।
দ্রোণ নামে বসু আর ধরা তার জায়া। দোঁহে তপ করে অতি সঙ্কল্পিত হঞা।
তবে বশ হইয়া সেই গোলোকের পতি। দোঁহারে দর্শন দিলা সুদিব্য মূরতি।
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভে পূর্ণ হইল সেই স্থান। নাসাপূর্ণ হইল তাহে ভঙ্গ হইল ধ্যান।
নবজলধর জিনি অঙ্গ অনুপাম। লাবণ্যছটায় মোহে কত কোটি কাম।
কোটি চন্দ্র জিনি মুখ অতিমনোহর। হাসি সুধাময় তাতে অধর সুন্দর।
নানাফুলে চূড়া বান্ধা শিখিপুচ্ছ তায়। মকর-কুণ্ডল কাণে গণ্ডেতে দোলায়।
পীতাম্বর পহিরণ গলে বনমালা। কপালে চন্দন-চান্দ ত্রিভুবন-আলা।
অরুণ কমলদল জিনিয়া নয়ন। নানা আভরণে তনুবেশ অনুপাম।
ভুবনমোহন কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিল। হর্ষঅশ্রুপূর্ণ আঁখি পুলকে পূরিল।
দণ্ডবৎ পড়ি বহু প্রণাম করয়। বহু স্তুতি করি' কহে অতি সবিনয়।
বহু জন্মফলে পাইনু তব দরশন। আজি সে সফল হইল আমার জনম।
তপস্যা সফল হইল সফল জীবন। নয়নে দেখিনু আজি তোমার চরণ।
সন্তুষ্ট হইয়া কহে শ্রীমধুসূদন। জন্মে জন্মে ভক্ত মোর তুমি দুইজন।
দরশন কৈলে কহ আপন কারণ। নহে বর মাগি লহ যেই তুয়া মন।
বর মাগি লহ দুঁহু যেই মন মান। যে মাগিবে তাহা দিব কভু নহে আন।
কৃষ্ণের শুনিল যবে মধুর বচন। কৃষ্ণস্থানে বর মাগে নিঃশঙ্কিত মন।
যদি বর দিবে প্রভু কৃপার সাগর। মোর পুত্র হবে তুমি দেহ এই বর।
মোর পুত্র হঞা ধরাগর্ভে জন্মহ। সন্তুষ্ট হইলে যদি এই বর দেহ।

তবে কৃষ্ণচন্দ্র কহে সুধাময় কথা। তোমা দোঁহার পুত্র আমি হইব সর্বথা ॥
ভূমিতে হইবে নন্দ ধরা সে যশোদা। পূর্ববৎ পালন যে করিবে সর্বদা ॥
এত কহি' অন্তর্ধান হইলা ভগবান্। দ্রোণধরা দোঁহে গেলা নিজ বাসস্থান ॥
সেই দ্রোণ হইলা নন্দ গোকুলনগরে। যশোদা হইলা ধরা শাস্ত্র সুপ্রচারে ॥
গোলোকের নাথ যার তনয় শ্রীহরি। এই কথা কহি পুন শুনহ বিচারি ॥
পৃশ্নি-সুতপার তপ কহিয়াছি আগে। বসুদেব-দেবকী সে দোঁহে মহাভাগে ॥
ত্রিভুবনপতি বাসুদেব পুত্র যার। আগে লিখিয়াছি তাহা লেখি পুনর্বার ॥
একালে পৃশ্নি আর যশোদা সুন্দরী। ধারণ করিলা গর্ভ পরম মাধুরী ॥
একমাসে এক ক্ষণে দুই গর্ভ ধরে। দোঁহার তেজ প্রবেশে সে দোঁহার উদরে ॥
দেবকীসুন্দরী গর্ভে বাসুদেব ধরে। মহামায়া সহ কৃষ্ণ যশোদা-উদরে ॥
ভাদ্রমাসি-কৃষ্ণপক্ষ অর্দ্ধভাগনিশি। সোম্যবার শুভক্ষণ রোহিণী শশী ॥
সর্ব্ব-শুভক্ষণ আসি একত্র হইলা। এমনি সময়ে দুঁহুজন প্রসবিলা ॥
কন্যা-পুত্র প্রসবিয়া হৈলে নিদ্রা যায়। দেবকী প্রসবি জাগে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥
বসুদেব আইলা তথা বাসুদেবে লইয়া। কন্যা কোলে যশোমতী আছয়ে বসিয়া ॥
পুত্র রাখি বসুদেব কন্যা লয়া গেলা। বাসুদেব কৃষ্ণরূপে প্রবেশ করিলা ॥
নবঘনমধ্যে যেন দামিনী থাকয়। তৈছন কৃষ্ণের অঙ্গে বাসুদেব রয় ॥
মেঘ হইতে সৌদামিনী যায়েত বাহির। পুন প্রবেশয়ে সেই কভু নহে স্থির ॥
মেঘের উদয় হৈলে তাহার উদয়। মেঘ বিনা কভু সেই থাকিতে নারয় ॥
মেঘ-বিদ্যুল্লতা দুই পৃথক্ দেখিয়ে। মিলিত নহিল তত্ব বিচারে বুঝিয়ে ॥
মেঘ-বিদ্যুল্লতা এই উপমা যে দিল। অতএব এই অর্থ ইথে জানাইল ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ জ্যোতি হয়ে অতি সুচিক্কণ। তার মধ্যে বাসুদেব হইলা মিলন ॥
অঙ্গজ্যোতি অঙ্গ এই ভিন্ন কভু নয়। যেই অঙ্গ সেই কান্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
অঙ্গ বিনা জ্যোতি নাই অঙ্গ জ্যোতি এক। বিচারিয়া এইকথা বুঝ প্রত্যেক ॥
শুনহ অপূর্ব কথা করি প্রণিধান। সংশয় ঘুচিবে পাইবে তত্ত্বজ্ঞান ॥

শুনিলে যে কহিলাম শ্রীনন্দনন্দন। বাসুদেব আসি যাতে হইলা মিলন॥
তিঁহো ব্রজে নিজাত্মাকে করি আচ্ছাদন। বাসুদেব আত্মাকে তথি করি প্রকটন॥
বলরাম সঙ্গে আর যত সখাগণ। মথুরা চলিলা রথে করি আরোহণ॥
কর লইয়া নন্দ আদি বহু গোপগণ। কৃষ্ণের সঙ্গতি সবে করয়ে গমন॥
অক্রূর চলিলা হর্ষে কৃষ্ণের গমনে। দূর পথ গিয়া রথ রাখিলা সেখানে॥
সুবিস্তার যমুনার ঘাট বিলক্ষণ। রথ রাখি অক্রূরের স্নানে হইল মন॥
কৃষ্ণের অনুমতি লঞা স্নানকে চলয়। ডুবিতেই জলে তথা কৃষ্ণকে দেখয়॥
পুন জল হইতে শির উঠাইয়া চায়। রথ 'পরি রামকৃষ্ণ দেখিবারে পায়॥
মনে করে কিবা ভ্রম হইল আমার। কিবা এই অদ্ভুত কেমন বিচার॥
পুন জলে ডুবিতেই তেমনি দেখয়। অনন্তের ক্রোড়ে কৃষ্ণ জলে বিরাজয়॥
পুন উঠি দেখে কৃষ্ণ বলরাম-সঙ্গে। রথের উপরে বসি আছে কথা-রঙ্গে॥
সবিস্ময় হইয়া তবে গান্দিনীনন্দন। মনে জানি কৃষ্ণপ্রতি করয়ে স্তবন॥
তোমা অনাদরি মোর স্নানে হইল মন। অতএব হৈল মোরে এত বিড়ম্বন॥
কৃষ্ণ হাসি অক্রূরকে বলয়ে বচন। স্নান করি আপনার সারিলে নিয়ম॥
জলে হইতে দ্রুত উঠি অতি সচকিতে। কাহাকে করয় স্তুতি কি হইল চিতে॥
এত বাক্য শুনি তবে অক্রূর কহয়। অপার মহিমা তব কে জন জানয়?
চারিবেদে যার অন্ত করিতে নারয়। আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি কৈছে গম্য হয়॥
অক্রূর বৈষ্ণব অতি জানি নিজ মনে। রথ চালাইলা তবে ত্বরিত গমনে॥
মথুরা নগরে রথ প্রবেশ করিতে। নগরিয়া লোক আইলা কৃষ্ণকে দেখিতে॥
এতেক শুনিয়া তবে কহে ব্রহ্মজ্ঞানী। ঘুচুক সংশয়, কহ বিচারিয়া শুনি॥
এই ত' প্রসঙ্গ অতি সুদুর্গম হয়। বিস্তারিয়া কহ তবে বুঝিব নিশ্চয়॥
জ্ঞানির বচন শুনি কহে কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত⋯দৃঢ় অনুরক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত কহে জ্ঞানি! শুন সুবিচার। পরম গোপন কথা নহে এ বিস্তার॥
স্বয়ং-ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন! বৃন্দাবন ছাড়ি তেঁহ না করে গমন॥

প্রকট লীলাতে যেন পুরাণে লেখয়। নিত্য স্থানে তৈছে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজয়॥
প্রকটেতে যেইমত লিখিল পুরাণে। সেইমত নিত্য কৃষ্ণভূমি বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণচন্দ্র যেইমত করিল বিহারে। পুরাণাস্থে সেই সব লিখিল বিস্তারে॥
অসুর-মারণ বিনা ব্রজে বিহরয়। অসুরমারণ কর্ম্ম তিঁহো না করয়॥
নিতি নিতি বনগোষ্ঠে করয়ে গমন। গোবৎস চরায় নিতি সঙ্গে সখাগণ॥
রাধা-চন্দ্রাবলী আদি যত গোপীগণ। কৃষ্ণসঙ্গে বিহরয়ে আনন্দিত মন॥
আমরা পরের নারী ইহা মনে জানে। অতএব বিলসয়ে অতি সঙ্গোপনে॥
অতএব অতিশয় করিয়া গোপন। নিজপ্রিয় কৃষ্ণসঙ্গে করয়ে রমণ॥
বেশাদিক করি যত গোপীর উদ্যম। কৃষ্ণসুখ লাগি করে সর্ব্বকর্ম্মগণ॥
পিতা-মাতা, ভ্রাতা-সখা আর প্রিয়গণ। ধেনুবৃন্দ পিতৃব্যাদি আর ভৃত্যজন॥
নন্দরাজ আর তাঁর গৃহিণী যশোদা। বৃষভানু রাজা তাঁর ভার্য্যা যে কীর্ত্তিদা॥
সর্ব্বে নিত্য কৃষ্ণবৎ কৃষ্ণ-পরিবার। সর্ব্বে নিত্য রহে কহে শাস্ত্র-সুনির্দ্ধার॥
প্রকটাপ্রকটে রহে কৃষ্ণসঙ্গে সদা। কৃষ্ণমুখবাক্য এই জানিহ সর্ব্বথা॥
যৈছন প্রকটে রহে তৈছে অপ্রকটে। এক স্বভাব সহরসে শাস্ত্রে ইহা রটে॥
অতএব কৃষ্ণ কভু ছাড়ি বৃন্দাবন। কথনহ কোনও স্থানে না করে গমন॥
এত শুনি জ্ঞানী কহে—শুনি নাই সার। আর কিছু হয় যদি কহ পুনর্বার॥
কৃষ্ণভক্ত কহে—তার শুনিয়া বচন। ঘুচুক সংশয় তব, শুন বিবরণ॥
রথে চড়ি যিঁহ গেলা মথুরা নগর। তাঁর কান্তা হয় তাঁর বিরহে কাতর॥
শয়ন-ভোজন ত্যজি কান্দে উভরায়। আভরণ ত্যজি দূরে কিছু নাহি তায়॥
চিন্তা আর জাগরাদি দশ দশা হয়। কৃষ্ণ বিনা দুঃখ পায় জীবন সংশয়॥
স্বয়ং ভগবান্ যবে প্রকট সে হয়। সর্বঅবতার আসি মিলে সে সময়॥
অতএব গোলোকের পতি ভগবান্। স্বগণে গোকুলপুরে করিলা পয়ান॥
নিজ প্রিয়া শ্রীরাধিকা আর যে ললিতা। বিশাখাদি যত সখী সবে আইলা তথা॥
সুদামাদি সখা সব যত গোপীগণ। ধেনুবৃন্দসহ আর যত ভৃত্যজন॥

নিজ পরিকরসহ গোকুলে আসিয়া। কৃষ্ণ অবতরি' লীলা করয়ে আসিয়া॥
শ্রীবাসুদেব আইলা পরব্যোমপতি। লক্ষ্মী-সরস্বতী আইলা তাঁহার সংহতি॥
স্বগণ স্বসখীসহ গোকুলে আসিয়া। কৃষ্ণবৎ বিহরয়ে পরিকর লৈয়া॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন। যাঁর নিত্য স্থিতি ভুবি নিত্য বৃন্দাবন॥
তাঁহার পিরীতি লাগি তথায় আসিয়া। তদ্বৎ বিহরয়ে নিজগণ লৈয়া॥
দ্রোণ-ধরা দোঁহে তপ বহুত করিলা। সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ যাঁরে বর দিলা॥
সেই দ্রোণ নন্দরাজ, ধরা যে যশোদা। ব্রজে জন্মি' কৃষ্ণসুখে সুখী যে সর্বদা॥
পৃশ্নি আর সুতপা সেই নাম যে দোঁহার। কঠোর তপস্যা কৈল নানান্ প্রকার॥
তপেতে সন্তুষ্ট হৈয়া প্রভু ভগবান্। মনোভীষ্ট বর দিয়া পূর্ণ কৈলা কাম॥
সেই ত' সুতপা আর পৃশ্নি তার নারী। বসুদেব-দেবকী সেই হৈলা তপ করি॥
যার পুত্র বাসুদেব বৈকুণ্ঠের নাথ। পুরাণ-আগম-বেদে পরম বিখ্যাত॥
সূর্য্য আর তাঁর পত্নী রাধা আরাধিয়া। বহু তপ কৈল রাধা পাবার লাগিয়া॥
বহুকালে কৃষ্ণ অতি সন্তুষ্ট হইলা। দরশন দিয়া বর দোঁহাকারে দিলা॥
প্রাণাধিক প্রাণ যেই রাধা মোর প্রিয়া। অবশ্য হইব তোমা দোঁহার তনয়া॥
অতএব সেই সূর্য্য আর তাঁর নারী। বৃষভানু হৈলা আর কীর্ত্তিদা সুন্দরী॥
এই বৃষভানু হইতে কীর্ত্তিদা-উদরে। দুঁহু জনে জন্ম লয়, কে জানে দুঁহুরে॥
গোলোকনাথের প্রিয়া রাধিকা-আখ্যান। বাসুদেবের প্রিয়া লক্ষ্মী-সরস্বতী নাম॥
এই লক্ষ্মী ব্রজে জন্মি' রাধা নাম পাইলা। কীর্ত্তিদা-উদরে এই দুই রাধা হৈলা॥
সরস্বতী চন্দ্রাবলী চন্দ্রভানুসুতা। পুরাণে লিখিল এই শুন সত্যকথা॥
অমরপুরেতে দেবনারী আছিলা। ব্রহ্মার আজ্ঞায় অংশে ব্রজে জন্মিলা॥
ব্রজে জনমিয়া তারা গোপিকা হইলা। কৃষ্ণপ্রীতে বাসুদেব-সঙ্গেতে রহিলা॥
পঞ্চবিধ সখা আদি মুনি শ্রেষ্ঠগণ। তপস্যার ফলে ব্রজে লভিলা জনম॥
গোপবংশে জন্ম তথা সভাকার হৈলা। কৃষ্ণপ্রীতে বাসুদেবের সাক্ষাতে রহিলা॥
গোলোকনাথাদি তার পরিকরগণ। পরব্যোমনাথ তার সঙ্গে যত জন॥

একত্রেতে সেইস্থানে সবে নিবসয়। তথাপিহ কাহাকেহ কেহো না জানয় ॥
চিন্ময় সে-স্থান তার ঐছে গুণ হয়। যেন কৃষ্ণ তেন স্থান জানিহ নিশ্চয় ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আর বৈকুণ্ঠ অনন্ত। ভিন্ন ভিন্ন আছে তাহে নাহি যার অন্ত ॥
চিচ্ছক্তিময় স্থান মহিমা অপার। ব্রহ্মা-হর-শ্রীবিষ্ণুর ধ্যেয় স্থানসার ॥
ভূশক্তি, শ্রীশক্তি আর লীলাশক্তিময়। ষোলক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্র প্রকাশয় ॥
যে-স্থানের সম ঊর্দ্ধ স্থান নাহি আর। সর্ব্ব-আদি স্থান সেই সভার আধার ॥
সর্বগ কৃষ্ণাঙ্গ সম বিভু যে অনন্ত। উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহি যার অন্ত ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ যেন সর্ব্ববিশ্বাধার। তৈছে বৃন্দাবন হয় আধার সভার ॥
অতএব শ্রীবিষ্ণু যে থাকে সেই অঙ্গে। অসুর সংহার করে আপনার রঙ্গে ॥
স্থান নানা অঙ্গে বিষ্ণু থাকিয়া আপনে। নানা ক্রীড়া করে আর অসুর-মারণে ॥
স্থান অঙ্গে অভেদ যে জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ অঙ্গ বৃন্দাবন—শাস্ত্রে ইহা কয় ॥
অতএব কেহো কেহো জানিতে না পারে। একত্রে নিবসে সর্ব্বে সগণে বিহরে ॥
শুন এই জ্ঞানিবর! করিয়া নিশ্চয়। শুনিলে যাইবে তব মনের সংশয় ॥
কৃষ্ণ যবে মথুরাকে করিলা গমন। বিচ্ছেদে আকুল তাঁর ভোগ্যা গোপীগণ ॥
কেহ গোপী ভূমে পড়ি করয়ে রোদন। উত্তান শয়নে কেহো হরিলা চেতন ॥
পুন সে সম্বিত হইয়া বোলয়ে বচন। কৃষ্ণ বিনা আঁখি ঝুরে না রহে জীবন ॥
এইমত যত গোপী বিরহে আকুল। দুঃখের সমুদ্রে মজ্জে যতেক গোকুল ॥
এতেক শুনিয়া পুন কহে জ্ঞানিবর! যে কহিলে সেই সব বুঝিলুঁ উত্তর ॥
পুন এক সন্দেহ যে জন্মিল আমার। বুঝাইয়া দেহ, শিষ্য হইব তোমার ॥
যেই ত' সন্দেহ তাহা করি নিবেদন। কহিয়া শোধন কর মোর এই মন ॥
মথুরাগমন যদি কৃষ্ণ না করিলা। কেমনে বিহরে তিঁহো কেমনে রহিলা?
নাহি গেলা কৃষ্ণ যদি কহিলে বচন। তবে কেন উদ্ধবের হইল আগমন?
সে দূর প্রবাস তবে কেমনে লিখয়? উপাসকগণ কৈছে তাহা আস্বাদয়?
মাথুর বলিয়া তবে সে স্থানের নয়। এইত' সন্দেহ মোর হইল হৃদয় ॥

কৃষ্ণভক্ত এত বাক্য কহিয়া প্রাণ। ব্রহ্মজ্ঞানী প্রতি কহে শাস্ত্রের বচন॥

সাবধান মনে শুন ওহে ব্রহ্মজ্ঞানি! পুরাণ কহিয়ে যেই সুধাময় বাণী॥

মথুরা হইতে যবে আইলা অক্রূর। এ-কথা শ্রবণে সভে শুনি ব্রজপুর॥

কৃষ্ণ লঞা মথুরাকে যাইব প্রভাতে। ধনুর্যজ্ঞ লাগি' কংস পাঠা'ল লইতে॥

শুনিতে মাত্র সভার প্রাণ চমকিল। মথুরা যাইব কৃষ্ণ ইহাই জানিল॥

কৃষ্ণের রহাইতে কত উপায় চিন্তিল। ভাবনাতে নিশি গেল প্রভাত হইল॥

এমনি সময়ে যত ব্রজে গোপগণ। মথুরা যাইতে তথা করিলা গমন॥

রাজকর লইয়া সাজি আইলা তথায়। কৃষ্ণ-বলরাম তবে সাজে দুই ভাই॥

নন্দ-উপনন্দ-আদি আর সখাগণ। অক্রূর করিলা তবে অশ্বের সাজন॥

মঙ্গল পড়য়ে বিপ্র আর ভাটগণে। মাতাকে কহিয়া কৃষ্ণ চড়িলা বিমানে॥

ইঁহো যবে রথে চড়ি' চলয়ে সত্বরে। স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ জানিলা অন্তরে॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রতনয়। চিদানন্দ হয় তেঁহো সর্ব্বরসাশ্রয়॥

সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক মূর্ত্তি রসরাজ। সদা রস-আস্বাদন—এই তাঁর কাজ॥

মথুরা গমনকাল হইল যখনে। ভগবান্ নিজমনে জানিলা তখনে॥

গোলক-ঈশ্বর আর পরব্যোমেশ্বর। দোঁহার গমন হ'ব মথুরা নগর॥

তথা গিয়া দেখি আমি দোঁহার গমনে। মথুরার রাজপথে রহিলা গোপনে॥

মনেতে জানিলা এই অতি সত্য হয়। মথুরা যাইব দোঁহে—হয়ত' নিশ্চয়॥

গোলোকের নাথ আর পরব্যোমনাথ। মোর স্থানে বিহরয়ে পরিজন-সাথ॥

প্রকট-সময় তারা নিশ্চয় জানিয়া। প্রকট হইলা মোর পিরীতি লাগিয়া॥

মোর প্রায় লীলা করে মোর প্রকটেতে। মোর প্রায় আপনাকে জানাল্যা জগতে॥

যৈছন আমার লীলা পুরাণে লেখয়। তৈছে আছে বিলাসের প্রকট সময়॥

অসুর-মারণ আদি যতেক কহিলা। বহু কর্ম্ম করি মোরে গোপনে রাখিলা॥

মোর কার্য্য বলি' সর্ব্বলোকেতে জানিল। অতএব মোর বহু প্রীতি জন্মাইল॥

আমি ত' না করি যত এ-সকল কাজ। সদাই বিহরি আমি গোপাঙ্গনা-মাঝ॥

আমি ত' হইয়ে ধীর-ললিত-আখ্যান। প্রেয়সীর প্রেমবশে মোর অবস্থান ॥
বৈদগ্ধ্যনিপুণ আমি নবীন তরুণ। সদা প্রিয়া-পরিহাসে প্রীত মোর মন ॥
নিরন্তর সুনিশ্চিন্ত আমি ত' হইয়ে। কামক্রীড়া-কৌশলাদি সদাই করিয়ে ॥
রাধাদি গোপী লঞা এই ব্রজমাঝে। রাসাদিক লীলা করি এই মোর কাজ ॥
গোচারণ-দোহনাদি-বনবিহরণ। করি বলরাম-সঙ্গে লঞা সখাগণ ॥
এই সব কাজ আমি সদাই করিয়ে। ব্রজ ছাড়ি' অন্য স্থানে কভু না যাইয়ে ॥
অতএব ইঁহো যদি করিব গমন। মথুরাকে যাব ছাড়ি' নিজ-কান্তাগণ ॥
ব্রজেশতনয়তা রূপ ছাড়িয়া এখন। বাসুদেবাত্মক হঞা যদি করয়ে গমন ॥
পৃথক্ দোঁহার যাত্রা নহে সুলক্ষণ। একত্রে গমন কৈলে পরমশোভন ॥
গোলোক হইতে যবে কৈলা আগমন। নিজ-কান্তা রাধা-প্রতি বলিলা বচন ॥
শুন রাধে মোর প্রিয়ে কহিয়ে তোমারে। ব্রজে জন্মহ গিয়া বৃষভানু-গৃহে ॥
মহারাস বিলসিব পরম উল্লাসে। গোপীসঙ্গে তব সহ করিব মহারাসে ॥
করিব বিবিধ লীলা সর্ব্বমনোহর। পরম-আনন্দ তথা হব নিরন্তর ॥
নানান্ করিব লীলা তথা সর্ব্বক্ষণ। তৈছে আচরিব কৃষ্ণ প্রীতির কারণ ॥
তারপরে শুন ধনি! তোমাতে আমাতে। বিচ্ছেদ হইব দিনকশোক তাহাতে ॥
সত্য এই কহিলাম বিচ্ছেদ হইব। কতদিন পরে আসি' তোমারে মিলিব ॥
পুন সুখ বিলসিব তোমার সহিতে। সত্য এই কহিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
এত কথা কহি' তথা গোলোকে থাকিয়া। এখানে আইলা তবে বগণে লইয়া ॥
অতএব নিজবাক্য রাখিবার তরে। প্রিয়াগণ ছাড়ি যায় মথুরা-নগরে ॥
ব্রজেশতনুকে ছাড়ি করয়ে গমন। যথাযোগ্য ব্রজেতে সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
এই ইচ্ছা মনে করি' ব্রজেন্দ্রনন্দন। অলক্ষিতে রহি' তথা ব্রজেতে গমন ॥
মথুরার রাজপথে থাকি কৃষ্ণচন্দ্র। গোলোকনাথের দেখে গমনের সাজ ॥
অক্রূরের সঙ্গে কথা গোলোকের নাথ। চড়িলা রথেতে গিয়া বলরামসাথ ॥
স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছায়। গোপবেশ বাসুদেব হঞা পুরে যায় ॥

ব্রজেশজত্বকে তিঁহো করি আচ্ছাদন। বাসুদেবত্বকে তাহা কৈল প্রকাশন।
মূর্ত্ত্যন্তর হৈয়া যবে রথেতে চড়িলা। গমন দেখিতে কৃষ্ণ তথাই রহিলা।
মূর্ত্ত্যন্তর হৈলা যবে গমন করিতে। দেখি স্বয়ং ভগবান্ হর্ষ হৈল চিতে।
নিজ সখাগণ সর্ব্ব সঙ্গেতে লইয়া। চলিলা মথুরাপুরী রথেতে চড়িয়া।
কৃষ্ণ মথুরাকে গেলা—মহাশব্দ হৈল। বৃন্দাবনে যত বৈসে সভাই শুনিল।
এই শব্দ কর্ণে মাত্র যশোদা শুনিলা। তৎক্ষণে পড়িলা ভূমি মূর্চ্ছিত হইয়া।
রাধিকা-ললিতা-আদি যত গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গেলা করিয়া শ্রবণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া সভে পড়িলা তখনে। মুখে বাক্য নাই, সবে হরিলা চেতনে।
কৃষ্ণ-বলরাম যবে রথেতে চড়িলা। নন্দসঙ্গে দুই ভাই মথুরা চলিলা।
যশোদা-রোহিণী তথা করিয়া শ্রবণ। ক্রন্দন করিয়া করে বিধিরে নিন্দন।
দুই পুত্র আমা দোঁহার নয়ন-উৎসব। দিয়া কেন দূরে লেহ করি অসম্ভব।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি কর এমত কুকর্ম্ম। ভাল-মন্দ-বিচার না জান তত্ত্ব মর্ম্ম।
কৃষ্ণ-বলরাম পাইয়া মথুরা নগরে। কংস অতি পাপী দুঁহু কিবা জানি করে।
এই গ্রামে গোপগণ কঠিন-হৃদয়। গমন-কারণ ত্বরা কৈলা অতিশয়।
নন্দ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন কিছু না বুঝয়। পুত্রে পুরে লইবারে সতত বাঞ্ছয়।
অতএব আমরাহ দুইত কুমারে। যাইতে না দিব কংস কি করিতে পারে।
এই সব কথা দুঁহে কহিতে কহিতে। সুদামাদি সখাগণ আইলা ত্বরিতে।
যত বৃদ্ধ গোপগণ মথুরা যাইতে। শকটে পূরিয়া গব্য আইলা ত্বরিতে।
যত সখাগণ বলে আমরা যাইব। রাম-কৃষ্ণ বিনে মোরা তিলেক না জীব।
তা' সভার পিতা বহু করয়ে বারণ। তাহা না মানিয়া কৈল রথে আরোহণ।
সখা লই' যায় কৃষ্ণ চড়িয়া স্যন্দনে। গোপীর উৎকণ্ঠা জানি' ভাবে মনে মনে।
দূত পাঠাইয়া দিলা তাহা সবাকারে। আশ্বাস-বচনে শান্ত কৈল গোপিকারে।
ক্লেশ না করিহ, শুন সুভগার গণে। তৎকাল আসিব আমি তোমা সভার স্থানে।
কার্য্যসিদ্ধ করি অতি সুশীঘ্র আসিব। তোমা সভার সঙ্গে আসি আনন্দে মিলিব।

এত কহি সমুৎসুকে কহে সারথিকে। ত্বরিতে চালাও রথ মথুরার মুখে ॥
এত শুনি' সারথি সে আনন্দিত মনে। চালাইয়া দিল রথ অতি হর্ষ মনে ॥
গোপীগণ চিত্রবৎ চাহিয়া রহিলা। যাবৎ রথের ধ্বজা দেখিতে পাইলা ॥
যাবৎ দেখিল রথ নয়ন-গোচরে। তাবৎ রহিল ধৈর্য গোপীর অন্তরে ॥
যবে রথ নেত্রপথ হইতে গেলা দূরে। কতদূর গিয়া তবে কাঁদে উচ্চস্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্নে মথুরাগমন। সাধু-পদরজ-আশে কহিল উত্তম ॥ * ॥ * ॥

যথারাগ

কেহ কান্দে উচ্চস্বরে, হাহা প্রাণনাথ বলে, কোথা গেলে ছাড়ি দাসীগণে।
ওহে নবঘনশ্যাম, নয়ন-বিশ্রামস্থান, কাঁদে মন তুয়া-অদর্শনে ॥১
জলে বসে মীনগণ, জল সভাকার প্রাণ ধন, ছাড়িলে না জীয়ে একক্ষণ।
তৈছে তুমি প্রাণ হও, ছাড়ি গেলে মহাশয়, কৈছনে বাঁচিব গোপীগণ ॥২

বন্ধুয়া হে! কেন বা করিলে হেন লেহ।

তুমি সবাকার প্রাণ, ছাড়ি গেলে মোর স্থান, কেমনে রাখিব এই দেহ ॥ ধ্রু
তুমি যদি অকরুণ, নিঠুর করিয়া মন, আমা সভায় গেলে হে ছাড়িয়া ॥
আপনি স্বতন্ত্র হয়, কভু কার বশ নয়, অনুচিতে উচিত করিয়া ॥৩
অক্রুর আসিয়া ইথে, সহায় হইল তাতে, তোমা ধনে লইল দূরস্থান।
যেই হেন কর্ম্ম করে, তাহাকে অক্রূর বলে ক্রূর নাহি যাহার সমান ॥৪
তোমাকে দয়ার সিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু, বৃথা বলে হৃদয়ের নাথ।
গো-সভার মন-মর্ম, না বুঝিয়া হেন কর্ম, মথুরাকে গেলে দূত-সাথ ॥৫
হইয়া কংসের দূত, কর্ম কৈলে বিপরীত, কেন নাম ধরিল অক্রূর।
বুঝি দেখ ত্রিভুবন, ক্রূর নাই যার সম, নিদারুণ অতি সে নিঠুর ॥৬
অবলার প্রিয় ধন, হরি লয়ে যেই জন, তার সম অক্ক কে সংসারে?
অতএব সেই জন, করিতে পারয়ে হেন, ইথে কিবা দোষ দিব তারে ॥৭
যদি বল সৃষ্টিকর্ত্তা, যেই সভাকার ভর্ত্তা, সেই হেন অকরুণ করে।

তবে কেন মূঢ় লোকে, সর্বকর্ত্তা বলে ডাকে, বৃথা সেই কর্ত্তা নাম ধরে ॥৮
ধিক্ ধিক্ বিধাতারে, কি আর বলিব তোরে, তুয়া সম নাহি অকরুণ।
দিয়া নিধি করতলে, পুনঃ তাহা হরি নিলে, কর্ত্তা হৈয়া হেন নিদারুণ ॥৯
দত্তাপহরণ যাহা, কেন বা করিলে তাহা, বৃদ্ধ হৈয়া কৈলা অনাচার।
কর্ত্তা হৈয়া হেন কর, ইহাতে না লজ্জা ধর, ধর্ম্মাধর্ম্ম না কৈলে বিচার ॥১০
এত যদি ছিল মনে, তবে কেন কৃষ্ণসনে, মনে মনে করিলে মিলন।
তুমি বিধি রসহীন, পুন তা' করিলে ভিন, যথাযোগ্য করিলে সৃজন ॥১১
এতেক কহিতে পুন, কৃষ্ণ প্রতি হৈল মন, কহে কিছু করি সম্বোধনে।
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, গোপালগণের বন্ধু, কোথা গেলা ছাড়ি দাসীগণে ॥১২
তুমিত' রসিকবর, রসসিন্ধু সুনাগর, প্রতি অঙ্গ পূর্ণ প্রেমামৃতে।
নিজাঙ্গ মাধুরী-বলে, গোপীর মন চুরি কৈলে, লঞা গেলে আপনার সাথে ॥১৩
অতএব তোমা বিনে, কৈছে জীয়ে গোপীগণে, ক্ষণ এক স্থির নাহি বান্ধে।
দূরে গেল ধৈর্য্য-সার, কতক্ষণ জীয়ে আর, প্রাণনাথ বলি ঘন কাঁদে ॥১৪
কত নিশি তোমা সঙ্গে, বিহরিলা রাসরঙ্গে, নিমিষ করিয়া তাহা মানি।
যেই নিশি তোমা ছাড়া, হৈল কত যুগহারা, কৈছে বাঁচে এ গোপ-রমণী ॥১৫
সে শুভ দিবসবৃন্দে, আমা লঞা মহানন্দে, কুঞ্জে-কুঞ্জে করিলে ক্রীড়ন।
সেই সব সোঙরিয়া, বিদরিয়া যায় হিয়া, ইবে দিন না যায় কাটন ॥১৬
অতএব তোমা বিনে, ক্ষণে কত যুগ মনে, ক্ষণমাত্র না পারি রহিতে।
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ, ওহে নবঘনশ্যাম, নহে বধ লাগিবে তোমাতে ॥১৭
জিনি কুবলয়-দল, কিয়ে কালিন্দীর জল, যিনি নব জলধর-শোভা।
কিয়ে অতসীর ফুল, কানড় কোমল দল, কিয়ে নীলমণি মনলোভা ॥১৮
জিনি উপমার গণ, তুয়া রূপ সুচিকণ, যেই ধনী হেরয়ে নয়নে॥
তখনি নয়নে পৈশে, বেদ-ধর্ম্ম কুল নাশে, পশি রহে তাহার মরমে ॥১৯
পরম সুন্দরাবধি, তুয়া মুখ-কলানিধি, যেই নারী দরশন করে।

সে কি পাসরয়ে আর, জনম অবধি তার, না দেখিলে সে কি প্রাণ ধরে ॥২০
চাঁচর তোমার কেশ, চূড়া বান্ধি কর বেশ, তাহে দিয়া কেতকীর ফুল।
তা' দেখি যুবতীগণ, দিয়া প্রাণ নিজ ধন নিছনি করয়ে নিজকুল ॥২১
যত শিখিপুচ্ছ তায়, ঘন উড়ে মন্দ বায়, যুবতীর চিত্তবৃত্তি হরে।
কপালে চন্দন চান্দ, যুবতী-মোহন ছান্দ, সদাই দেখিতে মন করে ॥২২
ঝলকে অলকশোভা, ত্রিভুবন-মনলোভা, যেন নব মধুকরী রাজে।
নব পদ্মমধু পানে, আশা বাড়াইয়া মনে, ধ্যান ধরি রহে নিজ কাজে ॥২৩
ভুরা ভুরুভঙ্গি জনু, নবীন মদন ধনু, বাণ তার নেত্র অনুপাম।
সন্ধান পূরিয়া তায়, বিন্ধে নারীর হিয়ায় হিয়া ভেদি' ভেদে মর্মস্থান ॥২৪
মকর কুণ্ডল কাণে, নাচে গণ্ডে সুচিক্কণে, ঝলকিনি তিলক উজোর।
তার নৃত্য দেখি যত, কুলাঙ্গনা কত শত, মনে মনসিজ-রসে ভোর ॥২৫
জিনি নব তিলফুল, নাসা অতি মনোহর, সুরঙ্গ মুকুতা তার আগে।
তা' দেখি যুবতীগণ, স্থির নহে অনুক্ষণ, মনে কত মনসিজ জাগে ॥২৬
জিনি কত কোটি শশী, বদন অমিয় রাশি, হাসিছলে সুধাই উগারে।
যেই ধনী নেত্রদ্বারে, সেই সুধা পান করে, পাসরিতে নারে ঝুরি মরে ॥২৭
জিনি পক্ক বিম্বফল, অধর বান্ধুলিদল, সুধারস সুমাধুরিময়।
সুমাধুরি পান করে' নিরন্তর প্রাণ ধরে, না পাইলে কৈছে প্রাণ রয় ॥২৮
দশন মতিম-মালা, ঝলকে চপলাকলা, মনোরম রূপ-অনুপাম।
যুবতীগণের মন, ঘন করে উচ্চাটন, না দেখিলে না রহে পরাণ ॥২৯
বনমালা গলে দোলে বলিত ভ্রমরাকুলে, আর শোভা মুকুতার হারে।
অতি পীন সুকোমল, পরিসর বক্ষঃস্থল, দেখিতেই গোপীমন হরে ॥৩০
মৃগমদ ঘনসার, সুরঙ্গ কুমকুম আর, অঙ্গে ভুষা বিচিত্র লিখন।
দেখিয়া যুবতিগণ, আলিঙ্গনে করে মন, ছাড়ি নিজপতির সেবন ॥৩১
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ-সুবলনী, অরুণাম্বুজ জিনি দুই কর।

যারে স্পর্শে একবার, সে কি পাশরয়ে আর, ভাবে জন্মাবধি নিরন্তর ॥৩২
কটিতটে পীতাম্বর, ঝলকিনি নিরন্তর, স্থির সৌদামিনী যেন ধরে।
দরশনে মন হরে, রহিতে না পারি ঘরে, ধৈর্য্য-লজ্জা করায় হরণে ॥৩৩
আভরণ মণিময়, প্রতিঅঙ্গে বিরাজয়, যার শোভা কহনে না যায়।
দেখি কুলাঙ্গনাগণ, নিছিয়া যৌবন ধন, শরণ লইতে তারা চায় ॥৩৪
রণিত নূপুর পায়, ধ্বনি তার দূরে যায়, অনঙ্গ-বন্ধন গুণ গায়।
যার শ্রুতি পরশয়ে, তখনি বাউলি হয়ে, সচকিত ইতি উতি ধায় ॥৩৫
তুয়া পদ-নখকান্তি, জিনি নিশাপতি পাঁতি, যার শোভায় জগত উজ্জ্বল।
মোর নেত্র-চকোরিকা, না পাইয়া তার দেখা, মরে ইবে হইয়া বিকল ॥৩৬
তুয়া পাদপদ্মস্থল, কোটি চন্দ্র সুশীতল, অনির্বচনীয় রসধাম।
হেন পদ না দেখিয়া, কৈছনে ধরিব হিয়া, কৈছে মোর রহিবে পরাণ ॥৩৭
আর অদ্ভুত রঙ্গ, তোমার যে অঙ্গ গন্ধ, তুলনা নাহিক অনুপাম।
করে যার নাসা স্পর্শ, তখনই করয়ে বশ, পাশরায় নিজনিকেতন ॥৩৮
মোহন বংশীর ধ্বনি, যখন শ্রবণে শুনি, অনুসারে চলয়ে চরণ।
ইবে সেই বংশীনাদ, শুনিতে হইল সাধ, তবে কৈছে রহিবে জীবন ॥৩৯
এতেক কহিতে রাধা, বাঢ়িল দারুণ বাধা, অশ্রুমুখী সখীপানে চায়।
বলে কি হইল হায়, হিয়া বিদরিয়া যায়, মোরে ছাড়ি গেল শ্যামরায় ॥৪০
ইহা কহি পদ্মমুখী পথে দুই নেত্র রাখি, কান্দে উচ্চ, না সম্বরে বাস।
সর্ব্ব সখীগণ কান্দে, কেহ স্থির নাহি বান্ধে, কান্দে দীন এ উত্তম দাস ॥৪১

সখীমুখ চাহি কহে রাধা চন্দ্রমুখী। শ্রাবণের ঘন সম ঝরে দুটি আঁখি॥
গদগদ বচনে আর নিশ্বাস সঘন। বামকরে বামগণ্ড রাখিয়া তখন॥
অঙ্গ হইতে আভরণ করিল বাহিরে। ভিজিল বসন নীল নয়নের জলে॥
সর্ব্ব গোপীগণ কান্দে হইয়া অস্থির। মুখ বুক বাহি পড়ে নয়নের নীর॥
অস্থির হইয়া তবে রাধিকা সুন্দরী। সখী সম্বোধিয়া বাণী কহে বরনারী॥

শুনগো প্রাণের সখি ! কহি গো তোমারে । প্রাণনাথ ছাড়ি গেলা মথুরানগরে ॥
নিশ্চয় মথুরা কৃষ্ণ করিলা গমন । সখী পাঠাইয়া জান তাহার কারণ ॥
কত ছল জানে সেই নন্দের নন্দন । কুঞ্জগৃহে রহে কিম্বা হইয়া গোপন ॥
গোপনে রহিয়া বুঝে মন মো সভার । মো'বিষয়ে কৈছে প্রেম নারী সভাকার ॥
অতএব চল কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া । টবে বাণীর কুঞ্জে যাই অন্বেষিয়া ॥
এত কহি সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিলা । অন্বেষণ কৈলা বহু লাগ না পাইলা ॥
কৃষ্ণের বিলম্ব বহু হইল তথায় । ইহাতে মানিলা তিঁহো গেলা মথুরায় ॥
উচ্চস্বরে কান্দে আর সখীমুখ চায় । পিয়া গেলা দূরদেশে প্রাণ বাহিরায় ॥
কি করিব হায় ! আর বলহ উপায় । পিয়া বিনা হিয়া মোর বিদরিয়া যায় ॥
বিদগ্ধ পিয়া মোর গুণের সাগর । প্রেমরসনিধি পিয়া রসিক নাগর ॥
আবর পিরীতি পিয়ার কহনে না যায় । সোঙরিতে পিয়াগুণ প্রাণ বাহিরায় ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে যত কেলি বিস্তারিলা সুখ । কতেক কহিব তাহা, নহে কোটি মুখ ॥
এই না মাধবীকুঞ্জে আমারে লইয়া । নিজ উরু-আসনেতে আমারে বসাইয়া ॥
করিল বিবিধ লীলা আমার সেবন । তাম্বুল যোগায়ে আর করয়ে লেপন ॥
মুখে মুখ দিয়া কহে পাইনু পরাণ । অঙ্গে অঙ্গে দিয়া কর, নয়ানে নয়ান ॥
মোর অঙ্গবেশ করে, হেরে মোর মুখ । চরণে যাবক দিয়া পায় কত সুখ ॥
কস্তুরি রচিয়া যবে কুচে চিত্র করে । করযুগ কাঁপে, তনু পুলকেতে ভরে ॥
বিবিধ বন্ধানে বাস পরাইয়া মোরে । করয়ে বিবিধ লীলা মহানন্দভরে ॥
মোর অঙ্গ পিয়া যদি করে পরশন । অঙ্গে অঙ্গ দিয়া কহে পাইলু কত ধন ॥
পিরীতি-পরশমণি নাগর-রতন । না দেখিয়া প্রাণ কান্দে ধৈর্য্য নহে মন ॥
যাঁহা বহু সুখ তাঁহা বহু দুঃখ হয় । অতিপ্রীতে অতিদুঃখ হয়ত নিশ্চয় ॥
পিরীতে বিধাতা অতি হয় নিদারুণ । সুখ দিয়া দুঃখ পুন করয়ে যোজন ॥
কার দোষ নাহি মোর কর্ম্মফল হইতে । সুখ ছাড়ি গেল দুঃখ বেড়িল আমাতে ॥
নহিলে কি ছাড়ি যায় মোর প্রাণপিয়া । সুখ সঙ্গে করি গেল মোরে দুঃখ দিয়া ॥

সে নব সুন্দরবর রসিক নাগর। গুণপূর্ণ রসময় করুণাসাগর॥
দয়ালু সে প্রেমপূর্ণ মদনমোহন। হরিয়ে আমার মন করিলা গমন॥
মোর মন হরি নিল পিরীতি করিয়া। দুঃখার্ণবে ডারি গেল নিঠুর হইয়া॥
মন মোর বশ তার তারে না পাশরে। কি করিব প্রাণসখি! কহ না আমারে॥
সে নব নাগর বর মোহন মূরতি। দেখিলে কি ছাড়ি দিব মাথুর-যুবতী॥
মথুরা নগরে নীচ নাগরীর গণ। পাইলে কি আর ছাড়ি দিব একক্ষণ॥
ক্ষণেক শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হইতে। যত দুঃখ পায় রাধা, কে পারে বলিতে?
এইমত নিত্য তপা রাধা সুবদনী। ক্ষণেকে বিচ্ছেদে কত যুগ সম মানি॥
নিত্যে নিত্যগণ সহ রাধা নববালা। অক্রূর আইলা যবে একথা শুনিলা॥
প্রাতে লইয়া যাব কৃষ্ণ মথুরাভুবনে। এ কথা শুনিয়া ভাবিত হৈলা তখনে॥
শ্রীকৃষ্ণ চড়িলা রথে মথুরা যাইতে। ভবন বিরহ হইলা একথা শুনিতে॥
বলরাম সহ রথে চড়িয়া শ্রীহরি। সখাবৃন্দ অক্রূর সে গেলা মধুপুরী॥
এতেক শুনিয়া তবে রাধাঠাকুরাণী। কান্দিয়া আকুল অতি লোটায় ধরণী॥
ভূতবিরহের হেন উদয় তাহাতে। সখীগণ প্রতি কহে কান্দিতে কান্দিতে॥

ভূতবিরহো যথা—

আমারে ছাড়িয়া পিয়া গেলা মধুপুরে। আর না আসিব পিয়া এই ব্রজপুরে॥
পিয়া বিনা হিয়া মোর স্থির নাহি বান্ধে। পিয়াগুণ স্মরিয়া নিরবধি কান্দে॥
আর না দেখিব পিয়ার সে চাঁদবয়ান। কিসে জুড়াইব মোর তাপিত নয়ান॥
সে সব বচনভঙ্গী সুধাশতধার। মোর কর্ণযুগে তাহা না শুনিব আর॥
সে অঙ্গ সুগন্ধিতর আমার নাসায়। পুন কি পরশ পাব, না দেখি উপায়॥
কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্যামল সুন্দর। পরশ না পাব আর মোর কলেবর॥
মোর মুখে মুখ দিয়া তাম্বূল অর্পণ। আর না পাইব সুধাস্বাদু বিনিন্দন॥
দেখিতে করিয়ে সাধ সেরূপ মাধুরী। না দেখিয়া কান্দে মোর পরাণ পুতলী॥

সেইত যমুনাকূল, সেই কুঞ্জবন। সেইত সুগন্ধযুত নানা পুষ্পগণ ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী তৈছে করয়ে ঝঙ্কার! কোকিলগণের গান তৈছন প্রকার ॥
তৈছন করয়ে কেকা ময়ূরা ময়ূরী। তৈছন মধুর গান করে শুকসারী ॥
সেই তরুলতা গণ বিবিধ পবন। শ্যাম বিনে শূন্যময় কুটীর কানন ॥
কৃষ্ণ বিনা দিবসেতে অন্ধকার দেখি। কৈছে প্রাণ রহে মোর কহ প্রাণসখি !!
এত বাক্য শুনি তবে ব্রহ্মজ্ঞানী কয়। বিস্তারিয়া কহ মনের ঘুচুক সংশয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ হয়েন প্রেমরস-রত্ননিধি। রাধিকা হয়েন প্রেমরসের অবধি ॥
দোঁহাকার প্রেমতত্ত্ব কে কহিতে পারে। কোটি শত মুখে কোটি সহস্র বৎসরে ॥
পিরীতি স্বতন্ত্র ধাতা অদ্ভুত চরিত। কে তাহা কহিতে পারে, কে যাবে প্রতীত?
বিধির বিধান মত সর্ব করে আন। পিরীতিবিধান মত করে সর্বকাম ॥
এইপ্রেমের দুঃখ সুখ যত ব্যবহার। ব্রজবিনে অন্যস্থানে না করে সঞ্চার ॥
অতএব কি কহিব গোপীর পিরীতি। একক্ষণে কত কল্প মানে তার রীতি ॥
ক্ষণেক বিচ্ছেদে বহুদিন করি মানে। পিরীতের রীত ঐছে প্রেমিজন জানে ॥
পিরীতি স্বতন্ত্র কর্ত্তা, স্বতন্ত্র আচার। বেদ ধর্ম্ম কাঁহা দেহস্মৃতি নাহি যার ॥
প্রেমময় দেহ যার, প্রেম মহাজ্ঞান। প্রেমব্যবহার যাঁহা নাহি আন জ্ঞান ॥
অতএব শুন জ্ঞানি! কহি প্রেম কথা। শুনিলে সংশয় তব ঘুচিবে সর্বথা ॥
প্রেমময় তনু কৃষ্ণ সর্বরসাশ্রয়। ভাব মহাভাবাদিক সদা বিরাজয় ॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তি শ্যামচন্দ্র। গোপীগণ সহ রস বিহরে স্বচ্ছন্দ ॥
নরাকৃতি নিত্য সেই শ্রীবংশীবদন। গিরিধাতু অঙ্গে শিখিপিচ্ছবিভূষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার হ্লাদিনী। তাঁর সার মহাবরা রাধা ঠাকুরাণী ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ রাধা কৃষ্ণের সমান। গোপীগণ হয় রাধার অঙ্গপরমাণ ॥
সর্বাদি অনাদি সেই দুই দেহ হয়। সর্বাদি চিন্ময় রস-আস্বাদ-আশয় ॥
দুই দেহ এক সেই সর্বরসাশ্রয়। সদা কামক্রীড়া করে বিগ্রহবান হয় ॥
মন দিয়া মর্ম কথা শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! এতত্ত্ব জানিলে জানি সব আত্মবাণী ॥

মহাভাব-স্বরূপা সে হয়েন রাধিকা। সর্ব্বারাধ্যা প্রেমময়ী সভার অধিকা॥
অতএব শুন জ্ঞানি ! কহিয়ে তোমারে। প্রেমের আশ্চর্য্য রীতি বুঝহ অন্তরে॥
ক্ষণেক বিলম্বে বহুদিন করি মানে। অকৈতব প্রেম এই অলভ্য ভুবনে॥
ক্ষণেক বিলম্বে এই রাধিকা সুন্দরী। মনেতে জানিলা কৃষ্ণ গেলা মধুপুরী॥
সুদূর প্রবাস এই মনেতে জানিল। কৃষ্ণবিনা বহুচিন্তা করিতে লাগিল॥
অতএব বিপ্রলম্ভে বহুক্রিয়া হয়। সেই সব ক্রিয়া রাধার হইল নিশ্চয়॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার। শৃঙ্গারের ভেদ এই জানিবে বিচার॥
সম্ভোগ সে পুষ্ট নহে বিপ্রলম্ভ বিনে। অতএব বিপ্রলম্ভ ইহাতে গণনে॥
কষায়িত বস্ত্রে যেন সাজে বহুরঙ্গ। সম্ভোগেতে তৈছে এই সাজে বিপ্রলম্ভ॥
বিপ্রলম্ভ চারিমত শাস্ত্রে পরকাশ। পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস॥
প্রবাস সে দুইমত শুনহ বিচার। অবুদ্ধিপূর্বক হয় বুদ্ধিপূর্ব আর॥
বুদ্ধিপূর্ব্ব প্রবাস দ্বিবিধ সে হয়। কিঞ্চিৎদূর, সুদূর সে রসশাস্ত্রে কয়॥
কিঞ্চিৎ দূর গেলে দশ দশাদি হয়। সুদূর প্রবাসে তাহা হইল নিশ্চয়॥
অতএব রাধিকার দশ দশা হৈল। মন দিয়া শুন জ্ঞানি ! নিশ্চয় কহিল॥
চিন্তা, জাগরণ আর উদ্বেগ গণন। তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ-কথন॥
ব্যাধি সেই উন্মাদ মোহ মৃত্যু সে দশম ! এই দশ দশা রাধার হইল খ্যাপন॥
তত্রচিন্তা কৃষ্ণ গেলা মথুরাকে জানিয়া সুন্দরী। অন্তর আতুর অতি কান্দয়ে ফুকরি॥
সখী প্রতি বলে কহ উপায় বচন। কেমনে পাইব কৃষ্ণমুখ-দরশন॥
কাঁহা যাঙ, কাঁহা কৃষ্ণ কমল-নয়ান। দেখিলে যুড়ায় মোর তাপিত নয়ান॥
এইমত কৃষ্ণ লাগি রাধার ভাবন। চিন্তার প্রবাহে রাধা করিলা মজ্জন॥
মন ঘূর্ণা পরিচয় অগাধাতিশয়। দুঃখময় জল তাতে পূর্ণতর হয়॥
রাধিকার দুঃখ দেখি যত সখীগণ। কি করি উপায় হবে করয়ে চিন্তন॥
যমুনা নিকট তট নিকুঞ্জ-কুটীরে। যত্ন করি রাধিকারে নিলা তথাকারে॥
সজল নলিনীদলে করায় শয়ন। সনীর নীরজদলে করয়ে পবন॥

এই মত নানা চেষ্টা করে সখীগণ। রাধার দুঃখেতে দুঃখী সবাকার মন ॥
রাধিকা সে কুঞ্জে গিয়া কৃষ্ণে না দেখিয়া। মূর্চ্ছিতার প্রায় তথা রহিলা পড়িয়া ॥
বিশাখা সুন্দরী তাঁরে তুলি কোলে লৈলা। নীর-আহরণে তবে ললিতা চলিলা ॥
যমুনায় গিয়া জল ভরিবার কালে। ব্যাকুল অন্তরে বারি দিগেতে নেহালে ॥
হেনকালে দেখে তথা যমুনার জলে। হংস এক আছে অতি মন কুতূহলে ॥
চিন্তায় জর্জরা সখী আকুল অন্তরে। হংসে দূত করি বাক্য কহয়ে তাহারে ॥
এ কেনে বাইব পশু পক্ষী জাতি হয়। ইহা না জানিয়া তারে পুন পুন কয় ॥
দৌত্য কর্ম যোগাযোগ বিচার না করে। সন্দেশ পাঠায় কৃষ্ণে মথুরা-নগরে ॥
বিরহে আতুর অতি বিহ্বল অন্তর। সরল স্বভাব নাহি জানে আত্মপর ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াগণের হয় আর এক গুণে। বৃন্দাবনে প্রাণিগণে দূত করি মানে ॥
কিম্বা কৃষ্ণবিরহেতে ব্যাকুল অন্তর। কারে কি বলিব তার নাহিক ঠাহর ॥
অতএব হংসকে সে প্রার্থনা করিয়া। মথুরা পাঠায় কৃষ্ণে সন্দেশ কহিয়া ॥
শুন জ্ঞানিবর ! এই তোমারে কহিল। এইমত দশ দশা রাধিকার হইল ॥
শুন জ্ঞানি ! আর এক অপূর্ব্ব কথন। মহাভাব হৈলে হয় যেইত করণ ॥
প্রেমের যে পরাবস্থা মহাভাব হয়। দ্বিবিধ সে মহাভাব জানিবে নিশ্চয় ॥
রূঢ় এক হয় আর অধিরূঢ় নাম। শুনহ অপূর্ব্ব কথা অতি অনুপাম ॥
রূঢ় মহাভাব আগে করহ শ্রবণ। যাহার শ্রবণে সুখ পায় ভক্তগণ ॥
উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সর্ব্ব যাতে বিরাজয়। তারে রূঢ় মহাভাব রসিকে বলয় ॥
সেই রূঢ় ভাবে গোপী যেইত করয়। তাহা ইবে লিখি কিছু করিয়া নির্ণয় ॥
নেত্রের নিমিষ লাগি বিধিরে নিন্দয়। কি করিলি বিধি! যোগ্য সৃষ্টি তোর নয় ॥
এই এক হয় আর শুন কহি সার। আসন্নজনতা-হৃদ্বিলোড়ন প্রকার ॥
কৃষ্ণ সহ সংযোগেতে রহিল একতা। কল্পে একক্ষণ করি মানয়ে সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণসঙ্গ বিনা পুন ঐছন মানয়। একক্ষণে বহুকল্প বলি জ্ঞান হয় ॥
যোগ' বিয়োগেতে এই জানিহ নিশ্চয়। আশ্চর্য্য প্রেমের রীত রসিকে বুঝয় ॥

কৃষ্ণসঙ্গে আর্ত্তিশঙ্কা হয়ে ত ক্ষীণতা। মহাভাবের এই রীত জানিহ সর্ব্বথা॥
মোহাদি অভাবে সেই হেন গুণ ধরে। আত্মা দিয়া যত সর্ব বিস্মরণ করে॥
মোহাগুভাবে আত্মাদি সর্ব-বিস্মরণ। সদা রূঢ়ভাবে হয়, এইত কারণ॥
ইত্যাদিক হয়া যায় যোগবিয়োগেতে। অতএব জানি তার আশ্চর্য্য চরিতে॥
'আস্ত' শব্দ পাঠে তার শুন আর কথা। কৃষ্ণে আবির্ভাব সেই করায় সর্ব্বথা॥
অধিরূঢ় হয় সেই দ্বিতীয় প্রকার। মোদন মাদন নাম কহিয়ে তাহার॥
দোঁহার বিচ্ছেদে পুন সেইত মাদন। অতিবিলক্ষণ নাম হয়ে ত মোহন॥
বিয়োগ-বৈবশ্য হেতু সাত্ত্বিক বিকার। সুদ্দীপ্ত হইয়া যাতে করয়ে প্রচার॥
মোহনের হয় এই স্বরূপ লক্ষণ। ইহার অনুভাব কহি, করহ শ্রবণ॥
প্রেয়সীতে যদি কৃষ্ণ রহে আলিঙ্গিত। তথাপি তাহারে ইহ করায় মূর্চ্ছিত॥
যগুপি বাঢ়ায় সদা অসহ্য বেদনা। কান্তের সখ্যেতে তপ্ত করায় কামনা॥
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের এই করে বিক্ষোভণ। তির্য্যগ্ যোনির সদা করায় ক্রন্দন॥
মৃত্যুস্বীকারেতে নিজ পঞ্চভূতগণ। কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা যাতে করে অনুক্ষণ॥
দিব্য উন্মাদাদি যেই করয়ে উদয়। সহচরীগণের যাতে প্রায় মোহ হয়॥
বৃন্দাবনেশ্বরী তিঁহো মোহন উদয়। উদাহরণ স্থানে ইহা বুঝিবে নিশ্চয়॥
এই মোহন কোন অপূর্ব্ব গতি পায়। ভ্রমাভাবে চিত্র দিব্যোন্মাদকে করায়॥
উন্মাদের নানা ভেদ শুন মহাশয়। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি বহুমত হয়॥
বিচ্ছেদেতে হৈল রাধার মহাভাবোদয়। অস্থির হইলা অতি কিছু না জানয়॥
কিবা কারে বলে আর কি কার্য্য করয়। এমন প্রেমের রীতি নিরূপণ নয়॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে এই শ্রীমতী রাধার। ক্ষণেক বিলম্বে মানে যুগ শত বার॥
বিয়োগে বিবশ অঙ্গ কহে সখী প্রতি। কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা মোরে করিয়া পিরীতি॥
বহুদিন হইল কৃষ্ণ না আইলা আর। দরশন বিনে প্রাণ না রহে আমার॥
কৈছনে বঞ্চিব হাম এ দিন রজনী। হিয়া কাটে প্রাণ যায় কহ না সজনি॥
দারুণ মদনের দুঃখ কৃষ্ণসঙ্গ বিনা। কৈছনে সহব দুঃখ এ মোর ভাবনা॥

যেই মাসে যেই দুঃখ কৃষ্ণ বিনা হয়। সেই সব বিস্তারিয়া সখী প্রতি কয় ॥
মোহাস্তভাবে আত্মাদি-সর্ব বিস্মরণ। সদা রূঢ়ভাবে হয়—এইত কারণ ॥
মোহাদি অভাবে সেই হেন গুণ ধরে। আত্মাদিক যত সর্ব বিস্মরণ করে ॥
অতএব আপনাকে আপনি পাসরে। ক্ষণ একে বহু বর্ষ করিয়া আচরে ॥
আদি-শব্দ পাঠে শুন আর কথা। কৃষ্ণে আবির্ভাব সেই করায়ে সর্বথা ॥
রূঢ় মহাভাব এই ঐছে বল ধরে। কৃষ্ণে আনি রাধাসহ মিলন যে করে ॥
রাধার এভাব যবে উদয় হইল। রাধা বিনে এথা কৃষ্ণে অস্থির করিল ॥
অস্থির হইয়া কৃষ্ণ করয়ে বিচার। বহুক্ষণ হইল মুখ না দেখি রাধার ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ জানি নিজ মনে। আমা বিনা মোর প্রিয়া আছয়ে কেমনে ॥
মোর প্রিয়া রাধা মোর বিরহ-সঙ্কটে। পড়িয়াছে দেখি গিয়া তাহার নিকটে ॥
কৈছন আছয়ে রাধা কৈছন আচরে। দরশনাদি দিয়া সুখ দিব যে তাঁহারে ॥
সুখ বিস্তারিয়া পুন বিরহে রাখিয়া। সেভাব জানিব আমি এথানে আসিয়া ॥
এত বিচারিয়া কৃষ্ণ আপনার মনে। রাধিকার কাছে গিয়া দিল দরশনে ॥
কৃষ্ণমুখ দেখি রাধার আনন্দ সঘন। চাহিয়া রহিলা মাত্র, না সরে বচন ॥
অনিমিষ আঁখি রাধা দেখে কৃষ্ণমুখ। কহিতে না পারে ধনী যত পাইলা দুখ ॥
না দেখিয়া যত দুঃখ রাধার অন্তরে। কহিতে না পারে কিছু আনন্দের ভরে ॥
আনন্দাশ্রু নেত্রে ঝরে, পাদ্য দিল তায়। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র বহু সুখ পায় ॥
পুলকে পুরিত ভেল রোমলতাবলি। কৃষ্ণে অর্ঘ্য দিয়া তাতে সম্মান যে করি ॥
কৃষ্ণ দেখি শ্লথ হৈল হৃদয় বসন। আদর করিয়া যেন দিলা সে আসন ॥
নয়ন উৎপল দিয়া করিল পূজন। অগ্রেতে অধর-মধু নৈবেদ্য-অর্পণ ॥
এই মত রাধাঅঙ্গ কৃষ্ণের সমুখে। তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে হৈল মহাসুখে ॥
দুঁহু-অঙ্গ পরশিতে দুঁহু ভেল ভোর। যত সুখ হৈল তার কি কহিব ওর ॥
প্রতি তনু তনু দুঁহু মিলল যখন। মদন-সাগরে যেন করিলা মজ্জন ॥
মহারস বিলসিয়া বিবিধ বিধান। পুন তথাকারে কৃষ্ণ করিতে পয়ান ॥

হেনকালে কহে রাধা নিজ সখীগণে। এই দেখ ধূর্ত্ত কৃষ্ণ আইলা এখানে॥
বল করি মোর সঙ্গে করয়ে বিহার। নিষেধ করহ সখি! করে অবিচার॥
বিহার করিয়া কৃষ্ণ যায় মথুরাকে। কেন বা গমন করে এথা নাহি থাকে॥
এতেক কহিয়া রাধা কহে কৃষ্ণ পানে। ছাড়ি গেলা প্রাণনাথ না দেখি নয়নে॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া ধনী বিরহে পড়িয়া। নানা কথা কহে সেই সখী সম্বোধিয়া॥
মথুরা হইতে কৃষ্ণ এথাকে আসিয়া। মোরে দগধয়ে দুঃখ অগ্নিতে ডারিয়া॥
এই মত নানা কথা কহে সুনয়নী। সখীগণ মহাদুঃখ পায় তাহা শুনি॥
ইহা শুনি জ্ঞানী কহে আগে কহ আর। শুনিতে পাইয়ে সুখ সুবিচার-সার॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্ব্বার। শুনহ অপূর্ব্ব মহাভাবের বিচার॥
রূঢ় মহাভাবে এই করিল লিখন। কিছু মাত্র লিখিলাম ইহাতে লক্ষণ॥
অধিরূঢ় মহাভাব করহ শ্রবণ। কিছুমাত্র লিখি ইবে, তাহে দেহ মন॥
বিয়োগে বিবশ তনু শ্রীমতী রাধিকা। মোহন ভাবের তাতে উদয় অধিকা॥
মোহন উদয় যদি রাধিকার হৈলা। বিবশ হইল অঙ্গ কহিতে লাগিলা॥
শুন মোর প্রাণসখি! কহিয়ে নিশ্চয়। প্রিয় বিনু প্রাণ মোর তনু যে ছাড়য়॥
প্রাণ মোর তনু ছাড়ে ছাড়ুক নিশ্চয়। আমার মানস কায় যেন পূর্ণ হয়॥
তনু যদি পঞ্চত্বকে পায়ত আমার। পঞ্চভূত স্বাংশে গিয়া করুক সঞ্চার॥
ইহা লাগি বিধাতাকে করি নমস্কার। এই বর দিয়া কাম পূরহ আমার॥
যেন মোর পঞ্চভূত স্বাংশে প্রবেশিয়া। আমারে আনন্দ দেই কৃষ্ণপার্শ্বে গিয়া॥
অরুণ কমল জিনি কৃষ্ণ পদতল। মোর অঙ্গ ধরণি সে হউ সেই স্থল॥
যেই সরোবরে কৃষ্ণ নিতি স্নান করে। মোর আপে সেই সরোবর যেন ভরে॥
দারুণ বিরহে সখি! হইব মরণ। ঐছে মোরে মিলে যেন শ্রীনন্দনন্দন॥
যেই দরপণে কৃষ্ণ মুখ নিরিখয়। সে দর্পণ মোর জ্যোতিঃপূর্ণ যেন হয়॥
যে বিজনে শ্রীকৃষ্ণের বিজয় শ্রীঅঙ্গ। মোর অঙ্গ বায়ু যেন রহু তার সঙ্গ॥
যেই স্থানে গিয়া মোর করয়ে ভ্রমণ। সেইস্থানে মোর অঙ্গ হউক গগন॥

কৃষ্ণসঙ্গ সঙ্গতৃষ্ণা রাধিকার চিত্তে। স্মরিয়া মিলিতে চাহে কৃষ্ণের সঙ্গেতে॥
বিয়োগ-বিবশা রাধা মোহন দশাতে। ভ্রান্তিরূপা বৈচিত্র্য সে উপজে তাহাতে॥
দিব্যোন্মাদ হৈল তাতে শুন তার কথা। উদঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি বহুভেদ তথা॥
উদঘূর্ণা হইল যবে শ্রীমতী রাধার। বিলক্ষণ বিবশ তাতে চেষ্টা জন্মে তার॥
বিলক্ষণ যেই নানা বৈবশ্য-চেষ্টিত। উদঘূর্ণা করিয়া তারে বুঝিব নিশ্চিত॥
উদঘূর্ণা হইল যবে রাধার শরীরে। অস্থির হৈলা অতি ধৈর্য্য হইতে নারে॥
কিবা বাক্য বলে আর কিবা কার্য্য করে। বুঝিতে না পারি কিছু ঐছন আচরে॥
সিন্দূর বরণ সহ সে নীল গগন। দেখি কৃষ্ণ বলি রাই মানয়ে তখন॥
মান করি মুখ ফিরি থাকয়ে সুন্দরী। ভৎর্সন করয়ে অতি খণ্ডিতা আচরি॥
পুন সখী সম্বোধিয়া কহয়ে সুন্দরী। কৃষ্ণ ফিরি গেলা মোরে মানাইতে নারি॥
তখন না জানি মান করিলাম তারে। ইবে না দেখিয়া তনু তুষানলে জারে॥
রচয় উপায় মোরে যৈছে মিলে কান। গৌরব রাখিবে যেন জুড়ায় পরাণ॥
এতেক বচন ধনী কহিতে কহিতে। খঞ্জনের ধ্বনি শুনি চাহে চারিভিতে॥
কৃষ্ণের নূপুরবর মনে অনুমানি। হাসি অভরণ অঙ্গে করয়ে সাজনি॥
পুষ্পশয্যা সাজাইতে সখীরে বলয়। সুনাগর কৃষ্ণ আগে আইলা নিশ্চয়॥
পুনরায় কহে শুন প্রিয় সখীগণ! অভিসার কাজে এই বেলা শুভক্ষণ॥
নিবিড়ান্ধকার এই দেখিয়ে নিশ্চয়। কৃষ্ণসঙ্গে মিলিবারে এইত সময়॥
দেহ মোর নীলবস্ত্র করি পরিধান। ইহা বলি পদ চারি করয়ে পয়ান॥
পুন কহে শুন সখি! আমার বচন। সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণ না মিলে এখন॥
আমারে সঙ্কেত কৈল মিলন-কারণ। ফিরে অন্য কোন স্থানে করিলা গমন॥
দারুণ মদন মোরে করয়ে তর্জ্জন। উপায় কি করি সখি! বোলহ এখন॥
ইহা বলি পথ-পানে রাখিয়া নয়ন। অতি উৎকণ্ঠাতে চিন্তে কৃষ্ণ আগমন॥
পুন অতি উদঘূর্ণাতে অবশ সুন্দরী। ব্যাকুল হইয়া কহে সখীমুখ হেরি॥
রজনী চলিয়া গেল, না আইল কানু। কাম শরে জরজর কৈল মোর তনু॥

আর না আসিল পিয়া জানিল নিশ্চয়। পিরীতি লাগিয়া প্রাণ এখন আছয়॥
কর্পূর তাম্বূল আর কুঙ্কুম চন্দন। পুষ্পমালা আর কেলি সামগ্রীর গণ॥
কি কাজ এ সবে মোর, দেখি পোড়ে হিয়া। যমুনার জলে সখি! দেহ ভাসাইয়া॥
পুনর্বার সুনয়নী রহি একক্ষণ। কৃষ্ণ পার্শ্বে আছে যেন হেন হৈল মন॥
তাঁরে কহে মোর বেশ করহ নাগর। যেখানে যে ছিল বেশ রচহ সত্বর॥
খসিল কুন্তল ভার কবরী বান্ধিয়া। অলকা তিলকা দেহ সিন্দূর রচিয়া॥
মলয়জ মৃগমদে কর চিত্রগণ। কুবলয় দিয়া কর কর্ণের ভূষণ॥
এত বাক্য কহি পুন চাহে চারিপানে। কৃষ্ণ হেথা নাহি, কথা কহি কার সনে॥
কৃষ্ণ মোরে ছাড়ি গেলা মথুরা নগরে। বন্ধু বিনে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে॥
এত বিচারিতে পুন রাধা সুবদনী। উদ্ঘূর্ণাদশাতে মগ্ন পুন কহে বাণী॥
আজি স্বপ্নে দেখিলাঙ যেইত লক্ষণ। তাহা কহি মন দিয়া করহ শ্রবণ॥
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসি মথুরা হইতে। আনন্দ অর্পিলা নন্দ-যশোমতীর চিতে॥
তাহা হইতে আসি পুন সমীপে আমার। মোরে কহে—উঠ রাধে! দুঃখ নাহি আর॥
এত কহি সুনয়নী অতি উদ্ঘূর্ণাতে। সখী সম্বোধিয়া আর লাগিলা কহিতে॥
কৃষ্ণ আজি আসিবেন জানিল নিশ্চয়। সুলক্ষণগণ দেখি মোর মনে লয়॥
বাম বাহু বামকুচ বাম যে নয়ন। নাচিছে আমার সখি! অতি সুলক্ষণ॥
সঘনে পুলক-পূর্ণ হইল মোর অঙ্গ। খঞ্জন দেখিল আজি কমলিনী-সঙ্গ॥
এত কহি সুনয়নী রহি একক্ষণ। পুন কহে—শুন সখি! আমার বচন॥
মোর কাছে কৃষ্ণ যবে করিব গমন। বিধি যেন তখন না হরয়ে চেতন॥
কৃষ্ণের বদনশশী যেন সুখে দেখি। লোরে না পূরয়ে যেন মোর দুটী আঁখি॥
মোর কাছে পিয়া মোর আসিব যখন। নয়নের জলে ধৌত করিব চরণ॥
কৃষ্ণ যদি মোর অঙ্গ পরশিতে চাহে। কুটিল নয়নে হেরি নিবেধিব তাহে॥
আঞ্চলে ধরব যদি সে রসিক পিয়া। করে কর নিবারব ঈষৎ হাসিয়া॥
অধরে অধর যব করব মিলন। তখন আমার দেহে রহে কি চেতন॥

উদ্ঘূর্ণা দশাতে রাই এতেক কহিলা। মূর্চ্ছাপ্রায় হইয়া ধনী ভূমিতে পড়িলা ॥
তাহা দেখি সখীগণ আকুল হইলা। বিশাখিকা রাধা ধরি কোলেতে করিলা ॥
ঐছন রাধায় দেখি যত সখীগণ। রাধিকার লাগি করে উপায় চিন্তন ॥
সভে কহে রাধিকার অসহ্য বেদনা। প্রতিকার নাহি কৃষ্ণ-দরশন বিনা ॥
অতএব এক সখী যাহ কৃষ্ণ স্থানে। এ দশা কহিয়া কৃষ্ণে আনহ এখানে ॥
এত কহি কৃষ্ণপাশে দূতী পাঠাইলা। শুনিতেই দূতী অতি ত্বরাতে চলিলা ॥
চলিলা চতুরা দূতী কৃষ্ণ-সন্নিধানে। মথুরার রাজপথে আছয়ে যে স্থানে ॥
গোলোক নাথের যাত্রা দেখে যথা বৈস্য। তথাই মিলিল দূতী কৃষ্ণপাশে গিয়া ॥
দূতীরে দেখিয়া কৃষ্ণ সহর্ষ হইলা। দূতী প্রতি কহে তুমি কি কার্য্যে আইলা ॥

যথারাগ

কৃষ্ণের বচন শুনি, দূতী তবে কহে বাণী, শুন ওহে ব্রজের জীবন !
তোমার গমনে এথা, তোমার প্রেয়সী রাধা, জীয়ে কিম্বা নহে এতক্ষণ ॥১
শুন ওহে সুরসিক রাজ !
গোপীগণ ডারি শোকে, তুমি আইলে মথুরাকে, না জানি সাধিতে কোন্ কাজ॥ধ্রু
না দেখি তোমার মুখ, তিলেক না বান্ধে বুক, চিন্তার সাগরে মজে রাধা।
তোমার লাগিয়া কত, উপায় রচিল শত, তবুত না ঘুচে তার বাধা ॥২
কি করিতে কি না করে, কি বলিতে কি না বলে, মুখে না নিসরে আধ বাণী।
শুন বিদগধ-রায়, নিবেদিনু রাজা পায়, তুয়াতে চলহ গুণমণি ॥৩
তুমিত নিঠুর অতি, কঠিন তোমার মতি, প্রিয়া ছাড়ি করিলে পয়ান।
তদবধি সুনয়নী, তেজিল ভোজন পানি, নিদ্রা তার ছাড়িল নয়ান ॥৪
পালঙ্ক ছাড়িয়া দূরে, ধরণী শয়ন করে, ছটফট নিদ্রা না আইসে।
শুনহে সুখের ধাম, নিবেদিনু তুয়া ঠাম, তৎকাল চলহ রাধা পাশে ॥৫
তুমিত আইলে ছাড়ি, সে রহে ভূমিতে পড়ি, অবিরত করয়ে রোদন।
সখীগণ-মুখে চাহি, বচন কহয়ে এই, কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন ॥৬

বিরহ-পয়োধি-নীরে, অগাধে ডারিল মোরে, পারাপার শূন্য অতিশয়।
মস্তকে বন্দনা করি, তোমা সভাকারে বলি, কহ কৈছে প্রতীকার হয় ॥৭
কি করিব হায় হায়! ধৈরয না ধরা যায়, পুন কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
ক্ষণ এক মোর মন, যদি ধৈর্য্য হয়ে পুন, তবে হয় জীবনের আশ ॥৮
অতএব গুণমণি, তোমা না দেখিয়া ধনী, অন্তরে বিরহ দুঃখ ভরে।
সুবলিত তনু তার, হৈল অতি কৃশাকার, যেন স্বর্ণ রেখার সোসরে ॥৯
হিয়ার মতিম-হার, সে হইল অতি ভার, অঙ্গুরি সে বলয়ার সব।
অতি কি কহিব তায়, বসন না রহে গায়, সম্বরণ নহে এক ক্ষণ ॥১০
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী, যৈছন দেখিয়ে শশী, পরশিতে লাগয়ে তরাস।
তুমি অতিরসময়, যাইতে উচিত হয়, আমার সংহতি রাধা পাশ ॥১১
বিরহ-বিপত্তি তুয়া, ঘেরিল তাহার কায়া, যাতে অতি করিল মলিন।
জাম্বুনদ হেম জিনি, যাহার বরণ খানি সেহ ইবে হইল অচিন ॥১২
হিমে কমলিনী যেন, বদন দেখিয়ে তেন, বিম্বাধর হইল বৈশান।
শুনহে গুণনিধি, রাধাকে দেখিবে যদি, মোর সঙ্গে করহ পয়ান ॥১৩
সজল-নলিনীদলে, ক্ষণে শুতে ভূমিতলে, ক্ষণে উঠি ছটফট করে।
ক্ষণে সখী মুখে চায়, ক্ষণে করে হায় হায়, কোথা কৃষ্ণ ছাড়ি গেলে মোরে ॥১৪
অতি নিদারুণ বিধি, দিয়া মোরে গুণনিধি, পুন লঞা গেল দূরদেশে।
মর্ম্ম কর্ম্ম নাহি বুঝে, সে বিধি জগত মাঝে, বৃথা তার সৃষ্টির প্রয়াসে ॥১৫
বিধি মূর্খ অতিশয়, কর্ম্ম করে বিপর্য্যয়, কিবা গালি দিব যে তাহারে।
জগতের কর্ত্তা হইয়া, প্রেমমর্ম্ম না জানিয়া, কর্ম্ম করে অজ্ঞান আচারে ॥১৬
প্রেমাধীন যেই হরি, * * * দূরে লইয়া করিলে প্রস্থান।
এত যদি ছিল মনে, দোঁহে মিলাইলা কেনে, ধিক্ ধিক বিধির বিধান ॥১৭
নন্দের নন্দন কান, মোর প্রাণাধিক প্রাণ, প্রাণে ছাড়ি তনু শূন্য কেল।
করিয়া পিরীতি রস, আমারে করিলে বশ, মন ধন হরি লইয়া গেল ॥১৮
নীলমণি নবঘন, জিনি অতি সুচিক্কণ, নব ইন্দীবর জিনি অঙ্গ।

কোথা পীতাম্বরধারী, কোথা মোর মনোহারী, কোথা সেই নটবর-রঙ্গ ॥১৯
চূড়ে যার শিখিচান্দ, রমণী মোহন ফান্দ, কোথা মোর কমল-নয়ান।
রাসরস-সুতাণ্ডব, মোর প্রাণের বান্ধব, না দেখিয়া ফাটয়ে পরাণ ॥২০
কোথা মন্দ্রবংশীগান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, কোথা মোর জীবন-ঔষধি।
কহ কোথা যাব সখি! কোথা গেলে কৃষ্ণ দেখি, হাহা কোথা গেলা রসনিধি ॥২১
তোমার বিরহ জ্বর, প্রবেশি তার অন্তর, ধৈর্য্য নাশি করিল অস্থিরে।
দেখিয়া তাহার রীত চমক লাগয়ে চিত, সত্য এই কহিল তোমারে ॥২২
ধন্য ধন্য তার দেহে, যাতে দুঃখভার সহে, সত্য সহে তুয়া প্রেমলাগি।
তুমি অতি সুনিঠুর, ছাড়ি আইলে মধুপুর, রাধার অন্তরে জাগে আগি ॥২৩
কুম্ভকার-পুট সম, গুহায় পুড়িছে যেন বাহে প্রকাশ হয় তার সাথী।
তৈছন দোহয়ে রঙ্গ পরাশতে নারি অঙ্গ, অধিক উত্তাপ তার দেখি ॥২৪
তোমার বিরহ দুঃখ, দূর করে যত সুখ, পরম অদ্ভুত বল ধরে।
উচাটন করে মন, স্থির নহে একক্ষণ মরণ অধিক কৈল তারে ॥২৫
গরল পুঞ্জের সম, ক্ষোভিত করয়ে ঘন দারুণ দুঃসহ বজ্র সম।
হৃদি বৈশে শেল সম, বাহির না হয় পুন, কটু যেন হয় কটুগণ ॥২৬
প্রৌঢ় বিষূচিকায়, যেন অতি তীব্র হয়, দুঃখ যেহ সেহ রাধা অঙ্গে ॥
রাধার বিরহ ব্যাধি, ঘুচাইবে গুণনিধি! ত্বরিতে চলহ আমা সঙ্গে ॥২৭
দারুণ বিরহজ্বালা, পায়া বৃষভানুবালা, সহিতে না পারে আর বাধা।
কোথা গেল বল বুদ্ধি, পাশরিলা নিজ শুদ্ধি, বাতুলীর সম হৈল রাধা ॥২৮
বারি ঝরে দুনয়নে, চাহিয়া মথুরাপানে, পুন পুন কান্দয়ে সুন্দরী।
আপন অঙ্গন মাঝে, ভ্রমি বুলে মিছা কাজে, আলাপয়ে তুয়া নাম ধরি ॥২৯
নির্নিমিত্ত কতবার, হাসে ধনী অনিবার, শূন্যে চাহি কহে নানা কথা।
সচেতনে অচেতনে, তাহা না করয়া মনে, তাহে শুধে তোমার বারতা ॥৩০
ক্ষণে মৌন হঞা রহে, কারে কিছু নাহি কহে, ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দ্দিকে চায়।

ক্ষণে কম্প স্খলিত ক্ষণে অঙ্গ পুলকিত, ক্ষণে মহি পড়ি গড়ি যায় ।৩১
তোমার বিচ্ছেদ হইতে ভ্রান্তি কি হইল চিত্তে, আন কহিতে কহে আন।
অতএ নাগর হরি, ত্বরিতে মথুরা ছাড়ি মোর সঙ্গে করহ পয়ান ॥৩২
আর যে হইল তার, তোমারে কহিছি সার, শুন ওহে করুণা-সাগর।
আনিত আছিয়ে এথা, না জানি কি হইল তথা, কহিতে না পারিয়ে উত্তর ॥৩৩
নানাবিধ প্রসঙ্গে তব আসিল যে দৈন্যার্ণব, সেও দূরে গেল অতিশয়।
গুরু চিন্তা পরিভব, দূরে তেয়াগিয়া সব, মুখে তুয়া নাম নাহি শুনি ॥৩৪
উন্মাদে যে সব বাণী, প্রকাশিলা সুনয়নী, তাহা হৈতে গেল অতিদূরে।
ঝরঝর দুনয়ন, রোদন করিতে মন হৈতে সেই দুনয়ন ঝুরে ॥৩৫
তোমার বিরহ জ্বরে, ভেদি ধনীর অন্তরে, মূর্চ্ছা করি অবনীতে ডারে।
মূর্চ্ছা সহচরী সেই, সহায় হইয়া যেই, প্রাণরক্ষা করিলা রাধারে ॥৩৬
ত্বরিতে চলহ তবে, রাধারে দেখিবে যবে, দূরে কর অন্য কার্য্য ছার।
তিলেক বিলম্বে গেলে, না জানি কি ফল ধরে, কিজানি কিজানি হয় আর।৩৭
রাসরস-সুনাগর, শুন হে সুন্দরবর, নিবেদন করি রাঙ্গাপায়।
রাধা রবি তথা বড়, তোমারে করিল দৃঢ়, তুমি ছাড়ি আইলে এথায় ॥৩৮
নবনব প্রেম রসে, রাধারে করিলে বশে, অতিশয় নিবিড়তা করি।
তাহে তুয়া মুখবাণী, দিয়া সুধা তরঙ্গিনী, বাড়াইলে সে প্রেমলহরী ॥৩৯
চরণের ধূলি ঝাড়ি, অধিক মমতা করি, হৃদি রাখি বাড়াইলে মান।
সে গৌরব দূরে করি, ছাড়িয়া আইলে হরি, এই তুমি করিলে নিদান ॥৪০
অবলা অখলা ছিল, কথায়ে ভুলিয়া গেল, পিরীতি করিল তোমা সনে।
এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলি কেনে, অবলারে বধিতে পরাণে ॥৪১
সুজন জানিয়া তোমা, মোর সখী কৈল প্রেমা, তেন দুঃখ ভুঞ্জিল বিশেষে।
কি জানি কি লাগি আর, দেহে প্রাণ আছে তার, ধিক্ ধিক্ জীবনের আশে ॥৪২
এখন নাসার আগে তুলাতে নিঃশ্বাস লাগে, কিবা আশে রহে প্রাণ তার ॥

তুয়া আশা বলবান্, সহচরী সুপ্রধান, সেই রাথে পরাণ রাধার ॥ ৪৩
শুনরে বিদগ্ধ রায় নিবেদিনু তুয়া পায়, মনে মনে বুঝহ বিচারি।
যাবে যদি সঙ্গে চল, দড়াইয়া তাহা বল, আর আমি রহিবারে নারি ॥ ৪৪
রাধার সঙ্গতি যত সবে হৈলা মূর্চ্ছাগত রাধিকার দেখিয়া সে দশা।
আর যে কহিব কত, ব্রজের ব্রজবাসী যত, সবেই ছাড়িল জীউ-আশা ॥ ৪৫
তোমার যশোদা মাতা তাঁর কি কহিব কথা, সংজ্ঞাহীন পড়িয়া ভূতলে।
তুয়া দরশন বিনে আর জীয়ে কতক্ষণে, নিবেদিনু চরণ-কমলে ॥ ৪৬
তুয়া প্রিয়া রাধিকার, আর যে হইল তার, বচনে কহিবারে নারি।
যাকে দেখিবার তরে বেড়াইতে নানা ছলে, তারে ছাড়ি আইলা মধুপুরী ॥ ৪৭

রাধিকার দুঃখ শুনি সখীর বদনে। সখী মুখ চাহি কহে গদগদ বচনে ॥
শ্রাবণের ঘন সম যুগল নয়ন। বার বার বহে নীর, তিতিল বদন ॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জানিয়া অন্তরে। সখীর বচনে চলে রাধা দেখিবারে ॥
সখীপ্রতি কহে কৃষ্ণ তুমি আগে যাহ। আমার সম্বাদ গিয়া রাধারে জানাহ ॥
এতেক শুনিয়া সখী করিলা গমন। রাধিকার পাশে গিয়া দিলা দরশন ॥
সখীকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলা। গোলোকের পতি পুরে গেলা কি না গেল
চাহিয়া দেখিয়ে পুন রথের উপরে। চড়িলা গোলোকপতি আনন্দ অন্তরে ॥
রথেতে গোলোকনাথ মূর্ত্ত্যন্তর হৈলা। বাসুদেব হইয়া যায়, দেখি সুখ পাইলা ॥
আমি যাহা কৈল মনে তাহাই করিল। অতএব যাই ব্রজে বহুক্ষণ হৈল ॥
এই মূর্ত্ত্যন্তর রথে করিয়া স্থাপিত। ব্রজপুরে চলে কৃষ্ণ অতিহরষিত ॥
বহুক্ষণ হইল আমি আইল এথায়। ব্রজজন জানে কৃষ্ণ গেলা মথুরায় ॥
মথুরাগমন মোর করিয়া শ্রবণে। আমার বিচ্ছেদ দুঃখ পায় গোপীগণে ॥
মাতা মোর দুঃখ পায় না দেখিয়া মোরে। সভে দুঃখ পায় যত বৈসে ব্রজপুরে ॥
শ্রবণে শুনিলা সভে মথুরাগমন। তাহাতে আমার হেথা হৈল বহুক্ষণ ॥
যাত্রার উদ্যোগ সবে দেখিলা নগরে। ইহাতে জানিল কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে ॥

মথুরাগমনবার্ত্তা শুনিয়া সভাই। প্রাণত্যাগ করে পাছে শীঘ্র আসি যাই॥
মোর প্রিয়াগণ ইহা করিয়া শ্রবণ। কেমনে ধরিবে প্রাণ হইল বহুক্ষণ॥
রাধিকা সুন্দরী মোর প্রাণ অধিক প্রিয়া। হায় কি হইল তার গমন শুনিয়া॥
এত বিচারিয়া কৃষ্ণ আপনার মনে। মথুরার রাজপথ ছাড়িলা তখনে॥
দ্রুতগতি চলে জিনি মত্ত করিবর। চাতকীর লাগি যেন ভ্রমে জলধর॥
ব্রজে প্রবেশিয়া অতি ত্বরিত গমনে; আগে তথা গেলা যথা মাতা অচেতনে॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া দেবী রোহিণী হর্ষিতা। ডাকিয়া কহয়ে দেবী —উঠগো যশোদা॥
পুত্রমুখ দেখ, দুঃখ না ভাবিহ আর। তোমার নন্দন কৃষ্ণ সমুখে তোমার॥
ইহা শুনি নন্দরাণী ত্বরায় উঠিলা। আপন নন্দন কৃষ্ণ সমুখে দেখিলা॥
কৃষ্ণে দেখি যশোদা সে আনন্দে পূরিলা। শুভ জানি কৃষ্ণচন্দ্রে কোলেতে করিলা॥
কৃষ্ণমুখে স্তন দিয়া সুখ নিরিখয়। পাসরিলা দুঃখগণ, অতি সুখোদয়॥
স্তন পান করি কৃষ্ণ আনন্দ মগন। মাতাকে আনন্দ দিয়া করয়ে গমন॥
যথা আছে রাধাদিক যত গোপীগণ। প্রিয়াগণ মধ্যে আসি দিলা দরশন॥
এককালে সভে আসি দেখে কৃষ্ণানন। মূর্চ্ছা হইতে উঠে সভে পাইয়া চেতন॥
মৃত দেহে প্রাণ যেন আসিয়া মিলিলে কৃষ্ণে দেখি ঐছে উঠে গোপিকা সকলে॥
এককালে উঠি গোপী কৃষ্ণকে বেড়িলা। জলধর মধ্যে করি যেন বিদ্যুন্মালা॥
তথা গেলা রাধা পার্শ্বে কৃষ্ণ বিধুমুখ। নিজাঙ্গ পরশে ধনী পাইয়া বহু সুখ॥
কৃষ্ণে দেখি রাধা-অঙ্গে নানা ভাবোদয়। চিরদিনে হইল দেখে বাঢ়ে সুখোচ্চয়॥
প্রফুল্ল নয়ন নাসা ভুরি অনুপাম। প্রফুল্লিত গণ্ডযুগ, প্রফুল্ল বয়ান॥
অধর-চাঞ্চল্য অতি হাস্য মনোহর। গ্রীবা কটি ভঙ্গি রঙ্গোৎফুল্ল পয়োধর॥
রাধারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দসাগরে। মগ্ন হইলা অতিশয়, আপনা পাশরে॥
ক্রোড়ে করি রাধামুখ করয়ে চুম্বন। কত সুখ পায়, যাহা না যায় কথন॥
করুণাপ্রেমের সিন্ধু নাগর-রতন। নিজ করে রাধা-অঙ্গ করয়ে মার্জন॥
ঐছে সর্বগোপী প্রতি শ্রীকৃষ্ণ আপনে। ক্রোড়ে করি মুখ চুম্বে করয়ে মার্জনে॥

আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রহি রাধা-পাশে। সর্ব্বগোপীগণ পাশে আপনা প্রকাশে ॥
যেইমত রাধাসঙ্গে করয়ে বিহার। সর্ব্বগোপীগণ সঙ্গে তৈছন আচার ॥
সবে কহে —মোর সঙ্গে বিহরে নাগর। কেহ কাহে নাহি জানে তার পরস্পর ॥
এইমত বহুক্ষণ নানা রস রঙ্গে। করিলা বিবিধ লীলা সব গোপী সঙ্গে ॥
নানাবিধ বাদ্য আর নানানৃত্যগানে। রাগরাগিণী গানে অনঙ্গ-বর্দ্ধনে ॥

রাগ মঙ্গল

চিরদিনে দরশন, দোঁহার আনন্দ মন, সে সুখের কি কহিব ওর।
তৃষিত চাতকী যেন, নবঘন পাইল হেন, নিশাকরে পাইল চকোর ॥
অদ্ভুত দোঁহার পিরীতি।
যৈছন দারিদ্র্যজন, পায়া বহুমূল্য ধন, অতিশয় আদর আরতি ॥ ধ্রু ॥
নয়নে নয়নে রঙ্গ, দরশনে হর্ষ অঙ্গ, পরশে পায়ল কত নিধি ॥
আলিঙ্গয়ে কত সুখে, কি কহিব এক মুখে, সুখসিন্ধু আনন্দ-অবধি ॥
দুঁহে দোঁহার মুখ চাহে, সংলাপ বচন কহে, সুমধুর হাস্য মনোহরে ॥
রাধার দক্ষিণ করে, ধরিয়া নাগরবরে, প্রবেশিলা নিকুঞ্জ-মন্দিরে ॥
দুহুঁ সে নবীনানঙ্গ, পরশে অবশ অঙ্গ, মহারস বিলসয়ে রঙ্গে ॥
দুঁহু রূপ অনুপাম, নাগরী নাগর শ্যাম, বিজুরি বিলসে ঘন সঙ্গে ॥
তাহা দেখি সখীগণ, সভার আনন্দ মন, নিকুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশিলা ॥
সেবাপরা যত সখী হর্ষে প্রফুল্লিতা আঁখি, নিজ নিজ কুঞ্জেতে রহিলা ॥
কামক্রীড়া সুবিলাসে রঙ্গ রস পরিহাসে, অতি কুতূহলে বিহরিলা ॥
রাধার ইঙ্গিত বাণী, পাইয়া নাগরমণি, তৈছে সর্ব গোপীরে মিলিলা ॥
যৈছে রাধিকার সনে, তৈছে সর্ব্ব গোপীগণে, বিহরিলা নাগর-রতন ॥
পুন আসি রাধা-পাশে, আনন্দ-তরঙ্গে ভাসে, সে আনন্দে মজিলা উত্তম ॥

শ্রান্ত হৈয়া সভে পুন করিলা বিশ্রাম। তারপর করি জলক্রীড়াদি বিধান ॥
পরস্পর বেশ অঙ্গে করিয়া তখনে। রাধিকার বেশ কৃষ্ণ করিলা আপনে ॥

ভোজনাদি করি পুন করিলা শয়ন। নানা ক্রীড়া করি করে গৃহেরে গমন॥
সন্ধ্যা-পূজাদিক ক্রিয়া করি সমাপন। লালতাদি লৈয়া রাধা গৃহেরে গমন॥
সর্ব গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গে বিহরিয়া। নিজ নিজ গৃহে গেলা স্বগণ লৈয়া॥
শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! এই কহিয়ে তোমারে। বিশ্বাস করিয়া ইহা রাখহ অন্তরে॥
মথুরার রাজপথ হইতে ঘনশ্যাম। রাধিকার কাছেতে যবে করিলা পয়ান॥
শ্রীমতী রাধিকা তবে দেখি কৃষ্ণমুখ। পাশরিলা মথুরায় গমনের দুখ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া তৈছে গোপীগণ চিত্তে। পাশরিলা সর্ব দুঃখ আনন্দ প্রবর্ত্তে॥
নিত্য নিত্য এই কৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে। মহারাস বিলসয়ে সে না রসরঙ্গে॥
নিত্য বৃন্দাবনে রহি নিত্য বিহরয়। এই অতি সত্য কথা কহিল নিশ্চয়॥
অতএব ভুমি বৃন্দাবনে নিত্য স্থানে। সদা বিরাজয়ে কৃষ্ণ লঞা গোচারণে॥
গোপ গোপী গোসঙ্গে নিত্য বৃন্দাবনে। রাসাদি বিহরে সদা আনন্দ সঘনে॥
সখাগণ সঙ্গে নিত্য করে গোচারণ। বনগোষ্ঠে প্রতিনিত্য গমনাগমন॥
অসুরমারণ বিনা যত লীলাগণ। সতত করয়ে কৃষ্ণ গমনাগমন॥
কৃষ্ণসঙ্গে বিহরয়ে যত গোপীগণে। উপপতি বলি কৃষ্ণে জানে নিজমনে॥
অতএব অতিশয় করি সঙ্গোপনে। নিজ প্রিয়া লৈয়া সদা করয়ে ক্রীড়নে॥
ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র সদা প্রকট বিহরে। অপ্রকট কভু নহে সর্বশাস্ত্রে বলে॥
যেইত অপ্রকট হয় তাহার বিচারে। তাহা প্রকট লেখে প্রকটানুসারে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসি সনে। কখন বিরহ নাই জানিহ প্রমাণে॥
এতেক শুনিয়া তত্ত্ব জ্ঞানী তবে কহে। তত্ত্ববস্তু জ্ঞান হৈল, ঘুচিল সন্দেহে॥
শুন সবিনয় কহি তোমার চরণে। আর কিছু হয় যদি কহত এক্ষণে॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্বার। সুধাসার কথা কিছু শুন কহি আর॥
উদ্ধব আসিয়া হেথা গোকুল নগরে। কৃষ্ণের সন্দেশ লঞা দিলে সভাকারে॥
বিশেষিয়া কহি তাহা করহ শ্রবণ। শুনিলে পাইবে সুখ, জুড়াইবে মন॥
গোলোকপতির যত গোপ গোপাঙ্গনা। বাসুদেব সঙ্গে যত গোপ গোপরামা॥

তা' সভার সঙ্গে সেই উদ্ধব বনমালী। বাসুদেবের সন্দেশ সে কহিলা সকলি ॥
ধরাদ্রোণ যেই যাগে শ্রীনন্দ যশোদা। তাহাকে মিলিয়া কহে শ্রীকৃষ্ণের কথা ॥
যৈছে তৈছে সভাকার মন জুড়াইয়া। মথুরাপুরীকে গেলা রথেতে চড়িয়া ॥
এইত কহিল তোমায় উদ্ধব-গমন। হৃদয়ে রাখিবে ইহা করিয়া যতন ॥
এত শুনি ব্রহ্মজ্ঞানী কহে পুনর্বার। অতঃপর কহ এই কথা অতিসার ॥
শ্রীবাসুদেব আইলা কৈছনে গোকুলে। তাহা কিছু শুনি কহ সর্বসুমঙ্গলে ॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহিতে লাগিলা। সে কথা শুনহ ইবে যাহা জিজ্ঞাসিলা ॥
কংস দন্তবক্র আর শিশুপালাদয়। এ সভায় বধি কৃষ্ণ গোকুলে বিজয় ॥
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ গোকুলে আসিয়া। নিজগণে মিলিলা সে অতি হর্ষ হঞা ॥
প্রিয়াগণ মধ্যে যবে শ্রীকৃষ্ণ মিলিলা। পরম আনন্দে মজে, দুঃখ দূরে গেলা ॥
কৃষ্ণে দেখি সভাকার সুখের উদয়। পাসরিলা বিচ্ছেদের যত দুঃখচয় ॥
বাসুদেব আপনার স্বগণে মিলিয়া। বহুত সুখ দিলা দরশন দিয়া ॥
তাঁর মুখ দেখি যত তাঁর প্রিয়াগণ। পাসরিলা বিচ্ছেদের যত দুঃখগণ ॥
এই মত দুঁহে মিলি নিজ নিজগণে। বন্ধুভাবে মিলি রহে আনন্দ সঘনে ॥
গোচারণ আদি আর বনবিহরণ। রাসাদি বিহার সদা লঞা নিজগণ ॥
এই মত নানা লীলা করি কথো দিনে। গোলোকে যাইব বলি হৈল তাঁর মনে ॥
স্বগণ সহিত নিজ প্রিয়াগণ লঞা। গোলোকে গোলোকপতি চলে হর্ষ হৈয়া ॥
আনন্দে রহিলা তথা গোলোক ভিতর। রাসাদি বিহরে সদা গোকুল-নাগর ॥
এই মত সদা তিঁহো সতত থাকয়। প্রকটের কাল হৈলে গোকুলে উদয় ॥
গোলোকের পতি যদি গোলোকেতে গেলা। পরব্যোমনাথ তবে মনেতে জানিলা ॥
মনে মনে জানি তবে গোলোক গমন। আপনি যাইতে সাজে তবে পরব্যোম ॥
স্বগণ সহিতে আর প্রিয়া লঞা সাথ। পরব্যোম স্থানে গেলা পরব্যোমনাথ ॥
তথা-গিয়া নিজ স্থানে পরম আনন্দে। নিরন্তর বিহরয়ে প্রিয়াগণ সঙ্গে ॥
পুন সে প্রকট কালে গোকুলে আসিয়া। বিহরয়ে নিজসুখে নিজগণ লঞা ॥

তোমারে কহিল এই রাখ নিজ মনে। অন্য স্থানে না কহিবা পরম যতনে॥
শুন জ্ঞানি! এ তোমায় সত্য কহি হবে। আত্মশ্লাঘা নহে এই সিদ্ধান্ত রাখিবে॥
না কহ না কহ এই না কহ নিশ্চয়। নিরন্তর সাবধানে রাখিবে হৃদয়॥
সর্বশ্রোতাগণে মোর এই নিবেদন। মাহাত্ম্যার্থে গ্রন্থ করিবে গোপন॥
আপন ভজন কথা কারে না কহিবে। অতি সাবধান ইথে সবা যে হইবে॥
আপন স্বগণ ছাড়ি অন্যত্র কহিবা। সত্য সত্য অতি সত্য দুঃখ যে পাইবা॥
এত শুনি জ্ঞানী কহে করি সবিনয়। শুনাইলা তত্ত্বকথা—ঘুচিল সংশয়॥
এক কথা আছে মোর মনের ভিতরে। প্রকাশিয়া কহ তত্ত্ব যে পারি বুঝিবারে॥
উদ্ধব করিল যবে ব্রজেতে গমন। তাহার প্রসঙ্গ কহ শুনিতে হৈল মন॥
ইহা শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্বার। শুনহ অমৃত কথা ইহার বিচার॥
একদিন মথুরানাথ মথুরানগরে। কৌতুকে চড়িলা নিজ অট্টালি-উপরে॥
তাতে বসি দেখে নিজ পুষ্পের কানন। মথুরার উপবন স্থান মনোরম॥
দেখিতে স্মরণ তার হইল বৃন্দাবন। যাহা ক্রীড়া কৈলা সঙ্গে লঞা নিজগণ॥
নিজ ব্রজ স্মরিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনে। প্রৌঢ় উৎকণ্ঠাতে চিত্ত নহে সম্বরণে॥
ক্ষণেক রহিয়া ধৈর্য্য করি নিজমন। উদ্ধবেরে আনি কহে মধুর বচন॥
শুনহ উদ্ধব! ব্রজে করহ গমন। আশ্বাস-বচনে সভার করিবে তোষণ॥
শ্রীনন্দ যশোদা আর ব্রজবাসিজন। সবারে কহিবে মোর কুশল বচন॥
আমার বিরহে দুঃখী আছে সর্বজন। মোর কথায় সবাকার তুষ্ট কর মন॥
গোপগোপীগণ আর সখাগণ যত। সবারে মিলিবা তুমি রহিবা যাবত॥
আমার বিচ্ছেদে সভার কাতর অন্তর। মোর কথা কহি তোষ জন্মাবে সত্বর॥
মৃগ আদি বনজন্তু জলজন্তু আর। যমুনা দেখিবে কৈছে আছয়ে আমার॥
কোকিলাদি পক্ষগণ তরুলতাগণে। কেমনে আছয়ে তারা দেখিবে লক্ষণে॥
যে কেহো আমার ব্রজে করয়ে বসতি। মোর কথায় সবাকার জন্মাইবা প্রীতি॥
আমার সন্দেশ-বাক্য সবারে কহিবে। সবারে মিলিয়া পুন ত্বরায় আসিবে॥

দেবকীনন্দন-বাক্য শুনিয়া উদ্ধব। বৃন্দাবনে যাইতে মনে হইল উৎসব ॥
কৃষ্ণ-স্থানে বিদায় সে হইয়া তখনে। রথে চড়ি বৃন্দাবনে করিলা গমনে ॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি ব্রজে প্রবেশিলা। প্রথমেতে যমুনার দরশন কৈলা ॥
যমুনা তরঙ্গ বহে মহাবেগবতী। জলজন্তুগণ সবে নাহি রহে তথি ॥
হংসসারসাদি আর চক্রবাকগণ। ডাহুকাদি চাসপক্ষ না করে রটন ॥
রক্তোৎপল নীলোৎপল পঙ্কজাদি যত। প্রফুল্ল না আছে, নাহি ষট্পদ-সহিত ॥
তাহে দেখি আগে গিয়া দেখয়ে কানন। আমূল পুষ্পেতে হীন, ম্লান শাখাগণ ॥
সৌরভ-বর্জিত স্থান নাহি মকরন্দ। ভ্রমরা না করে গান, না পায় আনন্দ ॥
শিখী আর সারা শুক কোকিলার গণে। নৃত্যগান না করে বিহঙ্গমিলনে ॥
গুবাক পনস আদি আম্র নারিকেল। তরুলতা পুষ্পফল-বিহীন সকল ॥
ধেনুবৃন্দ আর মৃগ আদি জন্তুবৃন্দে। না বিহরে স্থানে স্থানে রহে নিরানন্দে ॥
গোপ গোপী আদি যত ব্রজের বসতি। নিজ কার্য্য করে গায় কৃষ্ণগুণকীর্ত্তি ॥
এইমত সুখহীন দেখি স্থানে স্থানে। উদ্ধব বিচার করে আপনার মনে ॥
কৃষ্ণ সে কহিলা মোর ব্রজে যতজন। আমার বিচ্ছেদে দুঃখী সবাকার মন ॥
ইথে যে দেখিল এই দুঃখের লক্ষণ। এত বাক্য সত্য বাসুদেবের বচন ॥
তথাপিহ মোর মনে ঐছে প্রকাশয়। ব্রজমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র সতত আছয় ॥
উদ্ধব পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের হয়। মনেতে জানিল কৃষ্ণ ব্রজছাড়া নয় ॥
কৃষ্ণগত প্রাণ যত ব্রজবাসিগণ। কৃষ্ণ না দেখিয়া কৈছে ধরিলা জীবন ॥
কৃষ্ণের অনন্তগুণ অনন্ত মহিমা। নানা চিত্র কর্ম তার, কে বুঝিব সীমা ॥
এত চিন্তি গেলা তিঁহো নন্দের দুয়ারে। রথ রাখাইলা তথা আনন্দ অন্তরে ॥
দ্বারী প্রতি জানাইলা নিজ সমাচারে। অভ্যন্তরে কহি দ্বারী তাঁরে লৈল ঘরে ॥
যেইকালে দ্বারে রথ উদ্ধব-সহিত। দেখি গোপীগণ চিত্ত হইল চমকিত ॥
রাধিকা দেখিয়া রথ নন্দের দুয়ারে। অক্রূর আইল এই নন্দের মন্দিরে ॥
এই কথা মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে। পূর্ববৎ মাথুরদশা হইল রাধা-চিত্তে ॥

কৃষ্ণ মথুরাকে গেলে যৈছে হৈল মনে। মাথুর দশার ভাব হইলা তখনে॥
পূর্ব্বে যৈছে কহিয়াছি দশা-বিবরণে। তৈছে দশা হইল পুন উদ্ধব-দর্শনে॥
প্রেম সে স্বতন্ত্র তাতা স্বতন্ত্র করণ। বিধির বিধান সঙ্গে না হয় মিলন॥
অতএব গোপীপ্রেম ভাবকর্ম্মগণ। বুঝিতে কি পারে, তাহা বড়ই দুর্গম॥
কৃষ্ণসঙ্গে রহে যদি আনন্দ সঘন। বহুক্ষণ হইলে তিথি মানে এক ক্ষণ॥
কৃষ্ণসঙ্গে ক্ষণেক বিচ্ছেদ যদি হয়। বহুযুগ বলি তবে তাহাকে মানয়॥
অতএব গোপীপ্রেমে নাহিক উপমা। বেদাগম পুরাণে ভেদিতে নারে সীমা॥
রাধিকার প্রেমসিন্ধু অগাধ অপার। কে বুঝিতে পারে তাহা প্রেমের আচার॥
নানা রসরঙ্গে যদি কৃষ্ণসঙ্গে থাকে। নিমিষে না দেখি কহে গেলা মথুরাকে॥
পুন যদি দেখে কৃষ্ণ কাছে আপনার। নানা ভাবোদয়ে হয় নানা পরকার॥
এইত কহিল গোপীপ্রেমের মহিমা। বেদাগম পুরাণে ভেদিতে নারে সীমা॥
শুন ব্রহ্মজ্ঞানি! এই উদ্ধব গমন। মহাসুখ পাবে যাহা করিলে শ্রবণ॥
উদ্ধব প্রবেশ কৈলা নন্দের মন্দিরে। নন্দ-যশোদায় মিলি অতি সমাদরে॥
পাদপ্রক্ষালন জল আনাইয়া দিলা। সুদিব্য আসন আনি তাথে বসাইলা॥
কুশলাদি জিজ্ঞাসিলা পরম সাদরে। ভোজন করাইয়া যে তাম্বূল দিলা তারে॥
কি লাগি আইলে কহ তাঁহারে পুছিল। তিঁহো কহিলেন—কৃষ্ণ পাঠাইয়া দিল॥
আমারে কহিলা মোর মাতা-পিতা স্থানে। কুশল লইয়া মোর জানাবে প্রণামে॥
কতদিন পরে আমি মথুরা হইতে। অবসর হইয়া যাব দোঁহার সাক্ষাতে॥
ব্রজে যতজন যৈসে সবারে মিলিবা। আমার বচন এই সবারে কহিবা॥
অতএব আমিহ আইল এই স্থানে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য তাহা কৈল নিবেদনে॥
এত বাক্য শুনি দোঁহে রোদন করিয়া। উদ্ধবেরে কহে কত কৃষ্ণের লাগিয়া॥
কৃষ্ণ বিনে শূন্য মোর এঘর দুয়ার। কৃষ্ণ বিনে দিবসেও দেখি অন্ধকার॥
আমার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ সে নিশ্চয়। প্রাণ ছাড়া দেহ আর কতক্ষণ রয়॥
নানামত উদ্ধব সে কহে আশ্বাসিয়া। অতিশীঘ্র কৃষ্ণ তোমায় মিলিব আসিয়া॥

গোপগণ প্রতি আর যত সখাগণে। সবারে কহিলা যেই কৃষ্ণের বচনে ॥
যদুনন্দনের যেই প্রেয়সীর গণ। তা' সবারে কহিলা যে করিয়া যতন ॥
উদ্ধব কহেন কৃষ্ণ তোমা সবার প্রতি। যে কহিলা তাহা কহি শুনহ সম্প্রতি ॥
দিন কত রহি আমি মথুরানগরে। ত্বরায় মিলিব গিয়া তোমা সবাকারে ॥
তোমা সবা ছাড়ি আমি কখন নহিয়ে। তোমা সবার কাছে আমি সতত আছিয়ে॥
এইমত কৃষ্ণবাক্য উদ্ধবের স্থানে। শুনি গোপীগণ কহে বহু দুঃখ মনে ॥
শুনহ উদ্ধব তিঁহো নাগর সুন্দর। নাগরী পাইয়া কেন ছাড়িব নগর ॥
মথুরা নাগরীগণ তাঁ'রে না ছাড়িব। তিঁহো কেন তথা ছাড়ি এথারে আসিব ॥
পশুপ-রমণী মোরা বনেতে বসতি। আমরা কি জানি তাঁর মনের পিরীতি ॥
নগরে নাগর ইবে হইলা আপনে। ব্রজ বলি আর কেন পড়িবেক মনে ॥
এমত হিয়ার দুখে যত গোপীগণে। উদ্ধবেরে কহে তাপে যত উঠে মনে ॥
এইমত উদ্ধব সে ব্রজবাসিগণে। যথাযোগ্য মিলিলা সে সবাকার সনে ॥
নন্দাদিক যত সব ব্রজবাসিগণে। বিদায় হইলা উদ্ধব গমন-কারণে ॥
রথের উপরি তবে করি আরোহণ। মথুরা পুরীকে পুন করিলা গমন ॥
ব্রজের সংবাদ সর্ব্ব শ্রীযদুনন্দনে। সকল কহিলা তিঁহো নিভৃত সঙ্গোপনে ॥
এতেক শুনিয়া তবে জ্ঞানিবর কহে। পাইল মনের বোধ; ঘুচিল সন্দেহে ॥
অতঃপর কৃষ্ণমন্ত্র আমি যে লইব। পরম আনন্দে রাধাকৃষ্ণকে ভজিব ॥
এত কহি শুভদিন করিয়া যতনে। যুগল সে মন্ত্র তিঁহো করিলা গ্রহণে ॥
কামগায়ত্রী কামবীজ লৈলা শ্রদ্ধা করি। এ সব জানিয়ে পুন জিজ্ঞাসয়ে ফিরি ॥
তোমারে জিজ্ঞাসি অতি করি সবিনয়। রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি মোর কেমনে সে হয় ॥
আচার উপায় কহ, করিয়ে প্রণাম। রাধা কৃষ্ণ পাই আর বৃন্দাবন ধাম ॥
এত শুনি কৃষ্ণভক্ত কহে পুনর্ব্বার। আচার উপায় কহি শুন সে আবার ॥
গোপী-অনুগতি বিনে প্রাপ্তি নাহি তথা। গোপীর অনুগা হইয়া ভজহ সর্ব্বথা ॥
মানসে প্রকৃতি হৈয়া হবে গোপনারী। গুরু-আজ্ঞা লইয়া হবে বর্ণ-বেশধারী ॥

নাম বয় সেবা আদি জান গুরু স্থানে। নিরন্তর সেব, গুরুরূপা সখী সনে॥
পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী আর বন্ধুগণে। শ্বশুর শাশুড়ী আর পতির স্বগণে॥
গুরু-আজ্ঞায় ব্রজে জানিয়া সকলে। নিরন্তর কর সেবা মন-কুতূহলে॥
ব্রাহ্মমুহূর্ত হৈতে সনান সদানন্দ। দিবানিশি সেবা পুন ব্রাহ্মমুহূর্ত পর্য্যন্ত॥
এইমত অবিরত নিজগুরু সঙ্গে। সুদৃঢ় মানসে সেবা ব্রজে রহি রঙ্গে॥
যে কালের যেই সেবা সেই ত' করিবে। ব্রজে বাস করি সখী সঙ্গেতে রহিবে॥
এইরূপে রাধাকৃষ্ণে সেবা যে করিলে। রাধাকৃষ্ণ-পদ পাবে মন দৃঢ় হৈলে॥
এত শুনি তিঁহো গুরু আজ্ঞা সে লইয়া। ঐছন সেবন করে ব্রজভূমে গিয়া॥
অন্তর্ম্মনা হঞা করে মানসে সেবন। অবসর পাঞা করে নাম-সংকীর্ত্তন॥
অবসরে মন্ত্র আর কামগায়ত্রীরে। কামবীজ সহ জপে আপন অন্তরে॥
জয় জয় বৈষ্ণব গোসাঞি জয় জয়। পতিতপাবন জয় জয় দয়াময়॥
তোমা সবার পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম। মোরে বাস দেহ যেন বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় গুরু মোর দাস সনাতন। তোমার চরণে যেন সদা রহে মন॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র গোপী-প্রাণধন। তোমার চরণে যেন সদা রহে মন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ ভক্তগণ প্রাণ। শ্রীচরণ দিয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণ। কৃপা করি যেন মোরে দেহ প্রেমধন॥
জয় জয় সনাতন গোসাঞির পদ। মোরে দয়া করি দেহ প্রেমের সম্পদ॥
জয় জয় শ্রীরূপের চরণকমল। অনুগ্রহ করি লহ আপনার স্থল॥
আপনা নিকটে রাখ, পূরাও মোর আশ। যুগল সেবাতে রাখ দিয়া ব্রজবাস॥
জয় জয় ভট্ট রঘুনাথের চরণ। ব্রজে বাস দেহ, রাখ নিকটে আপন॥
জয় জয় শ্রীজীবের চরণ যুগল। যুগল ভজন দিয়া লেহ নিজ স্থল॥
জয় জয় গোপাল ভট্টের পদদ্বন্দ্ব। ব্রজে বাস দিয়া মোরে করাহ আনন্দ॥
জয় জয় রঘুনাথ দাসের চরণ। প্রেমসুখ দিয়া মোরে করহ তারণ॥
জয় জয় সর্ব্ব মহান্তের পদদ্বন্দ্ব। মোর হৃদি স্ফূর্ত্তি হউ সর্ব্বরসগন্ধ॥

জয় জয় দ্বাদশ গোপালের পাদপদ্ম। কৃষ্ণপাদ দিয়া মোরে কর নিরাপদ॥
জয় জয় চৈতন্যের যত ভক্তগণ। তাঁ সবার পাদপদ্ম মোর প্রাণধন॥
জয় জয় নিত্যানন্দের যত ভক্তবৃন্দ। তাঁ সবার পদরেণু রহু হৃদি-সদ্ম॥
জয় জয় অদ্বৈতের ভক্তবৃন্দ জন। তাঁ সবার পদ করি মস্তকে ভূষণ॥
ত্রিভুবনে আছে যত বৈষ্ণবের গণ। তাঁ সবার পদ সদা করিয়ে ভাবন॥
জয় জয় বৃন্দাবন ভূমি রসময়। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ আর সখীচয়॥
পৌর্ণমাসী আদি যত ব্রজবাসিগণ। তাঁ সবার পদ শিরে করি বিভূষণ॥
ভূমে পড়ি রহে দৃঢ় করিয়া ধারণে। মনোভীষ্ট পূর্ণ লাগি করিয়ে যাচনে॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, কহি করপুটে। ব্রজে বাস দিয়া লেহ আপন-নিকটে॥
কেহ দিতে নারে ইহা তোমা সভাবিনা। অহর্নিশি চিত্তে মোর ইহাই ভাবনা॥
বাঞ্ছাকল্পতরু সবে জানিল নিশ্চয়। বাঞ্ছা পূর্ণ হবে, মোর দেহ পদাশ্রয়॥
জয় জয় জয় মোর বৈষ্ণব গোসাঞি। [কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই]॥
নিবেদন করোঁ সর্ব্ব বৈষ্ণব-চরণে। দোষ মোর না লইবা এগ্রন্থ-বর্ণনে॥
নানা শাস্ত্রবাক্যে গ্রন্থ রাঘব-রচিত। শ্লোকময় গ্রন্থ এই সর্ব্বত্র বিদিত॥
তার ভাষা করিবারে আজ্ঞা দিলা মোরে। আজ্ঞাশক্তি পায়া আমি রচিনু পয়ারে॥
শ্লোকার্থগণ অতি বুঝিতে দুর্গম। তথাপিহ যথামতি করিল লিখন॥
রাঘবের আশয় কিছু না পারি বুঝিতে। কিছুমাত্র লিখিলাম বৈষ্ণব-আজ্ঞাতে॥
অদোষদর্শক সর্ব্ববৈষ্ণব গোসাঞি। মোর দোষগুণ কিছু ইথে লবে নাঞি॥
আমি না বর্ণিল গ্রন্থ আমি না লিখিল। বৈষ্ণবের আজ্ঞাবলে এভাষা যে হইল॥
জয় জয় প্রেমময় বৈষ্ণব গোসাঞি। তোমাবিনে পতিতপাবন আর নাঞি॥
প্রণাম করিয়ে বহু বৈষ্ণবচরণে। রাঘবের চারি রতন করিল লিখনে॥
ভুবনে বিদিত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম। মদনমোহন তাঁহা সদা অবস্থান॥
মল্লবংশে কৃপাকরি মদনমোহন। যাঁহা বিরাজয়ে সদা করে লীলাগণ॥
শ্রীল শ্রীগোপাল সিংহ যাঁহা মহারাজা। শীলবন্ত পুণ্যবান্ অতি মহাতেজা॥

কায়মনোবাক্যে করে কৃষ্ণের সেবন। রাত্রিদিন করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
রসিক-বৈষ্ণব-সঙ্গে সদা বিরাজিত। পরম বৈষ্ণব তেঁহো পরম পণ্ডিত।
ভক্তশ্রেষ্ঠ অতিশয় সংসার বিদিত। গৌরাঙ্গের গুণগানে সদা যার চিত্ত।
প্রতাপে পূজিত তিঁহো অতি দয়াময়। প্রজার পালন করে সদয় হৃদয়॥
সেই বিষ্ণুপুরে মোর সতত বসতি। বৈষ্ণব-আজ্ঞায় লিখি পরম পিরীতি।
শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরতন রাঘব-রচিত। নানাশাস্ত্র-বাক্যে তাহা করিলা বিদিত।
বৈষ্ণব ঠাকুরের পায়ে মজাইয়া মন। চারি রতন ভাষা কহে এদাস উদ্ধব।

ইতি শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন নাম চতুর্থরত্নং॥

*নিশাপতি রস ঋতু আর দ্বিজরাজে। এত শাকে ভাষা হৈল বুঝহ সমাজে।
প্রণাম করিয়া বহু শ্রীগুরু-চরণে। বৈষ্ণব-আজ্ঞায় ভাষা করিল লিখনে॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন চতুর্থ ভাষা সমাপ্তা॥

---

* ১৬৬১ শাকে—